বাংলাবুক পরিবেশিত

রবিন কুক - এর

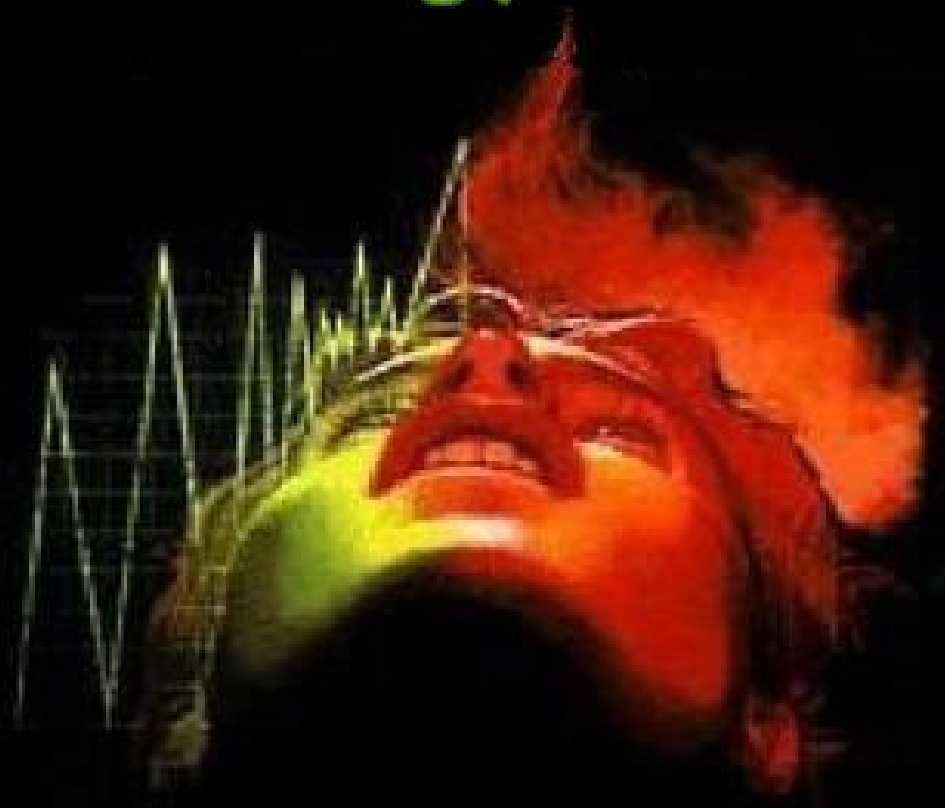

ব্রেইন

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

মার্টিন ফিলিপস এবং ডেনিস স্যাঙ্গার, তারা দুজনে চিকিৎসক, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং বেপরোয়াভাবে ভীত...
তারা দুজনেই সন্দেহ করছে কিছু একটা ভুল হচ্ছে- ভয়ানকভাবে ষড়যন্ত্র চলছে- বিখ্যাত মেডিকেল গবেষণা কেন্দ্রে, যেখানে তারা কর্মরত...
দুজনে বিস্মিত কেন একজন আর্কষণীয়া তরুণী অপারেশন টেবিলে মারা গেল এবং তার ব্রেইন গোপনে মাথার খুলি থেকে সরিয়ে ফেলা হলো...
দুজনেই দেখতে পেলেন হাসপাতালে আসা বেশ কয়েকজন তরুণীর একই ধরনের উপসর্গের মানসিক রোগ দেখা দিচ্ছে এবং তারা যৌনতাড়িত হয়ে পড়ছে...
দুজনেই আবিষ্কার করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগৎ কিভাবে টেকনোলজিক্যাল শক্তির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে...
হাসপাতালের বাইরে এসে দুজনেই জড়িয়ে পড়েন অন্য আরেক জগতে...
মর্গের মৃতদেহ রক্ষক মৃত তরুণীদের নগ্ন ছবি তুলে পর্ণোগ্রাফি বানায়...
মানুষের ব্রেইন দিয়ে তৈরি চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে জড়িয়ে পড়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী, সিআইএ এবং এফবিআই...
দুজনেরই জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে যখন তারা এই রহস্যের জট খুলতে গিয়ে আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন...
তারা দুজনে কি পারবেন এই জটিল রহস্যের জট খুলতে!
মেডিকেল থ্রিলারের জনক *রবিন কুক*-এর ভিন্নধর্মী থ্রিলার *ব্রেইন*-এ রয়েছে এর জবাব।

'দুর্দান্তভাবে যুক্তিসংগত... গভীরভাবে ভীতিকর... এই মেডিকেল থ্রিলারে ঘটানো হচ্ছে অভুতপূর্ব দক্ষতা!'

-লস এ্যাঞ্জেলস টাইমস

'মগজের কারবার... প্রচুর ঘটনার ঘনঘটা এবং বিভ্রান্তকর মোড় নেয়া পাঠককে সন্তুষ্ট করবে... আই কু'ডন্ট পুট ইট ডাউন!'

-ওয়াশিংটন পোস্ট

'নাটকীয় ঘটনার উপাদানে পরিপূর্ণ, কৌতুহলোদ্দীপক প্লট এবং চমকিত ভাবে সত্যের উদঘাটন...বলা যথেষ্ট যে, এটা আমার ঘুমের ভেতরেও হানা দেয়!'

-সিনসিনাটি এনকুইরার

'একটি চাতুর্য্যপূর্ণ ভাবে গঠিত মেডিকেল থ্রিলার!

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

'উত্তেজনামূলক এবং গ্রহণযোগ্য!'

হাউস্টন ক্রনিকলস

'এটা ভয়ংকর ভাবে মেডিকেল পান্ডিত্যে পরিপূর্ণ!

পাবলিশারস উইকলি

ব্রেইন

রবিন কুক

অনুবাদ

প্রিন্স আশরাফ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তাম্রলিপি

ব্রেইন
রবিন কুক
অনুবাদক : প্রিন্স আশরাফ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

তাম্রলিপি – ৪৭

প্রকাশক
এ,কে,এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

কম্পোজ
কলি কম্পিউটারর্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
২৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা - ১১০০

মূল্য : ২০০.০০

BRAIN
By : Robin Cook
Translated by : Prince Ashraf
First Published February 2008, by A.K.M. Tariqul Islam
Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00, U S $ 7

ISBN-984-70096-0047-0

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

মার্চ ৭

ক্যাথেরিন কলিন্স এক ধরনের দোদুল্যমানতার অনুভূতি নিয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে যায়। সে কাচ এবং স্টেইনলেস স্টিলের সমন্বয়ে তৈরি দরজার কাছে পৌঁছে দরজায় ধাক্কা দেয়। কিন্তু এটা খোলে না। সে পেছনের দিকে ঝোঁকে, দরজার উপরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে দরজার উপরে খোদিত করা উৎকীর্ণ লিপি পড়ে **'হবসন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার;** *নিউইয়র্ক শহরের অসুস্থ, দুর্বল এবং রুগ্নদের জন্য।'* ক্যাথরিনের চিন্তাভাবনার দিক থেকে এটা এভাবে পড়া উচিত *'এখানে যে প্রবেশ করবে তার জন্য আশার প্রাচুর্য্য নিয়ে।'*

ঘুরে দাঁড়িয়ে তার চোখজোড়া মার্চের সকালের সোনালি রোদের দিকে চলে যায়। তার ইচ্ছে হয় ঘুরে বেড়াতে এবং তার উষ্ণ এপার্টমেন্টে ফিরে যেতে। দুনিয়ার যে জায়গাটায় সে শেষে যেতে চায় সেটা হলো হাসপাতালে ফিরে যেতে। কিন্তু সে ঘুরে যাওয়ার আগে, কয়েকজন রোগী এদিকে আসে এবং তার পাশ ঘেষে চলে যায়। একটুও না থেমে তারা প্রধান ক্লিনিকের দরজা খুলে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তারা বিল্ডিংয়ের অমঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়।

ক্যাথেরিন তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে তার নিজের বোকামিতে হেসে ফেলে। অবশ্যই, ক্লিনিকের দরজা বাইরের দিকেই খোলে! তার প্যারাসুট ব্যাগ সে কাঁধের পাশে ঝুলিয়ে রেখে টেনে দরজা খুলে ফেলে এবং ভেতরে ঢুকে পড়ে।

প্রথম যে জিনিসটা ক্যাথেরিনকে আক্রান্ত করে সেটা গন্ধ। তার বিগত একুশ বসন্তের অভিজ্ঞতার মধ্যে সে এমন কিছু এখনও পায়নি। প্রবলভাবে যে গন্ধটা আসছে সেটা ক্যামিকেলের, যেটা এলকোহল এবং অসুস্থ মিষ্টি ডিওডেরান্টের সুবাস মিশ্রিত। সে ধারণা করে এলকোহল যে রোগজীবাণুগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে জানে যে ডিওডেরান্টের মিষ্টি গন্ধটা হাসপাতালের রুগ্ন এবং অসুস্থ গন্ধকে ঢেকে দেয়ার জন্য।

কয়েক মাস পূর্বে, হাসপাতালে তার প্রথম আগমনের আগ পর্যন্ত নিজের মৃত্যু নিয়ে কখনও চিন্তা করেনি। তার নিজের স্বাস্থ্য ভালো এবং সবকিছু ভালোভাবে চলছিল।

এখন অবস্থা ভিন্ন। সে ক্লিনিকে প্রবেশ করেছে তার নিজের বর্তমান স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে। হাসপাতালের নিজস্ব অসুস্থ গন্ধ তার সচেতনতাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তার আবেগ দমনে রাখতে সে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে।

সে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যায়।

হাসপাতালের জনাকীর্ণতা ক্যাথেরিনের জন্য সমস্যাদায়ক। সে নিজেকে কোকুনের

BanglaBook.org

মতো গুটিয়ে চলতে থাকে অন্যের স্পর্শ, নিশ্বাসের ছোঁয়া অথবা কাশির হাত থেকে বাঁচতে। সে খুব কষ্টে অন্যের মুখের দিকে তাকানো এড়ায়, যে মুখগুলো আহত, ছড়ে যাওয়া, ঘা ওঠা। এটা এলিভেটরের খারাপ দিক, যেখানে তাকে অনেকের সাথে চাপাচাপি করে দাঁড়াতে হয়। তার স্থিরভাবে ফ্লোর ইনডিকেটরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চারপাশের কথার ফিসফাস উপেক্ষা করে নিজের কথাগুলো রিহার্সাল দিতে থাকে। যেটা সে ক্লিনিকের গাইনীর রিসিপশনিস্টের কাছে বলবে।

'হ্যালো, আমার নাম ক্যাথেরিন। আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী এবং আমি এখানে চারবার এসেছি। আমি আমার স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য বাড়িতে যেতে চাই আমার পরিবার সেখানে আমাদের পরিবাবের ইন্টান্টিস্টকে দেখাবে। আমি আমার গাইনোকোলজির রেকর্ডগুলোর কপি পেতে আগ্রহী।'

এটা শুনতে খুব সাধারণ। ক্যাথেরিন এলিভেটর অপারেটরের দিকে তাকায়। লোকটার মুখ ভয়ানকভাবে চওড়া। কিন্তু যখন লোকটা পাশে তাকায় তখন তার মাথাটাকে চ্যাপ্টা দেখায়। ক্যাথেরিনের চোখ জোড়া লোকটার দিকে স্থির থাকে এবং যখন লোকটা তৃতীয় তলা বলার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় ক্যাথেরিনের স্থির চোখে চোখ পড়ে যায়। লোকটার এক চোখ নিচের দিকে এবং পাশে। অন্যটা ক্যাথেরিনের দিকে শয়তানী ভাবে তাকায়। ক্যাথেরিন তার স্থির দৃষ্টি তুলে নেয়। তার চোখ মুখ লাল হতে শুরু করে। একজন ঘন চুলওয়ালা লোক তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। নিজেকে ধরে রাখতে ক্যাথেরিন এলিভেটরের পাশে তার হাত দিয়ে রাখে। সে একটা পাঁচ বছরের সুন্দরী বালিকাকে দেখতে পায়। মেয়েটা একচোখে ক্যাথেরিনের হাসি ফিরিয়ে দেয়। অন্য চোখটা বিশাল টিউমারের কারণে গভীর গর্ত।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এবং সেটা উপরে উঠতে থাকে। ক্যাথেরিনের মধ্যে একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা চলে আসে। এটা সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতা থেকে ভিন্ন যেটা একমাস আগে যে দুটো ধরা পড়েছিল। কিন্তু এটা এখনও এলিভেটরের বদ্ধ পরিবেশে তাকে ভীত করে। সে তার চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং **ক্লস্টোরফোবিয়ার** অনুভূতির সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। কেউ একজন তার পেছনে কেশে ওঠে এবং সে তার ঘাড়ের কাছে কিছুটা আদ্রতা অনুভব করে।

এলিভেটর থামে। দরজা খুলে যায়। ক্যাথেরিন ক্লিনিকের চতুর্থ তলায় ঢুকে পড়ে। সে দেয়ালের কাছে আসে এবং এটার দিকে মুখ দিয়ে বুকে দাঁড়ায়। সে তার পিছন দিয়ে যাওয়া লোকগুলোকে যেতে দেয়। তার তন্দ্রাচ্ছন্নতা খুব দ্রুত কেটে যায়। যখন সে স্বাভাবিক বোধ করে, একটা হলঘরের দিকে ঘুরে যায়, যেটা বছর বিশেক আগে একবার হালকা সবুজ রঙে রাঙানো হয়েছিল।

করিডোরটা গাইনী রোগীদের অপেক্ষা করার জন্য প্রশস্থ করা হয়েছে। এটা রোগীতে ভর্তি, বাচ্চা-কাচ্চা এবং ধূমপায়ীরাও আছে। ক্যাথেরিন প্রধান জায়গাটা অতিক্রম করে এবং ডান দিকে যায়। ইউনিভার্সিটির গাইনী ক্লিনিক, যেটা সমস্ত কলিগদের জন্য, এমনকি হাসপাতালের কর্মচারীদের জন্যও, এটার নিজস্ব ওয়েটিং

BanglaBook.org

পারিয়া আছে। যদিও এর সমস্ত ডেকোরেশন ও ফার্নিচার প্রধান এরিয়ার মতোই।

যখন ক্যাথেরিন ঢোকে, সেখানে সাতজন মহিলা সিটে বসে অপেক্ষা করছিল। সকলেই নার্ভাসভাবে পুরানো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছে। রিসিপশনিস্ট ডেস্কের পেছনে বসা। পাখির মতো বছর পঁচিশের একজন তরুণী, চুল সাদা করা, ধূসর চামড়ার এবং সরু দেহ। তার সমান বুকের উপর একটা ট্যাগ ঝুলছে যাতে তার নাম লেখা **এলেন কোহেন**। যখন ক্যাথেরিন ডেস্কের কাছে আসে সে তার দিকে তাকায়।

'হ্যালো, আমার নাম ক্যাথেরিন কলিন্স...' সে লক্ষ্য করে তার গলার স্বরে যতটুকু স্বতঃস্ফুর্ততা থাকার কথা ততটা নেই। প্রকৃতপক্ষে, যখন সে তার অনুরোধের শেষ প্রান্তে তখন সে বুঝতে পারে সে এমন ভাবে বলেছে যেন সে অনুগ্রহ ভিক্ষে করছে।

রিসিপশনিস্ট তার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকায়। 'আপনি আপনার রেকর্ডগুলো চান?' মেয়েটা প্রশ্ন করে। তার গলার স্বরে ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের মিশ্র অনুভূতি।

ক্যাথেরিন মাথা ঝোঁকায় এবং হাসতে চেষ্টা করে।

'বেশ, আপনি এ ব্যাপারে মিসেস ব্ল্যাকম্যানের সাথে কথা বলতে পারেন। দয়া করে একটু বসুন।' এলেন কোহেনের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে কৃর্তৃপক্ষের সুর ভেসে ওঠে।

ক্যাথেরিন ঘুরে দাঁড়ায় এবং ডেস্কের কাছাকাছি একটা খালি সিট পেয়ে যায়। রিসিপশনিস্ট একটা ফাইল ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে যেয়ে ক্যাথেরিনের ক্লিনিক চার্ট টেনে বের করে। মেয়েটা তারপর কয়েকটা দরজার মধ্য দিয়ে পরীক্ষার রুমের দিকে যায়।

অবচেতনভাবে, ক্যাথেরিন তার উজ্জ্বল বাদামি রঙা চুলে হাত চালায়, এগুলোকে সে তার বাম কাঁধের উপর দিকে টেনে নিচের দিকে নামাতে থাকে। এটা ক্যাথেরিনের একটা সাধারণ অঙ্গভঙ্গি, যখন সে খুব চাপের মধ্যে থাকে। সে একজন আর্কষণীয়া তরুণী। তার চোখজোড়া ধূসর নীলরঙা। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি। কিন্তু তার প্রাণ চঞ্চল ব্যক্তিত্বের কারণে তাকে আরো দীর্ঘ মনে হয়। সে তার কলেজের বন্ধু-বান্ধবের কাছে খুব ভালোভাবেই পছন্দনীয়। সম্ভবত তার খোলা মনের কারণে। তার পিতামাতাও তাকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসেন। যারা সবসময় নিউইয়র্কের বন্য পরিবেশের মধ্যের তাদের একমাত্র সন্তানের আক্রমণ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। ক্যাথেরিনের পিতা-মাতা সচেতন এবং অধিক প্রতিরক্ষামূলক যেটার কারণেই ক্যাথেরিন নিউইয়র্কের একটা কলেজকে পছন্দ করতে বাধ্য হয়েছে। সে বিশ্বাস করে এই শহর তার ভেতরের শক্তিকে বের করে আনতে এবং তার ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করবে। বর্তমানের এই অসুস্থতা পর্যন্ত, সে সফল, তার পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার মুখে ছাই দিয়ে। নিউইয়র্ক তার শহর হতে যাচ্ছে এবং সে এই শহরকে এর স্পন্দিত প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে ভালোবাসে।

রিসিপশনিস্ট ফিরে আসে এবং তার টাইপের সামনে বসে পড়ে।

ক্যাথেরিনের চোখজোড়া চকিতে ওয়েটিং রুমের চারদিকে ঘুরে আসে। দেখতে থাকে সেই সব তরুণী মেয়েদের যারা তাদের পালা আসার জন্য বসে আছে অজানা কেটলির মতো।

BanglaBook.org

ক্যাথেরিন ভেতরে ভেতরে আনন্দিত তাকে পরীক্ষার জন্য বসে থাকতে হচ্ছে না। সে এই অভিজ্ঞতাটা জানে, যেটার জন্য সে ইতঃপুর্বে চারবার এসেছে। শেষবার ঠিক চার সপ্তাহ আগে। ক্লিনিকে আসাটা তার স্বাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ। বাস্তবিক পক্ষে, সে এর চেয়ে বেশি পছন্দ করে *ওয়েস্টনের ম্যাসাচুসেটে* ফিরে যেতে এবং তার নিজের গাইনোকলজিস্ট, ডা. উইলসনকে দেখাতে। তিনিই তাকে প্রথম দেখেছিলেন এবং অন্য ডাক্তাররা শুধু তাকে পরীক্ষা করেছে। ডা. উইলসন এই ক্লিনিকের রেসিডেন্ট ডাক্তারের চেয়ে অধিক বয়স্ক এবং তার রসিকতা করার ক্ষমতা আছে, যা উপভোগ্য। যেটা সবকিছুকে সহ্যসীমার মধ্যে নিয়ে আসে। এখানে তা হয় না। এই ক্লিনিক খুব বেশি জনগণের এবং শীতল, সিটি হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত। এখানে প্রতিবার দেখানো তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। যদিও ক্যাথেরিন সেটা করতে বাধ্য। তার স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্য এটা চায়, কমপক্ষে তার অসুস্থতার জন্য।

নার্স প্র্যাকটিশনার, মিসেস ব্ল্যাকম্যান, একটা রুম থেকে ভেতরে ঢোকে। সে গাট্টাগোট্টা টাইপের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী শক্তপোক্ত মহিলা। তার কালো চুল ঝুঁটি করে টেনে মাথার উপর চুড়ো করে বাঁধা। দাগবিহীন সাদা ইউনিফর্ম পরনে। যেটা তার পেশার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে মেডিকেল সেন্টারে এগারো বছর যাবৎ কাজ করছে।

রিসিপশনিস্ট মিসেস ব্লাকম্যানের সাথে কথা বলেন এবং ক্যাথেরিন শুনতে পায় তার নাম উচ্চারিত হয়েছে। নার্স মাথা ঝুকায়, এক মুহূর্তের জন্য সরাসরি ক্যাথেরিনের দিকে তাকায়। মিসেস ব্লাকম্যানের গাঢ় বাদামি চোখজোড়া একটা উষ্ণ অনুভূতি এনে দেয়। তৎক্ষণাৎ ক্যাথেরিন ভাবে মিসেস ব্ল্যাকম্যান সম্ভবত হাসপাতালের বাইরে খুব ভালো আলাপী একজন মানুষ।

কিন্তু মিসেস ব্ল্যাকম্যান ক্যাথেরিনের সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসে না। পরিবর্তে সে এলেন কোহেনের সাথে কিছু একটা নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। তারপর পরীক্ষাগারে ফিরে যায়। ক্যাথেরিন অনুভব করে তার মুখ আবার লাল হতে শুরু করেছে। সে ধারণা করে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। এটা হতে পারে ক্লিনিকের একটা নিজস্বতা যখন সে তার নিজের ডাক্তারের কাছে নিজেকে দেখাতে চেয়েছে। নার্ভাস ভাবে বছর পুরানো ***লেডিস হোম জার্নাল*** নামের একটা ম্যাগাজিনে টেনে নেয়, কিন্তু সে এটাতে মনোযোগ দিতে পারে না।

সে চেষ্টা করে রাতে তার বাড়িতে পৌঁছানোর কথা চিন্তা করে সময় পার করতে। তার বাবা-মা কি বিস্মিতই না হবেন! সে কল্পনা করতে পারে তার নিজের রুমে হাঁটাহাঁটি করছে। সে ক্রিসমাসের পর থেকে সেখানে যায়নি। কিন্তু জানে এটা সে যখন গিয়েছিল তখন যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। সেই হলুদ বিশাল বিছানা, তার সাথে মিলিয়ে পর্দা, তার কৈশোরের সব গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি তার মা সংরক্ষণ করে রেখেছে। তার মায়ের সেই আশ্বস্থ মুখটা ক্যাথেরিনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যদি সে তাদেরকে ফোন করত এবং জানাত যে সে বাড়িতে আসছে। লাভ যেটা হতো, তারা তার জন্য *লোগান বিমানবন্দরে* উপস্থিত থাকত। আর সমস্যাটা হলো তাকে সম্ভবত ব্যাখ্যার সম্মুখীন হতে হতো কেন সে এখন

BanglaBook.org

বাড়িতে আসছে। এবং ক্যাথেরিন চাচ্ছে তার অসুস্থতার কথাটা সরাসরি মুখোমুখি বসে আলোচনা করতে। টেলিফোনে নয়।

মিসেস ব্ল্যাকম্যান মিনিট বিশেক পরে আবার ঢোকে এবং আবার রিসিপশনিস্টের সাথে নিচু স্বরে কথা বলতে থাকে।

ক্যাথেরিন ভান করতে থাকে সে ম্যাগাজিনে ডুবে গেছে।

শেষ পর্যন্ত, নার্স কথা শেষ করে এবং ক্যাথেরিনের কাছে চলে আসে।

'মিস ক্যাথেরিন?' মিসেস ব্ল্যাকম্যান অসহিষ্ণু স্বরে জিজ্ঞেস করে।

ক্যাথেরিন মুখ তুলে তাকায়।

'আমাকে বলা হয়েছে আপনি আপনার ক্লিনিক রেকর্ডের জন্য অনুরোধ করেছেন?'

'সেটা ঠিক।' ক্যাথেরিন ম্যাগাজিন নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল ।

'আপনি কি আমাদের কেয়ারে নিজেকে অসুখী বোধ করছেন?' মিসেস ব্ল্যাকম্যান জিজ্ঞেস করে।

'না, মোটেই না। আমি বাড়িতে যাচ্ছি আমাদের পারিবারিক ইন্টার্নিস্টকে দেখাতে। এবং আমি আমার মেডিকেল রেকর্ডের পুরো সেটটাই আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই।'

'এটা কিছুটা অনৈমিত্তিক।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বলল। 'আমরা তখনই রেকর্ডগুলো দিতে বাধ্য যখন তা একজন ফিজিশিয়ান দ্বারা অনুরোধ করা হয়।'

'আমি আজ রাতেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি এবং আমি আমার রেকর্ডগুলো সাথে নিয়ে যেতে চাই। যদি সেগুলো আমার ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। আমি তাদেরকে সেগুলোর জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাই না।'

'আমরা এই সব রেকর্ড দেয়ার জন্য এই মেডিকেল সেন্টারে কাজ করি না।'

'কিন্তু আমি জানি, আমার রেকর্ডগুলোর একটা কপি পাওয়ার অধিকার আমার আছে, যদি আমি সেটা চাই।'

তার শেষ মন্তব্যে ক্যাথেরিনের জন্য একটা অস্বস্তিকর নিরবতা নেমে আসে। সে এই জাতীয় পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত নয়। মিসেস ব্ল্যাকম্যান ক্যাথেরিনের দিকে এমন ভাবে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যেন তিনি একজন উদ্ধত্য সন্তানের জাঁদরেল মাতা। ক্যাথেরিন পিছনের দিকে তাকিয়ে থাকে, মিসেস ব্ল্যাকম্যানের কালো এবং ক্রুর চোখ এড়িয়ে।

'আপনার আমাদের ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান রূঢ় ভাবে বলে। কোনো রকম প্রতি উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ক্যাথেরিন থেকে দূরে চলে যায় এবং কাছের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজাটা স্বতঃস্ফুর্তভাবে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে।

ক্যাথেরিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের দিকে তাকায়। অন্য রোগীনিরা তার দিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থভাবে দেখতে থাকে, যদি তারা তার এই আপসেট অবস্থার ভাগীদার হতে পারত। ক্যাথেরিনকে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। নিজেকে বলে সে প্যারানয়েড হতে যাচ্ছে। সে আবার ম্যাগাজিন পড়ার ভান করতে থাকে।

BanglaBook.org

অনুভব করে অন্য মহিলারা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিজেকে কচ্ছপের মতো খোলসের আড়ালে আবৃত করতে চায়, অথবা উঠে দাড়াতে এবং সোজা বেরিয়ে যেতে। সে কোনোটাই করে না। একটু একটু করে সহ্যতীত ভাবে সময় গড়াতে থাকে। কয়েকজন রোগীনিকে এর মধ্যে পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়ে যায়। এটা এখন স্পষ্টত তাকে অবহেলা করা হচ্ছে।

প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা পর ক্লিনিক ফিজিশিয়ান, সাদা জ্যাকেট এবং ট্রাউজার পরা, ক্যাথেরিনের চার্ট নিয়ে আসে। রিসিপশনিস্ট মাথা নাড়িয়ে তার দিকে দেখিয়ে দেয়। ডা. হারপার সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি একজন টাক মাথার লোক, যার কানের দুপাশ দিয়ে চুল নেমে গেছে। তিনিই সেই ডাক্তার যিনি ইতঃপূর্বে ক্যাথেরিনের দুটো পরীক্ষা করেছিলেন। ক্যাথেরিন স্পষ্টত মনে করতে পারে লোকটার লোমওয়ালা হাত এবং আঙুলের কথা, যেটা প্রায় এলিয়েনের মতো হয়ে দাঁড়ায় যখন লোকটা তার উপর দিয়ে অর্ধ-স্বচ্ছ রাবার গ্লাভস পরে।

ক্যাথেরিন চকিতে মানুষটার মুখের দিকে তাকায়। আশা করে একখণ্ড উষ্ণতার প্রতিচ্ছবি। সেখানে সেরকম কিছু নেই। পরিবর্তে, তিনি নিঃশব্দে চার্ট খুলে বের করতে থাকেন, এটা তার বাম হাত দিয়ে ধরে রেখে, তিনি তার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে পড়ে যেতে থাকেন। যেন তিনি কোনো ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন।

ক্যাথেরিন তার তাকানো বন্ধ করে। তার সামনে লোকটার প্যান্টের বাম পায়ের কাছে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ।

'আপনি কেন আপনার গাইনোকলিজ রেকর্ড চাচ্ছেন?' তিনি তার দিকে না তাকিয়েই বলেন।

ক্যাথেরিন তার পরিকল্পনা খুলে বলে।

'আমি মনে করি, এটা শুধু শুধু সময় নষ্ট।' ডা. হারপার বললেন, এখনও কাগজপত্রগুলো দেখে চলেছেন। 'সত্যিই, এই চার্টে প্রায় বলতে গেলে কিছুই নেই। একজোড়া *মাইল্ড এটিপিক্যাল পাপ স্মেয়ার (গাইনোকলিজিক্যাল অসুখ বা মেয়েদের অসুখ)*, কিছু গ্রাম পজেটিভ ক্ষরণ, যেটায় কিছুটা সারভাইক্যাল ক্ষয় আছে। আমি বোঝাতে যাচ্ছি, এই চার্ট কাউকে কোনো সাহায্য করবে না। এখানে আপনার *সিস্টোটাইটিসের* কয়েকটা অধ্যায় আছে। কিন্তু এটা সন্দেহাতীতভাবে যৌন সংসর্গের কারণে এসেছে, যেদিন থেকে আপনার উপসর্গগুলো শুরু হয়েছিল তার কয়েকদিন আগের, যেটা আপনি অনুমতি দিয়ে...'

ক্যাথেরিন তার চোখে মুখে অবমাননার একটা ঝলক বয়ে যেতে দেয়। সে জানে ওয়েটিং রুমের সবাই সবকিছু শুনছে।

দেখুন, মিস কলিন্স, আপনার ক্ষরণ সমস্যায় গাইনোকলজির কিছুই করার নেই। আমি সাজেশান দেব যে আপনি নিউরোলজি ক্লিনিকের কারো...'

'আমি নিউরোলজিতেও দেখিয়েছি।' কথার মাঝে ক্যাথেরিন বলে ওঠে। 'এবং আমার কাছে সেই রেকর্ডগুলো এর মধ্যে আছে।' ক্যাথেরিন চোখের পানি ধরে রাখতে

BanglaBook.org

চেষ্টা করে। সে সাধারণত আবেগ প্রবণ নয়। কিন্তু এই অসময়ে তার কান্নার অনুভূতি চলে আসে। নিজেকে সংবরণ করতে তাকে অনেক কসরৎ করতে হয়।

ডা. হারপার খুব ধীরে চার্টগুলো থেকে তার চোখ তোলেন। তিনি শ্বাস নেন এবং পাটা তার ঠোঁট দিয়েই বের করে দেন। তিনি বিরক্ত বোধ করেন।

'দেখুন, মিস কলিন্স, আপনি এখান থেকে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন...'

'আমি এখানে আমার কেয়ারের ব্যাপারে কোন অভিযোগ করছি না।' ক্যাথেরিন উপরের দিকে না তাকিয়েই বলল। তার চোখ পানিতে ভরে গেছে। চিবুক গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষা। 'আমি শুধু আমার রেকর্ডগুলো চাইছি।'

'আমার সবকিছু আমি বলেছি।' ডা. হারপার বলে চলেন। 'আপনার আর কোনো দ্বিতীয় মতামত আপনার গাইনোকলিজক্যাল সমন্ধে নেয়ার দরকার নেই।'

'প্লিজ,' ক্যাথেরিন ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি কি আমার রেকর্ডগুলো দিতে চাচ্ছেন, নতুবা আমি কর্তৃপক্ষের কাছে যাব?' সে ধীরে ধীরে ডা. হারপারের দিকে তাকায়। সে আঙুলের মুঠো চেপে তার কান্না সংবরণ করতে চায়। যেটা নিঃশব্দে তার গাল বেয়ে পড়ছে।

ডাক্তার শেষ পর্যন্ত কাঁধ ঝাকিয়ে শ্রাগ করে এবং ক্যাথেরিন শুনতে পায় ডাক্তার নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে বিড় বিড় করে যখন তিনি চার্টগুলো রিসিপনিশস্টের ডেস্কের উপর ছুঁড়ে মারেন। তিনি মহিলাটিকে একটা কপি করে দেয়ার জন্য বলেন। কোনোরকম বিদায় সম্ভাষণ ছাড়াই অথবা এমনকি তার দিকে তাকানো ছাড়াই তিনি বেরিয়ে পরীক্ষাগারের দিকে যান।

যখন ক্যাথেরিন কোট গায়ে চাপায় সে বুঝতে পারে সে কাঁপছে। সে আবার তার মাথায় হাল্কা অনুভব করে।

সে রিসিপশনিস্টের ডেস্কের কাছে পায়ে পায়ে হেটে যায় এবং পড়ে যাওয়া ঠেকাতে ডেস্কের বাইরের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে।

পাখির মতো স্বর্ণকেশী রিসিপশনিস্ট তাকে অবজ্ঞা করে টাইপ করে যেতে থাকে। যখন মেয়েটি একটা এনভেলাপ তার মেশিনে রাখে, ক্যাথেরিন রিসিপশনিস্টকে তার উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন।' এলেন কোহেন প্রতিটি শব্দ বিরক্তির সাথে উচ্চারণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এনভেলপটা টাইপ শেষ করে, খামের মুখ বন্ধ করে, সিল মারে এবং এটার উপর স্টাম্প লাগায়। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। ক্যাথেরিনের চার্ট নেয় এবং কোণার দিকে চলে যায়। আবার প্রবেশের সময় সে ক্যাথরিনের চোখ এড়িয়ে যায়।

দুটো রোগীনিকে তার মধ্যে ডাকা হয়ে যায় যতক্ষণে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ ক্যাথরিনের হাতে এসে পৌঁছায়। সে মেয়েটাকে একটা ধন্যবাদ দেয়, কিন্তু সৌজন্যতাবশত কোনো রেসপন্সও মেয়েটা করে না। ক্যাথেরিন সেটার তোয়াক্কা করে

BanglaBook.org

না। এনভেলাপটা হাতে নিয়ে সে তার কাঁধের ব্যাগে রাখে। সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা হেঁটে প্রধান গাইনীর ওয়েটিং রুমের বাইরে আসে।

ক্যাথেরিন ভারী বাতাসে এসে থমকে দাঁড়ায়। কিছু একটার তরঙ্গ, একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মাথা ঘোরা তার উপর নেমে আসে। তার ভঙ্গুর আবেগগত অবস্থার সংমিশ্রণে তার শারীরিক শক্তি দিয়ে দ্রুত হাঁটা তার কাছে খুব বেশি কিছু মনে হয়। তার চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। সে ফিরে আসে এবং ওয়েটিং রুমের চেয়ারের পেছন দিকটা হাতড়াতে থাকে। ম্যানিলা এনভেলাপ তার হাত থেকে সরে মেঝেতে পড়ে যায়। রুমটা ঘুরতে থাকে এবং তার হাটু নিচের দিকে নামতে থাকে।

ক্যাথেরিন অনুভব করে কেউ একজন হাত দিয়ে তাকে সাহায্য করছে। সে শুনতে পায় কেউ একজন তাকে আশস্থ করার চেষ্টা করছে এবং বলছে সবকিছুই ঠিকঠাক মতো হতে চলেছে। সে বলতে চায় সে যদি শুধু একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য বসতে পারত, তাহলে ভালো বোধ করত। কিন্তু তার জিহবা সহায়তা করে না। কোনো শব্দ মুখ ফুটে বের হয় না।

অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তাকে একটা করিডোর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার পা জোড়া, একজোড়া কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে বাম্প করতে করতে যাচ্ছে।

একটা দরজা, তারপর ছোট্ট একটা রুম। ভয়ানক ঘূর্ণনের অনুভূতিটা মাথার মধ্যে চলছেই। ক্যাথেরিন ভয় পায় হয়তো সে অসুস্থ, এবং ঠাণ্ডা ঘাম তার কপালে জমতে থাকে। সে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন। সর্বোপরি, দ্রুতই তার দৃশ্যমানতা স্পষ্ট হতে থাকে এবং রুমের ঘূর্ণনও বন্ধ হয়ে যায়। সে সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত দুজন ডাক্তারের সাথে এবং তারা তাকে সাহায্য করছে। কিছুটা কষ্টের সাথে তারা তার একটা হাত কোট থেকে বের করতে পারে। সেই হাতে একটা টরনিকোয়েট বাধে। সে খুশি, জনাকীর্ণ ওয়েটিং রুম থেকে চলে আসতে পেরেছে। যাতে সকলেই চোখ মেলে তার অবস্থা এক দৃষ্টে দেখতে না পায়।

'আমি মনে করি, আমি এখন বেশ ভালো বোধ করছি।' ক্যাথেরিন চোখের পলক ফেলে বলল।

'বেশ,' একজন ডাক্তার বললেন। 'আমরা আপনাকে সামান্য কিছু জিনিস দিতে যাচ্ছি।'

'কি?'

'সামান্য কিছু একটা যা আপনাকে শান্ত করবে।'

ক্যাথেরিন অনুভব করে একটা সুচ তার টানটান চামড়া ভেদ করে কনুইয়ের উপর দিয়ে ঢুকে যায়। টরনিকোয়েট খুলে নেয়া হয় এবং সে আঙুলের আগা দিয়ে তার নাড়ির স্পন্দন বুঝতে পারে।

'কিন্তু আমি বেশ ভালো বোধ করছি।' সে প্রতিবাদ করে। সে তার মাথা ঘুরিয়ে একটা হাত দেখতে পায় যে হাত সিরিঞ্জ টানছে। ডাক্তার তার উপর ঝুকে আছে।

BanglaBook.org

'কিন্তু আমি ভালো বোধ করছি।'

ডাক্তার দুজন কোনো উত্তর দেয় না। তারা শুধু তাকে দেখতে থাকে, তাকে নিচে চেপে ধরে।

'আমি সত্যিই এখন ভালো বোধ করছি।' ক্যাথেরিন বলল।

সে এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তারের দিকে তাকায়। তাদের একজন সবুজ চোখের যাকে ক্যাথেরিন কখনও দেখেনি। ক্যাথেরিন নড়ার চেষ্টা করে। ডাক্তারের হাত আরো শক্ত করে চেপে বসে।

এলোমেলোভাবে ক্যাথেরিনের চোখের দৃষ্টি নিভে আসতে থাকে। ডাক্তাররা যেন মনে হয় বহুদূরে চলে যাচ্ছে। একই সাথে সে তার কানের মধ্যে বাজনা শুনতে পায় এবং তার শরীর ভারী অনুভূত হতে থাকে।

'আমি ভালো বোধ...' ক্যাথেরিনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। তার ঠোঁটজোড়া ধীরে ধীরে নড়তে থাকে। তার মাথা এক পাশে ঢলে পড়ে।

সে দেখতে পায় একটা স্টোর রুমের মেঝের উপর পড়ে আছে।

তারপর অন্ধকার।

গাঢ় অন্ধকার!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২

মার্চ ১৪

মি. এবং মিসেস উইলবার কলিন্স একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে থাকেন যখন তারা দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমে দরজার লকের ভেতর চাবি ঢুকছিল না, সুপারিনটেনডেন্ট এটা বাইরের দিকে টেনে ধরে, পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে এটাই সেই ৯২ নম্বর চাবি। তিনি এটা আবার চেষ্টা করেন। অনুভব করেন এটা নিচের দিকেই যাচ্ছে। দরজা খুলে যায় এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের ডিনকে ভেতরে যেতে দেয়ার জন্য একপাশে সরে দাঁড়ান ।

'মনোরম এপার্টমেন্ট,' ডিন বললেন। তিনি একজন আবেদনময়ী মহিলা, বছর চল্লিশের, খুব বেশি নার্ভাস এবং দ্রুত অনুমানকারিণী। এটা আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় তিনি চাপের মধ্যে আছেন।

মি. ও মিসেস উইলবার কলিন্স এবং দুজন ইউনিফর্ম পরিহিত নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিনকে রুমের মধ্যে অনুসরণ করে।

এটা একটা ছোট বেড রুমের এপার্টমেন্ট, বিজ্ঞাপনে আছে নদীর দৃশ্য দৃশ্যমান। এটা সত্য। কিন্তু এটা একমাত্র ক্লসেটের মতো বাথরুমের ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটা জানালা দিয়ে দৃশ্যমান।

পুলিশ দুজন তাদের হাত পিছনে আবদ্ধ রেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে । মিসেস কলিন্স, বাহান্ন বছরের মহিলা, ভেতরে ঢোকা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন যেন ঢুকতেই তিনি ভয়ানক কিছু দেখতে পাবেন। মি. কলিন্স অন্যদিকে, রুমের মধ্যখানে খুঁড়িয়ে লাফিয়ে চলে গেলেন। ১৯৫২ সালে পলিও হয়েছিল এবং এটা তার ডান পায়ে ছাপ রেখে গেছে। কিন্তু সেটা তার ব্যবসায়ে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে বোস্টন সাম্রাজ্যের ফার্স্ট ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাংকের দুজনের একজন। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি কাজ চান এবং সম্মান আশা করেন।

'যদিও এটা মাত্র এক সপ্তাহ,' ডিন প্রস্তাব করে 'হতে পারে আপনার উদ্বেগ করার মতো সময় এখনও আসেনি।'

''আমরা কখনও ক্যাথেরিনকে নিউইয়র্কে আসতে দিতে চাইনি।' মিসেস কলিন্স তার অস্থির হাত নেড়ে বললেন।

মি. কলিন্স উভয় মন্তব্যকে পাত্তা দিলেন না। তিনি বেডরুমের মধ্যে মাথা গলালেন এবং ভেতরে দেখতে থাকেন। 'তার সুটকেস বিছানার উপর।'

'সেটা একটা ভালো চিহ্ন।' ডিন বললেন, 'বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী কয়েকদিনের জন্য স্কুল ত্যাগের জন্য চাপের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল।'

BanglaBook.org

'যদি ক্যাথেরিন যেত, সে তার সুটকেস নিয়েই যেত।' মিসেস কলিন্স বললেন। 'পাশাপাশি, সে আমাদেরকে রবিবারে কল করত। সে সবসময় রবিবারে আমাদেরকে কল করে।'

'ডিন হিসেবে, আমি জানি অনেক ছাত্রছাত্রী হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়ে, এমন কি ক্যাথেরিনের মতো ভালো ছাত্রীরাও।'

'ক্যাথেরিন অন্যরকম।' মি. কলিন্স বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন।

ডিন পুলিশ দুজনের উপর থেকে তার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন, যাদেরকে দেখে কর্মহীন মনে হয়।

মি. কলিন্স খুঁড়িয়ে লিভিং রুমে ফিরে এলেন। 'সে কোনো জায়গায় যেতে পারে না।' তিনি শেষ কথা বলার মতো করেই বললেন।

'তুমি এটার মানে কি বুঝাতে চাচ্ছ, ডিয়ার?' মিসেস কলিন্স উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'যেটা এই মাত্র আমি বললাম,' মি. কলিন্স কথোপকথনে ফিরে আসেন। 'সে এইগুলো ছাড়া কোনো জায়গায় যেতে পারে না।' তিনি জন্মবিরতিকরণ পিলের একটা অর্ধ-খালি প্যাকেট কোচের উপর ছুঁড়ে মারলেন। 'সে এই নিউইয়র্কেই আছে এবং আমি তাকে খুঁজে পেতে চাই।' তিনি পুলিশ দুজনের দিকে তাকালেন। 'বিশ্বাস করুন, আমি অন্তত এই কেসটায় জরুরি এ্যাকশন দেখতে চাই।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩

এপ্রিল ১৫

ডা. মার্টিন ফিলিপস কন্ট্রোল রুমের দেয়ালের বিপরীতে মাথা ঠেস দেন। দেয়ালের ঠাণ্ডা প্লাস্টার তাকে আরামদায়ক অনুভূতি দেয়। তার সামনে চারজন থার্ড ইয়ারের মেডিকেল স্টুডেন্ট কাচের পার্টিশনের বাইরে দাঁড়িয়ে একজন রোগীর সিএটি স্ক্যান করার জন্য প্রস্তুতি দেখছে। এটা তাদের *রেডিওলজি* ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রথম দিন। তারা শুরু করেছে *নিউরোরেডিওলজি* দিয়ে।

ফিলিপস প্রথম দিনেই তাদেরকে সিএটি স্ক্যান দেখাতে নিয়ে এসেছে, কারণ তিনি জানেন এটা তাদের অভিভূত করবে এবং তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। কিছু কিছু সময় মেডিকেল স্টুডেন্টরা নিজেদের যথেষ্ট স্মার্ট ভাবতে চায়।

স্ক্যানার রুমের ভেতরে টেকনিশিয়ান ঝুঁকে আছে, বিশাল ডগ-নাট আকৃতির স্ক্যানারের সামনে, রোগীর মাথার অবস্থান পরীক্ষা করে দেখছে। লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, একগাদা স্টেরিও টেপ নিয়ে সেটা রোগীর মাথায় লাগাতে থাকে।

কাউন্টারের কাছে পৌঁছে, ফিলিপস রোগীর সরবরাহকৃত ফর্ম ও চার্ট তুলে নেন। তিনি ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশনের জন্যও স্ক্যান করাচ্ছেন।

'রোগীর নাম শিলার,' ফিলিপস বললেন। ছাত্ররা স্ক্যান প্রস্তুতি এত গভীর মনোযোগের সাথে দেখছিল যে তার কথা শুনতে পায়, কিন্তু কেউ তার দিকে মুখ ফিরে তাকাল না।

'প্রধান অভিযোগ ডান হাত এবং পায়ে দুর্বলতা অনুভব করা। রোগীর বয়স সাতচল্লিশ।' ফিলিপস রোগীর দিকে তাকালেন। অভিজ্ঞতায় বলে দেয় রোগী প্রচণ্ড ভয়ানক অবস্থায় আছে।

ফিলিপস সরবরাহ ফর্ম এবং চার্ট আবার জায়গায় রেখে দেন। টেকনিশিয়ান ভেতরে স্ক্যানার নিয়ে তার কাজ করে যেতে থাকে। খুব ধীরে ধীরে রোগীর মাথা স্ক্যানারের বিশাল গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে। শেষ মুহূর্তে রোগীর মাথার অবস্থান টেকনিশিয়ান ঘুরিয়ে দেয় এবং কন্ট্রোল রুমে ফিরে আসে।

'ঠিক আছে, এক মুহূর্তের জন্য কাচের কাছ থেকে সরে এসো।' ফিলিপস বললেন।

চার ছাত্রই সাথে সাথে কথা শুনল। তারা কম্পিউটারের কাছাকাছি চলে এল।

টেকনিশিয়ান যোগাযোগের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং হুকের থেকে মাইক্রোফোন তুলে নেয়। 'খুব শান্ত থাকুন, মি. শিলার। খুব শান্ত।' টেকনিশিয়ান তার তর্জনী দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের স্টার্ট বাটনে চাপ দেয়। স্ক্যানিং রুমের ভেতরে বিশাল ডগ-নাট আকৃতির বস্তুটি মি. শিলারের মাথার চারপাশে ঘুরতে থাকে। এটার যান্ত্রিক ধাতব শব্দ,

BanglaBook.org

গোরালো শব্দ মি. শিলার, কাচের অন্য পাশ দিয়েও শোনা যেতে থাকে।

'এখন কি ঘটছে,' মার্টিন বলল, 'এই যন্ত্রটা এখন দুইশত চল্লিশখানা পৃথক পৃথক এক্স-রে রিডিং তৈরি করছে প্রতিটি পৃথক ঘূর্ণনের সাথে সাথে।'

মেডিকেল ছাত্রদের একজন তার কলিগের প্রতি মুখের ভাব অভিব্যক্তিহীন রাখে। মার্টিন সেই অভিব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন। তিনি তার মুখের উপর হাত রাখেন, হাতের আঙুল দিয়ে চোখ ঘষেন এবং তারপর তার ঘাড়ের পেছনটাকে মালিশ করেন। তিনি এখনও পর্যন্ত তার কফি পান করেননি এবং ক্ষুধার্ত অনুভব করেন। সাধারণত তিনি হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থামেন। কিন্তু আজ সকালে তার হাতে সময় ছিল না। কারণ মেডিকেল ছাত্ররা।

ফিলিপস, নিউরোরেডিওলজির সহকারী প্রধান, সবসময় মেডিকেল ছাত্রদের নিউরোরেডিওলজি দিয়েই শুরু করেন।

সেটা মার্টিনের জন্য যন্ত্রণাদায়ক, কারণ এটা তার গবেষণার সময় নষ্ট হয়। প্রথম বিশ-তিরিশবার এটা তার কাছে বেশ উপভোগ্য ছিল। মস্তিস্কের এনাটমি নিয়ে ছাত্রদের উপর তার জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করাটা তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু, অভিনবত্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন এটা শুধু তখনই উপভোগ্য একজন মেধাবী ছাত্র যদি একাকী আসে। আর নিউরোরেডিওলজিতে এটা প্রায় ঘটেই না।

কয়েক মিনিট পর ডগ-নাট আকৃতির স্ক্যানার তার ঘুর্ণন শেষ করে স্থির হয়ে যায়। কম্পিউটার যেন আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। এটা এতটাই উজ্জীবিত যেন কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। ফিলিপস বাদে সব কয়জোড়া চোখ রোগীর উপর নিপতিত হলো। ফিলিপস তার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং চেষ্টা করছিলেন তর্জনীর থেকে মরা চামড়া খুটিয়ে খুটিয়ে তুলে ফেলতে। তার মানসিক অবস্থা ছিল আশ্চর্যজনকভাবে অভিভূত।

'পরবর্তী তিরিশ সেকেন্ড কম্পিউটার যুগৎপতভাবে তেতাল্লিশ হাজার দুইশত সমীকরণ সমাধান করবে টিস্যু ঘনত্বের পরিমাপের জন্য।' টেকনিশিয়ান বলল, ফিলিপস আগ্রহী যদি টেকনিশিয়ান তার ভূমিকাটা নিয়ে নেয়। ফিলিপস এটাতে উৎসাহী। প্রকৃতপক্ষে, তিনি খুব কমই ছাত্রদের তার ফরম্যাল লেকচার দিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানের জন্য নিউরোরেডিওলজির উপর তৃতীয়, অথবা খুব দক্ষ টেকনিশিয়ানের উপর।

মাথা তুলে ফিলিপস মেডিকেল ছাত্রদের লক্ষ্য করতে থাকেন। তারা কম্পিউটারের সামনে। তিনি তার দৃষ্টি সরিয়ে জানালার দিকে নিয়ে যান। ফিলিপস শুধু সেদিকে তাকিয়ে মি. শিলারের খালি পা দেখতে পান। একই সাথে রোগী এই নাটকীয়তার কথা ভুলে গেছে। ছাত্রদের জন্য এই যন্ত্রটা এখনও খুব বেশি মজাদার জিনিস।

প্রাথমিক-চিকিৎসা কেবিনেটের উপর একটা ছোট আয়না। ফিলিপস সেটাতে নিজেকে দেখেন। তিনি এখনও শেভ করেননি। একদিন পুরানো দাড়িগুলো পুরানো ব্যবহৃত ব্রাশের শলাকার মতো হয়ে গেছে। তিনি সবসময় একটা ভালো সময়ে

BanglaBook.org

ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করেন যখন অন্য কেউ আসে না। তিনি সার্জিক্যালের লকার রুমে শেভ করার অভ্যেস গড়ে তুলেছেন। তার প্রতিদিনকার রুটিন, ঘুম থেকে উঠা, জগিং করা, শাওয়ার নেয়া, হাসপাতালে এসে শেভ করা এবং কফির জন্য ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থামা। এইসব সাধারণত তাকে দুই ঘণ্টা অধিক সময় বাঁচিয়ে দেয় তার গবেষণার কাজের জন্য।

এখনও আয়নার দিকে তাকিয়ে, ফিলিপস মাথার ঘন চুলের মধ্যে হাত চিরুণীর মতো করে চালিয়ে দেন, চুলগুলোকে পিছনের দিকে ঠেলে দেন।

ফিলিপস তার চেহারা নিয়ে খুব কমই ভাবেন। মাঝে মাঝে তার চুলগুলো অস্বস্থিতে ফেলে যখন তিনি হাসপাতালের নাপিতের কাছে যাওয়ার সময় পান না। কিন্তু তার এই অমনোযোগ সত্ত্বেও, মার্টিন ফিলিপস একজন হ্যান্ডসাম সুপুরুষ। তিনি একচল্লিশ বছরের। তার চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে এখনও একটা বালক সুলভ ভাব রয়ে গেছে। এখন, তাকে খুব কঠিন দেখায় এবং সম্প্রতি তার এক রোগী বলেছে তাকে ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি টেলিভিশনের কাউবয়ের মতো লাগে । এই মন্তব্য তাকে আনন্দিত করে। এটা কোনো ভিত্তি ছাড়াই।

ফিলিপস উচ্চতায় ছয় ফিটের সামান্য নিচে, কিন্তু তার শারীরিক গঠন এ্যাথলেটদের মতো। তার মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি কোনো একাডেমিক ব্যক্তিত্বের মতো দেখায় না। এটা কোণাকৃতি, সোজা খাড়া নাক এবং অভিব্যক্তিময় মুখ নিয়ে। তার চোখ হালকা সবুজ। সেগুলো তার ব্যাসিক বুদ্ধিমত্তার প্রতিফলন। তিনি ১৯৬১ সালে হার্ভাড থেকে *সুম্মা কাম লুডে* গ্রাজুয়েট।

ক্যাথোড-রশ্মি টিউব দিয়ে প্রথম ইমেজটা আসে। টেকনিশিয়ান দ্রুত হাতে সেটা এ্যাডজাস্ট করে যাতে বেশি ঘনত্বের সবচেয়ে ভালো ইমেজটা পাওয়া যায়।

মেডিকেল ছাত্ররা টেলিভিশনের মতো স্ক্রিনের সামনে ভিড় করে, যদি তার পুরো ব্যাপারটা দেখতে পায়। কিন্তু যে ছবি তারা দেখতে পায় ডিম্বাকৃতির সাদা সীমারেখা এবং ভেতরে দানাদার অংশ। এটা একটা কম্পিউটার কম্পোজকৃত ইমেজ, যেটাতে রোগীর মাথার ভেতরের অংশ দৃশ্যমান। এটা এমন ভাবে যেন কেউ একজন মি. শিলারের মাথার নিচ দিয়ে দেখছে যখন তার মাথার এক্কেবারে উপরের অংশ সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

মার্টিন চকিতে তার ঘড়ির দিকে তাকান। এটা পৌনে আটটা। তিনি ঘড়ি দেখছেন কারণ ডা. ডেনিস স্যাংগার যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন এবং মেডিকেল ছাত্রদের দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। যেটা এখন বাস্তবিকই ফিলিপসের মাথার মধ্যে আজ সকাল থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা হলো তার গবেষণার সহযোগী, উইলিয়াম মিখাইলের সাথে আজ একটা মিটিং হওয়ার কথা। মিখাইল তাকে গত রাতে জানিয়েছে, বলেছে তিনি আজ খুব সকালে আসছেন ফিলিপসের জন্য ছোটখাট সারপ্রাইজ নিয়ে। এখন মার্টিনের উৎসুক্য ধারালো প্রান্তে চলে এসেছে। রহস্যটা তাকে যেন খুচিয়ে মারছে। চার বছর যাবৎ তারা দুজন মানুষ কাজ করে আসছে একটা প্রোগ্রাম নিয়ে। কম্পিউটার যাতে মস্তিষ্কের খুলির

BanglaBook.org

পড়তে পারে, একজন রেডিওলজিস্টের পরিবর্তে। সমস্যাটা হলো, এক্সরের বিভিন্ন এরিয়ার ঘনত্বের সঠিক মান সহ যন্ত্রের ভেতরে করা প্রোগ্রামে প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাবে কিনা । যদি তারা সফল হতে পারে, পুরস্কারটা হবে অবিশ্বাস্য। সমস্যা হচ্ছে মস্তিস্কের খুলির এক্সরে রিডিংটাও অন্যান্য এক্সরের মতো চলে আসছে। প্রোগামটা রেডিওলজির গোটা ক্ষেত্রের জন্য উন্নত করা দরকার। এবং যদি তারা সেটাতে সমর্থ হয়... ফিলিপ মাঝে মধ্যে স্বপ্ন দেখে তার নিজস্ব গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তী ইমেজ স্ক্রিনে ভেসে ওঠার পর ফিলিপসের মন কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে বর্তমানে ফিরে আসে।

'পূর্বের ইমেজ থেকে এই স্লাইসটা তেরো মিলিমিটার উচ্চতায়।' একঘেয়ে স্বরে টেকনিশিয়ান বলল। তার আঙুলের দ্বারা, সে বৃত্তাকার চিত্রটার একেবারে নিচের সেকশনে নির্দেশ করল। 'এখানে আমরা সেরেবেলাম পাই এবং...'

'সেখানে একটা অস্বাভাবিকতা আছে।' ফিলিপস বললেন।

'কোথায়?' টেকনিশিয়ান জিজ্ঞেস করল, যে কম্পিউটারের সামনের একটা ছোট্ট টুলে বসে আছে।

'এইখানে,' ফিলিপস বললেন, ঝুঁকে এসে যাতে তিনি সেটাকে নির্দেশ করতে পারেন। তার আঙুল একটু আগে টেকনিশিয়ান সেরেবেলামের যে জায়গাটা নির্দেশ করেছিল সেখানে স্পর্শ করল। 'এখানকার এই ডান *সেরেবেলার হেমিস্ফেয়ারের* স্বচ্ছ অংশটুকু অস্বাভাবিক, এবনরমাল। এটারও পাশের অন্যগুলোর মতো একই ঘনত্বের হওয়া উচিত।'

'এইটা কি?' একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল।

'এইক্ষেত্রে সেটা বলা কিছুটা কঠিন।' ফিলিপস বললেন। তিনি আরো অধিক ঝুঁকে প্রশ্নকৃত জায়গাটা অধিক মনোযোগের সাথে আরো কাছ থেকে দেখতে থাকেন। 'আমি আশ্চর্যান্বিত হব যদি এই রোগীর কোনো চলাফেরার সমস্যা থেকে থাকে?'

'হ্যাঁ, তার আছে।' টেকনিশিয়ান বলল। 'গত এক সপ্তাহ আগে থেকে রোগীর হাঁটার সমস্যা হচ্ছে।'

'সম্ভবত এটা একটা টিউমার।' ফিলিপস পিছনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন।

চারজন মেডিকেল ছাত্র সবার মুখের ভাব মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিষ্পাপ দৃষ্টি দিয়ে তারা স্ক্রিনের স্বচ্ছ অংশটুকু দেখতে থাকে। একদিকে, তারা উত্তেজনা অনুভব করে আধুনিক ডায়াগনস্টিক টেকনোলজির ক্ষমতার প্রর্দশন দেখে। অন্যদিকে, তারা ব্রেন টিউমারের ধারণার সাথে পরিচিত হয়ে ভীত বোধ করে। তাদের মনে হতে থাকে যদি সেটা কারোর হয়ে বসে, এমনকি তাদেরও।

পরবর্তী ইমেজ আগের ইমেজটা মুছে ফেলে।

'এখানে আরেকটা স্বচ্ছ এরিয়া আছে টেমপোরাল লোবের।' ফিলিপস বললেন, খুব তাড়াতাড়িই পরবর্তী ইমেজের একটা অংশে নির্দেশ করে। 'এটা আমরা পরবর্তী স্লাইডে

BanglaBook.org

আরো ভালোভাবে দেখতে পারব। কিন্তু আমাদের এজন্য এর ভেতরে কনট্রাস্ট পদার্থ দেয়া দরকার।'

টেকনিশিয়ান উঠে দাড়াল এবং মি. শিলারের শিরাপথে কনট্রাস্ট পদার্থ ঢুকিয়ে দিল।

'কনট্রাস্ট পদার্থ এখন কি করবে?' ন্যান্সি ম্যাকফ্যাডান জিজ্ঞেস করল।

'এটা টিউমারের রক্ত-মস্তিস্ক বাধা দেয়া পদার্থের একটা আউট লাইন তৈরি করে দেবে, যে অংশটুকু নষ্ট হয়ে গেছে সেটুকুর।' ফিলিপস বললেন, যিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন রুমের ভেতরে কে প্রবেশ করছে সেটা দেখার জন্য। তিনি করিডোর দিয়ে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেন।

'এটাতে কি আয়োডিন দেয়া আছে?"

ফিলিপস শেষ প্রশ্নটা শুনতে পেলেন না, কারণ ডেনিস স্যাংগার ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং মার্টিন ফিলিপসের প্রতি উষ্ণ হাসি দিয়ে পেছনের মেডিকেল স্টুডেন্টের দিকে তাকালেন।

ডেনিস তার সাদা খাট কোট খুলে ফেললেন এবং ফাস্ট-এইড ক্যাবিনেটের কাছে সেটা ঝুলিয়ে রাখার জন্য গেলেন। এটা তার কাজে যোগ দেয়ার সংকেত বা পদ্ধতি।

বিপরীত দিকে এটা ফিলিপস আকৃষ্ট করে।

স্যাংগারের পরনে একটা গোলাপি ব্লাউজ, সামনের অংশটুকুতে কারুকাজ করা এবং উপরের দিকে একটা পাতলা নীল ফিতে দিয়ে আটকানো। যখন তিনি তার কোট খুলে ফেলার জন্য বাহু প্রসারিত করে উর্ধ্বমুখী তুললেন, তার স্তন তার ব্লাউজের বিপরীতে উপরের দিকে অস্তিত্ব ঘোষণা করল। ফিলিপস এই দৃশ্যটাকে শিল্পকলার একটা চরম নির্দশন হিসেবে প্রশংসা করলেন। মার্টিনের চিন্তাভাবনায় ডেনিস হচ্ছে সুন্দরী আর্কষণীয়া রমণীদের মধ্যে অন্যতম, তিনি আজ পর্যন্ত যতজনকে দেখেছেন। ডেনিস বলেন তিনি পঞ্চান্নয় পা দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আসলে চুহান্ন বছরের তরুণী। তার শারীরিক গঠন একটু হালকাপাতলার দিকে, একশ আট পাউন্ড। তার স্তনযুগল খুব বেশী ভারী এবং বৃহৎ নয়, কিন্তু সেগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে সুগঠিত, সুউন্নত এবং সুডৌল। তার মাথার চুল ঘন বাদামী, যেগুলো তিনি মাথার পিছন দিকে টেনে ব্যান্ডের সাথে বেঁধে রাখেন। তার চোখজোড়া হালকা বাদামি, যেটাতে তাকে অনেক প্রাণোচ্ছল করে তোলে। খুব কম মানুষই ধারণা করতে পারে যে তিনি তার মেডিকেল স্কুলের প্রথম ছিলেন। যেমন অনেকেই তার বয়স আঠাশের বেশি ধারণাই করতে পারে না।

যখন তার কোট ভালোভাবে রাখা হলো, ডেনিস ফিলিপসের পাশ ঘেষে এলেন, তার বাম কনুই দিয়ে একটা মৃদু গুতো দিলেন। এটা এত দ্রুত হলো যে ফিলিপস কোনো রেসপন্স করতে পারলেন না। তিনি স্ক্রিনের সামনে বসে পড়লেন। তিনি তার পছন্দমতো দৃশ্যগুলো ঠিকঠাক করে নিলেন। নিজে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরলেন, নিজের পরিচয় দিলেন।

টেকনিশিয়ান ফিরে এল এবং ঘোষণা দিল কনট্রাস্ট পদার্থ ঠিকমতো দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

সে স্ক্যানার ঠিক করতে থাকে আরেকটার জন্য।

ফিলিপস এতটাই ঝুঁকে পড়লেন যাতে তিনি ডেনিসের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন। তিনি স্ক্রিনের ইমেজের দিকে নির্দেশ করলেন। 'এখানে টেমপোরালের লোবের এই স্থানে একটা ক্ষত আছে এবং আরো একটা, হতে পারে দুইটা, ফ্রন্টাল লোবে।' তিনি মেডিকেল স্টুডেন্টদের দিকে ঘুরে দাড়ালেন। 'আমি তার চার্ট দেখে জানতে পেরেছিলাম রোগী খুব বেশি ধূমপান করে। এইসব কিছু তোমাদের কাছে কি সাজেস্ট করছে?'

ছাত্রছাত্রীরা ইমেজের দিকে ভীত চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যদি কোনো ধারণা তারা করতে পারে। তাদের জন্য এটা এরকম একটা নিলাম যেখানে টাকার কোনো প্রশ্ন নেই, কোনোরকম নড়াচড়াও তাদের নিলাম ডাকের ক্ষেত্রে দৃষ্টি আর্কষিত হবে।

'আমি তোমাদের একটা হিন্টস দিচ্ছি।' ফিলিপস বললেন, 'প্রাথমিক ব্রেন টিউমার খুব ফাঁকা ফাঁকাই থাকে, যেসব টিউমার শরীরের অন্য অংশ থেকে আসে, যেগুলোকে আমরা বলি *মেটাস্টাসিস*, হতে পারে সিংগল অথবা মাল্টিপল।'

'লাংস ক্যান্সার।' একজন ছাত্র এমনভাবে বলে উঠল যেন এটা কোনো একটা টেলিভিশন গেম শোর উত্তর দিচ্ছে।

'খুব ভালো,' ফিলিপস বললেন। 'এই ক্ষেত্রে তুমি একশ ভাগ নিশ্চিত হতে পার না, কিন্তু আমি এটার উপর বাজি ধরতে চাই।'

'এই রোগী আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?' সেই ছাত্রটাই প্রশ্ন করে, ডায়াগনসিস সম্বন্ধে কিছুটা ধারণার বশবর্তী হয়ে।

'রোগীর ডাক্তার কে?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'তিনি *কার্ট মেনারহেইম, নিউরোসার্জিক্যাল* সার্ভিসে আছেন।' ডেনিস বললেন।

'তাহলে রোগী খুব বেশিদিন বাঁচবে না।' মার্টিন বললেন। 'মেনারহেইম তাকে অপারেশন করবেন।'

ডেনিস দ্রুত ঘুরে তাকালেন, 'এই জাতীয় কেস অপারেশন করা যায় না।'

'আপনি মেনারহেইমকে চেনেন না। তিনি যে কোনো কিছু অপারেশন করে ফেলতে পারেন। বিশেষত টিউমার।' মার্টিন আবার ডেনিসের কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়লেন, পরিপাটি চুলের সুগন্ধ নিতে নিতে। এটা অদ্ভুত ফিলিপসের কাছে এবং পেশাগত দায়িত্ব সত্ত্বেও, তিনি আবেগে জর্জরিত হয়ে পড়তে থাকেন। তিনি এই অবস্থা ভাঙার জন্য উঠে দাড়ান।

'ডক্টর স্যাংগার, আমি কি তোমার সাথে এক মুহূর্তের জন্য কথা বলতে পারি।' তিনি হঠাৎ করে বললেন, ডেনিসকে রুমের এক কোণের দিকে নিয়ে যেতে চেয়ে।

ডেনিস ইচ্ছাকৃতভাবে যেতে বাধ্য হলো, এক রকম মধ্যবর্তী অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে।

'এটা আমার পেশাগত মতামত...' ফিলিপস সেই আগের মতোই আবেগী গলায় বললেন। তারপর তিনি একটু থামলেন এবং যখন তিনি আবার শুরু করলেন তার গলার

BanglaBook.org

স্বর নিচু হতে হতে ফিসফিসানির পর্যায়ে চলে এল। তোমাকে আজ অবিশ্বাস্য রকমের সেক্সি লাগছে।'

ডেনিসের অভিব্যক্তি খুব ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। এটা কয়েক মুহূর্ত নেয় মন্তব্যটাকে উপলব্ধি করতে। যখন এটা উপলব্ধিতে আসে, তিনি তখন হাসতে থাকেন। 'মার্টিন, তুমি আমাকে অপ্রস্তুত করছো। তুমি যেভাবে বলছো তাতে মনে হচ্ছে আজ আমি কোনো কিছু ভুল করে বসে আছি।'

'তুমি আজ.. তুমি আজ পুরোপুরি সেক্সি আউটফিটে আছো যেটা আমার মনোযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'সেক্সি। আমি আমার গলা পর্যন্ত এঁটেসেটে এসেছি।'

'তোমার জন্য যেকোন কিছুতে সেক্সি লাগে।'

'সেটা আপনার মনের নোংরামি, বুড়ো খোকা।'

মার্টিন হাসতে থাকেন। ডেনিসই ঠিক। যখনই তিনি ডেনিসকে দেখেন তিনি কল্পনায় ভাবতে থাকেন তাকে নগ্ন করলে কত অপূর্বই না লাগবে। তিনি পূর্বের কথা স্মরণ করতে থাকেন। তিনি ডেনিসের সাথে টানা ছয় মাস ডেটিং করেছেন। এবং এখনও তিনি একজন টিনএজারের মতোই টান অনুভব করেন।

প্রথমে তারা তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা হাসপাতালের আবহাওয়ার বাইরে খুব সতর্কতার সাথে চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু যখন তারা দিনকে দিন বেশি আত্মবিশ্বাসী হতে থাকেন যে তাদের সম্পর্ক নিয়ে তারা সিরিয়াস, তারা ততই তাদের গোপনীয়তা কম করতে থাকেন। বিশেষত, যখন তারা একে অন্যকে আরো বেশি বেশি জানতে শুরু করেছেন, তাদের বয়সের ব্যবধান ততই ছোট বিষয় হয়ে এসেছে। এবং ঘটনা হলো মার্টিন হচ্ছেন নিউরোরেডিওলজির সহকারী প্রধান যেখানে ডেনিস একজন দ্বিতীয় বর্ষের রেডিওলজি রেসিডেন্ট। তাদের দুজনেরই পেশাগত দায়িত্ব তাদেরকে উদ্দীপিত করেছে। বিশেষত যখন ডেনিস তার রোটেশন থাকে। এরমধ্যেই ডেনিস অন্য দুজন রেসিডেন্টের চেয়ে অধিক দক্ষতা দেখিয়ে ফেলেছে। এবং অধিকন্তু এটা সবার কাছে মজার বিষয়।

'বুড়ো খোকা, হাহ!' মার্টিন ফিসফিসিয়ে বললেন। 'এই মন্তব্যের জন্য, আপনি শাস্তি পেতে যাচ্ছেন। আমি এই মেডিকেল স্টুডেন্টগুলো আপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। যদি তারা বিরক্ত হতে শুরু করে, তাদেরকে এনজিওগ্রাফি রুমে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা তাদেরকে থিওরিটিক্যালের পূর্বের ক্লিনিক্যালের একটা ওভারডোজ দিয়ে ছেড়ে দেব।'

স্যাংগার সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ে।

'এবং যখন তুমি আজ সকালের সিএটি শিডিউল শেষ করবে' ফিলিপ বলে চলেন, আগের মতোই ফিসফিসিয়ে, 'আমার অফিসে চলে এসো। হতে পারে আমরা এখনও কফি শপের জন্য পালিয়ে যেতে পারি।'

ডেনিস কোনো কিছু উত্তর দেয়ার আগেই তিনি তার দীর্ঘ সাদা কোট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সার্জিক্যাল কক্ষগুলোও রেডিওলজির একই তলায়। ফিলিপস সেই দিকেই গেলেন।

BanglaBook.org

ফ্লুরোস্কোপির জন্য রোগীদের জটলার কারণে তিনি এক্সরে রুমের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লেন।

এক্সরে রুম একটা বিশাল পার্টিশন দেয়া, যেখানে এক্সরে রাখার বক্স, দৃশ্যমান বক্স, ৬জনখানেক বা তার চেয়ে বেশি রেসিডেন্ট ওখানে খোশগল্প করছে কফি হাতে।

প্রতিদিনকার এক্সরে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এক্সরে মেশিন গত আধঘণ্টা যাবৎ ব্যস্তই আছে। প্রথমে এটা ফিল্মের উপরের কাজ, তারপর ধুয়ে ফেলা। ফিলিপস মনে করতে পারে তার সেই রেসিডেন্ট থাকার দিনগুলোর কথা। তিনি মেডিকেল সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই প্রদেশের সবচেয়ে নামকরা এবং উৎকৃষ্ট রেডিওলজি বিভাগ থেকে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেই তিনি শিখেছেন। তিনি এই রুমটাতে দিনের পুরোটা সময়ই অনেক দিন কাটিয়েছেন।

তার ফলশ্রুতিতে তিনি নিউরোরেডিওলজির ফেলোশীপ হয়েছেন। যখন তিনি শেষ করেন, তার কর্মদক্ষতা এত বেশি আউটস্টান্ডিং ছিল তিনি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে মেডিকেল স্কুলে অফার পান। সেই অবস্থান থেকেই তিনি বর্তমানের অবস্থানে এসেছেন। নিউরোরেডিওলজি বিভাগের সহকারী প্রধান।

ফিলিপস এক্সরে রিডিং রুমের মূল কেন্দ্রে এসে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। এটা অদ্বিতীয়, নিম্ন আলোকিত, এক্সরে দেখার বক্সের মধ্য থেকে ফ্লুরোসেন্ট আলোয় আলোকিত করেছে। এক মুহূর্তের জন্য রেসিডেন্টরা দেখতে মৃতদেহের মতো মনে হয়। সাদা মৃত চামড়ার এবং খালি চোখের গর্ত। ফিলিপস আশ্চর্যান্বিত কেন তিনি আগে এটা লক্ষ্য করেননি। তিনি নিজের হাতের দিকে তাকালেন। এটার রঙও মৃত সাদা।

তিনি অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে হেঁটে যেতে থাকেন। এটাই প্রথম না যে তিনি হাসপাতালে এভাবে হেটে চলেছেন। সম্ভবত ঘটনা খুবই সাধারণ, কিন্তু এটা তার চাকরির অসন্তুষ্টির কারণ। তার কাজকর্ম দিন দিন আরো অধিক প্রশাসনিক এবং সেগুলোর উপরে, তিনি পরিস্থিতির শিকার। নিউরোরেডিওলজির প্রধান, টম ব্রকটন, আটান্ন বছরের এবং অবসরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। পাশাপাশি, রেডিওলজি প্রধান, হ্যারল্ড গোল্ডব্লাট, অবশ্য একজন নিউরোরেডিওলজিস্ট।

ফিলিপস বুঝতে পেরেছেন বিভাগের এই পর্যায়ে এসে তিনি থমকে গেছেন। তার কর্মদক্ষতার কোনো রকম অদক্ষতার জন্য নয়। কিন্তু দুইটা পজিশনই খুব কঠিনভাবে পূর্ণ। প্রায় এক বছর যাবৎ ফিলিপস ভেবে চলেছেন তিনি মেডিকেল সেন্টার ছেড়ে অন্য হাসপাতালে চলে যাবেন যেখানে তারা তাকে বিভাগীয় প্রধান করার জন্য ব্যস্ত।

মার্টিন করিডোর দিয়ে সার্জারি বিভাগের দিকে এগোতে থাকে। তিনি দুদিকে ঘুর্ণন দরজার ভেতর দিয়ে গেলেন, যেখানে চিহ্নসূচক দেয়া যেটা দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। তিনি সেখান থেকে আরেকটা ঘুর্ণায়মান দরজার ভেতর দিয়ে গেলেন। যেখানে রোগীরা অপেক্ষা করছে। এক ঝাঁক উদ্বিগ্ন রোগী তাদেরকে কাটাকুটি করা হবে সেজন্য অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

বিশাল এলাকার একেবারে শেষ মাথায় তিরিশটি অপারেশন রুম এবং তার রিকভারী এরিয়া। তিনজন সবুজ স্ক্রাব পোশাক পরিহিতা নার্স রোগীটা ঠিক রুমে অপারেশনের জন্য যাচ্ছে এটা ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত। চব্বিশ ঘণ্টায় দুইশত অপারেশন, এটা পুরো সময়ের কাজ।

'মেনারহেইমের কেস সমন্ধে আমাকে কি কেউ কিছু বলতে পারেন?' ফিলিপস ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

তিনজন নার্সই একসাথে তাকাল এবং একসাথে কথা বলা শুরু করে।

মার্টিন, সেই সব দুষ্প্রাপ্য ডাক্তারদের একজন, অপারেশন থিয়েটারে স্বাগত অতিথি। যখন নার্সরা বুঝতে পারল কি ঘটতে চলেছে, তারা হেসে ফেলল এবং তারপর একে অন্যের সাথে সেটা নিয়ে আলোচনা করে জানতে চেষ্টা করে।

'এর চেয়ে আমি আর কাউকে জিজ্ঞেস করে নেব।' ফিলিপস চলে যেতে উদ্যত হয়ে বললেন।

'ওহ, না।' সুন্দরী নার্সটা বলল।

'আমরা লিনেন ক্লসেটের কাছে যেয়ে এই ব্যাপারে আলাপ করে আসছি।' একজন সিদ্ধান্ত দিল। অপারেশন রুম এরিয়া হাসপাতালের এমন জায়গা যেখানে রিলাক্স হওয়া নিষেধ। এখানকার পরিবেশ অন্য যে কোনো জায়গার যে কোনো সার্ভিসের থেকে ভিন্ন। ফিলিপস ভাবলেন এখানে সবাই একই রকম পাজামার মতো পোশাক পরে আছে, যেখানে যৌনআবেদনময়তার ছিটেফোটাও নেই। যাই হোক, ফিলিপস মনে করতে পারে রেডিওলজিতে আসার আগে তিনি নিজেও এক বছর সার্জিক্যাল রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

'মেনারহেইমের কেসে আপনি কোন কারণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন?' স্বর্ণকেশী নার্সটা জিজ্ঞেস করল। 'ম্যারিনো?'

'সেটাই ঠিক।' ফিলিপস বললেন।

'তিনি আপনার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।' স্বর্ণকেশী নার্সটা বলল।

ফিলিপস ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রায় বিশ ফিট দূরে একজন একুশ বছর বয়সী তরুণী দাড়িয়ে। সে অবশ্যই তার নিজের নাম শুনেছে তার অপারেশন পূর্ব ওষুধপত্রের সময়, কারণ তার মাথা খুব ধীরে ফিলিপসের দিকে ঘুরে গেল। সার্জারির জন্য তার মাথা পুরোপুরি কামানো। দৃশ্যটা ফিলিপসের মনে ছোট্ট গায়ক পাখির কথা মনে করিয়ে দিল যার কোনো পালক নেই। মেয়েটার পরনে সার্জারি পূর্ব এক ঢালাই পোশাক। তিনি মেয়েটাকে এর আগে দেখেছিলেন দুইবার যখন সে অপারেশন পূর্ব এক্সরে করিয়েছিল। এবং ফিলিপস ধাক্কা খায় তার চেহারা এখন কত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মেয়েটা চোখের অভিব্যক্তি এখন বাচ্চাদের মতো। ফিলিপস যেটা করলেন ঘুরে দাঁড়ালেন, সরাসরি নার্সদের দৃষ্টি আর্কষণ করলেন। তার সার্জারি থেকে রেডিওলজিতে আসার এটাও একটা কারণ যে তিনি রোগীদের এই ভয়াবহ অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না।

'কেন তারা তার সার্জারি শুরু করছে না?' তিনি নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, রাগান্বিত

BanglaBook.org

রোগীর এই অবস্থা দেখে।

'মেনারহেইম গিবসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে আসা একরকম বিশেষ ইলেকট্রোডের জন্য অপেক্ষা করছেন।' স্বর্ণকেশী নার্স বলল। 'তিনি কিছু রেকর্ড রাখতে চাচ্ছেন ব্রেনের যে অংশটুকু সরিয়ে ফেলা হবে সেটুকুর।'

'আমি বুঝতে পেরেছি...' ফিলিপস বললেন, তার সকালের কাজের পরিকল্পনা করতে করতে। মেনারহেইমের একটা পদ্ধতি আছে সবার শিডিউল গোলমাল করে দিতে।

'জাপান থেকে মেনারহেইমের কাছে দুজন দর্শনার্থী এসেছেন।' স্বর্ণকেশী নার্স যোগ করল। 'এবং তিনি গোটা সপ্তাহ ধরে একটা বিশাল কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা মাত্র কয়েক মিনিট সময় দেবেন। তারা রোগী দেখার জন্য চেয়েছেন। আমাদের তার সাথে পাঠানোর মতো কেউ নেই।'

'ঠিক আছে,' ফিলিপস বললেন, এর মধ্যে রোগী রাখার স্থানের দিকে সরে যেতে শুরু করেছেন। 'যখন মেনারহেইম তার লোকাল এক্সরের জন্য বলে, সরাসরি আমার অফিসে কল করবেন। সেটাতে কয়েক মিনিট সেভ হবে।'

যখন মার্টিন ফিরে যাচ্ছেন, তখন তার মনে পড়ে যায় এখন তাকে শেভ করতে হবে এবং সার্জিক্যাল লাউঞ্জের দিকে যেতে হবে। আটটা দশে এটা প্রায় ফাকা কারণ সাড়ে সাতটার কেসগুলো তখন চলতে থাকে। ফিলিপস সেদিকে এসে দেখে একজন মাত্র সার্জন টেলিফোনে শেয়ারবাজার নিয়ে কথা বলছে। ফিলিপ চেঞ্জিং এরিয়ার পাশ দিয়ে যায় এবং তার লকারের কাছে আসে, যেটা টনি, একজন বৃদ্ধ মানুষ যে সার্জিক্যাল এরিয়ায় দেখাশুনা করে, তাকে রাখতে দিয়েছে।

যখন তার গোটা মুখটা ফেনায় ভর্তি হয়ে আছে, ফিলিপসের বিপার এমনভাবে বেজে উঠল যে তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারছেন কতটা উদ্বিগ্ন তিনি। তিনি দেয়ালের ফোন ব্যবহার করলেন উত্তর দেয়ার জন্য, চেষ্টা করতে লাগলেন রিসিভারে যাতে শেভিং ক্রিম না লেগে যায়।

এটা হেলেন ওয়াকার, তার সেক্রেটারি, জানাচ্ছে উইলিয়াম মিখাইল এসে পৌছেছে এবং তার জন্য তার অফিসে অপেক্ষা করছে।

ফিলিপ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তার শেভিংয়ের কাজে ফিরে যান। উইলিয়াম সম্বন্ধে তার সকল উত্তেজনা ফিরে আসে।

কি হতে পারে উইলিয়ামের সারপ্রাইজ!

তিনি কাজ শেষ করে তার দীর্ঘ সাদা কোট পরেন এবং সার্জিক্যাল লাউঞ্জের পাশ দিয়ে যান, যেখানে তখনও সেই সার্জন ফোনে শেয়ার বাজারের ব্রোকারের সাথে কথা বলে চলেছে।

মার্টিন প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে তার অফিসে এসে পৌছান। হেলেন ওয়াকার তার টাইপিং থেকে মুখ তুলে তাকান অস্পষ্টভাবে দেখে, যখন তার বস তার পাশ দিয়ে চলেছেন। সে উঠে দাঁড়াতে শুরু করে, একগাদা কাগজপত্র এবং ফোন ম্যাসেজের কাছে

BanglaBook.org

পৌঁছে যায়। কিন্তু থমকে দাঁড়ায় যখন ফিলিপের অফিসের দরজা সজোরে বন্ধ হয়ে যায়। সে শ্রাগ করে এবং তার টাইপিংয়ের কাজে ফিরে যায়।

ফিলিপস বন্ধ দরজার উপর ঝুঁকে পড়েন, জোরে জোরে শ্বাস নেন। মিখাইল তখন ফিলিপের একটা রেডিওলজি জার্নালে চোখ বুলাচ্ছিল।

'ভালো?' ফিলিপ বললেন উত্তেজিতভাবে। মিখাইল বরাবরের মতোই অসামঞ্জস্য পোশাক পরিধান করে এসেছে। কিছুটা ছেড়া টুইডের জ্যাকেট, যেটা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষে থাকার সময় কেনা। তার বয়স ত্রিশ, কিন্তু তাকে বিশের মতো লাগে। তার চুল এত সোনালি যেটার তুলনায় ফিলিপের চুল কিছুটা বাদামি মনে হয়। সে হাসে। তার ছোটখাট মুখটাতে আত্মতৃপ্তির আভাস। তার নীল চোখ নাচছে।

'ঘটনা কি?' সে বলল, ম্যাগাজিনটাতে আবার চোখ বুলাতে বুলাতে।

'এদিকে এসো,' ফিলিপ বললেন, 'আমি জানি তুমি আমাকে ঘোরানোর চেষ্টা করছ। সমস্যাটা হলো, তুমি এর মধ্যে বেশি সাফল্য পেয়ে গেছো।'

'আমি জানি না কি নিয়ে...' মিখাইল আরম্ভ করে, কিন্তু সে এর বেশি আর যেতে পারে না। খুব দ্রুতগতির সাথে ফিলিপস রুমের মধ্যে চলে আসে এবং তার হাত থেকে ম্যাগাজিন খানা কেড়ে নেয়।

'বোবার মতো অভিনয় কর না।' ফিলিপস বললেন। 'তুমি জান যে তুমি হেলেনকে বলেছো একটা 'সারপ্রাইজ' এর কথা, যেটা আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমি গতরাত চারটের দিকে তোমাকে ফোন পর্যন্ত করেছিলাম। এখন, আমি আশা করছি আমি এটা পাব। আমি মনে করি এখন তুমি এটা আমাকে বলবে।'

'ওহ, হু, সারপ্রাইজ।' মিখাইল বিদ্রুপ করল। 'আমি এর মধ্যে ভুলে বসে আছি।' সে ঝুঁকে বসে এবং ব্রিফকেসের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে চলে। এক মিনিট পর সে একটা ছোট্ট প্যাকেজ টেনে বের করে নিয়ে আসে। যেটা গাঢ় সবুজ পেপার দিয়ে আচ্ছাদিত এবং একটা মোটা হলুদ ফিতে দিয়ে বাঁধা।

মার্টিনের মুখে রঙের খেলা। 'ওটা কি?' তিনি কিছু পেপার আশা করছিলেন, বেশি পছন্দনীয় কম্পিউটার প্রিন্টকৃত পেপার, যেটা তাদের গবেষণা নিয়ে কোন ব্রেকথ্রু করেছে। তিনি কখনও একটা উপহার আশা করেননি।

'এটাই আপনার সারপ্রাইজ।' মিখাইল বলল, প্যাকেজটা ফিলিপের কাছে পৌঁছে দিতে দিতে।

ফিলিপের চোখজোড়া উপহারের কাছে ঘোরাফেরা করছিল। তার আশাভঙ্গের বহিঃপ্রকাশ এত তীব্র যে সেটা রাগে পরিণত হচ্ছিল। 'কেন তুমি আমার জন্য একটা উপহার কিনে নিয়ে এসেছো?'

'কারণ তুমি এত ভালো একজন গবেষণার অংশীদার।' মিখাইল বলল, প্যাকেজটা এখনও ফিলিপের প্রতি বাড়িয়ে ধরে রেখে। 'এইতো এইখানে, এটা নাও।'

ফিলিপস প্যাকেজটা নিলেন। তিনি শকটা থেকে ফিরে এসে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন। এটা কোনো ব্যাপার নয় যে তিনি নিজে কেমন অনুভব

BanglaBook.org

করছেন, কিন্তু তিনি মিখাইলের অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারেন না। সর্বোপরি, এটা একটা সুন্দর ধারণা।

ফিলিপস যখন প্যাকেজটার ওজন অনুভব করছিল তখন তাকে ধন্যবাদ দিল। এটা হাল্কা এবং প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি উচ্চতা।

'আপনি কি এটা খুলতে যাচ্ছেন না?' মিখাইল জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই।' ফিলিপস বললেন, এক মুহূর্তের জন্য মিখাইলের মুখের অভিব্যক্তি পড়ে নিয়ে। কম্পিউটার সাইন্সে পড়া এই বালক প্রতিভার জন্য একটা উপহার কিনে আনা তার চরিত্রের ধাতের মধ্যে পড়ে না। এটার অর্থ এই নয় যে সে বন্ধুসুলভ নয়। এটার মানে হচ্ছে সে তার গবেষণার মধ্যে এত বেশি মনোযোগী যেজন্য এসব সামাজিক কাজ তার জন্য বাহুল্য মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিগত চার বছর একত্রে কাজ করার দিনগুলোতে, ফিলিপস মিখাইলকে কখনও সামাজিক জীব হিসেবে দেখেনি। ফিলিপের ধারণা ছিল যে মিখাইলের অবিশ্বাস্য মন কখনও ঘুরে দাঁড়াবে না। সর্বোপরি, সে আর্টেফেসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবক ছাব্বিশ বছর বয়সে যখন সে ইউনিভার্সিটিতে। সে তার পিএইচডি শেষ করে যখন তার বয়স মাত্র উনিশ।

'এটা খুলে ফেলুন।' মিখাইল অধৈর্যের সাথে বলল।

ফিলিপস বক্সের চারপাশের কাগজ খুলে ফেললেন এবং এগুলো তার ডেস্কের পাশে ময়লার বাস্কেটে ফেললেন। গাঢ় সবুজ কাগজ শেষে একটা কালো বাক্স বের হলো।

'এখানে একটা ছোট্ট প্রতীকি আছে।' মিখাইল বলল।

'ওহ?' ফিলিপস বললেন।

'হ্যাঁ,' মিখাইল বলল, 'আপনি জানেন মনোবিজ্ঞানে মস্তিস্ককে কিভাবে দেখা হয়, একটা কালো বাক্সের মতো। বেশ, আপনি এর ভেতরটা দেখুন।'

ফিলিপস দুর্বলভাবে হাসলেন। তিনি এখনও জানেন না মিখাইল কি বিষয় নিয়ে কথা বলছে। তিনি বক্সের উপরের অংশ খুলে ফেললেন এবং কিছু টিসু পেপার ছিড়ে ফেললেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে দেখলেন তার মধ্যে *ফ্লিটউড ম্যাকের রিউমার* লেবেল দেয়া একটা ক্যাসেট কেস।

'এই সব কি?' ফিলিপ হাসলেন। তার সামান্যতম ধারণাও নেই যে মিখাইল কেন তার জন্য ফ্লিটউড ম্যাকের রেকর্ড কিনে নিয়ে আসবে।

'আরো প্রতীকি।' মিখাইল ব্যাখ্যা করে। 'এর ভেতরে যেটা আছে সেটা আপনার কানে সংগীতের অধিক কিছু দেবে।'

হঠাৎ করে ফিলিপের কাছে গোটা ধাঁধাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ফিলিপ কেসটা খুলে ফেললেন এবং ক্যাসেটটা বের করলেন। এটা কোন সংগীতের রেকর্ড নয়।

এটা একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম!

'আমরা এটাতে কতদূর এগিয়েছি?' ফিলিপস ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'এটাই গোটা বিষয়।' মিখাইল বলল।

'না!' মার্টিন অবিশ্বাসের সুরে বললেন।

BanglaBook.org

'আপনি জানেন শেষ কোন জিনিসটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন? এটা চমৎকারভাবে কাজ করেছে। এটা ঘনত্ব এবং সীমানার সমস্যাগুলোকে সমাধান করে দিয়েছে। এই প্রোগামে সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করা আছে আপনি যেগুলোর ফ্লো শিট আমাকে দিয়েছিলেন। এটা মস্তিস্কের খুলির যে কোনো এক্সরে, যেটা আপনি দেবেন, রিড করবে। এটা একটা যন্ত্রের মতোই সবকিছু আপনাকে যোগাবে।' মিখাইল ফিলিপের অফিসের পিছনের দিকটা নির্দেশ করে। সেখানে ফিলিপের কাজের টেবিলে এটা টেলিভিশন সাইজের ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র আছে। এটা সুস্পষ্ট যে যন্ত্রটা তৈরি করা হয়েছে কাজের নিমিত্তে, এটার উৎপাদন মডেলে কোন গুরুত্ব না দিয়েই। এটার সম্মুখভাব সাদামাঠা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। এটার সংযুক্ত বোল্টগুলো বেরিয়ে আছে। উপরের বাম কোণের দিকে একটা স্লট জাতীয় জিনিস আছে যেটার মধ্যে প্রোগ্রাম করা ক্যাসেট দেয়া যায়। দুটো ইলেকট্রিক্যাল ট্রাংক দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে। একটা ট্রাংকে টাইপরাইটারের আউটপুট-ইনপুট ডিভাইস দেয়া আছে। অন্যটা একটা চারকোণাকৃতি স্টেইনলেস স্টিলের বাক্স। এই ধাতব যন্ত্রের সামনের দিকে একটা লম্বা দৃশ্যমান অংশ আছে যেটা দিয়ে এক্সরে ফিল্ম দেখা যায়।

'আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।' ফিলিপস বললেন। ভয়ে ভয়ে আছেন মিখাইল হয়তো আবার তাকে বিদ্রুপ করতে এসেছে।

'আমরাও না।' মিখাইল যোগ করল। 'সবকিছু হঠাৎ করে একত্রে পড়ে গেছে।' সে হেটে কম্পিউটার ইউনিটের দিকে গেল। 'সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত কাজ আপনি করেছেন এবং রেডিওলজির ধরণ বোঝার জন্য, সেটাতে আমারদের নতুন হার্ডওয়ারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের এটার ডিজাইন করা দরকার। এটাই সেটা।'

'বাইরের দিক থেকে এতটাই সাদামাঠা।'

'যেমনটি হয়। যন্ত্রপাতি বিভ্রান্তকর।' মিখাইল বলল। 'এই ইউনিটটা কম্পিউটারের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করবে।'

'এবং ভাব এটা রেডিওলজির ক্ষেত্রে কি করতে চলেছে যদি এটা সত্যি করে এক্সরে রিড করতে পারে।' মার্টিন বললেন।

'এটা ওগুলো পড়তে পারবে।' মিখাইল বলল, 'কিন্তু এই প্রোগ্রামে এখনও কিছু সমস্যা, কিছু বাগ (ভাইরাস) রয়ে গেছে। এখন আপনি যেটা করতে পারেন এই প্রোগ্রাম চালাতে পারেন অনেকগুলো মস্তিস্কের খুলির এক্সরের ক্ষেত্রে যেগুলো আপনি ইতঃপূর্বে রিড করেছেন। যদি সেখানে কোনো সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে, আমি মনে করি সেটা হবে নেগেটিভের ফলস এরিয়া গুলোর জন্য। তার মানে বুঝাতে চাচ্ছি, এই প্রোগ্রাম বলতে পারবে সাধারণ স্বাভাবিক এক্সরের ক্ষেত্রে যেটা প্যাথলজিতে সত্যিই আছে।'

'এটা সেই একই সমস্যা রেডিওলজিস্টদের ক্ষেত্রেও।' ফিলিপস বললেন।

'বেশ, আমি মনে করি আমরা এই প্রোগ্রামে সেগুলো সব মুছে দিতে পারব।' মিখাইল বলল। 'এটা এখন আপনার উপর নির্ভর করছে। এখন এটা নিয়ে কাজ করুন। প্রথমে এটা অন করুন। আমি মনে করি মেডিসিনের একজন ডাক্তারও এটা করতে সমর্থ

BanglaBook.org

হবে।

'কোনো সন্দেহ নেই।' ফিলিপস বললেন। 'কিন্তু এটা প্লাগে লাগাতে আমাদের একজন পিএইচডি ডিগ্রীধারী দরকার।'

'খুব ভালো।' মিখাইল হাসল। 'আপনার হিউমার দিনে দিনে বাড়ছে। যখন এটাতে প্লাগ সংযোগ করবেন এবং এটাকে অন করবেন, আপনি এটার সেন্ট্রাল ইউনিটে ক্যাসেট প্রোগ্রামটা ঢুকিয়ে দেবেন। বাইরের প্রিন্টার আপনাকে জানিয়ে দেবে কখন লেসার স্ক্যানার থেকে এটার ভেতরে এক্সরে ফিল্ম ঢুকিয়ে দিতে হবে।'

'কিভাবে ফিল্মগুলো ঢুকাতে হবে?" জিজ্ঞেস করলেন ফিলিপ।

'সেটা কোনো ব্যাপার নয়, শুধু ইমালসন পাশটা নিচে দেয়া ছাড়া।'

'ঠিক আছে।' ফিলিপ বললেন, তার দুই হাত একত্রে ঘষতে ঘষতে এবং গোটা ইউনিটের দিকে তাকাতে থাকেন গর্বিত পিতার মতো। 'আমি এখনও পর্যন্ত এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমিও না, এখনও না।' মিখাইল বলল। 'চার বছর আগে কে ধারণা করতে পেরেছিল যে আমরা এই ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রোগেস করতে পারব? আমি এখনও সেই দিনটা স্মরণ করতে পারি যেদিন আপনি কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই কম্পিউটার সাইন্স বিভাগে এলেন, সাদামাঠাভাবে জিজ্ঞেস করলেন কেউ এই জাতীয় কোনো কাজের ব্যাপারে উৎসুক আছে কিনা।'

'এটা শুধু মাত্র সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে পেরেছিলাম।' ফিলিপস প্রত্যুত্তরে বললেন। 'সেই সময়ে আমি ভেবেছিলাম তুমি একজন আন্ডারগ্রাজুয়েট। আমি এখনও পর্যন্ত জানি না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডিভিশনটা কি?'

'প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে সৌভাগ্য সবসময় একটা বড় ভূমিকা পালন করে।' মিখাইল সম্মতি দিল। 'কিন্তু সৌভাগ্যের পরে, সেখানে প্রচুর পরিশ্রমের কাজ থাকে। যেমনটি এ পর্যন্ত আপনি সম্মুখীন হয়েছেন। স্মরণ করুন যত বেশি মস্তিস্কের খুলির এক্সরে ফিল্ম আপনি এই প্রোগ্রামে চালাবেন, এটা ততটা ভালো চলবে। শুধু এটা প্রোগ্রামকে বাগমুক্ত করবেই না, অধিকন্তু এটা আরও উন্নত করবে।'

'আমার জন্য আর বড় কোনো শব্দ ব্যবহার করবে না।' ফিলিপ বললেন, 'উন্নত বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

'যেহেতু আপনি আপনার নিজের দেয়া মেডিসিনই পছন্দ করেন না।' মিখাইল হাসল। 'আমি কখনও ভাবি না আমি কোনো ডাক্তারের অভিযোগ শুনব একটা স্বাভাবিক শব্দে। উন্নত প্রোগ্রাম বলতে বোঝায় যে প্রোগ্রাম আরও শিখতে সমর্থ।'

'তুমি বলতে চাইছ এই জিনিস আরও অধিক উন্নত হতে শুরু করবে।'

'আপনি ঠিক ধরেছেন।' মিখাইল বলল, দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। 'কিন্তু এটা এখন পুরোপুরি আপনার উপরে। এবং মনে রাখবেন, এই একই ফরম্যাট রেডিওলজির অন্য বিভাগগুলোতে একইভাবে কাজ করতে পারবে। সুতরাং আপনার অবসর সময়ে, যদি আপনি অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান, এগুলো দিয়ে আপনি

BanglaBook.org

এনজিওগ্রামের ফ্লো শিট রিড করতে শুরু করুন। আমি আপনার সাথে পরে কথা বলব।'

মিখাইলের পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই, ফিলিপ কাজের টেবিলের কাছে যান এবং এক্সরে রিডিং যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকান। তিনি এটা নিয়ে দ্রুত কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু তিনি তার প্রতিদিনকার রুটিনের বাধ্যবাধকতাগুলো জানেন। যেন এটার প্রতিধ্বনি তুলতেই, হেলেন একগাদা কাগজপত্র নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে। টেলিফোন ম্যাসেজ এবং আনন্দদায়ক খবর হলো এক্সরে মেশিন একটা সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি রুমে ঠিক ঠাকভাবে কাজ করছে না। অনিচ্ছুকভাবে ফিলিপ নতুন মেশিনের দিকে যেতে থাকেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪

'লিসা ম্যারিনো?" একটা কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করে, যাতে লিসা তার চোখ খোলে। তার উপর একজন নার্স, যার নাম ক্যারল বিগলো, ঝুঁকে আছে। যার গাঢ় বাদামি চোখ জোড়াই তার মুখের মধ্যে দৃশ্যমান অংশ। ফুল অংকিত একটা হ্যাট তার চুল ঢেকে আছে। তার নাক মুখ সার্জিক্যাল মাস্কে ঢাকা।

লিসা অনুভব করে তার হাত উঁচুতে তোলা হলো এবং ঘুরানো হলো যাতে নার্স তার হাতের চিহ্নিতকরণ ব্রেসলেটে তার পরিচয় পায়।

হাতটা আবার আগের জায়গায় রেখে দেয়া হলো এবং মৃদুস্বরে বলল, 'আপনাকে সুস্থ করে দেয়ার জন্য আপনি কি আমাদের জন্য প্রস্তুত, লিসা ম্যারিনো?' ক্যারল জিজ্ঞেস করল, লিসার পায়ের কাছ থেকে কাপড় সরিয়ে দিতে দিতে এবং বেডটাকে একটু দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল।

'আমি জানি না' লিসা জানাল, চেষ্টা করছে নার্সের মুখ দেখতে। কিন্তু ক্যারল বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি কি নিশ্চিত।' সে বেডটাকে সাদা ফরমিকা ডেস্কের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

অটোমেটিক দরজাটা তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে যায় যখন লিসা তার ভাগ্যবিড়ম্বিত ভ্রমণ শুরু করে, করিডোর দিয়ে অপারেশন রুমে একুশের দিকে। নিউরোসার্জারি সাধারণ চারটা রুমেই করা হয়। রুম নাম্বার ২০, ২১, ২২, ২৩। এই রুমগুলো বিশেষভাবে ব্রেন সার্জারির কথা চিন্তা করে তৈরি করা। এগুলোতে ওভারহেড মাইক্রোস্কোপ, ক্লোজড সার্কিট ভিডিও সিস্টেম, সেই সাথে রেকর্ডিং ক্ষমতা আছে। আরো আছে বিশেষ অপারেশন টেবিল।

অপারেশন রুম একুশে অবশ্য দৃশ্যমান গ্যালারি আছে এবং সেটা নিউরোসার্জারি প্রধান এবং মেডিকেল স্কুলের বিভাগীয় প্রধান ডা. কার্ট মেনারহেইমের খুব প্রিয়।

লিসা আশা করছিল যে সে এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে যাবে। কিন্তু এই কেসে সেই অবস্থা নয়। যদি কোনোকিছু, সে সব বিষয়ে সচেতন এবং তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো খুবই সজাগ। এমনকি জীবাণুনাশক কেমিক্যালগুলোর গন্ধও তার নাকে বেশ ভালোভাবেই ঢুকছে। সেখানে যেন সময় থেমে আছে, সে ভাবে। সে বেড থেকে উঠে পড়বে এবং দৌড়ে পালাবে।

সে অপারেশন হতে আগ্রহী নয়, বিশেষত সে চায় না মস্তিস্কের ব্যাপারে অপারেশন। প্রকৃতপক্ষে, কোনোকিছুই সে চায় না, তার মাথায় তো নয়ই।

নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখে নার্স একটা কোণের দিকে মিলিয়ে গেল। লিসা একটা গাড়ির মতোই একপাশে পার্ক হয়ে পড়ে রইল ব্যস্ত লোকজনের মধ্যে। একদল লোক আরেকটা রোগী তার পাশ দিয়ে নিয়ে চলে গেল । লোকটার থুতনি বেডের দিকে, তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা।

BanglaBook.org

কান্না লিসার চোখ দিয়ে চিবুক বেয়ে পড়তে থাকে। পাশ দিয়ে যাওয়া রোগীটা তার নিজের পরবর্তী অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। তার কেন্দ্রীয় অংশ ভয়ানক রূঢ়ভাবে খুলে ফেলা হবে এবং অপারেশন করা হবে। শুধু তার শরীরের কোনো দুরবর্তী অংশ নয়, যেমন তার পা অথবা হাত। সেটা নয়, কিন্তু তার মাথায়... যেখানে তার ব্যক্তিত্ব এবং তার আত্মা বিদ্যমান। এসবের পরে কি সে আগের সেই মানুষটাই থাকবে?

যখন লিসার বয়স এগারো তখন তার একবার *একুইট এ্যাপেন্ডিসাইটিস* হয়েছিল। সেই সময়ে অপারেশনটা তার কাছে ভয়েরই ছিল, কিন্তু বর্তমানের অভিজ্ঞতার মতো ভয়াবহ কিছু নয়। সে নিশ্চিত যে তার পরিচিতি হারাতে যাচ্ছে, যদি না সে তার জীবন খোয়ায়। অথবা অন্য কথায়, তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হবে এবং লোকজন সেই টুকরোগুলো কুড়িয়ে নেবে। তারপর পরীক্ষা করে দেখবে।

ক্যারল বিগলো ফিরে এল।

'ঠিক আছে, লিসা, আমরা আপনার জন্য প্রস্তুত।'

'দয়া করুন।' লিসা ফিসফিস করে বলল।

'চলে আসুন, লিসা।' বলল ক্যারল বিগলো। 'আপনি নিশ্চয় চান না ডা. মেনারহেইম আপনাকে কান্নারত অবস্থায় দেখুক।'

লিসা কাউকে তার কান্নারত মুখ দেখাতে চায় না। সে ক্যারল বিগলোর প্রশ্নের উত্তরে তার মাথা নাড়ল। কিন্তু তার আবেগ সেটা রাগে পর্যবষিত করে। কেন এইসব তারই হবে? এটা ঠিক নয়। এক বছর আগে সে একজন সাধারণ স্বাভাবিক কলেজ গার্ল ছিল। সে ইংলিশে পড়াশুনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আশা ছিল আইন স্কুলের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। সে তার সাহিত্যের কোর্স ভালোবাসত এবং সর্বোপরি ভালোবাসে নিজেকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে। কমপক্ষে, সে জিম কনওয়ের সাথে দেখা করতে পারত। সে জানত সে তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু এটা মাত্র এক মাস অথবা সেই রকম। জিমের সাথে দেখা হওয়ার আগে, সে সেক্স করেছে কয়েকটা উপলক্ষে, কিন্তু এটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সে জানত জিমের সাথে, সেক্সটা একটা আনন্দদায়ক বিষয়। এবং সে মোটেই অগোছালো ছিল না। সে পিল খাওয়ায় বিশ্বাস করত না। সে তার ওখানটাতে ডায়াফ্রাম সেট করে নিয়েছিল। সে মনে করতে পারে এটা তার জন্য কতটা সাহসিকতার কাজ ছিল একটা গাইনী ক্লিনিকে যেয়ে সেটা সেট করে নিয়ে আসতে, যখন এটার প্রয়োজন হতো।

গারনী বা চাকা লাগানো বেড অপারেটিং রুমের দিকে চলতে শুরু করে। এটা পুরোপুরি বর্গাকৃতির, পাশের দিকে প্রায় পঁচিশ ফিটের মতো। দেয়ালটা ধূসর সিরামিকের টাইলসের। সিলিং থেকে দুটো বিশাল সাইজের স্টেইনলেস স্টিলের অপারেটিং রুম লাইট, যেগুলো কেটল-ড্রাম আকৃতির, ঝুলছে। রুমের কেন্দ্রে অপারেটিং টেবিল অবস্থিত। এটা সরু আকৃতির, যেন একটা যন্ত্রের কুৎসিত অংশ। টেবিলের শেষ মাথায় একটা গোলাকৃতির অংশ, যেটার ঠিক মাঝখানটাতে গোলাকার গর্ত। লিসা বুঝতে পারে ওখানেই তার মাথাটা গলিয়ে দিতে হবে। পুরো পরিবেশের সাথে বেমানান, একেবারে

BanglaBook.org

কোণায় একটা ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও ঝুলছে।

'এখানে, এখন,' ক্যারল বিগলো বলল। 'আমি এখন যেটা চাই, আপনি এই টেবিলের উপর শুয়ে পড়ুন।'

'ঠিক আছে।' লিসা বলল। 'ধন্যবাদ।' সে তার সাড়া দেয়ায় বিরক্ত। ধন্যবাদটা তার মনের সবচেয়ে দূরবর্তী অংশ থেকে এসেছে। যদিও সে চাইছে লোকগুলো যেন তাকে পছন্দ করে, কারণ সে জানে তার দেখাশোনার জন্য সে পুরোপুরি ওদের উপর নির্ভরশীল। গারনী থেকে অপারেটিং টেবিলে এসে, লিসা শিটের উপর শুয়ে পড়ে। টেবিলের উপর সে শক্ত হয়ে শুয়ে থাকে, অপারেটিং লাইটগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে। লাইটের পাশ থেকে সে কাচের পার্টিশানগুলো চিনতে পারে। এটা প্রতিফলনের জন্য, এই কাচের মধ্য দিয়ে দেখা খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তারপর সে দেখতে পেল একটা মুখ তার মুখের উপর নেমে এসেছে। লিসা তার চোখ বন্ধ করে ফেলে। তাকে একটা চশমা দেয়া হলো।

তার জীবন এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। সবকিছুই সুন্দভাবে যাচ্ছিল সেই দুভার্গ্যজনক সন্ধ্যের আগ পর্যন্ত। সে জিমের সাথে ছিল এবং তারা দুজনে পড়াশুনা করে কাটাচ্ছিল। উপরন্তু সে সচেতন ছিল যে পড়াশুনা তার একটু সমস্যা আছে। বিশেষত যখন সে নির্দিষ্ট কোনো বাক্যে 'কখনও' একটি বিশেষ শব্দ দেখতে পায়। শব্দটা সে জানে কিন্তু তার মন তাকে এটা দিতে অসমর্থ। সে জিমকে জিজ্ঞেস করল। জিমের উত্তর ছিল একটু হাসি, ভাবছিল সে তাকে টিজ করছে। যখন সে জোর দিল, তখন জিম তার 'কখনও' শব্দটা নিল। এমনকি জিমের পরে যখন সে শব্দটা প্রিন্ট করে নিল।

সে মনে করতে পারে সেই দুভার্গ্যজনক হতাশা এবং ভয়ের ব্যাপারটা। তারপর সে অদ্ভুত গন্ধ পেতে শুরু করে। এটা খুব বাজে গন্ধ। যদিও এই জাতীয় গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। কিন্তু সে বলতে পারল না এটা কিসের গন্ধ। জিম কোনো কিছুর গন্ধ পাওয়া অস্বীকার করল। এবং সেটাই শেষ জিনিস যেটা লিসা মনে করতে পারে। যেটা তার প্রথম মূর্ছা যাওয়ার লক্ষণ। দৃশ্যত এটা ভয়ানক এবং জিম তাকে ঝাকাচ্ছে যখন সে চেতনায় ফিরে এল। সে এরকমভাবে কয়েকবার মূর্ছা গেছে এবং জিমের মুখে খামচি দিয়েছে।

'সুপ্রভাত, লিসা,' ইংলিশ উচ্চারণে একজন পুরুষালী উদার গলায় বলল। তার পিছনের দিকে তাকিয়ে, লিসা কালো চোখের ডা. রানাদেকে দেখল, একজন ভারতীয় ডাক্তার যিনি ইউনিভার্সিটিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

'তুমি মনে করতে পার গত রাতে যেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম?'

লিসা মাথা নাড়ল।

'কোনো কাশি নয় অথবা হঠাৎ নড়াচড়া নয়।' লিসা বলল, তাকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী।

সে মনে করতে পারে ডা. রানাদের ব্যাপক পরিদর্শন। তিনি তার ডিনারের পরে এসেছিলেন, নিজেকে একজন এ্যানেসথেলজিস্ট ঘোষণা দিয়ে, যিনি তার অপারেশনের

BanglaBook.org

সময় তার টেক কেয়ার করবেন। তিনি তার কাছে স্বাস্থ্য বিষয়ক সেই প্রশ্নগুলোই করলেন যেগুলো ইতোমধ্যে কয়েকবার উত্তর দেয়া হয়ে গেছে। পার্থক্যটা হলো, ডা. রানাদে উত্তর গুলো নিয়ে আগ্রহী নন। তার মেহগনি রঙা মুখে কোনো অভিব্যক্তি ধরা পড়ল না। এমনকি যখন লিসা তার এগারো বছর বয়সের এপেন্ডেকটমির অপারেশনের কথা বলল তখনও না। ডা. রানাদে মাথা নাড়লেন যখন সে জানাল এ্যানেসথেশিয়া নিয়ে তার কোনো সমস্যা নেই। আর যে বিষয়টা রানাদের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলো সেটা তার এ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার স্বল্পতা। তিনি তখনও মাথা নাড়লেন।

সাধারণত লিসা পছন্দ করে বাইরের থেকে আসা লোকজনের। ডা. রানাদে বিপরীতধর্মী। তিনি কোনো আবেগ দেখান না, শুধু নিশ্চুপ নিরবতা। কিন্তু লিসার জন্য, এই পরিস্থিতিতে এই ঠাণ্ডা আচরণ উপযুক্ত। সে এমন কাউকে পেয়েছে যিনি তার প্রতি নিয়মমাফিক কাজ করে চলেছেন। কিন্তু ডা. রানাদে তাকে কিছুটা আশ্চর্য করল। আগের সেই অক্সফোর্ডিয় ইংরেজি উচ্চারণে যখন বলল আমি ধারণা করছি ডা. মেনারহেইম তোমার সাথে এ্যানেসথেশিয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে, যেটা দরকারী।'

'না।' লিসা বলল।

'সেটা অদ্ভুত।' ডা. রানাদে টেনে টেনে বললেন।

'কেন?' লিসা জিজ্ঞেস করল, সমস্যার অনুভূতি নিয়ে। তার ধারণাটা সেখানে কোনো একটা ব্রেকডাউন হতে পারে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেটা বিপদজনক। 'কেন সেটা অদ্ভুত?"

'আমরা সাধারনত একটা জেনারেল এ্যানেসথেশিয়া ব্যবহার করি ক্রানিওটমি বা মস্তিস্ক ব্যবচ্ছেদের জন্য।' ডা. রানাদে বললেন। 'কিন্তু ডা. মেনারহেইম আমাদেরকে জানান যে তিনি লোকাল এ্যানেসথেশিয়া করতে চান।'

লিসা শোনে নাই যে তার অপারেশনটা ক্রানিওটমি হবে। ডা. মেনারহেইম বলেছিলেন তিনি সামান্য একটা ফ্লাপ করতে যাচ্ছেন। এবং তার মাথায় একটা ছোট জানালা আকৃতির ফুটো করতে যাচ্ছেন যার ভেতর দিয়ে তিনি ডান টেমপোরাল লোবের ক্ষতিকর অংশটুকু বের করে ফেলতে পারেন। তিনি লিসাকে জানিয়েছিলেন, যেভাবেই হোক, লিসার ব্রেনের একটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এটা সেই অংশেই যার কারণে তার ওরকম অসুবিধা ঘটছে। তিনি যদি শুধু নষ্ট অংশটুকু তুলে বের করে ফেলেন তাহলে তার অসুবিধাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি একশতর উপর এই জাতীয় অপারেশন করেছেন যার খুব ভালো ফলাফল এসেছে।

এবং তার সমস্যাটা ভয়ানক। সাধারণত যখন এটা আসে সে জানতে পারে, কারণ সে একটা অদ্ভুত পরিচিত গন্ধ পায়। কিন্তু সময় সময় এগুলো কোনো সতর্ক সংকেত ছাড়াই আসে। তাকে হঠাৎ করেই আক্রমণ করে ফেলে দেয়। একদিন মুভি থিয়েটারে, যখন সে দীর্ঘমেয়াদী ওষুধপত্র চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে আশস্থ করা হয়েছে যে সমস্যা নিয়ন্ত্রের মধ্যে, সে সেই অদ্ভুত ভয়ানক গন্ধটা পায়। ভয়ানক আতঙ্কে সে লাফ দিয়ে ওঠে। পিছনের দিকে ধাক্কা দেয় এবং লবির দিকে পিছন ফিরে দৌড়ায়। সেই সময় সে

BanglaBook.org

তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অসচেতন ছিল। পরে সে লবির ওখানে ক্যান্ডি মেশিনের কাছে আসে, তার হাত দুই উরুর ফাকে রেখে। তার কাপড়-চোপড় অংশত ওখান থেকে খুলে যায়। এবং খুব গরমের মধ্যে বেড়ালের মতো সে হস্তমৈথুন করতে থাকে। একদল লোক সেটা একদৃষ্টে দেখে যেন সে একজন ফ্রিক বা মানসিক রোগী, এমনকি জিমও, যাকে সে লাথি, ঘুষি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। পরে সে জানতে পারে সে দুটো মেয়েকে আক্রমণ করেছিল। একজনের আঘাত এত বেশি যে তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছিল। সেই মুহূর্তে সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে এবং সব বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ করে কাঁদতে থাকে। সকলেই তার কাছে ঘেষতে ভয় পেতে থাকে। দূরে সে এ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শুনতে পায়। সে ভাবে সে পাগল হতে চলেছে।

লিসার জীবন স্থির অবস্থায় চলে আসে। সে কোনো পাগলী নয়। কিন্তু কোনো ওষুধপত্র তার উন্মত্ততা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। সুতরাং যখন ডা. মেনারহেইম দায়িত্ব নিলেন, তাকে মনে হচ্ছিল একজন রক্ষাকর্তা। এটা সেই পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ না ডা. রানাদে তার কাছে আসে এবং সে জানতে পারে কি তার উপর দিয়ে ঘটতে চলেছে। ডা. রানাদের পর, একজন তার মাথা কামিয়ে দিয়ে যায়। সেই মুহূর্তের পর থেকে, লিসা ভয় পেতে শুরু করে।

'কেন তিনি লোকাল এ্যানেসথেশিয়া করাতে চান তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে কি?' লিসা জিজ্ঞেস করল। তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে।

ডা. রানাদে তার উত্তরের কথাটা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করছেন।

'হ্যাঁ,' তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তিনি তোমার ব্রেনের রুগ্ন অংশটুকু লোকেট করতে চান। তার তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।'

'আপনি বলতে চাইছেন, আমি জেগে থাকব যখন...' লিসা তার পুরো বাক্যটা শেষ করতে পারল না। তার কণ্ঠস্বর থেমে গেল। ধারণাটা তার কাছে অসম্ভব মনে হলো।

'সেটাই ঠিক।' ডা. রানাদে বললেন।

'কিন্তু তিনি জানেন আমার ব্রেনের রুগ্ন অংশটি কোথায় আছে।' লিসা প্রতিবাদের স্বরে জানাল।

'খুব বেশি ভালোভাবে নয়। কিন্তু দুশ্চিন্তা কর না। আমি সেখানে থাকব। সেখানে কোনো ব্যথা থাকবে না। তোমার শুধু যেটুকু মনে রাখতে হবে তা হলো কাশি দেয়া চলবে না এবং কোনো নড়াচড়া করবে না।'

লিসা অনুভব করে একটা ছোট্ট কেটে যাওয়ার অনুভূতি তার বাম হাতে। সে তাকিয়ে দেখে তার মাথার উপর ঝুলানো বোতল থেকে বুদ্বুদ বেরিয়ে উপরে উঠছে। ডা. রানাদে আই ভি বা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া শুরু করেছেন। তিনি তার ডান হাতেও একই জিনিস করতে শুরু করলেন। একটা লম্বা চিকন প্লাস্টিক টিউব দিয়ে হাতের চারপাশটা বাঁধলেন। তারপর তিনি টেবিলটা ঠিকঠাক মতো রাখলেন যাতে প্রয়োজন মতো এটাকে সামান্য নিচে নামানো যায়।

'লিসা,' ক্যারল বিগলো বলল, 'আমি তোমাকে ক্যাথেটারাইজ করতে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

তার মাথা উপরে তুলে, লিসা নিচের দিকে তাকাল।

ক্যারল একটা প্লাস্টিক দ্বারা আবৃত বক্স খোলায় ব্যস্ত।

ন্যান্সি ডোনোভান, অন্য স্ক্রাব নার্স, লিসার শিট তুলে ধরল যাতে তার কোমরের নিচ থেকে খুলে নেয়া যায়।

'ক্যাথেটারাইজ?' লিসা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ,' ক্যারল বিগলো বলল, একটা লুজ রবার গ্লোভস টানতে টানতে। 'আমি তোমার ব্লাডারে একটা টিউব লাগিয়ে দিতে যাচ্ছি।'

লিসা তার মাথাকে পেছনে হেলিয়ে দিল। ন্যান্সি ডোনোভান লিসার পা ধরে রাখে এবং এমন পজিশনে রাখে যাতে তার দুপায়ের পাতা একত্রে থাকে। সে তার পায়ে চাপ দিয়ে হাঁটুর ওখান থেকে দুদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেয়। সে এমন ভাবে শুয়ে থাকে যেন গোটা পৃথিবীটা ওখান দিয়ে, দুই উরুর ফাক দিয়ে বের হবে।

'আমি তোমাকে একটা ওষুধ দেব যেটার নাম মেনিটল।' ডা. রানাদে ব্যাখ্যা করেন। 'এটা তোমার মুত্র অনেক বেড়ে যেতে সহায়তা করবে।'

লিসা এমনভাবে মাথা নাড়ে যাতে সে সব কিছু বুঝতে পারছে। সে অনুভব করে ক্যারল বিগলো তার যৌনাঙ্গে স্ক্র্যাব বা জোরে ঘর্ষণ করে পরিষ্কার করা শুরু করেছে।

'হাই, লিসা, আমি ডাক্তার জর্জ নিউম্যান। তুমি কি আমাকে মনে করতে পার?'

দুচোখ মেলে লিসা আরেকটা মুখোশের আড়ালের মানুষকে দেখতে পায়। লোকটার দুচোখ নীল। তার পাশে আরেকটা মুখ যার চোখজোড়া বাদামি বর্ণের।

'আমি নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান রেসিডেন্ট।' ডা. নিউম্যান বললেন। 'এবং ইনি হচ্ছেন ডাক্তার রালফ লৌওরি, আমাদের একজন জুনিয়র রেসিডেন্ট। আমরা ডাক্তার মেনারহেইমকে সাহায্য করব যেটা আমি তোমাকে গতদিন ব্যাখ্যা করেছিলাম।'

লিসা কোনো রকমের প্রতিউত্তর দেয়ার আগে সে তার দুই পায়ের মাঝখানের জায়গাটায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। তার ব্লাডার ভর্তি হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে। সে জোরে শ্বাস নেয়। সে অনুভব করে ফিতা দিয়ে তার উরুর ভেতরের দিকে বাঁধা হয়েছে।

'এখন শুধু একটু রিলাক্স হও।' ডা. নিউম্যান বললেন লিসার কোনো রকম উত্তরের অপেক্ষা না করে।

'আমরা তোমাকে ঠিক করে দিতে মোটেই সময় নেব না।' দুজন ডাক্তারই কালো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা এক্সরে প্লেটের ধারাবাহিকতার দিকে আগ্রহ নিয়ে দেখতে থাকে ।

অপারেশন রুমের কাজ দ্রুতগতিতে চলে। ন্যান্সি ডোনোভান স্টেইনলেস স্টিলের ট্রেতে যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত। বেশ শব্দ করে সে কাছের একটা টেবিলের উপরে সেটা রাখে।

ডারলেন কুপার, আরেকজন স্ক্র্যাব নার্স, যে এর মধ্যে গাউন ও গ্লোভস পরে ফেলেছে, জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতিগুলোর কাছে গিয়ে সেগুলো ট্রেতে সাজিয়ে রাখতে শুরু করে।

লিসা মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পায় ডারলেন কুপার ট্রে থেকে একটা বড় সাইজের ড্রিল

BanglaBook.org

মেশিন হাতে তুলে নিয়েছে।

ডা. রানাদে লিসার ডান হাতের কব্জিতে একটা ব্লাডপ্রেশারের কাফ পরিয়ে দিলেন।

ক্যারল বিগলো লিসার বুকের কাছ থেকে গাউন সরিয়ে ফেলল এবং ইকেজির লিড লাগিয়ে দিল। শীঘ্রই জন ডেনভারের সংগীতের সোনাটার মতো একধরনের আওয়াজ কার্ডিয়াক মনিটর থেকে হতে থাকে।

ডা. নিউম্যান এক্সরে ফিল্মগুলো দেখেশুনে তারপর ফিরে আসেন। লিসার কামানো মাথাটা সঠিক অবস্থানে রাখেন। তিনি লিসার গোলাপি নাকের কাছ থেকে তার বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার উপরের শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত মার্কিং পেন দিয়ে দাগ টেনে যান। প্রথম লাইনটা এক কান থেকে আরেক কানের দিক দিয়ে মাথার শীর্ষবিন্দুতে উঠে যায়। দ্বিতীয় লাইনটা এটাকে সমান দুভাগে ভাগ করে। এটা কপালের একেবারে মাঝখান থেকে শুরু হয়ে ঘাড়ের কাছের অক্সিপিটাল এরিয়ায় গিয়ে শেষ হয়।

'এখন, লিসা, তোমার মাথাটাকে বামের দিকে ঘুরাও।' ডা. নিউম্যান বললেন।

লিসা তার চোখ বন্ধ করে রেখেছে। সে অনুভব করে একটা আঙুল তার ডান চোখ থেকে ডান কানের দিকে যে হাড়টা গিয়েছে তার উপর স্পর্শ করছে। তারপর সে অনুভব করে মার্কিং পেন তার মাথার উপর দিয়ে দাগাঙ্কিত করে। ডান টেমপোরাল হাড় থেকে শুরু করে উপরে নিচে গিয়ে কান থেকে কানে গিয়ে থেমেছে। লাইন ঘোড়ার খুরের একটা আকৃতি নিয়ে লিসার কানের চারদিক দিয়ে গেছে। এটাই সেই ফ্লাপ যেটা ডা. মেনারহেইম আগেই বিবৃত করেছিল।

একটা অপ্রত্যাশিত তন্দ্রাচ্ছন্নতা লিসার সমস্ত শরীর জুড়ে। এটা এরকম যেন গোটা রুম জুড়ে অশুভ বাতাস বয়ে চলেছে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী হয়ে পড়ছে। তার চোখ মুখ খোলা রাখতে এটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নিচ্ছে ।

ডা. রানাদে তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তার এক হাতে আই ভি লাইন, অন্য হাতে সিরিঞ্জ।

'এমন কিছু দেব যা তোমাকে রিলাক্স রাখবে।' ডা. রানাদে বললেন।

সময় ছাড়া ছাড়াভাবে এগোচ্ছে। শব্দগুলো ভাসা ভাসা এবং তার সচেতনতার বাইরে। সে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল, কিন্তু তার শরীর অনিচ্ছুকভাবে এটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। সে অনুভব করে তার শরীর অর্ধেকটা অংশ তার ডান কাঁধ এবং বালিশের উপর। তার দুই কব্জিই অপারেটিং টেবিলে নব্বই ডিগ্রী কোণে। তার হাতগুলো এত ভারী মনে হয় যে সে কোনোটাই নাড়াতে পারে না। একটা চামড়ার বেল্ট তার কোমরের চারপাশ দিয়ে যাতে তার শরীর না নড়তে পারে। সে অনুভব করে তার মাথা স্ক্র্যাব করা এবং দাগাঙ্কিত। সেখানে কয়েকটা তীক্ষ্ণ সুচের দ্বারা ব্যথা তার মাথা ভরে যেতে থাকে। এসব সত্ত্বেও, লিসা ঘুমিয়ে পড়তে থাকে।

হঠাৎ তীব্র ব্যথা তাকে শুরুতে জাগিয়ে তোলে। তার কোনো ধারণাই নেই কতটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্যথাটা তার ডান কানের উপরে। এটা আবার ফিরে আসে। কান্নার বেগ চলে আসে এবং সে নড়তে চেষ্টা করে। একমাত্র পোশাকের একটা অংশ

BanglaBook.org

সরাসরি তার মুখের উপরে ছাড়া লিসা কয়েক পর্দা সার্জিক্যাল ড্রেপস দ্বারা আচ্ছাদিত। কাপড়ের মধ্য দিয়ে সে ডা. রানাদের মুখ দেখতে পায়।

'সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, লিসা।' ডা. রানাদে বললেন। 'এখন কোনোপ্রকার নড়াচড়া কোরো না। তারা তোমাকে লোকাল এ্যানেসথেশিয়া দিচ্ছে। তুমি শুধুমাত্র এটা এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারবে।'

ব্যথাটা বারবার ফিরে ফিরে আসে। লিসা অনুভব করে যেন তার মাথার খুলি যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। সে তার বাহু তোলার চেষ্টা করে, শুধুমাত্র কাপড়ের অংশটুকু বুঝতে পারে।

'দয়া করুন।' সে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ।

'সবকিছুই ভালোভাবে চলছে, লিসা। একটু রিলাক্স থাকতে চেষ্টা কর।"

ব্যথাটা বন্ধ হয়ে গেল। লিসা ডাক্তারদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। তারা সবাই সরাসরি তার ডান কানের উপরে।

'ছুরি।' ডা. নিউম্যান বললেন।

লিসাকে অবনত করানো হলো। সে চাপ অনুভব করল, যেন একটা আঙুল তার খুলির উপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং ঘুরে যাচ্ছে যে লাইনটা আঁকা হয়েছিল মার্কিং পেন দিয়ে। সে অনুভব করে উষ্ণ তরল তার গলা বেয়ে ড্রেপ বা তার সার্জারির পোশাকের দিকে চলে যাচ্ছে।

'হিমোস্টাট।' বললেন ডা. নিউম্যান।

লিসা তীক্ষ্ণ মট করে ভাঙার ধাতব শব্দ শুনতে পেল।

'র‍্যানি ক্লিপস।' ডা. নিউম্যান বললেন। 'এবং মেনারহেইমকে ডাকুন। তাকে বলুন যে আমরা তাকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত করে ফেলছি।'

লিসা তার মাথায় কি হচ্ছে সেটা নিয়ে না ভাবতে চেষ্টা করল। পরিবর্তে সে ভাবতে থাকে তার মূত্রথলির অস্বস্থিকর অবস্থা নিয়ে।

সে ডা. রানাদে ডাকল এবং তাকে বলল তার প্রচ্ছাব করা দরকার।

'তোমার মুত্রথলির সাথে একটা ক্যাথেটার লাগানো আছে।' ডা. রানাদে বললেন।

'কিন্তু আমার প্রচ্ছাব করা দরকার।' লিসা বলল।

'জাস্ট রিলাক্স, লিসা।' ডা. রানাদে বললেন। 'আমরা তোমাকে আরেকটু বেশি ঘুমের ওষুধ দেব।'

পরবর্তী যে জিনিসটা লিসাকে সচেতন করে তা হলো তার মাথায় উচ্চ ঘুর্ণণের গ্যাস চালিত মোটর নিয়ন্ত্রিত একটা যন্ত্রের চাপ এবং কম্পন। গুঞ্জনটা তাকে ভীত করে, কারণ সে জানে এর অর্থ কি।

তার মাথার খুলি একটা করাতের দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে। সে জানে না এটাকেই ক্রেনিওটমি বলে কিনা। ধন্যবাদ যে সেখানে কোনো ব্যথা নেই। যদিও লিসা ধারণা করছে এটা যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। সে পোড়া বা ঝলসানো হাড়ের গন্ধ পায়। সে অনুভব করে ডা. রানাদের হাত তার হাত ধরে রেখেছে, এবং সে এটার জন্য

BanglaBook.org

তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। সে এটাতে এত জোরে চেপে ধরে রাখে যেন এটাই তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশার স্থল।

ক্রেনিওটমির শব্দ এক সময় শেষ হয়। কার্ডিয়াক মনিটরের ছন্দময় বিপ হঠাৎ করে যেন ফিরে আসে। তারপর লিসা আবার ব্যথা অনুভব করে। এইবার আরো বেশি করে নির্দিষ্ট মাথাব্যথার অস্বস্থিকর অবস্থা ।

ডা. রানাদ্রের মুখ ট্যানেলের শেষ প্রান্তে দেখা যায়। তিনি তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

'হাড়ের ফরসেপ।' ডা. নিউম্যান বললেন।

লিসা শুনতে পেল এবং অনুভব করল হাড়ের মড়মড়ানি। এটা তার ডান কানের খুব কাছাকাছি হলো।

'এলিভেটর।' ডা. নিউম্যান বললেন।

লিসা আরো কয়েকটি খামচি বা চিমটির অনুভূতি পেল। যেটা বড় ধরনের ভাঙার শব্দকে অনুসরণ করল।

সে জানে তার মাথাটা এখন উন্মুক্ত।

'বাজে গজ।' ডা. নিউম্যান দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললেন।

যখন তার হাতে স্ক্রাবিংয়ের ছাপ আছে, ডা. কার্ট মেনারহেইম অপারেশন রুম একুশের দরজায় ঝুকে ভেতরের দিকে তাকালেন। তিনি দূরের দেয়ালের ঘড়িটা দেখলেন। এটাতে এখন পুরোপুরি নটা বাজে। সেই মুহূর্তে, তিনি দেখলেন তার প্রধান রেসিডেন্ট, ডা. নিউম্যান, টেবিল থেকে সরে এল। রেসিডেন্ট তার গ্লোভস পরা হাত দুখানি বুকের উপর আড়াআড়ি রাখলেন এবং হেটে এক্সরের ভিউ বক্সের কাছে গেলেন এক্সরে ফিল্মগুলো স্টাডি করে দেখার জন্য। এটার অর্থ একটাই। ক্রানিওটমি করা হয়ে গেছে এবং তারা তাদের প্রধানের জন্য প্রস্তুত।

ডা. মেনারহেইম জানেন তার নষ্ট করার মতো খুব বেশি সময় হাতে নেই। *এন আই এইচ* প্রতিষ্ঠানের তদন্তকারী কমিটি আজ বিকালে এসে পৌছবে যারা এই মুহূর্তে একসাথে বিশ মিলিয়ন ডলার রির্সাচ অনুদান দেবে, যেটা তার পরবর্তী পাঁচ বছরের গবেষণার জন্য সাপোর্ট দিয়ে যাবে। যদি তিনি সেটা করতে না পারেন, তিনি সম্ভবত তার সমস্ত প্রাণী গবেষণার ক্ষেত্র হারাবেন। আর সেটা হবে বিগত চার বছরের কাজের শূন্য ফলাফল।

ডা. মেনারহেইম নিশ্চিত যে তিনি মানুষের আগ্রাসী ভূমিকা এবং রাগের জন্য মস্তিস্কের কোন স্পটটা দায়ী সেটা বের করার একেবারে শেষ প্রান্তে উপনীত।

সাবান জলের ফেনা দিয়ে হাত ধোয়ার সময় মেনারহেইম অপারেশন রুমের সহকারী পরিচালক লরি ম্যাকইন্টারকে দেখতে পেলেন । তিনি তার নাম ধরে গলা উঁচিয়ে ডাকলেন এবং মহিলাটি তার চলার পথে থেমে গেল।

BanglaBook.org

'লরি, ডিয়ার! আমি টোকিও থেকে দুজন জাপানিজ ডাক্তারকে এখানে পেয়েছি। আপনি কি এমন কাউকে একটু পাঠিয়ে দেবেন যে লাউঞ্জে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে আসবে যে তারা স্ক্রাব পোশাক এবং আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো পেয়েছে?'

লরি ম্যাকইন্টার মাথা ঝাঁকালেন, যদিও তাকে দেখে বোঝা গেল তিনি এই অনুরোধে খুশি নন। মেনারহেইম করিডোরে তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকায় তিনি কিছুটা বিরক্ত।

মেনারহেইমের চোখে নিঃশব্দ তিরস্কার ধরা পড়ে গেল এবং তিনি মনে মনে নার্সকে অভিশাপ দিলেন। 'মেয়েছেলে' তিনি গুনগুন করে বললেন। মেনারহেইমের কাছে, নার্সরা দিন দিন অধিক থেকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মেনারহেইম অপারেশন রুমে রিংএর মধ্যের লড়াকু ষাঁড়ের মতো প্রবেশ করলেন।

অপারেশন রুমের গোটা পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

ডারলেন কুপার তাকে একটা জীবাণুমুক্ত তোয়ালে ধরিয়ে দিল। এক হাত মুছে শুকিয়ে, তারপর অন্য হাত এবং সেটা তার কনুই পর্যন্ত মুছে, মেনারহেইম লিসা ম্যারিনোর খোলা খুলির ভেতর নিচু হয়ে ঝুঁকে তাকালেন।

'গোল্লায় যাক এটা, নিউম্যান।' ফাঁদে পড়ার মতো করলেন মেনার হেইম, 'কখন আপনি একটা পরিচ্ছন্ন ক্রানিওটমি করতে শিখবেন? যদি আমি আপনাকে সেটা একবার বলে থাকি, আমি হাজারবার আপনাকে বলেছি কিনারাগুলো আরো সুচারুরূপে করবেন। হায় খোদা! এটা একটা হিজিবিজি!'

ড্রাপের নিচে শুয়ে লিসাকে নতুন একটু ভয় তাড়িয়ে বেড়ায়। তার অপারেশনের ক্ষেত্রে কোনো একটা কিছু ভুল হয়েছে।

'আমি... ' নিউম্যান শুরু করলেন।

'আমি ন্যূনতম কোনো অজুহাত শুনতে চাচ্ছি না। হয় আপনি এটা খুব ভালোভাবে করবেন অথবা অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা করেন। আমি কয়েকজন জাপানিজকে এখানে আসতে বলেছি এবং যখন তারা এটা দেখবেন তারা কি ভাববেন?'

ন্যান্সি ডোনোভান মেনারহেইমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার হাত থেকে তোয়ালেটা নেবেন বলে। কিন্তু তিনি সেটা তার চেয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলাটাই পছন্দ করলেন। তিনি হুলস্থুল কাণ্ড পছন্দ করেন এবং বাচ্চাদের মতো, তিনি যেখানেই থাকেন গোটা মনোযোগ তার দিকে নিতে চান। এবং তিনি সেটা পেয়ে যান। তাকে দেশের সেরা একজন নিউরোসার্জন হিসেবে ধরা হয় কৌশলগত দিক দিয়ে, যদিও তিনি দ্রুততর নন। তার নিজের ভাষায়, 'যখন তুমি একজনের মস্তিষ্কের ভেতরে ঢুকে পড়েছো, সেখানে এলোমেলো পদক্ষেপের কোনো সুযোগ বা সময় নেই।' এবং মানুষের নিউরোএনাটমি বিষয়ে তার ব্যাপক জ্ঞান, তাকে মহাপুরুষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

ডারলেন কুপার বিশেষ বাদামি রঙের রাবার গ্লোভস ধরে আছে যেটা মেনারহেইম বিশেষ পছন্দ করেন এবং চান। তিনি যদিও হাত বাড়িয়ে গ্লোভস নিলেন কিন্তু তিনি মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

BanglaBook.org

'আহ' তিনি গ্লোভস তার হাতের মধ্যে ঢুকানোর সময় এরকম আনন্দদায়ক অভিব্যক্তি করেন যেন তিনি যৌন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। 'বেবি, তুমি সত্যিই অবিশ্বাস্য!'

ডারলেন কুপার মেনারহেইমের ধূসর নীল চোখের দিকে তাকানো সযতনে এড়িয়ে গেলেন, সে ভেজা তোয়ালে দিয়ে গ্লোভসের পাউডার তার হাত থেকে মুছে ফেলায় ব্যস্ত। সে তার মন্তব্যে নিজেকে দোষী ভাবতে থাকে এবং তার অভিজ্ঞতায় জানে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে লোকটাকে অবজ্ঞা করা।

মেনারহেইম নিজের অবস্থান টেবিলের একেবারে মাথার কাছে নিলেন। নিউম্যান তার ডানে এবং লওরি তার বামে।

মেনারহেইম লিসার ব্রেনের অর্ধ-স্বচ্ছ ডুরা ম্যাটারের পর্দার দিকে তাকালেন। নিউম্যান সতর্কতার সাথে ডুরার আংশিক ঘনত্বের উপর সুচার চালালেন এবং সেগুলোকে ক্রানিওটমির পাশে রাখলেন। সেগুলো ডুরা ম্যাটারকে চারপাশে সরিয়ে ব্রেনের ভেতরটা দেখাল।

'ঠিক আছে, এখন আমাকে ওর ভেতর দিয়ে পথ দেখাও।' মেনারহেইম বললেন। 'ডুরাল হুক ও স্কালপোল দাও।'

যন্ত্রপাতিগুলো মেনারহেইমের হাতে চলে এল।

'একটু সহজ হও, বেবি।' মেনারহেইম বললেন। 'আমরা কোনো টিভি শোতে নই। আমি প্রতিবার যন্ত্রপাতি চেয়ে যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্যে নেই।'

তিনি ঝুঁকে পড়েন এবং ডুরাগুলোকে হুক দ্বারা আটকে দেন। ছুরি দ্বারা তিনি ছোট্ট একটা অপেনিং করেন। ব্রেনের ভেতরের গোলাপি ধূসর উঁচু জায়গা সেই গর্তের ভেতর দিয়ে দেখা যায়।

কাজের পদ্ধতির দিক থেকে, মেনারহেইম পুরোপুরি পেশাগত। তার পেশাগত দক্ষ ছোট হাত খুব সতর্কতার সাথে কাজ করে চলে। তার উজ্জ্বল দুচোখ কখনও রোগীর উপর থেকে সরে না। তিনি এমন একজন শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি যার হাত এবং চোখের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ঘটনাটা হলো তিনি একটু খর্বকায়, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। তিনি রসিকতা করে বলেন, তার যে পাঁচ ইঞ্চির ঘাটতি সেটা তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পুরণ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি নিজেকে সবসময় খুব ফিটফাট রাখেন এবং তার একষট্টি বছর বয়সে তাকে অনেকটা কমবয়স্ক লাগে ।

ছোট কাঁচি এবং স্ট্রিপ, যেগুলো তিনি ডুরার ভেতরে দিয়েছেন ব্রেনের প্রটেকশনের জন্য, মেনারহেইম লিসার ব্রেনের আবরণ তুলে ফেললেন হাড়ের জানালা দিয়ে। তার তর্জনীর দ্বারা তিনি খুব সাবধানে লিসার টেমপোরাল লোবে স্পর্শ করলেন। তার অভিজ্ঞতায় সামান্যতম অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়বে। মেনারহেইমের জন্য, তার এবং এই জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে গভীরতম সম্পর্ক তার অস্তিত্বেরই অংশ। অনেক অপারেশনের সময়, এই খোলা মস্তিষ্কের অনুভূতি তার মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

'এখন স্টিমুলেটর ও ইইজি লিডসগুলো দাও।' তিনি বললেন।

BanglaBook.org

ডা. নিউম্যান এবং ডা. লওরি ছোট ছোট তার নিয়ে টানাটানি শুরু করলেন।

ন্যান্সি ডোনোভান, যে তার রক্তসঞ্চালক নার্স, সঠিক ইলেকট্রোড লাগিয়ে দিল।

ডা. নিউম্যান সতর্কতার সাথে দুটো ইলেকট্রোড সমান্তরালে লাগালেন। একটা টেমপোরাল বোনের মাঝামাঝি এবং অন্যটা সিলভিয়ান শিরায়। ইলেকট্রোড তার রূপালী অংশ নিয়ে ব্রেনের মধ্যে চলে গেল। ন্যান্সি ডোনোভান একটা সুইচ টিপে দিল এবং কার্ডিয়াক মনিটরের পাশের একটা ইইজি স্ক্রিন তার ফ্লোরোসেন্ট ব্লিপ সহ জীবন্ত হয়ে উঠল।

ডা. হারাটা এবং ডা. নাগামোতো অপারেশন রুমে প্রবেশ করলেন।

মেনারহেইম খুব বেশি খুশি হলেন না, কারণ দর্শনার্থীরা কিছু শিখে যেতে পারে। কিন্তু তিনি ভালোবাসেন হল ঘর ভর্তি দর্শক।

'নতুন দৃশ্য' মেনারহেইম বললেন, 'লিটারেচারগুলোতে অনেক রকম ঘোড়ার ডিম আছে, কিভাবে আপনি উপরের অংশের টেমপোরাল লোবের ক্ষেত্রে করবেন যখন টেমপোরাল লোবেকটমি করা হয়। কিছু ডাক্তারেরা এটাতে ভয় পায় যেটা রোগীর কথাবার্তায় আক্রান্ত করতে পারে। উত্তরটা হলো, এটা পরীক্ষা করে দেখুন।'

অর্কেস্ট্রার ব্যাটনের মতো করে একটা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেটর তার হাতে ধরে রাখা, মেনারহেইম ডা. রানাদের দিকে চলে এলেন, যিনি নিচের দিকে ঝুঁকে ড্রেপ তুলছেন। 'লিসা" তিনি ডাকলেন।

লিসা তার চোখ খুলল। চোখ জোড়ায় এতক্ষণ তারা যে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিল তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

'লিসা,' বললেন ডা. রানাদে, 'আমি চাই যতগুলো নার্সারি রাইম তোমার মুখস্থ তার যতগুলো পার আবৃতি কর।'

লিসা সম্মত হলো, আশা করছে সেটার সাহায্যে গোটা ব্যাপারটা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। সে কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু যখন সে সেটা করতে গেল ডা. মেনারহেইম ব্রেনের সারফেসে স্টিমুলেটর দিয়ে স্পর্শ করতে থাকেন। শব্দের মাঝামাঝি এসে তার কথা শেষ হয়ে যায়। সে জানে সে কি বলতে চাইছে। কিন্তু সে পারছে না। একই সাথে তার মানসিক প্রতিচ্ছবিতে দেখে একজন মানুষ দরজা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

কিছুই না লিসার কথায় বাধাপ্রাপ্ত ছাড়া। মেনারহেইম বললেন, 'এখানেই আপনার উত্তর! আপনি কখনও এই রোগীর সুপিরিয়র টেমপোরাল জাইরাস নিতে পারবেন না।'

জাপানিজ দর্শনার্থীর প্রধান মানুষটি বুঝদার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে।

'এখন এই কাজের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অংশ।' মেনারহেইম বললেন, গিবসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত দুটো ইলেকট্রোডের মধ্য থেকে একটা ইলেকট্রোড নিলেন। 'বাই দ্য ওয়ে, কেউ একজন এক্সরেকে ডাকুন। আমি এই ইলেকট্রোডগুলোর ছবি নিতে চাই, যাতে পরে জানতে পারি ওগুলো কোথায় আছে।'

শক্ত নিডিল ইলেকট্রোডগুলো রেকর্ডিং এবং স্টিমুলেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে কাজ করছে। সেগুলো আগে জীবাণুমুক্ত করে, মেনারহেইম নিডিল টিপ থেকে

BanglaBook.org

ইলেকট্রোডগুলো চার সেন্টিমিটার দূরে চিহ্নিত করলেন। একটা ছোট ধাতব রুলার দিয়ে তিনি টেমপোরাল লোবের সামনের দিকে চার সেন্টিমিটার পরিমাপ করলেন। ইলেকট্রোডগুলো নির্দিষ্ট কোণে ধরে ব্রেনের উপরিভাগে লাগিয়ে দিলেন। মেনারহেইম অন্ধের মতো এটা ঠেলে পাঠালেন এবং খুব সহজেই চার সেন্টিমিটার চিহ্নিতকরণের উপর। মস্তিস্কের টিসু সামান্যতম প্রতিরোধ পাঠাল। তিনি দ্বিতীয় ইলেকট্রোডটা নিলেন এবং প্রথমটার দুই সেন্টিমিটার পিছনে এটাকে প্রবেশ করালেন। প্রতিটি ইলেকট্রোক ব্রেনের পাঁচ সেন্টিমিটার ভেতরে ঢুকে গেল।

সৌভাগ্যবশত, কেনেথ রবিনস, নিউরোরেডিওলজির প্রধান এক্সরে টেকনিশিয়ান সেই মুহূর্তে পৌছায়। তিনি যদি দেরি করতেন মেনারহেইম হয়তো তাকেও দোষারূপ করতেন। যখন অপারেটিং রুম পুরোপুরি সব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলো, যেমন এক্সরে, প্রধান টেকনিশিয়ানের মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল দুটো শট নিতে।

'এখন,' মেনারহেইম বললেন, এক পলকে ঘড়ি দেখে নিলেন এবং অনুভব করলেন তাকে একটু দ্রুতই কাজটা শেষ করতে হবে। 'এখন ইলেকট্রোডের গভীরতা স্টিমুলেট করবে এবং দেখব যদি আমরা ব্রেন তরঙ্গে কোনো মৃগীর উপসর্গ পাই। এটা আমার অভিজ্ঞতায় বলে যদি আমরা সেটা করি, তাহলে লোবেকটমির চান্স একশত ভাগ মৃগীর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।'

ডাক্তাররা দলে দলে ভাগ হয়ে আছে রোগীনির চারপাশে।

'ডা. রানাদে,' মেনারহেইম বললেন। 'আমি চাই আপনি রোগীর কাছে জানতে চাইবেন এখন সে কেমন অনুভব করছে সেটার বর্ণনা করতে এবং স্টিমুলাস দেয়ার পরে কেমন বোধ করে।'

ডা. রানাদে মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ড্রেপের নিচে চলে গেলেন। যখন তিনি আবার সেখান থেকে মুখ বের করলেন তারপর তিনি মেনারহেইমকে কাজ চালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

লিসার কাছে স্টিমুলাসের অনুভূতি বোমা ফাটার মতো মনে হলো, যেটা কোনরকম শব্দ অথবা ব্যথা ছাড়া। কিছুটা বিরতির পর, সেটা হয়তো সেকেন্ড অথবা ঘণ্টার কয়েক ভাগের এক ভাগ হবে, একটা কালিডোস্কোপিক প্রতিচ্ছবি টানেলের শেষ মাথায় ডা. রানাদের মুখটাকে মনে হলো। সে রানাদেকে চিনতে পারল না, এমনকি সে বুঝতেও পারল না এখন সে কোথায় আছে। যেটা সমন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন তা হলো সেই অদ্ভুত গন্ধটা যেটা তার মূর্ছা যাওয়ার আগে আগে সে পেত। এটা তাকে ভীত করে তুলতে থাকে।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?' ডা. রানাদে তার কাছে জিজ্ঞেস করেন।

'আমাকে সাহায্য করুন।' লিসা কেঁদে ওঠে। সে নড়ার চেষ্টা করে কিন্তু অনুভব করে অসাড়তা এবং বাধা। সে বুঝতে পারে সেই মূর্ছা যাওয়ার ব্যাপারটা আসছে।

'আমাকে সাহায্য করুন।'

'লিসা।' ডা. রানাদে বললেন, সংকেত দিয়ে, 'লিসা, সবকিছু ঠিকঠাক মতোই

BanglaBook.org

চলছে, জাস্ট রিলাক্স।'

'আমাকে সাহায্য করুন।' লিসা তার মনের নিয়ন্ত্রণ হারাতে হারাতে কেঁদে ওঠে। তার মাথার ভেতরে স্থির হয়ে যাচ্ছে, যেমনটি চামড়ার স্ট্রাপ দিয়ে তার কোমরে বাধা। তার সমস্ত মনোযোগ এখন তার ডান বাহুর উপর, যেটাকে সে অসম্ভব শক্তি ব্যয় করে টেনে তুলছে। কব্জি বন্ধনী উঠে এল এবং তার মুক্ত হাত ড্রেপের দিকে চলে গেল।

লিসার হাত বাইরে পড়তে মেনারহেইম যখন চোখের কোণা দিয়ে দেখেন তখন ইইজির অস্বাভাবিক রেকর্ডিং দেখে ঘটনার সম্মোহিতের মতো হয়ে গেলেন। তিনি যদি খুব দ্রুত এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাতেন তাহলে হয়তো এই মুহূর্তটা এড়ানো যেত। এটা যেন, তিনি এতটাই চমকে গেছেন তিনি প্রতিক্রিয়া দেখাতেও ভুলে গেছেন। লিসার হাত, অপারেশন টেবিলের উপর মুক্তভাবে পড়ে আঘাত করে বের হয়ে থাকা ইলেকট্রোডগুলোর উপর এবং সেগুলোকে সরাসরি তার ব্রেন থেকে বের হয়ে যায়।

ফিলিপস ফোনে জর্জ রিস নামক একজন পেডিট্রিসিয়ানের সাথে কথা বলছিলেন যখন রবিন তার দরজায় নক করে এবং দরজা খুলে ফেলে।

ফিলিপ দেখে টেকনিশিয়ান তার রুমে ঢুকে পড়েছে যখন তিনি তার কথোপকথন শেষ করে ফেলেছেন। রিস একজন দুবছর বয়সী ছেলে শিশুর মস্তিষ্কের খুলির এক্সরের ব্যাপারে কথা বলছিলেন, যে ছেলেটা সিঁড়ি দিয়ে পড়ে আঘাত পেয়েছে। মার্টিন পেডিয়াট্রিসিয়ানের বলছিলেন যে এটা সম্ভবত কোনো শিশু নিগ্রহের ব্যাপার হতে পারে, কারণ রোগীর বুকে পুরানো রিব ফ্রাকচার বুকের এক্সরেতে পাওয়া গেছে। এটা একটা অসৎ ব্যবসা এবং ফিলিপ খুশি যে তিনি এটা ধরতে পেরেছেন।

'তুমি কি পেয়েছো?' ফিলিপস রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, তার চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে। রবিনস হলো নিউরোরেডিওলজি বিভাগের প্রধান টেকনিসিয়ান যাকে ফিলিপস নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তাদের দুজনের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার-স্যাপার আছে।

'আপনি আমাকে মেনারহেইমের জন্য যে লোকাল ফিল্মগুলো করতে বলেছিলেন শুধু সেগুলোই।'

ফিলিপস এমনভাবে ঝুঁকল যাতে রবিনের স্ন্যাপগুলো ফিলিপস দেখতে পায়। সাধারনত প্রধান টেকনিসিয়ান কখনও ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে এক্সরে নিতে যায় না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মেনারহেইমের কেসগুলোতে তাকে সেটা করতে বলেন ঝামেলা এড়ানোর জন্য

লিসা ম্যারিনোর অপারেশনকৃত এক্সরে স্ক্রিনে আলোকিত হয়ে ওঠে। পাশ থেকে নেয়া ফিল্মে যেখান থেকে হাড় কেটে তুলে ফেলা হয়েছে সেখানে একটা *পলিহাইড্রাল লুসেন্সি* দেখা যায়। এটার মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ নির্দিষ্ট সাদা শিলিউট এরিয়া দেখা যায় যেখানে অনেকগুলো ইলেকট্রোড দেখা যায়। দীর্ঘ নিডলের মতো যে ইলেকট্রোডটা

BanglaBook.org

মেনারহেইম লিসা ম্যারিনোর টেমপোরাল লোবে দিয়েছেন সেটাই বেশি দৃশ্যমান। এই পজিশনের যন্ত্রটার কারণে ফিলিপস আগ্রহ বোধ করেন। তার পা দিয়ে ফিলিপস মোটর চালু করেন যেটা দিয়ে দেয়ালের সাইজের এক্সরে ভিউয়ার, যেটাকে বলা হয় অলটারনেটার। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার পা পেডালে চেপে রাখেন, তার সামনের স্ক্রিণের দৃশ্য পরিবর্তিত হতে থাকে। এই ইউনিটে যে কোনো ফিল্ম তিনি রিড করতে পারেন। ফিলিপস মেশিনটা চালু রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি লিসা ম্যারিনোর পূর্বের এক্সরে ফিল্ম না পান।

নতুন ফিল্মের সাথে পুরানোটার তুলনা করে, ফিলিপস ডিপ ইলেকট্রোডটার সঠিক অবস্থান জানতে পারেন।

'খোদা!,' ফিলিপস বললেন, 'তুমি খুব সুন্দর এক্সরে নিয়েছো। যদি আমি তোমাকে ক্লোন করতে পারতাম, আমার অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।'

রবিনস কাঁধ ঝাঁকায় যেন সে এটা গ্রাহ্যই করে না, কিন্তু এই মন্তব্য তাকে সন্তুষ্ট করে। ফিলিপস চাহিদাসম্পন্ন কিন্তু প্রশংসাযোগ্য বড় কর্তা।

মার্টিন একটা খুব সূক্ষ্ম রুলার নিয়ে পুরানো এক্সরে ফিল্মে ক্ষুদ্র ব্লাড ভেজেলগুলোর দুরত্ব পরিমাপ করেন। ব্রেনের এনাটমিতে তার যেটুকু জ্ঞান আছে, রক্ত নালিকাগুলোর সাধারণ অবস্থান নিয়ে তিনি একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি কল্পনা করে নেন। সেই তথ্যকে নতুন ফিল্মে প্রতিস্থাপন করে তিনি ইলেকট্রোডের শেষ মাথার অবস্থান নেন।

'আশ্চর্যজনক!' ফিলিপস বললেন, পিছনের দিকে ঝুঁকে। 'এই ইলেকট্রোডগুলো অবস্থান সঠিক। মেনারহেইম একজন ফ্যানটাসটিক লোক। যদি শুধু তার বিচার-বিবেচনা তার টেকনিক্যাল দক্ষতার মতো হতো।'

'আপনি কি আমাকে এই ফিল্মগুলো আবার অপারেশন রুমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেন?' রবিনস জিজ্ঞেস করল।

ফিলিপস তার মাথা নাড়লেন। 'না, আমি এগুলো নিজের কাছেই রাখব। আমি মেনারহেইমের সাথে কথা বলতে চাই। আমি কয়েকটা এই জাতীয় পুরাতন ফিল্ম নিতে যাচ্ছি। পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টেরিটা আমাকে কিছুটা ভাবনায় ফেলেছে।' ফিলিপস এক্সরেটা তুলে নেন এবং দরজার দিকে চলে যান।

BanglaBook.org

যদিও অপারেশন রুম একুশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, মেনারহেইম এই দুর্ঘটনার জন্য রেগে আগুন। এমনকি বিদেশি দর্শনার্থীদের উপস্থিতিও তার রাগ দমিয়ে রাখতে পারেনি। নিউম্যান এবং লওরি সবচেয়ে বেশি ভর্ৎসনার শিকার। এটা এমন যেন মেনারহেইম গোটা সমস্যার জন্য তাদের দুজনকেই দায়ী করলেন।

তিনি টেমপোরাল লোবেকটমি শুরু করলেন, যখন রানাদে লিসাকে জেনারেল এনডোট্রাকিয়াল এ্যানেসথেশিয়ার মাধ্যমে লিসাকে অজ্ঞান করে। সেখানে একটা ভয়ানক দ্রুতগামী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল লিসার মূর্ছা যাওয়ার পর। মেনারহেইম লিসার হাতটাকে

তাড়াতাড়ি আকড়ে ধরলেন আরও বেশি কিছু ক্ষতি করে ফেলার আগেই। রানাদে, সত্যিকারের সাহসীকতার সাথে, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখালেন। তিনি একটা ওয়ান হানড্রেড ডোজের ঘুমের ওষুধ এবং পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থায়োপেন্টাল আই ভির মাধ্যমে দিয়ে দিলেন, সাথে একটা মাংসপেশী অবশকারী ডি-টিউবোকিউরারিন। এই ড্রাগগুলো শুধু লিসাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখল না, সেগুলো সেই সাথে তার মূর্ছা অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে রানাদে এনডোট্রাকিয়াল টিউব বসিয়ে দিলেন, নাইট্রাস অক্সাইড দিতে শুরু করলেন এবং তার মনিটরিং ডিভাইস জায়গামতো বসালেন।

ইত্যবসরে, নিউম্যান দুটো ইলেকট্রোড ছাড়িয়ে ফেলেন যখন লওরি অন্য ইলেকট্রোডগুলো সরাতে ব্যস্ত।

রোগীকে আবার নতুন করে ড্রাপ পরানো হয় এবং ডাক্তাররা আবার নতুন করে গাউন এবং গ্লোভস পরেন।

সবকিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে শুধুমাত্র মেনারহেইমের মুড ছাড়া।

'শিট।' মেনারহেইম বললেন, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে টেনশন মুক্ত করতে করতে, 'লওরি, যখন তুমি আরেকটু বেড়ে উঠবে, যদি অন্য কিছু করতে চাও আমাকে বলবে। অন্যথায়, তুমি রিট্রাকটরগুলো ধরে রাখ যাতে আমি দেখতে পাই।' লওরির অবস্থান থেকে রেসিডেন্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি কি করছেন।

অপারেশন রুমের দরজা খুলে গেল এবং এক্সরে ফিল্ম হাতে ফিলিপস প্রবেশ করলেন।

'বুঝেশুনে।' ন্যান্সি ডোনোভান ফিলিপসের দিকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'নেপোলিয়ন এখন ফাউল মুডে আছে।'

'সতর্কতার জন্য ধন্যবাদ।' ফিলিপস উত্তেজিত স্বরে বললেন। এটা তাকে উত্তেজিত করেছে যে প্রত্যেকেই মেনারহেইমের এই বয়সন্ধিঃকালীন ভাবমূর্তির ব্যক্তিত্বকে সহ্য করে, যতই তিনি একজন বড় সার্জন হোন না কেন। তিনি এক্সরেটা ভিউয়ারের সামনে রাখলেন যাতে মেনারহেইম তাকে দেখতে পান। পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফিলিপস বুঝতে পারলেন মেনারহেইম তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন।

'ডা. মেনারহেইম।' মার্টিন কার্ডিয়াক মনিটরের শব্দ ছাপিয়ে ডাক দিলেন।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল যখন মেনারহেইম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তার মাথা এভাবে সরালেন যাতে মিনারের মতো আলোকরশ্মি সরাসরি রেডিওলজিস্টের মুখে যেয়ে পড়ে।

'সম্ভবত আপনি বুঝতে পারেননি যে এখানে আমরা ব্রেন সার্জারির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছি। আর আপনি এটাতে হস্তক্ষেপও করতে পারেন না।' মেনারহেইম নিয়ন্ত্রিত রাগের ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন।

'আপনি লোকালাইজড এক্সরের আদেশ দিয়েছিলেন।' ফিলিপস শান্ত স্বরে বললেন, 'এবং আমি অনুভব করেছি যে এটা আমার কর্তব্য আপনাকে তথ্যটা জানানো।'

'আপনার কর্তব্য করা হয়েছে বলে মানলাম।' মেনারহেইম তার ছড়িয়ে রাখা

BanglaBook.org

ছেদনকৃত অংশের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন।

ফিলিপসের প্রকৃত মাথাব্যথা ইলেকট্রোডের অবস্থান নিয়ে নয়। কারণ তিনি জানেন ইলেকট্রোডগুলো ঠিক জায়গায় আছে। এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র অথবা হিপ্পোক্যাম্পোরাল ইলেকট্রোডটা পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টেরির সাথে সংযুক্ত করা নিয়ে।

'সেখানে আরো অধিক কিছু আছে,' মার্টিন বললেন, 'আমি...'

মেনারহেইম মাথা তুললেন। তার মাথার সাথে লাগানো আলোকরশ্মি সোজাসুজি দেয়ালে যেয়ে পড়ল, তারপর সিলিংয়ে। তার কণ্ঠস্বর চাবুকের মতো স্বরে আঘাত হানল।

'ডা. ফিলিপস, আপনি কি কিছু মনে করবেন যদি আপনি আপনার এক্সরে ফিল্ম নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যান, যাতে আমি আমরা এই অপারেশনটা শেষ করতে পারি? যখন আমাদের আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, আমরা এটার জন্য আপনাকে ডাকব।"

তারপর বেশ স্বাভাবিক স্বরে তিনি স্ক্রাব নার্সকে কিছু বেয়োনেট টাইপের ফরসেপের জন্য বললেন এবং নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

মার্টিন শান্ত স্বরে তার এক্সরে নামিয়ে নিলেন এবং অপারেশন রুম ত্যাগ করলেন। লকার রুমে ফিরে গিয়ে নিজের বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে নিলেন। তিনি এসব নিয়ে খুব বেশি ভাবতে চাচ্ছেন না। এটা তার অভিব্যক্তির সহজসিদ্ধ পদ্ধতি।

রেডিওলজিতে ফিরে যেয়ে ফিলিপস যে সংঘর্ষটা হয়ে গেল তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। মেনারহেইমের সাথে এমনটি হবে তিনি কখনও কল্পনা করতে পারেননি, রেডিওলজিস্ট হিসেবে। তিনি এখনও কিছু বুঝতে পারছেন না ডিপার্টমেন্টে ফিরে আসার পর।

'তারা আপনার জন্য এনজিওগ্রাফি রুমে প্রস্তুত হয়ে আছে।' তিনি অফিসে পৌঁছানোর পর হেলেন ওয়াকার বলে। সে উঠে দাঁড়ায় এবং তার সাথে ভেতরে অনুসরণ করে।

হেলেন একজন আটত্রিশ বছর বয়সী কালো মহিলা যে ফিলিপসের সেক্রেটারি হিসেবে পাঁচ বছর যাবৎ আছে। তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। ফিলিপস যখন বের হন তখনও তার কথা চিন্তা করেন, কারণ যে কোনো ভালো সেক্রেটারির মতো সে ফিলিপসের প্রতিদিনকার কাজের গতি সচল রাখে। এমনকি ফিলিপসের বর্তমানের ওয়ার্ডরোব তার উপর নির্ভর করে। এটার ফলাফলে ফিলিপসকে সবসময় নতুন ফিলিপসে পরিণত করে এবং তার অ্যাথলেটিক শরীরে বর্তমান সময়ের পোশাক মানিয়ে যায়।

ফিলিপস মেনারহেইমের এক্সরে ফিল্মটা ডেস্কের উপর ছুঁড়ে দিলেন, যেখানে সেগুলো অন্যান্য এক্সরে, কাগজপত্র, জার্নাল এবং বইয়ের সাথে মিশে গেল। এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে ফিলিপস হেলেনকে স্পর্শ করতে দেন না। সেটা কোনো ব্যাপার নয় যে তার ডেস্কটা কেমন দেখাচ্ছে, তিনি জানেন তার ডেস্কেই সবকিছু আছে।

BanglaBook.org

হেলেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁক মেসেজ পড়তে থাকে যেগুলো সে তাকে দিতে বাধ্য।

ডা. রিজ তাকে ডেকেছিলেন তার রোগীর সিএটি স্ক্যানের ব্যাপারে। দ্বিতীয় এনজিওগ্রাফির রুমের এক্সরে ইউনিট ঠিক হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। জরুরি বিভাগ থেকে বলা হয়েছে সেখানে একজন ব্রেন আঘাতপ্রাপ্ত রোগীর জরুরি সিএটি স্ক্যান করা দরকার। এরকম কাজের কোনো শেষ নেই এবং এটাই রুটিন।

ফিলিপ তাকে বললেন সবগুলোই সামলাতে, যেটা সে কিভাবে কি করবে তার পরিকল্পনা করে রেখেছে।

ফিলিপস তার সাদা কোট ছাড়লেন এবং লিড এপ্রন পরলেন যেটা কিছু কিছু এক্সরের ক্ষেত্রে নিজেকে রেডিয়েশন থেকে রক্ষার জন্য পরে থাকেন। এপ্রনটার কলারে এটা সুপারম্যানের মনোগ্রাম সাটা, যেটা সব চেষ্টাতে খুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা বছর দুই আগে একজন নিউরোরেডিওলজিস্টের দ্বারা হয়েছিল। তার পরেও মার্টিন বিরক্ত হননি।

যখন তিনি বের হবার পথে, তার চোখ একবারের জন্য ডেস্কের উপর থেকে সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখতে ঘুরে এল। প্রোগাম ক্যাসেটটা দেখতে পান না। তিনি মিখাইলের খবরে অতিরঞ্জিত কিছু দেখেননি। যদিও ওটা এখনও দেখা হয়নি। মার্টিন আরো পুরানো জিনিস ঘাটতে থাকেন। তিনি মেনারহেইমের এক্সরের নিচে ক্যাসেটটা পেয়ে যান। ফিলিপস বেরিয়ে যেতে শুরু করেন, কিন্তু আবার থেমে যান। তিনি ক্যাসেটটা তুলে নেন এবং সেই সাথে লিসা ম্যারিনোর সর্বশেষ মাথার খুলির এক্সরে। খোলা দরজা দিয়ে বেরুনোর সময় হেলেনকে বলেন এনজিওগ্রাফির রুমে যাবেন, তিনি তার কাজের টেবিলে চলে আসেন।

তিনি তার লিড এপ্রন খুলে ফেলেন এবং এটা একটা চেয়ারের উপর রাখেন। তিনি কম্পিউটারের দিকে তাকান, আশ্চর্যন্বিত হন যদি সত্যিই এটা কাজ করে। তারপর তিনি লিসা ম্যারিনোর অপারেটিভ এক্সরে ভিউয়িং স্ক্রিনের আলোতে ধরে রাখেন। তিনি ইলেকট্রোড শিলিউটের ব্যাপারে আগ্রহী নন এবং তার মন সেদিকে নয়। তিনি যেটা নিয়ে আগ্রহী সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ক্রানিওটমি সম্পর্কে। ফিলিপস জানেন যে সেগুলো প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তিনি সেন্ট্রাল প্রসেসরের সুইচ অন করে দেন। একটা লাল আলো জ্বলে ওঠে এবং তিনি ধীরে ধীরে ক্যাসেটটা ভেতরে প্রবেশ করান। এটা যখন এক-তৃতীয়াংশ ঢোকে যন্ত্রটাকে দেখে মনে হয় ক্ষুধার্ত কুকুর সেটা গিলছে। তৎক্ষণাৎ টাইপ রাইটারের ইউনিট সচল হয়ে ওঠে। ফিলিপ ঘুরে যান যাতে তিনি নির্দেশনাগুলো পড়তে পারেন।

হাই, আই এম র‍্যাড্রিড, স্কাল ওয়ান। প্লিজ এনটার পেশেন্টস নেম।

ফিলিপস তাব দুহাতের তর্জনী দিয়ে টাইপ রাইটারে **"লিসা ম্যারিনো"** লিখে পাঠিয়ে দেয়।

থ্যাঙ্ক ইউ। প্লিজ এন্টার প্রেজেন্টিং কমপ্লেন্ট।

BanglaBook.org

ফিলিপস টাইপ করেন **'সিইজার ডিজঅর্ডার।'** এবং প্রবেশ করান।

থ্যাঙ্ক ইউ। প্লিজ এন্টার রিলিভেন্ট ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন।

ফিলিপস টাইপ করেন **'২১-ইয়ার ফিমেল। অন ইয়ার হিস্টোরী অব টেমপোরাল লোব ইপেলেপ্সি।**

থ্যাঙ্ক ইউ। প্লিজ এন্টার ফিল্ম ইন লেজার স্ক্যানার।

ফিলিপস স্ক্যানারের দিকে যান। ভেতরের ঢোকানোর রোলারটা চলাচল করছে। খুব সাবধানে ফিলিপস এটার ইমালশন পাশটা নিচের দিকে রেখে ঢুকিয়ে দিলেন। মেশিন এটাকে গ্রহণ করল এবং ভেতরে টেনে নিল।

বাইরের টাইপরাইটার সচল হলো। ফিলিপস সেদিকে এলেন।

সেটা বলল **'থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাভ এ কাপ অব কফি।**

ফিলিপ হেসে ফেললেন। মিখাইলের রসবোধ আছে তাহলে।

স্ক্যানার একটুখানি ইলেকট্রিক্যাল আওয়াজের সংকেত দিল। আউটপুট যন্ত্রপাতি নিরব রইল।

ফিলিপস তার লিড এপ্রন তুলে নিলেন এবং অফিস ত্যাগ করলেন।

অপারেশন রুম একুশে নিরবতা বিরাজ করতে থাকে যখন মেনারহেইম লিসার ব্রেনের টেমপোরাল লোব সরাতে থাকেন এবং খুব ধীরে ধীরে এটা ব্রেনের মধ্য থেকে উঁচু করেন। কয়েকটা ছোট ছোট শিরা সংযোগে দেখা যায়। নিউম্যান দক্ষতার সাথে সেগুলোকে ছাড়িয়ে ফেলেন। এখন এটা মুক্ত এবং মেনারহেইম ব্রেনের টুকরোটা লিসার খুলি থেকে তুলে ফেলেন এবং স্ক্রাব নার্স ডারলিন কুপারের হাতে ধরা একটা স্টেইনলেস স্টিলের ডিশে রাখেন। তিনি কাজটা সুচারুরূপে করেছেন। অপারেশনের প্রগেস ভালো হওয়ায় মেনারহেইমের মুড আবার পরিবর্তিত হয়ে গেল। এখন তিনি খুশির জোয়ারে ভাসছেন এবং নিজের পারফর্মন্সে সন্তুষ্ট। তিনি সাধারণ সময়ের অর্ধেক সময়েই গোটা প্রক্রিয়াটা করে ফেলেছেন। তিনি হয়তো তার ইচ্ছেকৃত সময়েই অফিসে যেতে পারবেন।

'আমরা এখনও পুরোপুরি শেষ করি নাই।' মেনারহেইম বললেন, তার বাম হাতে মেটাল সাকার এবং ডান হাতে ফরসেপ ধরা। খুব সতর্কতার সাথে তিনি যেখানে টেমপোরাল লোব ছিল সেখানে কাজ করছেন। কিছু ব্রেন টিসুকে সাকিং করে বের করছেন। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে জটিল এবং ঝুকিপূর্ণ কাজ। কিন্তু মেনারহেইম কাজটা করতে পছন্দ করেন। খুব বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি সাকার চালনা করতে থাকেন, ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে উপেক্ষা করেই।

এক পর্যায়ে ব্রেন টিসুর বড় একটা অংশ সাকারের মাথায় জমে ওটাকে বন্ধ করে ফেলে। সেখানে শিষ দেয়ার মতো শব্দ।

'এখানে এখন সংগীতের মুর্ছনা।' মেনারহেইম বললেন। এটা নিউরোসার্জিকালের একটা সাধারণ বিষয়। এটা সাধারন বিষয়ের চেয়ে হাসির। সকলেই হাসতে থাকে,

BanglaBook.org

এমনকি সেই দুজন জাপানি ডাক্তারেরাও।

যত তাড়াতাড়ি মেনারহেইম ব্রেন টিসু সরানোর কাজ সম্পাদন করলেন, রানাদে রোগীকে ভেনটিলেশন দেয়া শুরু করলেন। তিনি চাইলেন রোগীর রক্তচাপ উপরে উঠাতে যাতে যখন মেনারহেইম দেখবেন সেটা যেন ভালো থাকে। সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে মেনারহেইম সন্তুষ্টচিত্তে দেখলেন জায়গাটা শুষ্ক। একটা নিডল হোল্ডার নিয়ে তিনি ব্রেনের কভারিংকে বন্ধ করে দিলেন। সেই সময়ে রানাদে সাবধানে লিসার এ্যানেসথেশিয়া হাল্কা করে দিতে থাকেন। যখন কেসটা শেষ হয়ে যায়, তিনি চান লিসার ট্রাকিয়া থেকে টিউব কোনো রকম কাশি অথবা ঝাঁকি ছাড়াই খুলে নিতে। একটা একটু সমস্যা যে লিসার রক্তচাপ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে না।

মেনারহেইম ডুরাল পর্দাটায় বেশ দ্রুততার সাথে শেষ সেলাই দিলেন। লিসার ব্রেন আবার আগের মতো হয়ে গেল। শুধু যেখানে টেমপোরাল লোব ছিল সেখানটাতে কালো অন্ধকার একটা অংশ।

মেনারহেইম হাতের কাজ শেষ করলেন, তারপর পিছিয়ে এলেন এবং হাত থেকে রাবার গ্লোভস খুলে ফেললেন।

'ঠিক আছে।' মেনারহেইম বললেন, 'রোগীর কাজ শেষ করুন। কিন্তু এটাকে সারাজীবনের কাজ মনে করবেন না।'

দুজন জাপানিজ ডাক্তারকে তার সাথে সাথে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি রুম ত্যাগ করলেন।

নিউম্যান লিসার মাথার কাছে মেনারহেইমের অবস্থানে চলে এলেন।

'ওকে, লওরি।' নুউম্যান বললেন, তার বসের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তুলে, 'দেখ চেষ্টা করে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পার কিনা, কোনো কিছু বাধা দেয়া ছাড়াই।'

মাথার খুলিতে জায়গা মতো হাড়ের টুকরোটা রেখে নিউম্যান সেটা সেলাই করে জায়গা বন্ধ করতে থাকেন। ডা. লওরিও হাত লাগালেন যাতে ডা. নিউম্যান সেলাই দিতে পারেন। তারা প্রক্রিয়াটি করে যেতে থাকেন যতক্ষণ না পুরোটা স্টিচ দেয়া হয়। কাজ শেষ হলে সেটাকে দেখতে লিসার মাথায় একটা জিপার লাগানোর মতো মনে হয়।

এই প্রক্রিয়া করার সময় ডা. রানাদে তখন ব্রেথিং ব্যাগের সাহায্যে লিসাকে ভেনটিলেশনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যখন শেষ স্টিচটাও দেয়া হয়ে গেল তিনি পরিকল্পনা করলেন লিসাকে একশত ভাগ অক্সিজেন দেবেন এবং মাংসপেশী অবশকারী উপাদান তুলে নেবেন। সেই মোতাবেক তিনি তার এক হাত দিয়ে তিনি আবার ব্রেথিং ব্যাগে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তার অভিজ্ঞ আঙুলের দ্বারা বুঝতে পারেন চাপের ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। শেষের কয়েক মিনিট লিসা নিজে থেকেই শক্তি ব্যয় করে ব্রেথিংয়ের চেষ্টা করে। এই শক্তি তার শ্বাসের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধা শেষ চাপে চলে যায়। ব্রেথিং ব্যাগের দিকে লক্ষ্য করে এবং ইসোফ্যাগালে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, রানাদে উপলব্ধি করেন লিসা হঠাৎ করে তার শ্বাস নেয়া বন্ধ করে দিতে পারে। তিনি পেরিফেরাল নার্ভ স্টিমুলের পরীক্ষা করে দেখেন। এটা তাকে জানায় মাংসপেশী অবশকারী তার কাজ করে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। কিন্তু কেন তাহলে সে শ্বাস নিতে পারছে না? রানাদের নাড়ির গতি বেড়ে গেল। তার জন্য এ্যানেসথেশিয়া একটা মহান কর্তব্য। একটা নিরাপত্তা।

তড়িৎগতিতে রানাদে লিসার রক্তচাপের ব্যাপারে আগ্রহী হলেন। ১৫০/৯০ তে আছে। অপারেশনের সময়ে এটা স্থির ছিল ৬০/১০৫এ। কিছু একটা ভুল হচ্ছে।

'ধরে রাখুন।' তিনি ডা. নিউম্যানকে বললেন। তার চোখ জোড়া কার্ডিয়াক মনিটরে। হৃদস্পন্দন নিয়মিত কিন্তু কিছুটা ধীরগতির।

'সমস্যাটা কি?' ডা. নিউম্যান জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ডা. রানাদের কণ্ঠস্বরের উদ্বিগ্নতা বুঝতে পারলেন।

'আমি জানি না।' ডা. রানাদে লিসার ভেনাস প্রেশার পরীক্ষা করে দেখলেন যখন তিনি রক্তচাপ নামিয়ে আনার জন্য নাইট্রোপ্রুসাইড নামের ড্রাগ লিসাকে ইনজেকশনের মাধ্যমে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এই ক্ষেত্রে ডা. রানাদে বিশ্বাস করেন লিসার বর্তমান যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা তার ব্রেন সার্জারিরই ফলাফল। কিন্তু তিনি এখন মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের ভয় পাচ্ছেন।

লিসার রক্তপাত হতে পারে এবং তার মাথার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। সেটাই এই লক্ষণগুলোর ব্যাখা হতে পারে। তিনি আবার রক্তচাপ নিলেন। এটা এখন বেড়ে ১৭০/১০০তে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত তিনি নাইট্রোপ্রুসাইড ইনজেকশন দিলেন। যখন তিনি এটা করছেন একটা অস্বস্তির অনুভূতি তার পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠছে যেটার জন্য ভয়ের থেকে।

'সম্ভবত তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে,' তিনি বললেন, ঝুঁকে পড়ে লিসার চোখের পাতা তোলার জন্য। তিনি যেটা দেখলেন সেটা তার ভয়কে আরো বাড়িয়ে দিল। লিসার চোখের পিউপিল প্রসারিত হচ্ছে।

'আমি নিশ্চিত তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে।' তিনি গুঙিয়ে উঠলেন।

দুজন রেসিডেন্ট রোগীর উপর দিকে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাদের দুজনের চিন্তাভাবনাই একই। 'মেনারহেইম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবেন।' ডা. নিউম্যান বললেন।

'তার চেয়ে ভালো আমরা তাকে ডেকে নিয়ে আসি। এগিয়ে যান।' ডা. নিউম্যান ন্যান্সি ডোনোভানকে বললেন। 'তাকে বলুন এটা জরুরি।'

ন্যান্সি ডোনোভান ইন্টারকমের কাছে গিয়ে চাপ দিলেন এবং সামনের ডেস্ককে ডেকে দিতে বললেন।

'আমরা কি তার মাথা আবার খুলতে পারি?" ডা. লওরি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি জানি না।' নিউম্যান দুর্বলভাবে বললেন। 'যদি তার ব্রেনের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় জরুরি সিএটি স্ক্যান করে দেখতে। যদি এই রক্তক্ষরণ অপারেশনের ভাগে হয় তাহলে তার মাথা আবার খুলতে হবে।'

'রক্তচাপ এখনও বেড়েই চলেছে।' ডা. রানাদে তার গজের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সাথে বললেন। তিনি রোগীর রক্তচাপ নিচে নামিয়ে আনার জন্য আরো বেশি

BanglaBook.org

ওষুধ দিতে প্রস্তুত।

দুজন রেসিডেন্ট ডাক্তার চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

'রক্তচাপ এখনও বেড়ে চলেছে।' ডা. রানাদে চিৎকার করে বললেন। ভগবানের দোহাই, কিছু একটা করুন।'

'কাঁচি' ডা. নিউম্যান চিৎকার করে বললেন। তারা সেটা তার হাতে দিল এবং তিনি সেলাইগুলো আবার কাটতে শুরু করলেন যেটা একটু আগে সম্পন্ন করেছেন। যখন তার সেলাই কাটা শেষ ফাকা জায়গাটা স্বতস্ফুর্তভাবে বেরিয়ে গেল। তারা খুলির উপর চাপ দিতেই ফ্লাপের অংশটুকু সরে এল। এটার ভেতরে মনে হচ্ছে নড়াচড়া করছে।

'আমাকে 'চার ইউনিট রক্ত' বলার সাথে সাথেই দিবেন।' রানাদে চেঁচিয়ে বললেন।

ডা. নিউম্যান দুটো সুচার কেটে হাড়টাকে নির্দিষ্ট জায়গায় ধরতে গেলেন। ডা. নিউম্যান যখন ওটাকে ধরতে গেলেন হাড়ের টুকরোটা একপাশে পড়ে গেল। একটা কালো অন্ধকারের মধ্যে ডুরাটা দেখা গেল।

অপারেশন রুমের দরজা ঝড়ো গতিতে খুলে গেল এবং ডা. মেনারহেইম যেন উড়তে উড়তে ঢুকলেন। তার স্ক্রাব সুটের নিচের দিকের দুটো বোতাম খোলা।

'এখানে কি ঘোড়ার ডিম হচ্ছে?' তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তারপর তার চোখে পড়ল পালস করা এবং ফুলে ওঠা ডুরা।

'হায় খোদা! গ্লোভস! আমাকে গ্লোভস দাও।'

ন্যান্সি ডোনোভান একটা নতুন জোড়া গ্লোভস খুলতে শুরু করল, কিন্তু মেনারহেইম সেটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন এবং কোনো রকম স্ক্রাবিং ছাড়াই সেটা পরে ফেললেন।

যখন কয়েকটা সেলাই কাটা হল, ডুরা ফেটে গেল এবং উজ্জ্বল লাল রক্ত ফিনকি দিয়ে মেনারহেইমের বুকে এসে লাগল। এটা তাকে এতটা ভিজিয়ে দিল যে তিনি অন্ধভাবে বাকি সুচারগুলো কেটে ফেললেন। তিনি জানেন তিনি রক্তপাতের উৎস খুঁজে পাবেন।

'সাকার।' মেনারহেইম চেঁচিয়ে উঠলেন। একটা ভোতা কর্কশ শব্দ করে মেসিনটা রক্ত তুলতে থাকে। তৎক্ষণাৎ এটা দেখা যায় যে ব্রেন সরে যাচ্ছে অথবা ভেসে বেড়াচ্ছে, কারণ মেনারহেইম নিজে দ্রুত ব্রেনটাকে জায়গায় রাখলেন।

'রক্তচাপ নেমে আসছে।' রানাদে বললেন।

মেনারহেইম অপারেশনের সাইট দেখার জন্য একটা ব্রেন রিট্রাকটর দিয়ে তাকে সাহায্য করতে বললেন, কিন্তু যখনই তিনি সাকার তুলে নিল রক্ত জায়গাটাকে ভাসিয়ে দিল।

'রক্তচাপ...' বললেন ডা. রানাদে, একটু থেমে, 'রক্তচাপ পাওয়া যাচ্ছে না।'

কার্ডিয়াক মনিটরের শব্দ, যেটা অপারেশনের সময়ে খুব স্থির ছিল, খুব ব্যথাযুক্ত পালস দিয়ে থেমে গেল।

'কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট।' ডা. রানাদে চেঁচিয়ে বললেন।

BanglaBook.org

রেসিডেন্ট ভারী সার্জিকাল ড্রাপটা উঁচু করে ধরলেন, লিসার শরীরকে নগ্ন করে এবং মস্তিস্কের উপর থেকে আবরণ তুলে। নিউম্যান অপারেশন টেবিলের কাছে একটা টুলে উঠে পড়লেন এবং লিসার স্টের্নামের উপর চাপ দিয়ে কার্ডিয়াক রিসাসসিটেশন দিতে থাকেন।

ডা. রানাদে, রক্ত পেয়ে এটাকে উপরে তুলে ধরেন। তিনি সবগুলো আই ভি লাইন খুলে দেন, লিসাকে তরল দিতে থাকেন যত দ্রুত সম্ভব।

'থামো।' মেনারহেইম গুঙিয়ে উঠলেন, যিনি অপারেশন টেবিল থেকে একটু পিছয়ে ছিলেন, যখন রানাদে কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট বলে চেঁচিয়ে উঠছিলেন।

এক রকম হতাশার সাথে মেনারহেইম ব্রেন রিট্রাকটর মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

তিনি সেখানে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন। তার হাত রক্তের পাশে এবং ব্রেনের একটা অংশ তার আঙুলের মধ্যে।

'আর কিছু নেই। এটার কোনো দরকার নেই।' তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন। 'সুস্পষ্টত কোনো একটা বড় ধমনী ছিড়ে গেছে। এটা হতে পারে যখন এই হতচ্ছাড়া রোগীর ভেতরে ইলেকট্রোডগুলো ঢুকানো হচ্ছিল। সম্ভবত একটা ধমনী ছিড়ে যায় এবং এটাই স্পাজম সৃষ্টি করে। যেটা মূর্ছা যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্যামোফ্লেজ করে। যখন স্পাজম রিলাক্স হয় এটা উদগীরিত হয়। সেখানে আর কোনো পথ নেই যাতে এই রোগীকে রিসাসসিটেট করা যায়।'

তার স্ক্রাব প্যান্ট পড়ে যাওয়ার আগেই তিনি সেটা ধরলেন। মেনারহেইম চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

দরজার কাছে যেয়ে তিনি পিছন ফিরে দুই রেসিডেন্ট ডাক্তারকে বললেন, 'আমি চাই যে আপনারা ওকে এমন ভাবে ঠিক করবেন যেন দেখে মনে হয় সে এখনও জীবিত, বুঝতে পেরেছেন?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫

'আমার নাম ক্রিস্টিন লিন্ডকুয়িস্ট।' বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনী ক্লিনিকে অপেক্ষারতা তরুণী মেয়েটি বলল। সে হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভয়ের কারণে তার ঠোঁটের কোণে ঝুলে পড়া হাসি কেঁপে যায়। 'ডা. শনফিল্ডের সাথে এগারোটা পনেরয় আমার একটা এ্যাপয়নমেন্ট আছে।' এখন ঠিক এগারোটা দেয়াল ঘড়িতে।

রিসিপশনিস্ট এলেন কোহেন তার পেপারব্যাক উপন্যাস পড়া থেকে মুখ তুলে মোহনীয় হাসি দিল। তৎক্ষণাৎ তার চোখে পড়ে ক্রিস্টিন লিন্ডকুয়িস্টের সব কিছু আছে, যা এলেন কোহেনের নেই। ক্রিস্টিন সত্যিকারের স্বর্ণকেশী, যে চুল রেশমীর মতো সুন্দর, ছোট্ট বঁকানো নাক, গভীর নীল চোখ এবং লম্বা আকৃতির দুপা। এলেন তৎক্ষণাৎ ক্রিস্টিনকে ঘৃণা করতে থাকে, ভাবে মেয়েটি ক্যালিফোর্নিয়ার বেশ্যাদের একজন। ঘটনা হলো, ক্রিস্টিন *মেডিসনের উইচকনসিন* থেকে এসেছে, যেটা এলেনের থেকে পৃথক কিছু নয়। সে সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয়, নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে এ্যাপয়নমেন্ট খাতা খুলে। সে ক্রিস্টিনের নাম খোঁজে এবং তাকে বসতে বলে। সেই সাথে যোগ করে যে সে ডা. হারপারকে দেখাতে পারবে, ডা. শনফিল্ডকে নয়।

'কেন ডা. শনফিল্ড আমাকে দেখতে পারবেন না?' ক্রিস্টিন জিজ্ঞেস করল। ডা. শনফিল্ডের সুপারিশ সে তার ডর্মের একটা মেয়ের কাছ থেকে নিয়েছিল।

'কারণ তিনি এখানে নেই। আপনার প্রশ্নের উত্তর কি পেয়েছেন?'

ক্রিস্টিন মাথা নাড়ে, কিন্তু এলেন কোহেন সেটা খেয়াল করে না। সে তার উপন্যাস পড়ায় ফিরে যায়। এমনকি যখন ক্রিস্টিন বাইরে বেরিয়ে যায় এলেন তাকে ঈর্ষার উত্তেজনা নিয়ে দেখতে থাকে।

সেই মুহূর্তে ক্রিস্টিনের মনে হয় তার চলে যাওয়া উচিত। সে এটা নিয়ে ভাবে। বুঝতে পারে যদি সে এভাবে হেঁটে চলে যায় কেউ তাকে খেয়াল করবে না। সে এরই মধ্যে হাসপাতালের এই জঘন্য পরিবেশ অপছন্দ করতে শুরু করেছে। এটা তাকে তার অসুখ এবং ক্ষরণের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। *উইচকোনসিনে* ডা. ওয়াল্টার পিটারসনের অফিস ছিল পরিচ্ছন্ন এবং সতেজ এবং যদিও ক্রিস্টিন তার অর্বাবার্যিকী পরীক্ষা পছন্দ করত না কিন্তু এটা কমপক্ষে তাকে বিষণ্ন করত না।

কিন্তু সে চলে গেল না। এটা তার কাছে অনেকের সাহসের সঞ্চয় করতে হয়েছে এই এ্যাপয়নমেন্টের জন্য এবং সে বাধ্য যা শুরু হয়েছে তার একটা শেষ দেখার জন্য। সেজন্য সে ওয়েটিংরুমের চেয়ারে বসে পড়ে, পায়ের উপর পা তুলে এবং অপেক্ষা করতে থাকে।

দেয়াল ঘড়িটা খুব ধীরগতিতে তার মিনিটের কাঁটা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে এবং পনের মিনিট পরে ক্রিস্টিন বুঝতে পারে তার হাতের তালু ঘেমে গেছে। সে বুঝতে পারে সে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, এবং আশ্চর্য হবে যদি তার মধ্যে মানসিকভাবে কোন কিছু

BanglaBook.org

ঘটে থাকে। ছোট্ট ওয়েটিং রুমটাতে আরও ছয়জন মহিলা অপেক্ষা করছে, যাদের সবাইকে শান্ত দেখাচ্ছে, অন্তত ক্রিস্টিনের অবস্থার থেকেও। এটা তাকে আরও অসুস্থ করে তুলেছে তার ভেতরের অবস্থার এবং গাইনীকোলজিস্টের কাছে নিয়ে এসেছে ভয়ানক এবং অস্বস্তিকর পদ্ধতিতে।

একটা পুরানো ম্যাগাজিন তুলে, ক্রিস্টিন সেটাতে মনোযোগী হতে চেষ্টা করে। সে মন বসাতে পারে না। প্রতিটি বিজ্ঞাপন তার মনের মধ্যে আগত সমস্যার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে একজন পুরুষ ও মহিলার ছবি দেখতে পায় এবং একটা নতুন ধারণা তার মনের মধ্যে ঢুকে যায়, সেক্সের কতক্ষণ পর যৌনাঙ্গের ভেতর শুক্রাণু থাকে? দুই রাত আগে ক্রিস্টিন তার বয়ফ্রেন্ডকে দেখতে পায়, থসাস হুরন, একজন সিনিয়র এবং তারা একসাথে ঘুমায়। ক্রিস্টিন জানে সে যদি ডাক্তারকে বিষয়টা বলে ডাক্তার তাকে অপমানজনক কথা বলতে পারে।

থমাসের সাথে সম্পর্কই ক্রিস্টিনকে এই ক্লিনিকে এ্যাপয়নমেন্ট করানোর সিদ্ধান্ত নেয়ায়। তারা গত সেমিস্টার থেকে একে অন্যকে জানার চেষ্টা করেছে। যখন তাদের সম্পর্ক গাঢ় হয়, ক্রিস্টিন যখন বুঝতে পারে এটা নিরাপদ, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কোনো দরকার নেই। থমাস কোনো রকম দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বারবার ক্রিস্টিনকে চাপ দিতে থাকে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ যৌনতার জন্য। সে স্টুডেন্ট ডিসপেন্সারী থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের জন্য যায় এবং জানায় মেডিকেল সেন্টার থেকে গাইনোকলজিক্যাল পরীক্ষা করিয়ে এসেছে।

ক্রিস্টিন চায় তার বাড়ির পুরানো ডাক্তারের কাছে যেতে কিন্তু তার গোপনীয়তার কারণে সেটা অসম্ভব মনে হয়।

বড় করে শ্বাস নিয়ে ক্রিস্টিন বুঝতে পারে তার পেটে একটা গিঁরা পড়েছে এবং সে অনুভব করছে তার পেটে একটা অস্বস্থিকর অবস্থা। শেষ যে জিনিসটা তাকে বেশি আপসেট করে সেটা হচ্ছে তার ডায়রিয়ার অনুভূতি হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, সে আশা করে তাকে আর খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

BanglaBook.org

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর এলেন কোহেন ক্রিস্টিনকে পরীক্ষক রুমে ডেকে নিয়ে যায়। সে যখন একটা ছোট স্ক্রিনের সামনে নগ্ন হয়, সে শীত অনুভব করে। সেখানে একটা হুক আছে এবং সে তার সকল কাপড়চোপড় সেখানে ঝুলিয়ে রাখে। তাকে যেভাবে বলা হয়েছে, সে হাসপাতালের গাউন পরে, যেটা তার উরু পর্যন্ত নেমেছে এবং সামনের দিকে বাঁধা। নিজের দিকে তাকিয়ে সে লক্ষ্য করে ঠাণ্ডায় তার স্তনবৃন্ত খাড়া হয়ে গেছে। ফ্রেবিকের পোশাকের উপর দিয়ে সে দুটোকে শক্ত বোতামের মতো মনে হচ্ছে। সে আশা করে সেগুলো ডাক্তার তাকে দেখার পূর্বে নেমে যাবে।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্রিস্টিন নার্সকে দেখতে পায়। মিসেস **ব্ল্যাকম্যান** একটা তোয়ালে দিয়ে যন্ত্রপাতি গোছাচ্ছেন। ক্রিস্টিন তার চোখের দিকে তাকানো

এড়িয়ে গেল, কিন্তু তার হাতের বিশেষ ধরনের ভয়ঙ্কর সব যন্ত্রপাতির দিক থেকে চোখ এড়াল না। সেখানকার ছুরি কাঁচি ক্রিস্টিনকে আরো দুর্বল করে ফেলল।

'আহ, খুব ভালো।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন। 'তুমি খুব দ্রুত করেছো এবং আমরা সেটাকে প্রশংসা করি। এসো।" মিসেস ব্ল্যাকমান পরীক্ষার টেবিল দেখিয়ে দিলেন।

'এখন এখানে উঠে পড়ো। ডাক্তার কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন।' তার পা দিয়ে মিসেস ব্ল্যাকম্যান একটা টুল সোজা পজিশনে নিয়ে এলেন।

তার গাউন ধরে রাখার জন্য দুহাত ব্যবহার করে ক্রিস্টিন পরীক্ষা টেবিলের দিকে তার পথ করে নিল। নানারকম ধাতব যন্ত্রপাতি টেবিলের শেষের দিকে, যেটাতে মনে হচ্ছে মধ্যযুগীয় শাস্তির অস্ত্র। সে টুলের উপর পা দিয়ে উঠে গেল এবং নার্সের দিকে মুখ করে বসে পড়ল।

মিসেস ব্ল্যাকম্যান তারপর পুরোপুরি মেডিকেল হিস্টোরী নিলেন, যেটা ক্রিস্টিনকে বেশ অভিভুত করল। কেউ ইতঃপূর্বে এতটা সময় নিয়ে এই কাজটা করেনি, যেটার সাথে সাথে সতর্কতার সাথে ক্রিস্টিনের পারিবারিক ইতিহাসও ছিল।

যখন ক্রিস্টিন প্রথম মিসেস ব্ল্যাকম্যানকে দেখে, সে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে এবং ভয় করতে থাকে যে নার্সটা এত ঠাণ্ডা আর কর্কশ হবে যেটা নার্সের অভিব্যক্তিই বলে দেয়। কিন্তু তার ইতিহাস গ্রহণের সময় মিসেস ব্ল্যাকম্যান এত স্বস্তিদায়ক এবং এত আগ্রহী ক্রিস্টিনের ব্যাপারে ক্রিস্টিন রিলাক্স হতে শুরু করে। একমাত্র উপসর্গ যেটা মিসেস ব্ল্যাকম্যান লিখে নোট করে নেন *মধ্যমমানের নির্গমন* যেটা ক্রিস্টিন শেষ কয়েক মাস যাবৎ লক্ষ্য করে আসছে।

'ঠিক আছে, এখন আমরা ডাক্তারের জন্য প্রস্তুত হই।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন, তালিকাটা পাশে ঝুলিয়ে রেখে। 'শুয়ে পড়ো এবং পা পাদানিতে রাখ।'

ক্রিস্টিন বাধ্য হয়, তার গাউনের দুইপ্রান্ত একত্রে রাখার চেষ্টা করে। এটা অসম্ভব এবং সেটা তাকে আবার ফ্যাকাশে করে তোলে। ধাতব পাদানি বরফের মতো ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, তার সমস্ত শরীরে গা শিহরানো ঠাণ্ডার অনুভূতি হয়।

মিসেস ব্ল্যাকম্যান একটা পরিছন্ন লন্ড্রি করা শিট ঝাকি দেন এবং এটা ক্রিস্টিনের উপর আচ্ছাদিত করেন। শেষ প্রান্ত তুলে, মিসেস ব্ল্যাকম্যান নিচ দিয়ে দেখেন। ক্রিস্টিন তার পুরোপুরি নগ্ন শরীরে নার্সের দৃষ্টি বুঝতে পারে।

'ঠিক আছে।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন, 'নিজেকে টেবিলের শেষ প্রান্ত নামিয়ে ফেল।'

ক্রিস্টিন শরীর মোচড় দিয়ে তার কোমরের দিকটা নাড়িয়ে তার পায়ের সাহায্যে পিছনের দিকে যেতে থাকে।

মিসেস ব্ল্যাকম্যান, শিটের তলা দিয়ে তখনও দেখে চলেছেন, সন্তুষ্ট হলেন না 'আরেকটু বেশি।'

ক্রিস্টিন এগিয়ে যায় যতক্ষণে তার পশ্চাদদেশ টেবিলের শেষ মাথায় এসে না

BanglaBook.org

লাগে।

'এখন ঠিক আছে।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন, 'ডা. হারপার আসার আগ পর্যন্ত রিলাক্স কর ।'

রিলাক্স! ক্রিস্টিন ভাবল। কিভাবে সে রিলাক্স করবে? তাকে এখন লাগছে বিক্রির জন্য দোকানে ঝুলিয়ে রাখা মাংসখণ্ডের মতো। তার পেছনে একটা জানালা এবং ঘটনা হচ্ছে তাকে ড্রেপ দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা হয়নি যেটা তাকে বিব্রত করছে।

কোনো রকম শব্দ ছাড়াই পরীক্ষা রুমের দরজা খুলে গেল এবং হাসপাতালের একজন ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল। রক্তের স্যাম্পলগুলো কোথায় যেগুলো ল্যাবে নিতে হবে?

মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন তিনি তাকে দেখিয়ে দেবেন এবং তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ক্রিস্টিন তাকে জীবাণুমুক্ত করার মধ্যে নিজেকে সপে দিল যেখানে এলকোহলের গন্ধ ভেসে আসে। সে তার চোখ বন্ধ করে ফেলল এবং গভীর করে শ্বাস নিল। এটাই সেই অপেক্ষা যা তার কাছে খারাপ লাগে।

দরজা খুলে গেল। ক্রিস্টিন তার মাথা উপরে তুলল, আশা করছিল ডাক্তারকে দেখতে পাবে, কিন্তু পরিবর্তে সে রিসিপশনিস্টকে দেখতে পেল, যে জিজ্ঞেস করছে মিসেস ব্ল্যাকম্যান কোথায়। ক্রিস্টিন তার মাথা ঝাঁকাল। রিসিপশনিস্ট চলে গেল, দরজা জোরে বন্ধ করে দিয়ে। ক্রিস্টিন তার মাথা ফিরিয়ে নিল এবং আবার তার চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে আর বেশি কিছু ধারণ করতে পারছে না।

ঠিক যখনই ক্রিস্টিন ভাবছিল সে উঠে পড়বে এবং চলে যাবে, দরজা খুলে গেল এবং ডাক্তার প্রবেশ করলেন।

'হাই, ডিয়ার। আমি ডাক্তার ডেভিড হারপার। আজকে তুমি কেমন বোধ করছ?"

'ফাইন,' ক্রিস্টিন ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল। ডা. ডেভিড হারপার তেমন নয় যেমনটি ক্রিস্টিন আশা করেছিল। তাকে একজন ডাক্তার হিসেবে অনেক তরুণ মনে হয়। তার মুখের ভাবভঙ্গিতে এখন বালসুলভ অভিব্যক্তি, যেটা তার প্রায় টেকো মাথার সাথে মানাচ্ছে না। তার চোখের ভুরু এত ঘন যে সেটা দেখতে সত্যিকারের মনে হয় না।

ডা. হারপার ছোট সিঙ্কের কাছে গেলেন এবং দ্রুত তার হাত ধুয়ে ফেললেন।

'তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাউন্টারের উপর তার তালিকাটা পড়তে পড়তে।

'হ্যাঁ' ক্রিস্টিন উত্তর দিল।

'তুমি কি নিয়ে পড়াশুনা করছ?"

'আর্টস।' ক্রিস্টিন বলল।

ক্রিস্টিন জানে ডা. হারপার শুধু তার সাথে কিছু কথা বলছেন। কিন্তু সে সেটার তোয়াক্কা করে না। প্রকৃপক্ষে এটা তার জন্য একটা স্বস্তিকর ব্যাপার এতক্ষণ অপেক্ষার পর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা।

BanglaBook.org

'আর্টস, এটা কি ভালো বিষয় নয়,' ডা. হারপার অন্য স্বরে বললেন। তার হাত শুকানোর পর, তিনি রাবার গ্লোভের একটা প্যাকেট ছিড়ে ফেললেন। ক্রিস্টিনের সামনে তিনি তার মধ্যে হাত ভরে দিলেন, সেটা কব্জি পর্যন্ত টেনে নিলেন এবং প্রতিটি আঙুল ভালোভাবে ভরে দিলেন। এটা বেশ ভালোভাবে ঢুকে গেল, যেন প্রথার অংশ। ক্রিস্টিন লক্ষ্য করে দেখল ডা. হারপারের মাথায় ছাড়া সবত্র লোমের উপস্থিতি। সাদা রাবার গ্লোভসের ভেতর দিয়ে তার হাতের কালো লোমগুলো অশ্লীল দেখাতে থাকে।

টেবিলের পায়ের কাছের দিকে হেঁটে গিয়ে, তিনি তার মধ্যম মানের নির্গমন ও ফুটকির মতো দাগগুলো দেখলেন। সুস্পষ্টত তিনি অন্য উপসর্গ দেখে খুশি হলেন না। কোনো রকম দেরি ছাড়াই তিনি একটা ছোট টুলের উপর বসে পড়লেন।

ক্রিস্টিন একটা ভয়াবহ অবস্থা অনুভব করল যখন তার শরীরের উপরের শিটের নিচের দিকটা উঁচু করে ধরা হলো।

যখন ক্রিস্টিন টেবিলের দিকে সরে গেল তখন পরীক্ষা রুমের দরজা খুলে গেল এবং মিসেস ব্ল্যাকম্যান প্রবেশ করলেন। ক্রিস্টিন তাকে দেখে খুশি হলো। সে অনুভব করল তার দুপা টেনে ফাক করা হচ্ছে, যতটুকু ফাক করা যায়। সে আরো বেশি শিট খুলতে দিল না এবং গোটা ব্যাপারটাই অশ্লীলতার পর্যায়ে পর্যবসিত তার মনে হলো।

'এখন গ্রেভস স্পেকুলাম দরকার হবে।' ডা. হারপার মিসেস ব্লাকম্যানের দিকে বললেন।

ক্রিস্টিন কি হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে একটা ধাতব যন্ত্রের অন্য আরেকটা ধাতব যন্ত্রের সাথে বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনতে পায়, এবং এটা তাব পেটের মধ্যে আগের মতোই একটা ডুবন্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে।

'ঠিক আছে।' ডা. হারপার বললেন। 'আমি চাই এখন তুমি রিলাক্স হও।'

ক্রিস্টিন কোনো রকম সাড়া দেয়ার আগেই, গ্লোভস পরিহিত আঙুল ক্রিস্টিনের যৌনাঙ্গের পাঁপড়ি ফাক করে ধরে এবং তার উরুর মাংসপেশী রিফ্লেক্স করে। তারপর সে অনুভব করে ধাতব ঠাণ্ডা স্পর্শ।

'কাম অন, রিলাক্স। কখন তোমার শেষ পাপস স্মেয়ার হয়েছে?'

প্রশ্নটা বুঝতে ক্রিস্টিনের কয়েক সেকেন্ড লাগল যে প্রশ্নটা তাকেই করা হয়েছে।

'প্রায় এক বছর আগে।' সেখানে একটা ছড়িয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

ডা. হারপার নিরব রইলেন। কি ঘটছে সে সম্বন্ধে ক্রিস্টিনের কোন ধারণাই নেই। যখন স্পেকুলাম তার ভেতরে যায়, সে কোনোরকম মাংসপেশী নাড়াতে ভয় পায়। কেন এটাতে এত বেশি সময় নিচ্ছে? স্পেকুলাম খুব ধীরে নড়ছে এবং সে শুনতে পাচ্ছে ডাক্তারের গুঞ্জন। কোনো কিছু কি তার ক্ষেত্রে ভুল ঘটেছে? তার মাথা তুলে, ক্রিস্টিন দেখতে পায় সে এমনকি নিজের অংশ দেখতে পাচ্ছে না। সে ঘুরে যায় এবং ছোট টেবিলের উপর কুঁকড়ে যায়। সেখানে এমন কিছু করা হচ্ছে যাতে দুহাতই লাগছে। মিসেস ব্ল্যাকম্যান মাথা নাড়ছেন এবং ফিসফিস করে কথা বলছেন। শুয়ে শুয়ে ক্রিস্টিন ভাবে তিনি সেটা তাড়াতাড়ি করবেন এবং স্পেকুলাম বের করে নেবেন। তারপর সে

BanglaBook.org

অনুভব করে এটা নড়ছে। তার পেটের ভেতরে আবার সেই অদ্ভুত ডুবে যাওয়া অনুভূতি হচ্ছে।

'ঠিক আছে।' ডা. হারপার শেষ পর্যন্ত বললেন। স্পেকুলাম বেরিয়ে এল এটা যত দ্রুত ঢুকেছিল তার চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং শুধু এক মুহূর্তের জন্য ব্যথার অনুভূতি দিয়ে। ক্রিস্টিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'তোমার জরায়ুর অবস্থা খুবই ভালো।' ডা. হারপার শেষ পর্যন্ত বললেন। তিনি তার হাতের গ্লোভস খুলে ফেললেন এবং সেগুলো ফেলে দিলেন।

'আমি খুশি।' ক্রিস্টিন বলল, এই অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে।

খুব দ্রুত স্তন পরীক্ষার পর, ডা. হারপার তাকে বললেন সে পোশাক পরে ফেলতে পারে। তিনি ব্যস্ততা দেখালেন অন্য কাজের জন্য।

ক্রিস্টিন স্ক্রিনের পেছনে চলে গেল এবং পর্দা টেনে দিল। সে তার পোশাক পরে নিল যত তাড়াতাড়ি পরা সম্ভব, আশাঙ্কা করছে ডাক্তার হয়তো তার আগেই বেরিয়ে যাবেন সে কয়েকটা কথা ডাক্তারের সাথে বলার আগেই। যখন সে ড্রেসিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে আসছে তখনও সে তার ব্লাউজের বোতাম লাগাতে ব্যস্ত। এটা খুব ভালো সময়মাফিক কাজ, কারণ ডা. হারপার কেবল তার চার্ট দেখা শেষ করেছেন।

'ডা. হারপার।" ক্রিস্টিন শুরু করল। 'আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'তুমি কি বিষয়ে জানতে চাও?"

'আমি জানতে চাই জন্মনিয়ন্ত্রের জন্য আমি সর্বোত্তম কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি।'

ডা. হারপার কাঁধ ঝাঁকালেন।

'প্রতিটি মেথডের ভালো এবং খারাপ দিক রয়েছে। তোমার অবগতির জন্য, আমি মনে করি না যে কোনো মেথডের জন্য তোমার কোন কন্ট্রাডিকেশন আছে। এটা তোমার ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। এটা সম্বন্ধে মিসেস ব্লাকম্যানের সাথে কথা বল।'

ক্রিস্টিন মাথা ঝাঁকাল। সে আরও বেশি প্রশ্ন করতে চায়, কিন্তু ডা. হারপারের রূঢ় ব্যবহার তাকে আত্মসচেতন করে তোলে।

'তোমার পরীক্ষা।' ডা. হারপার বলে চলেন, তিনি তার কলম জ্যাকেটের পকেটে রাখেন এবং উঠে দাঁড়ান। 'বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই স্বাভাবিক। আমি লক্ষ্য করেছি তোমার জরায়ু গাত্রে খুব সামান্য ক্ষয়, যেটার কারণেই তোমার মধ্যমমানের নির্গমণ। এটা কিছুই না। সম্ভবত কয়েক মাস পরে আমরা আবার এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।'

'ক্ষয়টা কিসের?" ক্রিস্টিন জিজ্ঞেস করল। সে কি জানতে চাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার নয়।

'এটা শুধু একটা এরিয়ায় সাধারণ ইপিথেলিয়াল কোষের ক্ষয়।' ডা. হারপার বললেন। 'তোমার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে?

ডা. হারপার এটা এমন ভাবে বললেন যে তার ব্যস্ততা আছে এবং তিনি এই

BanglaBook.org

কথোপকথন শেষ করতে চাচ্ছেন।

ক্রিস্টিন দ্বিধায় পড়ে গেল।

'বেশ, আমার আরো রোগী আছে।' ডা. হারপার তাড়াতাড়ি বললেন। 'যদি তোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরো তথ্যের দরকার হয়, মিসেস ব্ল্যাকম্যানকে জিজ্ঞেস কর। তিনি কাউন্সেলিংয়ের জন্য খুবই ভালো। ভালো কথা, এই পরীক্ষার পর তোমার ওখান থেকে সামান্য রক্তপাত হতে পারে। কিন্তু এটা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে না। কয়েক মাস পরে তোমার সাথে আবার দেখা হবে।' শেষ হাসি হেসে, এবং ক্রিস্টিনের মাথায় ছোট একটা চাপড় দিয়ে ডা. হারপার বেরিয়ে গেলেন।

এক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল এবং মিসেস ব্ল্যাকম্যান ভেতরে তাকালেন। তাকে দেখে বিস্মিত মনে হলো যে ডা. হারপার এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছেন।

'এটা খুবই তাড়াতাড়ি।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন, চার্ট তুলে নিতে নিতে। 'আমাদের ল্যাবে এস এবং আমরা তোমার কেসটা শেষ করব এবং তোমাকে বাড়ির পথে যেতে দিব।'

ক্রিস্টিন মিসেস ব্ল্যাকম্যানকে অনুসরণ করে অন্য একটা রুমে এল যেখান দুটো পরীক্ষা টেবিল এবং বিশাল লম্বা কাউন্টার টেবিল আছে। কাউন্টার টেবিলের উপর একটা মাইক্রোস্কোপ সহ মেডিকেলের অনেক সরঞ্জামাদি। দূরের দেয়ালে কাচ লাগানো যন্ত্রপাতির ক্যাবিনেট যেটা বিকৃত দর্শন সব যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। এর পরে একটা চক্ষু পরীক্ষার চার্ট টাঙানো। ক্রিস্টিন এটা লক্ষ্য করল কারণ এর ভেতর একটা চার্ট শুধু ইংরেজী **উ** অক্ষর দিয়ে ভরা।

'তুমি কি চশমা পরো?' মিসেস ব্ল্যাকম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

'না।' ক্রিস্টিন জবাব দিল।

'বেশ।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন। 'এখন তুমি শুয়ে পড়ো এবং আমরা তোমার রক্তের কাজ করতে চাই।'

ক্রিস্টিন তাই করল যা তাকে বলা হলো। 'যখন রক্ত নেয়া হয় আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ি।'

'এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।' মিসেস ব্ল্যাকম্যান বললেন। 'সেজন্য আমরা তোমাকে শুয়ে পড়তে বলেছি।'

ক্রিস্টিন চোখ বন্ধ করে থাকে যাতে তাকে সূচের ডগা দেখতে না হয়।

মিসেস ব্ল্যাকম্যান খুব দ্রুততার সাথে ক্রিস্টিনের রক্তচাপ ও নাড়ির গতি দেখে নেন। তারপর তিনি চোখের পরীক্ষার জন্য গোটা রুম অন্ধকার করে দেন।

ক্রিস্টিন চেষ্টা করে মিসেস ব্লাকম্যানের সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলাপ করতে কিন্তু এটা হচ্ছে না, যতক্ষণ না তিনি তার নিয়মমাফিক কাজগুলো শেষ করছেন। তারপর তিনি ক্রিস্টানের প্রশ্নগুলো শুনলেন। তিনি ক্রিস্টিনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে কথা বলতে বললেন। বললেন যে এখন তার গাইনোকলজিক্যাল পরীক্ষা দিতে

BanglaBook.org

কোনো সমস্যা নেই। ক্ষয়ের কথা স্মরণ করে, মিসেস ব্ল্যাকম্যান জানালেন সবকিছুই পরিস্কার। তারপর তিনি ক্রিস্টিনের ফোন নম্বর নিয়ে নিলেন এবং তাকে বললেন সে যেন জানায় যদি কোনো অনিয়ম দেখা দেয়।

বেশ স্বস্তির অনুভূতি নিয়ে ক্রিস্টিন ব্যস্ততার সাথে ক্লিনিক থেকে বের হলো। শেষ পর্যন্ত এটা শেষ হয়েছে। সর্বোপরি, সে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সে সিদ্ধান্ত নেয় আজকের সন্ধ্যের ক্লাসটা গ্যাপ দিতে। গাইনী ক্লিনিকের কেন্দ্রে এসে ক্রিস্টিন কিছুটা হকচকিয়ে যায়, ভুলে গেছে কোন পথ দিয়ে সে ঢুকেছিল। মোড় ঘুরে সে এলিভেটরের সাইন দেখতে পায়। সে এটার নিকটবর্তী করিডোর পায়। কিন্তু যখন কোনো অক্ষরের দিকে তার রেটিনার প্রতিফলন ঘটে, অদ্ভুত কিছু একটা তার ব্রেনে ঘটে যায়। সে অনুভব করে অদ্ভুত অনুভূতি এবং কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মাথা ঘুরানো, একটা অদ্ভুত গন্ধ। যদিও সে গন্ধের উৎসটা বুঝতে পারছে না। ক্রিস্টিন অনুভব করে এটা অদ্ভুতভাবে পরিচিত।

তার এড়ানোর শক্তি দিয়ে ক্রিস্টিন চেষ্টা করে এই উপসর্গগুলো এড়িয়ে যায় এবং তার পথে জনাকীর্ণ করিডোর দিয়ে যায়। তাকে এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মাথা ঘোরা আরো বাড়তে থাকে এবং করিডোর যেন ঘুরতে থাকে। সে সাপোর্টের জন্য একটা দরজা আঁকড়ে ধরে। তার চোখ বন্ধ করে ফেলে। ঘূর্ণনের অনুভূতি বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে সে তার চোখ খুলতে ভয় পায় যে উপসর্গগুলো আবার ফিরে আসবে। এবং যখন সে সেটা করে, সেটা ধীরে ধীরে খোলে। ধন্যবাদ যে ঘূর্নন আর ফিরে আসেনি এবং কয়েক মুহূর্ত পরে সে দরজা আঁকড়ানো ছাড়তে পারে।

ক্রিস্টিন একটা পদক্ষেপ নেয়ার আগে, তার একটা হাত আঁকড়ে ধরে এবং সে ভয়ে হাত মোচড়াতে থাকে।

সে স্বস্তি বোধ করে যখন দেখে এটা ডা. হারপার।

'তুমি কি ঠিক আছ?' তিনি জিজ্ঞেস করেন।

'আমি বেশ আছি।' ক্রিস্টিন তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, বিব্রত তার উপসর্গের ব্যাপারে।

'তুমি কি নিশ্চিত?'

ক্রিস্টিন মাথা নাড়ে এবং জোর দেয়ার জন্য তার হাত হারপারের হাতের মধ্য থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

'দুঃখিত, আমি তোমাকে বিরক্ত করেছি।' ডা. হারপার বললেন। যিনি নিজেকে দোষী দেখালেন এবং হলের দিকে হেঁটে গেলেন।

ক্রিস্টিন তাকে ভিড়ের মধ্যে যেতে দেখল। সে শ্বাস নিল এবং এলিভেটরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সে তার পা ঘষে ঘষে যেতে থাকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

মার্টিন এনজিওগ্রাফি রুম ত্যাগ করার চেষ্টা করেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তিনি রেসিডেন্টকে সম্মত করলেন সবকিছু ঠিকঠাক রাখার ব্যাপারে। রোগীর ধমনী থেকে ক্যাথেটার সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি করিডোর দিয়ে হেঁটে চলেছেন, অফিসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, আশা করছেন হেলেন লাঞ্চে চলে গেছে, কিন্তু যখন তিনি করিডোরের শেষ কোণায়, তিনি তাকে দেখলেন এবং তার হাতে বিড়াল ধরে রাখার মতো করে সব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কাগজ ধরা। এটা নয় যে ফিলিপস সত্যিই তাকে দেখতে চায় না, এটা শুধু এটাই তিনি জানেন হেলেনের কাছে সব খারাপ সংবাদই আছে।

'দ্বিতীয় এনজিওগ্রাফি রুম আবারও আগের মতো কাজ করছে না।' হেলেন বলল যখন সে তার মনোযোগ নিতে সমর্থ হলো। 'এটা শুধু এক্সরে ইউনিটই নয়, কিন্তু সেই মেশিনটা যেটা ফিল্মগুলো সরায়।'

ফিলিপ মাথা নাড়ে যখন তিনি তার লেড এপ্রন ঝুলিয়ে ধরে আছেন। তিনি সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন এবং তিনি বিশ্বাস করেন হেলেন নিশ্চয় ইতোমধ্যে কোম্পানিকে ডেকেছে যাদের সাথে সার্ভিস চুক্তি করা আছে। তিনি তার কাজের টেবিলে প্রিন্টকৃত ডিভাইসটা দেখতে পেলেন। তিনি একটা কম্পিউটারকৃত গোটা পাতা দেখতে পেলেন।

'সেই সাথে সেখানে ক্লেয়ার ও'ব্রাইন এবং জোসেফ এ্যাবোডানজার সমস্যা আছে।' হেলেন বলল। ক্লেয়ার এবং জোসেফ নিউরোরেডিওলজি টেকনিশিয়ান, তারা কয়েক বছর যাবৎ কাজ শিখছে।

'কি জাতীয় সমস্যা?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বিয়ে করবে।'

'বেশ।' ফিলিপস হাসলেন। 'তারা ডার্ক রুমে কোনো অস্বাভাবিক দৃষ্টিকটু কিছু করেছে নাকি?'

'না,' হেলেন বলল 'তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা এই জুনে বিয়ে করবে। তারপর তারা পুরোটা সামার ইউরোপ ট্রিপে কাটাবে।'

'গোটা সামার!' ফিলিপস চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তারা সেটা করতে পারে না। এটা খুবই কঠিন হয়ে যাবে তাদের একত্রে একই সময়ে দুই সপ্তাহের জন্য যেতে দিতে। আমি আশা করছি তুমি তাদের সেটা বুঝিয়ে বলেছো।'

'অবশ্যই আমি সেটা করেছি।' হেলেন বলল, 'কিন্তু তারা বলেছে তারা কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। তারা এটা তবুও করবে যদি তাদের চাকরিচ্যুত করাও হয়।'

'হায় খোদা!' ফিলিপস তার কপাল চাপড়ে বললেন। তিনি জানেন তাদের প্রশিক্ষণ দক্ষতায় তারা দুজন যে কোনো বড় মেডিকেল সেন্টারে কাজ পেয়ে যাবে।

'সেই সাথে।' হেলেন বলল, 'মেডিকেল স্কুলের ডিন ডেকেছেন। তিনি বলেছেন তারা মিটিংয়ের ভোটে পাস করেছেন মেডিকেল স্কুলের স্টুডেন্টদের সংযুক্ত করে দেবেন

BanglaBook.org

নিউরোরেডিওলজির রোটেশনে। তিনি বলেছেন গত বছর স্টুডেন্টের ভোটে এই বিষয়টা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে।'

ফিলিপস তার চোখ বন্ধ করে ফেললেন এবং তার ঘাড়ের পিছনের দিকটাকে ম্যাসেজ করলেন।

আরো বেশি মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী! এটাই কি আর বেশি প্রয়োজন ছিল! হায় খোদা!

'এবং শেষ যে জিনিসটা,' হেলেন বলল, দরজার দিকে যেতে যেতে, 'মি. মাইকেল ফার্গুসন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ডেকেছিলেন যে রুমটা আমরা সাপ্লাইয়ের জন্য ব্যবহার করি ওটা খালি করে দিতে হবে। তাদের ওটা সামাজিক কর্মকান্ডে লাগবে।'

'এবং কি, আমরা তাহলে সাপ্লাইয়ের জিনিসগুলো নিয়ে কি করব?'

'আমিও একই প্রশ্ন করেছিলাম,' হেলেন বলল, 'তিনি বললেন, তিনি জানেন ওই জায়গাটা নিউরোরেডিওলজির জন্য দেয়া নয় এবং আপনারা অন্য কিছু ভাবতে পারেন। বেশ, আমি লাঞ্চের জন্য ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি। আমি খুব দ্রুত ফিরে আসব।'

'নিশ্চয়।' ফিলিপস বললেন। 'তোমার লাঞ্চ উপভোগ কর।'

ফিলিপস কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেন যতক্ষণে তার রক্তচাপ স্বাভাবিকে আসে। কর্তৃপক্ষের সমস্যাগুলো সহ্যসীমার অতিরিক্ত বেড়ে চলেছে। তিনি প্রিন্টকৃত জিনিসের দিকে হেঁটে গেলেন এবং রিপোর্টটা টেনে বের করলেন।

রাত্রিদ, স্কাল ১

ম্যারিনো, লিসা

ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন

২১ বছর বয়সী তরুণী এক বছরের টেমপোরাল লোবের ইপেলেপ্সির ইতিহাস। বাম দিকের পার্শ্বীয় একটা বহনযোগ্য এক্সরে ইউনিট দিয়ে নেয়া। সেখানে একটা বড় স্বচ্ছতা ডানদিকের টেমপোরাল অংশের সে এরিয়ায় একটা অজানা কারণে। এই ইম্প্রেশন নিশ্চিত হয় খুব ভারী সফট টিসু এরিয়ায় বড় খুলির ক্লিপের পর তার নিচে দেখা যায়। এক্সরে খুব বেশি অপারেটিভ এক্সরে। অসংখ্য মেটালিক বডিজ সারফেস ইলেক্ট্রোডে দ্বারা নোট করা হয়। দুটো সরু সিলিন্ডার আকৃতির মেটালিক ইলেকট্রোড টেমপোরাল লোবের গভীরে প্রবেশ করানো

BanglaBook.org

হয়। খুব সম্ভবত অ্যাম্যাগডালা এবং হিপপোক্যাম্পাস অঞ্চলে। ব্রেনের ঘনত্ব অক্সিপিটাল, মিডপ্যারাইটাল এবং লেটেরাল টেমপোরাল লোবে ভিন্নতা দেখা যায়।

উপসংহার

অপারেটিভ এক্সরে বিশাল হাড়ের সমস্যা ডান টেমপোরাল অঞ্চলে। অনেকগুলো সারফেস ইলেকট্রোড দুটো গভীর ইলেকট্রোড। বেশি জায়গা জুড়ে ঘনত্বের ভিন্নতা।

মন্তব্য

এন্টেরিও-পোস্টেরিয়র এবং অবলিক প্রজেকশন ও সিএটি স্ক্যান আরো ভালোর জন্য করা হয়েছে যেটাকে ঘনত্বের ভিন্নতা এবং গভীর ইলেকট্রোডের ব্যাপার আছে। এনজিওগ্রাফিক ডাটা জানায় গভীর ইলেকট্রোডের বড় ভেজেলের কাছে।

**** প্রোগ্রাম অনুরোধে কেন্দ্রীয় মেমোরি ইউনিট লিনিয়ার ঘনত্বের ভিন্নতায়।

ধন্যবাদ এবং দয়া করে চেক পাঠান।

উইলিয়াম মিখাইল, পি এইচ ডি
এবং
মার্টিন ফিলিপস, এম ডি

BanglaBook.org

ফিলিপস বিশ্বাস করতে পারছে না এই মুহূর্তে সে যেটা পড়েছে। এটা ভালো, এটা ভালোর চেয়ে ভালো। এটা অভূতপূর্ব। এবং শেষের দিকে কিছুটা রসাত্বক আবেদন। এটা সত্যিই অভূতপূর্ব।

ফিলিপস রিপোর্ট বিভাগে ফিরে গেল। এটা তার জন্য অনন্যসাধারণ, বিশ্বাস করা কঠিন এই মাত্র যে রিপোর্টটা তিনি পড়েছেন সেটা তাদের যন্ত্র থেকে এসেছে, অন্য কোনো নিউরোরেডিওলজিস্টের কাছ থেকে নয়। যদিও এই বিভাগটি প্রোগ্রাম করা ক্রানিওটমির জন্য। কিন্তু দেখে মনে হয় এটাতে যেটাই দেখা হবে সেটার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। এবং সেখানে আরেকটা অংশ আছে ঘনত্বের ভিন্নতার উপর। ফিলিপসের কোন ধারণাই নেই সেটা কি।

লেজার স্ক্যানার থেকে লিসা ম্যারিনোর এক্সরে নিয়ে, ফিলিপস একটা ভিউয়ারে রাখলেন। তিনি সামান্য সতর্ক সংকেত অনুভব করতে থাকেন যখন তিনি প্রিন্টকৃত সাজেশানের মধ্যে কোনো ভিন্নতা দেখতে পান না। হতে পারে তাদের নতুন প্রক্রিয়াটা হবে ঘনত্ব নিয়ে, যেটা শুরু থেকে আশ্চর্যজনক।

ফিলিপস তার অলটারনেটর চালু করলেন এবং স্ক্রিনে এক্সরের ফ্লাশ দিলেন যতক্ষণ না তিনি লিসা ম্যারিনোর এনজিওগ্রাম স্টাডি দেখতে পেলেন। তিনি অলটারনেটর বন্ধ করে দিলেন এবং তার পূর্বের একটা লেটেরাল খুলির এক্সরে ফিল্ম নিলেন। এটা অপারেটিভ এক্সরের পাশে রেখে, তিনি আবার ঘনত্বের ভিন্নতা দেখার চেষ্টা করলেন যেটা প্রিন্টকৃত কাগজে বিস্তৃত আছে। তাকে হতাশ করে দিয়ে এক্সরে স্বাভাবিক দেখাতে থাকে।

তার অফিসের দরজা খুলে যায় এবং ডেনিস স্যাংগার আসেন। ফিলিপস হাসেন কিন্তু তারপর তিনি যা করছিলেন সেদিকে চলে যান। একটা কাগজের অর্ধেক ভাজ করে তিনি সেটার মাঝখানে একটা ছোট টুকরো করে ফেলেন। যখন তিনি কাগজটা খোলেন সেখানে মাঝখানে একটা ছোট ফুটো।

'সুতরাং' ডেনিস বলেন, তার হাত ফিলিপসের চারদিকে জড়িয়ে ধরার মতো করে রেখে, 'আমি দেখছি তুমি এখানে কাগজ ফুটো করার কাজে ব্যস্ত।'

'বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক পথে।' ফিলিপস বললেন। 'অনেক কিছুই ঘটেছে যখন আজ সকালে তোমার সাথে আমার দেখা হলো তার পর থেকে। মিখাইল আমাদের প্রথম মাথার খুলির রিডিং ইউনিট দিয়ে গেছে। এটাই সেখানের প্রথম প্রিন্ট-আউট।'

যখন ডেনিস এটা পড়ছেন, ফিলিপস সেই মাঝখানের ফুটো করা কাগজটা লিসা ম্যারিনোর এক্সরের উপর ধরলেন। কাগজটা যেটা করল এক্সরে ফিল্মের সব জটিল অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে দিল শুধু ফুটোর ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান অংশটুকু ছাড়া। মার্টিন খুব সতর্কতার সাথে ছোট সেই অংশটুকু রিড করতে থাকেন। কাগজটা সরিয়ে নিয়ে তিনি ডেনিসকে বলেন যদি সে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়। ডেনিস কিছু দেখতে পেলেন না। যখন সেখানে কাগজটা বসানো হলো তখনও তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। যখন ফিলিপস কিছু সাদা অংশ দেখিয়ে দিলেন তখন তার দৃষ্টিগোচর হলো। কাগজটা সরিয়ে নিয়ে, তারা দুজনেই এবার এটা দেখতে চেষ্টা করেন এবং সেটা দেখেন।

'তুমি এটাকে কি মনে কর?" ডেনিস জিজ্ঞেস করেন, যখন তিনি ফিল্মটা খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখছেন।

'আমার সামান্যতম কোনো ধারণাই নেই।' ফিলিপস ইনপুট আউটপুট ইউনিটের দিকে এগিয়ে গেলেন। কম্পিউটারকে প্রস্তুত করতে থাকেন লিসা ম্যারিনোর পূর্বের এক্সরে দেয়ার জন্য। তিনি আশা করেন প্রোগ্রামটা একই ঘনত্বের ভিন্নতা দেখাবে। লেজার স্ক্যানার ফিল্মটাকে আগের মতোই গলাধঃকরণ করে নিল। 'কিন্তু এটা আমাকে বিরক্ত করে।' ফিলিপস যোগ করলেন। তিনি আবার ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের কাছে

BanglaBook.org

ফিরে গেলেন।

'কেন?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন, তার মুখ এক্সরের আলোয় বিবর্ণ ফ্যাকাশে হলুদ দেখাতে থাকে। 'আমি মনে করি এই রিপোর্টটা অভূতপূর্ব।'

'এটা তাই।' ফিলিপস সম্মতি দিলেন। 'সেটাই হলো কথা। এটা বলতে চায় যে এই প্রোগ্রামটা তার সৃষ্টিকর্তার চেয়ে অনেক ভালো এক্সরে রিড করতে পারে। আমি কখনও এই ঘনত্বের ভিন্নতা দেখি নাই। আমার এখন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গল্পের কথা মনে পড়ছে।' হঠাৎ করে মার্টিন হাসতে শুরু করে।

'এখন বল এত হাসির কি হলো?' ডেনিস জিজ্ঞেস করল।

'মিখাইল! সম্ভবত এই জিনিস এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে প্রত্যেকবার যখন আমি এটাতে এক্সরে ফিল্ম দেব এটা আমাকে কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা রিলাক্স দেবে। প্রথমবার এটা আমার কাছে এক কাপ কফি চেয়েছিল। এবারে এটা বলছে খাওয়ার জন্য এক কামড় দিতে।'

'এটা শুনে খুব ভালো জিনিস বলেই মনে হচ্ছে।' ডেনিস বললেন। 'তুমি কফি শপে নিয়ে গিয়ে যে রোমান্টিক কথা বলবে বলেছিলে সেটার কি হলো? আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। আমাকে আবার সিএটি স্ক্যানারের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

'আমি এই মুহূর্তে এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারছি না।' ফিলিপস কর্মব্যস্ত গলায় বলল। তিনি জানেন তিনি লাঞ্চের জন্য বলেছিলেন এবং তিনি তাকে হতাশ করতে চান না। 'আমি সত্যিই এই জিনিস নিয়ে উত্তেজিত।'

'ঠিক আছে।' ডেনিস বলল। 'কিন্তু আমি একটা স্যান্ডউইচ খাওয়ার জন্য যাচ্ছি। আমি কি তোমার জন্য কিছু একটা নিয়ে আসব?"

'না, ধন্যবাদ।' ফিলিপস বললেন। তিনি লক্ষ্য করছেন আউটপুট ডিভাইস ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

'আমি সত্যিই খুব খুশি যে তোমার গবেষণা বেশ ভালোভাবেই চলছে।' তিনি দরজার কাছে যেতে যেতে বললেন। 'আমি জানি এটা তোমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।' তারপর তিনি চলে গেলেন।

যখন প্রিন্টের আউটপুট বন্ধ হয়ে গেল, ফিলিপস শিটটা টেনে বের করলেন। প্রথমটার মতোই, রিপোর্টটা পুরোপুরি এবং ফিলিপসের জন্য, কম্পিউটার আবারও ঘনত্বের ভিন্নতা বর্ণনা করে এবং সিএটি স্ক্যান আরও বেশি এক্সরে আশা করে।

ফিলিপস মাথা পিছনের দিকে দিয়ে উত্তেজনায় শিহরে ওঠেন। তিনি কাউন্টার টেবিলের উপর তাকান। লিসা ম্যারিনোর কয়েকটা এক্সরে ক্লিপ থেকে খুলে পড়েছে এবং ভিউয়ার স্ক্রিন থেকে পড়ে গেছে। ফিলিপস সেদিকে ঘুরে যান এবং ঝুঁকে সেগুলো তুলতে যান, তিনি হেলেন ওয়াকারকে দেখতে পান। সে তাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে, যেন তিনি একজন উন্মত্ত মানুষ।

'ডা. ফিলিপস, আপনি কি ঠিক আছেন?" হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'নিশ্চয়।' মার্টিন বললেন, বুঝতে পারছেন যখন তিনি এক্সরে তুলছেন তার মুখ লাল

BanglaBook.org

হয়ে যাচ্ছে। 'আমি ভালো আছি। শুধু কিছুটা উত্তেজিত। আমি ভেবেছিলাম তুমি লাঞ্চ করতে গেছো?'

'আমি গিয়েছিলাম।' হেলেন বলল, 'আমি ডেস্কে বসে খাব বলে একটা স্যান্ডউইচ কিনে এনেছি।'

'উইলিয়াম মিখাইলকে আমার জন্য ফোনে ধরে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে কি?'

মাথা ঝুঁকায় এবং বেরিয়ে যায়।

ফিলিপস এক্সরেটা দেখে। এক্সরেতে একটা কালো জায়গা দেখে। সে আশ্চর্য হয়, এটার মানে কি। এটা দেখতে ক্যালসিয়ামের মতো নয়, এবং এটা কোনো রক্তনালিকার মতোও নয়। সে আশ্চর্য হয় যদি এই পরিবর্তনটা গ্রে ম্যাটার অথবা ব্রেনের সেলুলার এরিয়ায় যেটাকে করটেক্স বলে অথবা যদি সেটা হোয়াইট ম্যাটার অথবা ব্রেনের ফাইবার স্তরে হয়।

ফোন বাজতে থাকে এবং ফিলিপস সেখানে পৌঁছে রিসিভ করে। এটা মিখাইল, ফিলিপসের উত্তেজনা সুস্পষ্ট যখন তিনি প্রোগ্রামের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এটা এমনকি ঘনত্বের ভিন্নতা দিতেও সক্ষম। তিনি এত দ্রুত কথাগুলো বলে যান মিখাইল তাকে ধীরে ধীরে বলতে বলেন।

'বেশ, আমি খুশি, এটা আমরা যে রকম আশা করেছিলাম সেভাবেই কাজ করছে।' মিখাইল বলল, যখন মার্টিন শেষ পর্যন্ত থামলেন।

'আশা করেছিলাম? এটা আমি যেটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।'

'খুব ভালো।' মিখাইল বলল, 'আপনি কতগুলো পুরানো এক্সরে ওর মধ্য দিয়ে চালিয়েছেন?'

'সত্যিকারে একটাই মাত্র।' মার্টিন জানালেন, 'আমি দুটো চালিয়েছে, কিন্তু সে দুটো একই রোগীর।'

'আপনি মাত্র দুটো এক্সরে চালিয়েছেন?' মিখাইল হতাশার স্বরে বলল। 'আমি আশা করছি আপনার কাজগুলো করতে সমস্যা হয়নি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি এত বেশি সময় আজকের দিনে পাইনি আমাদের প্রজেক্টে ব্যয় করার জন্য।'

মিখাইল জানাল সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু ফিলিপস জোর দিয়ে বললেন এই প্রোগ্রামটা গত কয়েক বছরে তিনি যতগুলো স্কাল এক্সরে ফিল্ম রিড করেছেন তার সবগুলো দিতে। তারপর এই বিষয়ে একটা ধারণায় চূড়ান্ত করা যেতে পারে। মিখাইল জোর দিল যে এটা তাদের কাজের অংশ যে ভুল তথ্যগুলো ধরে বের করতে হবে।

মার্টিন শুনে যেতে থাকেন, কিন্তু তিনি লিসা ম্যারিনোর এক্সরের মাকড়সার মতো ঘনত্বের পরিবর্তন থেকে চোখ সরান না। তিনি জানেন সে একজন মৃগী রোগী এবং তার বিজ্ঞানমনস্ক মন দ্রুত প্রশ্ন করে যে সেই মূর্ছা এবং এক্সরে এখন যেটা পেয়েছে সেটার মধ্যে পারস্পারিক কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। সম্ভবত তারা কিছু নিউরোলজিক্যাল

BanglaBook.org

রোগের ব্যাপার উপস্থাপনা করতে চলেছে...

ফিলিপস মিখাইলের সাথে কথোপকথন একটা নতুন উত্তেজনার বশে বন্ধ করে দিলেন। তিনি মনে করতে পারেন লিসা ম্যারিনোর একটা ডায়াগনসিসে ছিল *মাল্টিপল স্কেলেরোসিস।* যদি এই রোগের একটা রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনসিস করা যায়? সেটা খুব অভূতপূর্ব ব্যাপার হতে পারে। ডাক্তারেরা মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের একটা ল্যাবরেটরি ডায়াগনসিস কয়েক বছর যাবৎ খুঁজছে। মার্টিন জানে তার আরো বেশি লিসা ম্যারিনোর এক্সরে এবং একটা নতুন সিএটি স্ক্যান দরকার। এটা খুব সহজ নয়, কারণ মেয়েটাকে কেবল অপারেশন করা হয়েছে। আর মেনারহেইম সেটাতে রাজিও হবেন না। কিন্তু মেনারহেইম গবেষণাধর্মী কাজ করেন আর ফিলিপস সরাসরি তাকে যেয়ে বিষয়টা জানাবেন।

তিনি দরজা খুলে হেলেনকে ডেকে নিউরোসার্জনকে ফোন লাগাতে বললেন এবং আবার ফিরে লিসা ম্যারিনোর এক্সরে নিয়ে পড়লেন।

টেলিফোন বেজে উঠল।

মেনারহেইম ফোনের লাইনে।

ফিলিপস মেনারহেইমের সাথে কথোপকথন শুরু করলেন বেশ স্বাভাবিক আনন্দিত গলায়, অপারেশন রুমের ওই এক্সরে অধ্যায়ে যে ঘটনা ঘটেছে সেটাকে পাত্তা না দিয়েই। মেনারহেইম সবসময় একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি নিয়ে থাকেন। যখন মার্টিন কথা বলে যেতে থাকে মেনারহেইম আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ থাকেন। কি জন্য তিনি ফোন করেছেন সেটার ব্যখ্যা করেন, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন কিছু অদ্ভুত ঘনত্ব লিসা ম্যারিনোর এক্সরেতে।

'আমি মনে করি এই ঘনত্বের ব্যাপারটা আরো বেশি জানা দরকার এবং আমি আরো কয়েকটা খুলির এক্সরে ফিল্ম নিতে চাই এবং আরেকটা সিএটি স্ক্যান যতটা রোগী সহ্য করতে পারে। এটাই, অবশ্যই আপনি সম্মত হবেন।'

একটা অস্বস্তিকর নিরবতা ওপাশে। ফিলিপস তখনও কথা বলে চলেছেন যখন মেনারহেইম গর্জন করে চলেছেন।

'এটা কি কোনো প্রকার কৌতুককর বিষয়? যদি সেটা হয়ে থাকে, তবে এটা খুব খারাপ রুচির।'

'এটা কোনো কৌতুক নয়।' মার্টিন বললেন, দ্বিধান্বিত কণ্ঠে।

'শুনুন।' মেনারহেইম চেঁচিয়ে বললেন। তার গলার স্বর চড়ে চলেছে।। 'ওটা এখন রেডিওলজির এক্সরে রিডের জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। হায় খোদা!'

সেখানে একটা ক্লিক শব্দ এবং ডায়াল টোন। মেনারহেইমের আত্মকেন্দ্রিক আচরণ নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। মার্টিন ফোনের রিসিভার ধরে রাখে, চিন্তা করে। তিনি জানেন তিনি তার আবেগকে প্রশমিত করতে পারবেন না। পাশাপাশি সেখানে আরেকটা বিষয় আছে। তিনি সচেতন মেনারহেইম তার অপারেশন পরবর্তী রোগী সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখেন না। এটা আসলে প্রধান রেসিডেন্ট নিউম্যানের ব্যাপার, যে এই

BanglaBook.org

রোগীগুলোর প্রতিদিনকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকেন। মার্টিন সিদ্ধান্ত নেন তিনি নিউম্যানকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন এবং দেখবেন যদি সে মেয়েটি তখনও রিকভারি রুমে থাকে।

'নিউম্যান?' অপারেশন রুমের ডেস্ক থেকে প্রশ্নটা এল। 'তিনি কিছুক্ষণের জন্য চলে গেছেন।'

'ওহ!' ফিলিপস বললেন। তিনি ফোনের লাইন অন্য কানে ধরে রাখলেন।

'লিসা ম্যারিনো কি এখনও রিকভারি রুমে আছে?'

'না' অপারেশন ডেস্ক থেকে বলল। 'দুর্ভাগ্যবশত সে কখনও এটাতে যায়নি।'

'কখনও যায়নি?" ফিলিপস হঠাৎ করে মেনারহেইমের আচরণের সাদৃশ্যতা বুঝতে পারেন।

'মেয়েটি অপারেশন টেবিলেই মারা গেছে।' নার্সটি বলল, 'ট্রাজেডি, বিশেষত যেখানে এটাই মেনারহেইমের হাতে প্রথম মৃত্যু।'

ফিলিপস ভিউয়ারের দিকে তাকালেন। লিসা ম্যারিনোর এক্সরে দেখার পরিবর্তে তিনি মেয়েটার মুখ দেখতে পেলেন, যখন তিনি আজ সকালে সার্জারির রোগী থাকার এরিয়ায় মেয়েটাকে দেখেছেন। তিনি মনে করতে পারলেন মেয়েটাকে দেখে তার মনে হয়েছিল পালক খসা পাখি। এটা তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। ফিলিপস জোর করে মনোযোগ এক্সরের উপর নিয়ে এলেন।

তিনি লিসা ম্যারিনোর চার্ট দেখতে চান। তিনি দেখতে চান লিসা ম্যারিনোর নিউরোলজিক্যাল অবস্থার সাথে এক্সরের পার্টানে কোনো ক্লিনিক্যাল সাইন সিম্পটম দেখতে পান কিনা, যেটা মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা হয়তো এক্সরের জায়গা নিতে পারবে না, কিন্তু এটাতে কিছুটা তো হবে।

হেলেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে, যে তখন তার ডেস্কে বসে সান্ডউইচে কামড় বসাচ্ছিল, বললেন এনজিওগ্রাফি রুমে কল করতে এবং রেসিডেন্টকে বলতে যেন সে তাকে ছাড়াই শুরু করে এবং তিনি সেখানে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে যাবেন। হেলেন তাড়াতাড়ি খাবার গলাধকরণ করে ফেলল এবং জিজ্ঞেস করল মি. মিখাইল ফার্গুসন যখন সাপ্লাই রুমের ব্যাপারে জানতে চাইবেন তখন কি বলবে। ফিলিপস কোনো সাড়া দিল না। তিনি মেয়েটার কথা শুনেছেন কিন্তু তিনি ভান করলেন তিনি শোনেন নাই। 'গোল্লায় যাক ফার্গুসন' তিনি মনে মনে সেটা বললেন, যখন তিনি প্রধান করিডোর দিয়ে সার্জারির রুমের দিকে যেতে ব্যস্ত।

যখন ফিলিপস সার্জারি বিভাগে পৌঁছুলেন সেখানে তখনও কিছু রোগী অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এটা সকলের মতো ওরকম কোনো গোলযোগপূর্ণ ছিল না।

ফিলিপস ন্যান্সি ডোনোভানকে চিনতে পারলেন, যে কেবল মাত্র অপারেশন রুম থেকে বের হয়ে এসেছে। তিনি তার দিকে গেলেন এবং মেয়েটা হাসল।

'লিসা ম্যারিনোর কেসে কোনো সমস্যা হয়েছে?' ফিলিপস সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

ন্যান্সি ডোনোভানের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'এটা ভয়ানক। শুধুই ভয়ানক। এত সুন্দর একজন তরুণী। আমি ডা. মেনারহেইমের জন্য খুবই দুঃখিত বোধ করছি।'

ফিলিপস মাথা নাড়ে, যদি তিনি কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হন যে ন্যান্সি মেনারহেইমের মতো বেজন্মার জন্য সহানুভূতি দেখাচ্ছে।

'কি ঘটেছে?' তিনি জিজ্ঞেস করেন।

'একটা বড় ধমনী কেসের শেষ প্রান্তে ফেটে গেছে।'

ফিলিপস বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে তার মাথা নাড়েন। তিনি ইলেকট্রোডের অবস্থান এবং পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল ধমনীর কথা স্মরণ করেন।

'সেই চার্টগুলো কোথায়?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করেন।

'আমি জানি না।' ন্যান্সি ডোনোভান জানান। 'আমাকে ডেস্কে জিজ্ঞেস করতে দিন।'

ফিলিপস দেখেন ন্যান্সি অপারেশন রুমের ডেস্কের তিনজন নার্সের সাথে কথা বলছে। যখন সে ফিরে এল সে বলল, 'তারা মনে করে এটা এখনও এ্যানেসথেশিয়া রুমে আছে। এটা একুশ নাম্বার রুমের সাথে।'

সার্জিক্যাল লাউঞ্জে ফিরে এসে, যেটা এখন জনাকীর্ণ, ফিলিপস স্ক্রাব ড্রেস পরে নেয়। তারপর তিনি অপারেশন রুম এরিয়ায় ফিরে আসেন।

ফিলিপস অপারেশন রুম একুশের পরে এ্যানেসথেশিয়া রুমে পৌঁছান। তিনি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। এটা তালা বন্ধ। একটু পিছিয়ে এসে ছোট জানালা দিয়ে অপারেশন রুমের ভেতরে তাকান। এটা অন্ধকার, কিন্তু যখন তিনি দরজায় ধাক্কা দেন, এটা খুলে যায়। তিনি একটা সুইচ টিপে দেন এবং একটা কেটল-ড্রাম অপারেটিং লাইট আলো ছড়ায়। এটা সরাসরি অপারেশন টেবিলের উপর আলো দেয়, গোটা রুমটাকে অন্ধকারে রেখে। ফিলিপসে শক লাগে, লিসা ম্যারিনোর ঝড় বয়ে যাওয়ার পর থেকে অপারেশন রুম একুশ এখনও পরিষ্কার করা হয় নি সেই খালি অপারেশন টেবিলটা এর যন্ত্রপাতি নিয়ে আছে। মেঝেতে জমাট বদ্ধ রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রক্তমাখা পায়ের ছাপ বিভিন্ন দিকে চলে গেছে।

দৃশ্যটা মার্টিনকে দুর্বল করে ফেলে। তাকে মনে করিয়ে দেয় মেডিকেল স্কুলের সেইসব অস্বস্তিকর ভয়াবহ অধ্যায়ের কথা।

তিনি ভয়ে কম্পিত হন এবং হঠাৎ করে ভয়ের অনুভূতিটা চলে যায়। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তিনি ওসবকে উপেক্ষা করে, টেবিলের চারপাশ ঘুরে এ্যানেসথেশিয়া রুমের ঘুরানো দরজার কাছে চলে আসেন। তার পা দিয়ে তিনি দরজাটা একটু খোলা রাখেন যাতে অপারেশন রুমের আলো এসে এ্যানেসথেশিয়া রুমে ঢোকে। কিন্তু রুমটা ততটা অন্ধকার নয় তিনি যতটা ভেবেছিলেন। হল ঘরের দরজা ইঞ্চি ছয়েক খোলা, সেটা দিয়ে করিডোর থেকে আলো ঢুকছে। বিস্ময়কর অবস্থা। ফিলিপস মাথার উপরের আলো জ্বেলে দিলেন।

রুমের কেন্দ্রে, যেটা অপারেশন রুমে অর্ধেক হবে, একটা গারনী যার উপরে একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা মৃতদেহ। মৃতদেহটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা, পায়ের আঙুলের কাছে অনাবৃত যেটা অমনোযোগের কারণে ঘটেছে। ফিলিপস পায়ের আঙুলগুলো দেখে

BanglaBook.org

স্বস্তিবোধ করে। এগুলো দেখাচ্ছে যে এটা একটা মানুষের মৃতদেহ।

মৃতদেহের মাথার কাছে, হাসপাতালের চার্ট।

খুব ছোট্ট করে নিশ্বাস নিলেন, যেন মৃত্যু কোন ছোঁয়াচে ব্যাপার, নিশ্বাসের সাথে ঢুকে যাবে, ফিলিপস করিডোরের দিকের দরজা পুরোপুরি খুলে ফেললেন। তিনি চারদিকে তাকালেন, যদি ভুল দরজা খুলে থাকেন। তিনি এসব কিছুকে অবজ্ঞা করে চার্টের কাছে ফিরে এলেন।

তিনি ভয়ে কম্পিত হয়েও শিট তোলার তাগিদ বোধ করতে থাকেন। তিনি জানেন তিনি মৃতদেহের দিয়ে তাকাতে যাচ্ছেন না, যদিও তার হাত সেদিকে পৌঁছে গেল এবং ধীরে ধীরে তিনি কাপড় ধরে টান দিলেন। মৃতদেহের মাথার কাছ থেকে খোলার আগে তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। যখন তিনি চোখ খুললেন, দেখতে পেলেন তিনি তাকিয়ে আছেন জীবনহীন, লিসা ম্যারিনোর পোর্সেলিনের মতো মুখের দিকে। একটা চোখ কিছুটা খোলা, যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অন্যটা বন্ধ। তার শেভ করানো মাথার ডান দিকে সতর্কতার সাথে ঘোড়ার খুরের মতো একটা কাটা ছেড়ার দাগ। অপারেশন থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে এবং কোনো রক্ত সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ফিলিপস আশ্চর্য হয় যদি মেনারহেইম এই কেসটা করে থাকেন তাহলে তিনি বলতে পারতেন মেয়েটা সার্জারির পর মারা গেছে, সার্জারির সময়ে নয়।

মার্টিনের মনের মধ্যে ভয়ের শীতল স্রোত সাগরের বাতাসের মতো বয়ে যেতে থাকে। দ্রুততার সাথে তিনি লিসার চুলশূন্য মাথাটা ঢেকে দেন এবং এ্যানেসথেলজির টুল থেকে চার্টটা নিয়ে নেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অধিকাংশ রোগীর ন্যায়, লিসা ম্যারিনোর মধ্যে বিশাল চার্টের অধিকরিণী যদিও সে মাত্র দুদিন হাসপাতালে এসেছে।

সেখানে বিভিন্ন লেভেলের রেসিডেন্ট এবং মেডিকেল স্টুডেন্ট দ্বারা লেখা হয়েছে। ফিলিপস নিউরোলজি ও অপথ্যালমোলজির লেখাগুলোতে শুধু চোখ বুলিয়ে গেলেন। তিনি এমনকি মেনারহেইমের লেখা একটা নোট দেখতে পেলেন। কিন্তু হস্তাক্ষর পুরোপুরি অস্পষ্ট।

যেটা মার্টিন খোঁজ করছেন সেটা হলো প্রধান নিউরোসার্জিক্যাল রেসিডেন্ট ডা. নিউম্যানের শেষ বিবৃতি।

BanglaBook.org

রোগীর বিবৃতি সংক্ষেপে–

রোগীনি একজন একুশ বছর বয়সী ককেশিয়ান তরুণী, এক বছরের টেমপোরাল লোব ইপেলেপসি নিয়ে এসেছে। যিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন লোকাল এ্যানেসথেশিয়ার পরে ডান টেমপোরাল লোবেকটমি করার জন্য । রোগিণীর মূর্ছা যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি হঠাৎ করে, যেটা গোটা মেডিকেল থেরাপিতে আসে না। মূর্ছাটা বেশির ক্ষেত্রে

হঠাৎ হঠাৎ, সাধারণত সে সময় অদ্ভুত গন্ধ এবং আগ্রাসী ও যৌনতাপূর্ণ কার্যক্রম বেড়ে যায়। এটার উপাদান উভয় টেমপোরাল লোবেই দেখা যায় কিন্তু বেশি দেখা যায় ডান দিকের টেমপোরাল লোবে ইইজির মাধ্যমে।

সেখানে ট্রমা অথবা অন্য কোনো ব্রেন আঘাতের কোনো পূর্ব ইতিহাস দেখা যায় না। রোগিণীর স্বাস্থ্য ভালো বর্তমানের এই অসুস্থতা ছাড়া। যদিও কয়েকবার পাপস স্মেয়ার করা হয়েছে।

ইইজির অন্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাকি অন্যান্য সবকিছু সাধারণ এবং স্বাভাবিক।

সমস্ত ল্যাবরেটরির কাজ, সেই সাথে সেরেব্রাল এনজিওগ্রাফি এবং সিএটি স্ক্যানও স্বাভাবিক।

নির্দিষ্ট ভাবে রোগী কিছুটা দেখার সমস্যা কথা জানিয়েছে। কিন্তু এটা নিউরোলজি অথবা অপথ্যালমোলজিতে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রোগিণীর বারবার মাংসপেশী দুর্বলতার সমস্যা আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনো ডকুমেন্ট নেই। ডায়াগনসিসে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস দেখা যায় কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয়। রোগিণী নিউরোলজি/নিউরোসার্জারি বিভাগের বৃহৎ কাজের জন্য উপস্থিত। এবং এটা সকলের মতামত যে তিনি একজন খুব ভালো ক্যান্ডিডেট ডান টেমপোরাল লোবেকটমির জন্য।

[স্বাক্ষর]
জর্জ নিউম্যান

ফিলিপস চার্টটা লিসা ম্যারিনোর মাথার উপর খুব সাবধানে ঝুলিয়ে রাখলেন যেন মেয়েটার এখনও অনুভূতি আছে। তারপর তিনি লাউঞ্জে চলে এলেন তার পোশাক পরিবর্তন করে সাধারণ বাইরের পোশাক পরার জন্য। তিনি এটা স্বীকার করবেন যে চার্টটাতে তিনি যা আশা করেছিলেন সে রকম কিছুই পাননি। তিনি মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের কথা বলেছিলেন তার যতটুকু মনে পড়ে, কিন্তু কোনো তথ্য দিতে পারেননি যেটা এক্সরে অথবা অন্য সিএটি স্ক্যানে যোগ হবে। যখন ফিলিপস পোশাক পরা শেষ করছিলেন তখন তার চোখ লিসার ধূসর বিবর্ণ মুখের উপর ছিল। এটা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল সম্ভবত তার অটোপ্সি করা হবে সার্জারির সময় মৃত্যু হওয়ার কারণে।

দেয়ালের ফোন ব্যবহার করে, তিনি প্যাথলজির ডা. জেফরি রেনল্ডকে ফোন করলেন, একজন বন্ধু এবং পূর্বের ফেলোশীপ প্রাপ্ত ছাত্র, এবং তাকে এই কেসের সমন্ধে বললেন।

'আপনি এটা এখনও শোনেননি?' রেনল্ড বললেন।

'সে দুপুরের দিকে অপারেশন রুমে মারা গেছে।' ফিলিপস বললেন। 'যদিও তারা

BanglaBook.org

তাকে সেলাই করতে সময় নিয়েছে।'

'খুব বেশি অস্বাভাবিক কিছু নয়।' রেনল্ড বললেন, 'কিছু কিছু সময় তারা রিকভারি রুমে ভিড় করে সেখানে সবকিছু করতে চায় যাতে রটাতে পারে মৃত্যুটা অপারেশন রুমে হয়নি।'

'তুমি কি এটার একটা পোস্টমর্টেম করছ?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'বলতে পারছি না।' রেনল্ড বললেন। 'এটা পরীক্ষকের উপর নির্ভর করবে।'

'যদি তুমি সেটা কর।' ফিলিপস বলে চললেন, 'তো সেটা কোন সময়ে হতে পারে?'

'আমরা এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। সম্ভবত সেটা আজ সন্ধ্যের দিকেই হবে।'

'আমি এই কেসে খুবই আগ্রহী।' ফিলিপস বললেন। 'দেখ, আমি এই হাসপাতালে থাকব যতক্ষণ না এই কেসের অটোপ্সি হয়। তুমি কি একটু কষ্ট করে আমাকে যখন ব্রেনের অটোপ্সি হয় তখন ডাকবে?'

'নিশ্চয়' রেনল্ড বললেন। 'আমরা আদেশ পাব এবং তারপর কাজ করব। এবং যদি সেখানে কোনো অটোপ্সি না হয়। আমি এটা আপনাকে জানাব।'

সবকিছু লকারে রেখে ফিলিপস লাউঞ্জের দিকে গেলেন। যখন তিনি আন্ডারগ্রাজুয়েটের ছাত্র তখন থেকেই কোনো কারণ ছাড়াই তার নিজের কাজের পেছনে অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন। যখন তিনি এই ব্যস্ত হাসপাতালে, সেই একই অনুভূতি পেতে থাকেন। তিনি জানেন তাকে এনজিওগ্রাফির রুমের জন্য যেতে হবে। রেসিডেন্ট তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তিনি জানেন তাকে ফার্গুসনকে ফোন করতে হবে যদিও তিনি ওই বেজন্মার বাচ্চাকে অবজ্ঞা করেন। তিনি জানেন তাকে রবিনসের সাথে কথা বলতে হবে তাদের গোটা সামার জুড়ে বাইরে থাকার ব্যাপারে। এবং তিনি জানেন, হেলেন আরও ডজন খানিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে তার অফিসে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

যখন তিনি সিএটি স্ক্যানারের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন, ফিলিপস সিদ্ধান্ত নিলেন দ্রুত একটা চক্কর দিয়ে যাবে। সর্বোপরি, এতই যখন দেরি হয়েছে তখন আর দুটো মিনিট দেরি হলে দুনিয়া উল্টে যাবে না।

কম্পিউটার রুমে প্রবেশ করে, ফিলিপস শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ঠাণ্ডা আবহাওয়া পেলেন, যেটা কম্পিউটারকে কার্যক্ষম রাখার জন্য অপরিহার্য।

ডেনিস এবং আর চারজন মেডিকেল স্টুডেন্ট টিভির মতো দেখতে স্ক্রিনের সামনে দল বেঁধে দাড়িয়ে। পুরোপুরি তাতে নিমগ্ন। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ডা. জর্জ নিউম্যান। ফিলিপস দলটার কাছে আসেন। তারা খেয়াল করে না। তিনি স্ক্রিনের দিকে তাকান। স্যাংগার বড় *সাবডুরাল হেমাটোমা* সম্বন্ধে বর্ননা করছেন এবং শিক্ষার্থীদের বুঝাচ্ছেন কিভাবে রক্ত জমাট বাঁধে এবং ব্রেনকে ডান দিকে ঠেলে দেয়। নিউম্যান মাঝখানে কথা বলছে, জানাচ্ছে, জমাট বাঁধা রক্তটা ইনট্রাসেরেব্রাল হতে পারে। তিনি জানালেন তার মনে হয় রক্তটা ব্রেনের মধ্যে এবং এটার উপরিভাগে নয়।

'না! ডা. স্যাংগারই ঠিক।' মার্টিন বললেন।

প্রত্যেকেই ঘুরে দাঁড়াল, ফিলিপসকে রুমে দেখে বিস্মিত হলো। তিনি ঝুঁকে

BanglaBook.org

পড়লেন, এবং তার আঙুল ব্যবহার করে সাবডুরাল হেমাটোমার রেডিওলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিলেন। সেখানে কোনো সন্দেহ নেই যে ডেনিসের কথাই ঠিক।

'বেশ, এটা তাহলে এই বুঝায়।' নিউম্যান বেশ ভদ্রভাবে বললেন। 'আমি এই ছাত্রদের তার চেয়ে ভালো সার্জারিতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'যত তাড়াতাড়ি তত ভালো।' ফিলিপস সম্মতি দিলেন। তিনি অবশ্য পরামর্শ দিলেন যেখানে নিউম্যান জমাট রক্ত দেখাচ্ছিলেন সেটাকে অপসারিত করার। তিনি প্রধান রেসিডেন্ট সার্জনকে লিসা ম্যারিনো সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইলেন, কিন্তু ভাবলেন এখন তাকে বেরিয়ে যেতে দেয়াই ভালো।

সবাই বেরিয়ে গেলে মার্টিন ডেনিসের পাশে এলেন।

"শোনো, তোমাকে লাঞ্চ পর্যন্ত দেরি করিয়েছিলাম। এখন একটা রোমান্টিক ডিনার হলে কেমন হয়?"

স্যাংগার তার মাথা নাড়লেন এবং হাসলেন।

'তুমি কিছু একটা পেয়েছো। তুমি জান আমি এখানে এই হাসপাতালে আজ রাতের জন্য অন কলে এসেছি।।'

'আমি জানি।' মার্টিন স্বীকার করলেন। 'আমি হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ার কথা চিন্তা করছিলাম।'

'অপূর্ব।' ডেনিস বললেন, বিদ্রুপাত্মক স্বরে। 'তোমার রাতের র‍্যাকেট খেলার কি হলো?'

'আমি এটা বাতিল করে দিয়েছি।' ফিলিপস বললেন।

'তার মানে তুমি সত্যিই কিছু একটা পেয়েছো।'

মার্টিন হাসলেন। এটা সত্যি যে তিনি শুধু তার র‍্যাকেটবল খেলা বাতিল করেন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় জরুরি কাজে। ফিলিপস ডেনিসকে বললেন ডেনিসের সিএটি স্ক্যান শিডিউল শেষ হয়ে গেলে তার সাথে তার অফিসে দেখা করতে। সে মেডিকেল স্টুডেন্টদের নিয়ে আসতে পারে যদি তারা আসতে চায়।

ছাত্ররা হলে ফিরে এসে, দ্রুত ডেনিসকে বিদায় জানাল। তারপর ফিলিপস বেরিয়ে গেলেন। তিনি আবার প্রায় দৌড়ে চলে এলেন। তিনি এমনভাবে যেতে থাকেন যাতে যখন তিনি হেলেনের পাশ দিয়ে যাবেন তখন যেন হেলেনকে দেখতে না পান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭

অনেকক্ষণ ধরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করে লিন এ্যানি লুকাস আশ্চর্য হয় যদি সে জরুরি রুম দিয়ে প্রবেশ করত। পূর্বে যখন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য দেখা হতো, সে আশা করেছিল সেটা ক্যাম্পাসে হবে। কিন্তু ডাক্তার তাকে তিনটায় ছেড়ে গেছে, এবং সে যে জায়গাটায় তার তৎক্ষণাৎ যত্ন নিতে পারে সেটা শুধু মাত্র হাসপাতালের জরুরি রুমে।

লিন এ্যান তার নিজের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করার ব্যাপারে। কিন্তু যেটা সে করতে পারে সেটা হচ্ছে একটা বই খুলে নেয়া এবং সেটাতে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করা। সে ভীত হয়ে পড়েছে।

জরুরি রুম শেষ বিকেলে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে কিউয়ের লাইনটা সাপের গতিতে এগোচ্ছে। এটা দেখে মনে হচ্ছে গোটা নিউইয়র্ক এখানে চলে এসেছে।

লিনের পেছনের লোকটা মাতাল, রাস্তার ছেড়াখোড়া পোশাক পরা এবং হাতে ধরে আছে পুরানো মূত্র ও মদ। প্রতিবার লাইনটা সামনের দিকে এগোচ্ছে, লোকটা লিনের উপর ধাক্কা খাচ্ছে, পড়ে যাওয়া ঠেকাতে তাকে ধরে রাখছে।

লিনের সামনে একজন বিশালদেহী মহিলা, একটা বাচ্চাকে ধরে রেখেছে ময়লা কম্বলে জড়িয়ে। বাচ্চা এবং মহিলাটি দুজনেই নিশ্চুপ, তাদের ডাকের অপেক্ষায় আছে।

লিনের বাম দিকের বিশাল দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে যায় এবং অপেক্ষামাণ কিউয়ের বৃহৎ লাইনটা কয়েকমিনিট আগে ঘটে যাওয় মোটর দুর্ঘটনায় আক্রান্ত একজন রোগীর জন্য পথ করে দেয়। দুর্ঘটনায় পতিত অপেক্ষামাণ রুমের পাশ দিয়ে চলে যায় এবং সরাসরি জরুরি বিভাগে ঢোকে। যারা অপেক্ষা করছিল তারা বুঝতে পারে তাদের ডাকতে এখন আরো বেশি সময় নেবে। এক কোণায় পুর্তরিকান পরিবার ডিনারের বক্স খুলে বসেছে। তাদের দেখে মনে হয় জরুরি বিভাগে কি ঘটছে সে সমন্ধে তারা কিছুই জানে না। এমনকি তারা মোটর দুর্ঘটনার রোগীকেও দেখেনি।

শেষ পর্যন্ত লিনের সামনের বাচ্চাসমেত মোটা মহিলা এগিয়ে গেল। সে শুনতে পায় মহিলাটা যে ভাষায় কথা বলছে তাতে মনে হয় সে বিদেশি। মহিলাটি বলছে, 'দ্য বেবি শি নো ক্রাই নো মোর।' কেরানিটি তাকে বলল যে সাধারণ অভিযোগ হয় তার বিপরীত, যেটা মহিলাটা মোটেই বুঝতে পারছে না। কেরানীটা বাচ্চাটাকে দেখতে চাইল। মহিলাটি কম্বল টেনে ধরল, একটা বাচ্চা বের হলো যার গায়ের রং ঝড় শুরুর আগে আকাশের যেরকম রঙ হয় সেরকম, গাঢ় ধূসর-নীল। শিশুটি এত আগে মারা গেছে যে তার শরীর বোর্ডের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

লিন এ্যান এত শক পেল যে যখন তার ডাক এল সে কোনো কথা বলতে পারল না। কেরানীটা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাল এবং তাকে বলল তারা যে কোনো কিছু দেখতে অভ্যস্থ এবং প্রস্তুত। তার চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে, লিন কথা বলতে পারল এবং তার নাম বলল। স্টুডেন্ট আই ডি নাম্বার বলল। তারপর তার সমস্যার কথা।

BanglaBook.org

কেরানীটা তাকে বসতে বলল এবং তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কেরানীটি তাকে আশ্বস্ত করল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা তাকে দেখবে।

প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর, লিন এ্যানকে একটা ব্যস্ত হলঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে একটা কিউবিকলে ঢোকানো হলো যেটায় নাইলনের পর্দা দেয়া। একজন দক্ষ নার্স তাপমাত্রা এবং রক্তচাপ পরিমাপ করল। তারপর চলে গেল। লিন একটা পুরানো টেবিলের কিনারে বসল। তার চারপাশে নানারকম শব্দ শুনতে পেল। উদ্বিগ্নতার কারণে তার হাতের তালু ভিজে গেল। তার বয়স বিশ এবং সে এখনও জুনিয়র এবং তার ইচ্ছে আছে মেডিকেল স্কুল যেয়ে প্রয়োজনীয় কোর্সগুলো নেবে। কিন্তু এখন যখন সে চারদিকে দেখছে, সে বিস্মিত। এটা সেটা নয় যেটা সে আশা করেছিল।

সে একজন স্বাস্থ্যবতী তরুণী, এবং হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তার একমাত্র অভিজ্ঞতা হলো এগারো বছর বয়সে রোলার স্কেটিং করতে যেয়ে পতিত দুর্ঘটনার সময়ের ব্যাপারটাই।

যে যুবক ইন্টার্ন ডাক্তার আধাঘণ্টা পরে এল তার নাম ডা. হুগেনস। সে লিন এ্যান *কোরাল গ্যাবলস* থেকে এসেছে জেনে আনন্দিত হলো এবং সে ফ্লোরিডা সম্বন্ধে টুকটাক কিছু কথাবার্তা চালিয়ে গেল লিনের চার্ট দেখতে দেখতে। এটা সুস্পষ্ট যে সে লিনকে দেখে খুশি কারণ মেয়েটা একজন সুন্দরী আমেরিকান তরুণী। যেটা সে তার বিগত হাজারখানেক রোগীর মধ্যে দেখেনি। পরে সে এমনকি লিনের ফোন নাম্বার পর্যন্ত জানতে চাইল।

'কিজন্য আপনি জরুরি বিভাগে এসেছেন?' সে বলল, তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

'এটা বর্ণনা করা বেশ কঠিন।' লিন এ্যান বলল, 'আমার এরকম একটা পর্ব শুরু হয়েছে আমি সঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি না। এটা এক সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছে যখন আমি পড়ছিলাম। হঠাৎ করে আমি কিছু শব্দ নিয়ে সমস্যায় পড়ি। আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু আমি সেগুলোর অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। একই সাথে আমার ভয়ানক মাথাব্যথা শুরু হয়। এখানে।' লিন এ্যান তার মাথার পেছনে হাত রাখে এবং হাতটাকে তার কানের কাছ পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনে।

'এটা খুব ভোতা যন্ত্রণা যেটা আসে আর যায়।' লিন বলল।

ডা. হুগেনস মাথা নাড়ল।

'এবং আমি কোন কিছুর গন্ধ পাই।' লিন বলল।

'সেটা কি?'

লিন এ্যান কিছুটা বিব্রত বোধ করে।

'আমি জানি না।' সে বলল, 'এটা খুব বাজে গন্ধ এবং আমি জানি না এটা কিসের গন্ধ, এটাকে পরিচিত গন্ধই মনে হয়।'

ডা. হুগেনস মাথা নাড়ল, কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় লিনের উপসর্গগুলো তার পরিচিত কোনো সাধারণ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে না।

'আর কিছু?' ডা. হুগেনস জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

'কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মাথা ঘোরা এবং আমার পা ভারী বোধ হয়। এটা এখন প্রায়ই ঘটে, বিশেষত যখন আমি পড়তে চেষ্টা করি।'

ডা. হুগেনস চার্ট নামিয়ে রাখল এবং লিন এ্যানকে পরীক্ষা করল। সে তার চোখ এবং কান পরীক্ষা করল। সে তার মুখের ভিতর দেখে এবং তার হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনে এবং ফুসফুস পরীক্ষা করে। সে তার রিফ্লেক্স পরীক্ষা করে। তার স্পর্শ পরীক্ষা করে। তাকে সোজা পথে হাঁটায়। সংখ্যার ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করে।

'আপনাকে আমার বেশ স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে।' ডা. হুগেনস বলল। 'আমি মনে করি আপনি এক কাজ করেন, আরো দুজন ডাক্তারকে দেখান এবং আমাদের এখানে ফিরে এসে এ্যাসপিরিন দেখান।' তার নিজের রসিকতায় সে নিজেই হেসে ফেলে।

লিন এ্যান হাসে না। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এত সহজে এই জিনিসটাকে সে মুছে ফেলবে না। বিশেষত এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর।

ডা. হুগেনস লক্ষ্য করল মেয়েটা তার রসিকতায় সাড়া দিল না।

'সিরিয়াসলি, আমি মনে করি আপনি কিছু এ্যাসপিরিন নিয়ে এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত হন এবং আগামীকাল নিউরোলজিতে দেখানোর জন্য আসুন। হয়তো তারা কোন কিছু বের করতে সমর্থ হবে।'

'আমি এখনই নিউরোলজিতে দেখাতে চাই।' লিন এ্যান বলল।

'এটা জরুরি বিভাগ। কোন ক্লিনিক নয়।' ডা. হুগেনস কঠোরভাবে বলল।

'আমি সেটার তোয়াক্কা করি না।' লিন এ্যান বলল। সে তার আবেগকে অগ্রাহ্য করল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ডা. হুগেনস বলল। 'আমি আপনাকে নিউরোলজিতে দিতে পারব। প্রকৃতপক্ষে, আমি আপনাকে অপথ্যালমলজিতেও দিতে পারব। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

লিন এ্যান মাথা নাড়ল। সে ভীত যে তার কথা বলার যে কোনো মুহূর্তে চোখে পানি চলে আসতে পারে।

এবং এটাকেই বলে অপেক্ষা। ছয়টার পরে তার পর্দা খুলে গেল। লিন এ্যান ডা. ওয়ানে থমাসের দাড়ি ভর্তি মুখ দেখতে পেল।

ডা. থমাস, বাল্টিমোরের একজন কালো মানুষ, লিন বিস্মিত হলো যে কখনও একজন নিগ্রো কালো ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা হয়নি। কিন্তু সে দ্রুত তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ভুলে গেল। এবং তার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিল।

ডা. থমাস আরো কয়েকটা বেশি ঘটনার দ্বার উন্মোচিত করল যেগুলো তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তিন দিন আগে লিন এ্যানের একটা, তার ভাষায় 'অধ্যায়' যায় এবং সে তার বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে যেখানে সে পড়ছিল। পরবর্তী যে জিনিসটা সে মনে করতে পারে সেটা তাকে মেঝেতে পাওয়া যায়, সে মূর্ছাপ্রাপ্ত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তার মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, যার কারণে তার মাতার ডান দিকের খুলির উপর আলুর মতো ফুলে ওঠে। ডা. থমাস এটাও জানেন যে লিন এ্যানের দুটো অস্বাভাবিক পাপস

BanglaBook.org

স্মেয়ার পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার এক সপ্তাহের মধ্যে গাইনী ক্লিনিকে যাওয়ার কথা। তার সম্প্রতি মূত্রনালীর সংক্রমণ হয়েছে যেটা সালফারের সাহায্যে ভালো হয়ে গেছে।

ইতিহাস নেয়ার পর, ডা. থমাস একজন নার্সকে ডাকলেন এবং শারীরিক পরীক্ষা করতে বললেন। লিনের আগে সেটা করা হয়েছে। ডা. হুগেনস সব কিছুই করেছে। আরও বেশি কিছু। অধিকাংশ পরীক্ষাই তার কাছে রহস্য হিসেবে রয়ে গেছে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি তাকে উৎসাহী করেছে।

একমাত্র যে পরীক্ষাটা সে অপছন্দ করেছে লাম্বার পাংচার। তার হাঁটু জোড়া মুড়ে সে উবুড় হয়ে শোয়। সে অনুভব করে একটা নিডল তার পশ্চাদদেশের উপরের চামড়া ফুড়ে ঢুকছে, কিন্তু এটা শুধু এক মুহূর্তের জন্য তাকে ব্যথা দিয়েছে।

যখন সেগুলো শেষ হলো, ডা. থমাস বললেন তার কিছু এক্সরে নিতে হবে যাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যখন সে পড়ে গিয়েছিল তখন তার মাথার খুলির কোনো অংশে ফ্রাকচার হয়নি। তিনি চলে যাওয়ার আগে তিনি তাকে বললেন এই সব পরীক্ষায় তিনি যেটুকু পেয়েছেন তাতে মনে হয় না তার শরীর অনুভূতি হারাতে চলেছে। তিনি স্বীকার করলেন তিনি জানেন না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কি-না।

লিন এ্যান আবার অপেক্ষা করতে থাকে।

'তুমি এটা বিশ্বাস করতে পার?' ফিলিপস তার মুখের মধ্যে টার্কির টুকরো পুরতে পুরতে বললেন। তিনি এটা দ্রুত চাবাতে থাকেন এবং গিলে ফেলেন।

'মেনারহেইমের অপারেশন টেবিলে প্রথম মৃত্যু এবং এটা এমন একটা রোগীর যার আরো ফিল্ম আমি করতে চেয়েছিলাম।'

'সে কেবল একুশ বছরের, তাই নয় কি?' ডেনিস বললেন।

'সেটা ঠিক।' মার্টিন আরো বেশি লবণ ও মরিচের গুঁড়ো স্বাদ বাড়াতে তার খাবারে দিল। 'ট্রাজেডি, প্রকৃত পক্ষে দ্বিগুণ দুঃখবোধ হচ্ছে আমি ওর ফিল্মগুলো পাচ্ছি না।'

তারা তাদের হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ার ট্রে নিয়ে দূরের কোণায় একটা টেবিলে বসেছেন। চেষ্টা করছেন যাতে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ থেকে যতটা সম্ভব দুরে থাকা যায়। এটা বেশ কঠিন। পিছনের দিকে হাসপাতালের ফোন একঘেয়ে স্বরে একটু পর পর ডাক্তারদের নাম এবং তাদের এক্সটেনশন নাম্বার ধরে ডাকে।

'কেন সে সার্জারিতে এসেছিল?' ডেনিস সালাদ নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন।

'*সেইজার ডিজঅর্ডার*। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার সম্ভবত মাল্টিপল স্কেলেরোসিস হয়েছিল। তুমি আজ সন্ধ্যেয় চলে যাওয়ার পর, আমার কাছে এটা মনে হয়েছে তার ব্রেনের ঘনত্বের ভিন্নতা, যেটা এক্সরেতে দেখা গেছে কিছু নিউরোলজিক্যাল রোগের কারণে। আমি তার চার্ট পরীক্ষা করে দেখেছি। মাল্টিপল স্কেলেরোসিস হিসেবেই সেটা ধরা যায়।'

'তুমি কি আর কোনো রোগী, যারা মাল্টিপল স্কেলেরোসিস বলে পরিচিত, তাদের

BanglaBook.org

কোনো ফিল্ম কি দেখেছো?' ডেনিস জিজ্ঞেস করল।

'সেটা আজ রাতে শুরু হয়েছে।' ফিলিপস বললেন। 'মিখাইলের প্রোগ্রাম পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি যত সম্ভব ফিল্ম চালিয়ে দেখব। এটা খুব মজার ব্যাপার হবে যদি আমি একই রকম রেডিওলজিক্যাল ছবি অন্য কোনো কেসে দেখতে পাই।'

'এটা শুনে মনে হচ্ছে যদি তোমার গবেষণার প্রজেক্ট সত্যিই কাজে লেগে যায়।'

'আমি সেটাই আশা করি।' মার্টিন তার এ্যাসপারাগাছে এক কামড় দিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন আরো বেশি নিবেন। 'আমি চেষ্টা করছি নিজেকে এত সত্বর বেশি উত্তেজিত হতে না দিতে, কিন্তু হায় খোদা, এটা দেখতে ভালো মনে হচ্ছে। সেই কারণে আমি এতটা উত্তেজিত এই ম্যারিনোর কেসটা নিয়ে। এটা দ্রুততার সাথে কিছু একটা করবে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে এখনও একটা সুযোগ আছে। আজ রাতে তাকে অটোপ্সি করা হবে। সুতরাং আমি এই রেডিওলজিক্যাল ছবির সাথে প্যাথলজি থেকে প্রাপ্ত জিনিসটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করব। যদি এটা মাল্টিপল স্কেলেরোসিস হয়, আমরা আবার বল গেমে ফিরে যাব। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, আমি এমন কিছু পেতে যাচ্ছি সেটা আমাকে এই ক্লিনিক্যাল ইদুর দৌড় থেকে দূরে রাখবে। যদি সেটা সপ্তাহের কয়েকটা দিনও হয়।'

ডেনিস তার কাটা চামচ নামিয়ে রাখলেন এবং মার্টিনের ব্যস্ত নীল চোখের দিকে তাকালেন।

'ক্লিনিক্যাল কেস থেকে দূরে যাবে? তুমি সেটা করতে পার না। তুমি এখানকার সবচেয়ে ভালো নিউরোরেডিওলজিস্ট। ভেবে দেখ যেসব রোগী তোমার দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হবে। যদি তুমি ক্লিনিক্যাল রেডিওলজি ছেড়ে যাও। সেটা হবে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।'

মার্টিন তার কাটা চামচ নামিয়ে রাখেন এবং ডেনিসের বাম হাত আকড়ে ধরেন। প্রথমবারের তিনি তোয়াক্কা করেন না হাসপাতালের কে তাদেরকে দেখছে।

'ডেনিস' তিনি নরোম স্বরে বলেন। 'বর্তমান সময়ে আমি আমার জীবনে দুইটা জিনিসের গুরুত্ব দেই; তুমি এবং আমার গবেষণা। এবং যদি সেখানে কোনো পথ থাকে যে আমাকে তুমি ছাড়া থাকতে হবে, আমি এমনকি গবেষণাও ভুলে যেতে পারি।'

ডেনিস মার্টিনের দিকে তাকালেন, যে এটা চাটুকারিতা না সত্যিকারে বলা। তার আরো বেশি বেশি বিশ্বাস বাড়ে মার্টিনের আবেগের উপর কিন্তু তার কোনো ধারণা নেই তিনি তার মন্তব্যের প্রতি শক্তিশালী কিনা। শুরুর থেকে তিনি মার্টিনের সুনাম এবং রেডিওলজির অভূতপূর্ব জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত। মার্টিন একজন ভালোবাসাময় মানুষ এবং পেশাগত আইডল এবং তিনি কখনও ভাবেন না তাদের সম্পর্ক ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে গড়াবে। তিনি নিজেও নিশ্চিত নন তিনি এর জন্য প্রস্তুত কিনা।

'শোনো' মার্টিন বলে চলেন, 'এটা এই ধরনের কথোপকথনের উপযুক্ত সময়ও নয়, উপযুক্ত জায়গাও নয়।' তিনি তার এ্যাসপ্যারাগাছ সরিয়ে রাখলেন। 'কিন্তু এটা তোমাকে জানা দরকার আমি কোথা থেকে এসেছি। তুমি এখনও তোমার ক্লিনিক্যাল ট্রেনিংয়ের

BanglaBook.org

প্রাথমিক পর্যায়ে আছ, যেটা পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে। তুমি তোমার সবটুকু সময় ব্যয় করছ শিখতে এবং রোগীর সাথে কাটাতে। দুর্ভাগ্যবশত, আমি আমার জীবনের খুব কম সময় এসব করে কাটিয়েছি। অধিকাংশ সময় আমার কাটাতে হয়েছে প্রশাসনিক ঝামেলা এবং আমলাতান্ত্রিক ঘোড়ার ঘাস কেটে। আমি এখানে এটাই করে গেছি।'

ডেনিস তার বাম হাত উঁচু করলেন, যেটা এখনও মার্টিনের হাত ধরে আছে এবং হালকাভাবে নিজের ঠোঁটে আঙুলগুলো ছোঁয়ালেন। তিনি এটা বেশ দ্রুততার সাথে করলেন, তারপর তার দিকে গভীর আবেগে তাকালেন। এটাতে কাজ দিল যেরকমভাবে দেয় এবং মার্টিন হেসে ফেললেন। তিনি বের হওয়ার আগে ডেনিসের হাতে চাপ দিতে থাকেন, তারপর চকিতে একবার দেখেন কেউ দেখে ফেলছে কিনা।

মার্টিনের বিপার বেজে উঠলে তারা দুজনেই চমকে উঠলেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং হাসপাতালের ফোনের কাছে গেলেন। ডেনিস তাকে দেখতে থাকেন। যখন তারা দেখা করেছে তিনি মার্টিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে দেখেছেন লোকটার রসিকতা এবং বিস্ময়কর অনুভূতি প্রবণতার কাছে আস্তে আস্তে ডুবতে চলেছেন।

মার্টিনকে ফোনের কাছে লক্ষ্য করতে করতে তিনি তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা দিক দেখতে পেলেন। মার্টিন তার সবকিছু তাকে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত অন্য একটা সম্পর্ক শেষ করার জন্য। যেটা ছিল পুরোপুরি ধ্বংসাত্বক।

ডেনিস যখন মেডিকেল ছাত্রী তার সাথে দেখা হয় এবং সে একজন নিউরোলজি রেসিডেন্টের খপ্পরে পড়ে, যে তাকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে। কারণ স্কুলে তার একাকীত্ব। রিচার্ড ড্রাকার, তার প্রেমিক সেই সুযোগ নিয়ে তার অপব্যবহার করে। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত মার্টিন ফিলিপসের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন।

এখন মার্টিন যখন হেঁটে তাদের টেবিলের দিকে আসেন, ডেনিস অনুভব করে একরাশ আবেগ এবং কৃতজ্ঞতাবোধ। একই সাথে তিনি উপলব্ধি করেন মার্টিন একজন পুরুষ মানুষ এবং তিনি ভীত যে হয়তো মার্টিনও তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে না।

'এটা আজকে আমার দিন না।' ডেনিসের মুখোমুখি বসতে বসতে মার্টিন বললেন। 'এটা ডা. রেনল্ড। ম্যারিনোকে অটোপ্সি করানো হবে না।'

'আমি মনে করি তার এটা করানো উচিত।' ডেনিস বললেন, বিস্মিত এবং চেষ্টা করছেন তার মন মেডিসিনের দিকে ফেরাতে।

'সেটা সত্যি। এটা একটা মেডিকেল এক্সিমিনারের কেস, কিন্তু মেনারহেইমকে রক্ষা করার জন্য, এক্সিমিনার মৃতদেহটাকে প্যাথলজি বিভাগে দিয়ে দিয়েছেন। প্যাথলজি বিভাগ সেই পরিবারের কাছে অনুমতির জন্য জানিয়েছিল। তারা অস্বীকার করে। দেখে মনে হয় সেই পরিবার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত।'

'সেটা বোঝা যায়।' স্যাংগার বললেন।

'আমি মনে করি।' ফিলিপস বললেন, বিষণ্নভাবে, 'ড্যাম....ড্যাম।'

BanglaBook.org

'কেন তুমি মাল্টিপল স্কেলেরোসিস রোগীর কয়েকটা এক্সরে নিয়ে দেখছ না এবং দেখো যদি কোনো সাদৃশ্য সেগুলোর মধ্যে দেখতে পাও।'

'ঠিক।' ফিলিপ একটা শ্বাস নিয়ে বললেন।

'তুমি রোগীর অবস্থাটা একটু চিন্তা কর তোমার নিজের অবস্থার কথা বাদ দিয়ে।'

মার্টিন ডেনিসের দিকে এক দৃষ্টে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকেন। ডেনিসের অনুভূতি হতে থাকে তার কথাবার্তার সীমানা অতিক্রম করে গেছেন। তিনি এটা উপদেশ দেওয়ার জন্য বলেন নি বা বোঝান নি। তারপর মার্টিনের মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তিনি প্রশস্ত ভাবে হাসেন।

'তুমি ঠিক।' তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে, তুমি আমাকে এই মুহূর্তে একটা অভূতপূর্ব আইডিয়া দিয়েছো।'

জরুরি বিভাগের ডেস্কের সোজাসুজি একটা ধূসর দরজা যেটার উপরে লেখা ***ইমার্জেন্সি রুম স্টাফ***। এটা ইন্টার্ন এবং রেসিডেন্টদের লাউঞ্জ, যদিও খুব কমই এটা আয়েশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এটার পিছনে শাওয়ারসহ একটা ল্যাভেটরি বা মূত্রালয় যেটা পুরুষ মানুষেরা ব্যবহার করে। মহিলা ডাক্তারদের উপরে নার্সদের লাউঞ্জে যেতে হয়। সেগুলোর এক পাশে তিনটি ছোট ছোট রুম আছে যার প্রতিটাতে দুটো করে খাট আছে, কিন্তু সেগুলো খুব একটা বেশি ব্যবহৃত হয় না। সেখানে এত সময় নেই।

ডা. থমাস লাউঞ্জের একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসলেন।

'আমি মনে করি লিন এ্যান লুকাস অসুস্থ।' তিনি স্বীকারোক্তির মতো করে বললেন।

তার চারদিকে, ডেস্কের উপর ঝুঁকে, কাঠের চেয়ারে বসে, সেখানে ডা. হুগেনস, ডা. কারলো লাংগন; ইন্টারন্যাল মেডিসিনের রেসিডেন্ট, ডা. রালফ লাওরি; নিউরোসার্জারির রেসিডেন্ট, ডা. ডেভিড হারপার; গাইনোকলজির রেসিডেন্ট এবং ডা. শেন ফ্রান্সওয়ার্থ; অপথ্যালমোলজির রেসিডেন্ট বসে আছেন। এই দল থেকে ভাগ হয়ে দুজন ডাক্তার কাউন্টারের কাছে ইকেজির রিপোর্ট পড়ছেন।

'আমি মনে করি আপনি অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন।' ডা. লওরি অপ্রকৃতিস্থর মতো হাসি দিয়ে বললেন। 'সারাদিনে আপনি যত জন দেখেছেন তার মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দরী আর্কষণীয়া তরুণী এবং আপনি কিছু একটা অজুহাত খুঁজছেন তাকে আপনার সার্ভিসে ঢোকাতে।'

সকলেই হেসে উঠল শুধু ডা. থমাস ছাড়া। তিনি শুধু তার চোখ ডা. ল্যাংগনের দিকে ঘোরালেন।

'রালফের কথায় যুক্তি আছে।' ল্যাংগন স্বীকার করলেন। 'তার সব কিছু ঠিকঠাক, স্বাভাবিক ভাইটাল সাইন, স্বাভাবিক রক্তের কাজ, স্বাভাবিক মূত্র এবং সেরেব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইডও স্বাভাবিক।'

BanglaBook.org

'এবং স্বাভাবিক মাথার খুলির এক্সরে।' যোগ করলেন ডা. লওরি।

'বেশ।' ডা. হারপার বললেন, তার চেয়ার থেকে উঠে পড়ে।

'এটা যাই হোক না কেন, এটা গাইনীর কিছু না। তার কয়েক বার অস্বাভাবিক পাপস স্মেয়ার করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো ক্লিনিকে। সুতরাং আমি এই সমস্যা আপনার উপরেই সমাধান করার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি, আমাকে ছাড়াই। আপনাকে সত্যি কথা বললে, আমি মনে করি সে কিছুটা হিস্টোরিক্যাল।'

'আমি একমত।' ডা. ফার্ন্সওয়ার্থ বললেন। 'সে অভিযোগ করে যে তার দেখার সমস্যা আছে কিন্তু তার অপথ্যালমলজি পরীক্ষা স্বাভাবিক। এবং ভিশন কার্ডের সবচেয়ে খুব ছোট সারির লেখাও সে অনায়াসে পড়তে পারে।'

'তার ভিজুয়াল ফিল্ডের খবর কি?" ডা. থমাস জিজ্ঞেস করলেন।

ফার্ন্সওয়ার্থ উঠে দাঁড়িয়েছে, চলে যেতে প্রস্তুত।

'আমার কাছে স্বাভাবিকই মনে হলো। আগামীকাল আমরা তাকে *গ্লোডম্যান ফিল্ড* করব, কিন্তু আমরা সেটা কোনো জরুরি ভিত্তিতে করতে পারি না।'

'এবং তার রেটিনা?' ডা. থমাস জিজ্ঞেস করলেন।-

'স্বাভাবিক।' ফার্ন্সওয়ার্থ বলল। 'কনসাল্টের জন্য ধন্যবাদ। এটাতে কাজ দেবে।' সে তার যন্ত্রপাতির সুটকেস তুলে নিল, অপথ্যালমলজিস্ট রুম ত্যাগ করল।

'গুষ্টির মাথা।' ডা. লওরি বললেন। 'যদি আমাকে কোনো গাধার বাচ্চা ঘোলাটে চোখের বলত যে তার *গোল্ডম্যান ফিল্ড* রাতে করতে পারবে না, আমি মনে করি, আমি তাকে ঘুষি দিয়ে বের করে দিতাম।'

'চুপ কর রালফ' ডা. থমাস বললেন, 'তুমি একজন সার্জেনের মতো কথা বলতে শুরু করেছো।'

ডা. ল্যাংগন উঠে দাঁড়ালেন এবং শরীর টান টান করলেন।

'আমাকেও যেতে হবে। আমাকে বলুন থমাস, কেন আপনি মনে করেন মেয়েটা অসুস্থ। শুধু কি তার অনুভূতি প্রবণতা কমে যাচ্ছে বলে? আমি বলতে চাইছি, সেটা বেশ বিষয় ভিত্তিক।'

'এটা আমার একটা অনুভূতি বলতে পারেন। সে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত সে হিস্টোরিয়াগ্রস্ত নয়। পাশাপাশি, তার সেনসরী অস্বাভাবিকতা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। সে মিথ্যে বলছে না। সেখানে তার ব্রেনে এমন কিছু আছে যেটা তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না।'

ডা. লওরি হাসলেন।

'যে জিনিসটা শুধু এক কেসে কাজ দিচ্ছে সেটা হচ্ছে মেয়েটা ঠিক হয়ে যাবে যদি তুমি তার সাথে আরো বেশি সামাজিকভাবে মেলামেশা কর। পথে এসো, থমাস। যদি সে একটা কুকুর হতো, তুমি কি তখন তাকে এই রাতে দেখা করার জন্য আসতে বলতে।'

গোটা লাউঞ্জের সবাই হেসে উঠল।

ডা. থমাস তার ইজি চেয়ার থেকে উঠে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম ভাড় কোথাকার। আমি এই কেস একাই সামলাতে পারব।'

'অবশ্যই মেয়েটার ফোন নাম্বার নিতে ভুলো না কিন্তু।' ডা. লওরি বললেন থমাসের চলে যাওয়ার সময়। ডা. হুগেনস হাসল। সে এর মধ্যেই ভেবে রেখেছিল এটা খারাপ হবে না।

জরুরি বিভাগে এসে থমাস চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সাতটা থেকে নয়টা রোগীরা খেতে যায়, তাই যতই দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা থাকে।

দশটার দিকে, মাতালরা, মোটর দুর্ঘটনায় পতিতরা এবং চুরি করতে যেয়ে ধরা পড়ারা এবং মানসিক রোগগ্রস্তরা আসতে শুরু করে। এগারোটার সময় হচ্ছে আবেগের সাথে অপরাধের মিশ্রণ।

সুতরাং থমাসের কিছুটা সময় আছে লিন এ্যান লুকাস সম্বন্ধে চিন্তা করার। কিছুটা একটা এই কেসে তাকে বিরক্ত করছে। তিনি অনুভব করছেন যে কোন একটা সূত্র এই কেসে তিনি মিস করেছেন।

প্রধান ডেস্কের কাছে থেমে, তিনি জরুরি বিভাগের কেরানীর কাছে জানতে চাইলেন রেকর্ড রুম থেকে লিন এ্যান লুকাসের চার্ট এখনও এসে পৌঁছেছে কিনা।

কেরানী চেক করল। তারপর না জানাল। কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করল সেগুলো আসলে তাকে কল করা হবে। ডা. থমাস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন। ভাবছেন লিন যদি কোনো উত্তেজক ড্রাগ ব্যবহার করে থাকে।

প্রধান করিডোরের দিকে ঘুরে তিনি পরীক্ষা রুমের মধ্যে মাথা গলালেন, যেখানে মেয়েটা অপেক্ষা করছে।

ডেনিসের কোনো অস্পষ্ট ধারণা নেই মার্টিনের 'অভূতপূর্ব ধারণা' সম্পর্কে। তিনি তাকে বলেছেন রাত নটার সময় তার অফিসে আসতে। জরুরি বিভাগের ট্রমা ফিল্মগুলো রিড করে সোয়া এক ঘণ্টা লাগল। বন্ধ হাসপাতালের দোকানের সামনে দিয়ে সিঁড়ির বিপরীতে তিনি রেডিওলজির তলায় চলে আসেন। দিনের গাঞ্জামের তুলনায় এখন করিডোরকে সম্পূর্ন অন্য জায়গা বলে মনে হয়। হলের একেবারে শেষ প্রান্তে একজন পরিচ্ছন্নকর্মী মেঝে পরিষ্কার করছে।

ফিলিপসের অফিসের দরজা খোলা এবং ডেনিস সেখানে একঘেয়ে মেশিনের শব্দ শুনতে পান।

যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন, সে মার্টিনকে একটা সেদিনের সেরেব্রাল এনজিওগ্রাম শেষ করতে দেখেন। তার সামনে একটা অলটারনেটর যেখানে এনজিওগ্রাফ সাজানো আছে। প্রতিটি মস্তিস্কের খুলির এক্সরেতে হাজার হাজার রক্ত নালিকা এরকমভাবে আছে যেন সেগুলো একটা গাছের শাখা-প্রশাখা। যখন তিনি কথা বললেন তিনি একটা আঙুল প্যাথলজির উপর রাখলেন ডেনিসের সুবিধার্থে। ডেনিস দেখলেন

BanglaBook.org

এবং মাথা নাড়লেন, যদিও এটা তার কাছে ধারণাতীত যে কিভাবে তিনি এই রক্ত জালিকাগুলোর নাম, স্বাভাবিক সাইজ এবং পজিশন মনে রেখেছেন।

'উপসংহার' ফিলিপস বললেন, 'সেরেব্রাল এনজিওগ্রাফি দেখাচ্ছে একটা বড় ধমনী-শিরার অসম সামঞ্জস্য ডান দিকের ব্যাসাল গ্যাংলিয়ায় এই উনিশ বছরের তরুণের। পরবর্তী। এই রক্তসঞ্চালক অসাঞ্জস্যতা আসলে ডানদিকের মধ্যবর্তী সেরেব্রাল ধমনী থেকে লেন্টিকুলোস্ট্রেইট শাখার মাধ্যমে যেটা ডান পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল ধমনীর মাধ্যমে থ্যালামোপারফোরেট এবং থ্যালামোজেনিকুলেট শাখা হতে। পিরিয়ড।' বর্ণনা শেষ। দয়া করে এই রিপোর্টের একটা কপি ডাক্তার মেনারহেইমের কাছে পাঠিয়ে দিন। প্রিন্স ও ক্লসটন। ধন্যবাদ।'

একটা ক্লিক শব্দের সাথে রেকডার বন্ধ হয়ে গেল এবং মার্টিন চেয়ারে দোল খেতে লাগলেন। তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। তিনি দুই হাত এমনভাবে ঘষছেন যেন তিনি কিছু একটা ঘটিয়ে বসেছেন।

'ঠিক সময়মাফিক।' তিনি বললেন।

'তুমি কি পেয়ে গেছো?' ডেনিস বললেন, সে কিছুটা ভীত।

'এসো' ফিলিপস বললেন। দেয়ালের বিপরীতে একটা ভর্তি গারনী বা চাকাওয়ালা ট্রলি যেটাতে আই ভি বোতল, লিনেন এবং একটা বালিশ। তার দিকে বিস্ময়ের হাসি হেসে মার্টিন গারনীটা হলের দিকে ঠেলে দিলেন। ডেনিস তাকে রোগীর এলিভেটরে ধরে ফেলল।

'আমি তোমাকে এই অভূতপূর্ব আইডিয়াটা দিয়েছি?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন, গারনীটা লিফট কারে ওঠানোয় সাহায্য করলেন।

'সেটা ঠিক,' ফিলিপস বললেন। তিনি বাটনে চাপ দিলেন এবং লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

তারা হাসপাতালের বেসমেন্টে চলে এল। এক দঙ্গল পাইপ, যেন রক্তজালিকা, দুদিকে চলে গেছে, এটা এমনভাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে যেন কোনো চক্রান্ত চলছে। প্রতিটি জিনিস কালো অথবা ধূসর, সব রঙ উঠে যেয়ে। বিভিন্ন বিপরীতে তারের খাঁচার মধ্যে ফ্লোরোসেন্ট লাইটগুলো জ্বলছে।

এলিভেটরের সরাসরি সেখানে একটা সাইন দেয়া :

মর্গ: ফলো রেড লাইন।

রক্তের লাইনের মতো, সেই লাইনটা করিডোরের মাঝামাঝি চলে গেছে। একটা অন্ধকার প্যাসেজের মধ্যে একটা জটিল পথে চলে গেছে। যেখান থেকে করিডোরও শাখায় বিভক্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, যেখানে মার্টিনের গারনী হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন।

'খোদার দোহাই এখানে এই নিচে আমরা কি করতে এসেছি?" ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন, তার গলার স্বর তাদের পদশব্দের সাথে সেই প্রাণহীন জায়গায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

BanglaBook.org

'তুমি শুধু দেখ।' ফিলিপস. বললেন। তার হাসি ঝুলে গেল এবং তার কণ্ঠস্বরে টেনশন বোঝা গেল। তার স্বাভাবিক খেলোয়াড় সুলভতা সেখানে এসে দুর্বল হয়ে পড়ল।

করিডোরটা একটা বিশাল ভূগর্ভস্থ গুহার মতো জায়গায় গিয়ে শেষ হলো। সেখানের আলো প্রায় করিডোরের মতোই। সেখানকার সিলিং ছায়ায় হারিয়ে গেছে।

এটার বাম দেয়ালের দিকে একটা বন্ধ দরজা যেখানে মৃতদেহ পোড়ানোর চুল্লি। সেখান থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার হিস হিস শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আরেকটু এগিয়ে দুদিকে ঘূর্ণনের দরজা যেটা মর্গে চলে গেছে। দরজার সামনে লাল লাইনে মেঝে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে।

ফিলিপস গারনীটা সেখানে রেখে দিলেন এবং প্রবেশের দিকে এগিয়ে গেলেন। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে তিনি ভেতরের দিকে তাকালেন।

'আমাদের ভাগ্য ভালো' তিনি বললেন, গারনীর কাছে ফিরে এসে। 'আমাদের এখানে জায়গা আছে।'

ডেনিস বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে অনুসরণ করলেন।

মর্গ হচ্ছে বিশাল একটা অবহেলিত রুম, যেটা দেখে মনে হয় অগ্ন্যুৎপাতের পরের পম্পেই নগরী। সিলিং থেকে কয়েকটা খোলামেলা আলোর হুড ঝুলছে, কিন্তু কয়েকটার শুধু বাল্ব আছে।

রুমের কেন্দ্রে একটা পুরানো মার্বেল অটোপ্সি স্লাব আছে। এটা গত বিশ বছর যাবৎ হয়তো ব্যবহার করা হয়নি এবং এখানে ওখানে ক্ষত হয়ে গেছে। এটাকে দেখে পুরাকালের জিনিস বলে মনে হচ্ছে। পঞ্চম তলার প্যাথলজি বিভাগে বর্তমানে অটোপ্সিগুলো হচ্ছে, আধুনিক কালের স্টেইনলেস স্টিলের সবকিছু ব্যবহার করে।

অসংখ্য দরজা দেয়ালের সাথে, যেটার ভেতরে রুম আছে, এগুলোর সাথে একটা বিশাল কাঠের একটা বাক্স, যেটা দেখে মনে হয় কসাইয়ের মাংসের দোকানের বিশাল রেফ্রিজারেটর। দূরের দেয়ালে একটা করিডোর যেখানে ঘন অন্ধকার। এটা মৃত্যুর মতো নীরব। একমাত্র যে শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে সিঙ্ক থেকে পানি পড়ছে এবং তাদের ফাঁকা পদশব্দের আওয়াজ।

মার্টিন গারনীটা এক জায়গায় পার্ক করে রাখেন এবং আই ভি বোতলটা ঝুলিয়ে রাখেন।

'এখানে,' তিনি বললেন, হাত তুলে ডেনিসকে একটা কোণার দিকে দেখিয়ে দিলেন পরিচ্ছন্ন শিটের এবং নির্দেশ দিলেন এটা তুলে গারনীর প্যাডে দিতে।

তিনি বিশাল কাঠের দরজার দিকে গেলেন। পোড়কি থেকে পিন খুলে নিলেন এবং প্রচণ্ড শক্তির সাথে এটা খুলে ফেললেন। ভক করে বরফ মিশ্রিত কুয়াশার ফণা বেরিয়ে এল এবং মেঝেতে একটা স্তর তৈরি করল।

আলোর সুইচ পেয়ে মার্টিন ঘুরে দাঁড়ালেন এবং লক্ষ্য করলেন ডেনিস ওখান থেকে সামান্যতম নড়েনি।

'এদিকে এসো! এবং গারনীটা নিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

'আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না যতক্ষণ না তুমি বলবে এখানে কি হচ্ছে।' তিনি বললেন।

'ধরে নাও আমরা আবার পনের শতকে ফিরে গেছি।'

'এটার মানে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?"

'আমরা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে একটা মৃতদেহকে কাটাকুটি করতে যাচ্ছি।'

'লিসা ম্যারিনো?' অবিশ্বাসের স্বরে ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন।

'ঠিক তাই।'

'বেশ, আমি এটার কোনো অংশেই অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি না।' তিনি এমনতাবে পিছিয়ে গেলেন যেন তিনি উড়ে যাবেন।

'ডেনিস, পাগলামী করো না। আমি এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো আমি যেসব সিএটি স্ক্যান এবং এক্সরে করতে চেয়েছিলাম সেগুলো নিতে যাচ্ছি। তারপর মৃতদেহ সেভাবেই থাকবে। তুমি কি মনে কর আমি এটা নিজের কাছে রেখে দেব? '

'আমি নিজেও জানি না আমি কি তাবছি।'

'কি কল্পনাশক্তি!' ফিলিপস বললেন, গারনীর এক প্রান্ত ধরতে ধরতে এবং এটাকে টেনে প্রাচীন রেফ্রিজারেটারের কাছে নিয়ে গেলেন। আই তি বোতল ধাক্কায় এটার ধাতব পোলের সাথে বাড়ি খেতে থাকে। ডেনিস তাকে অনুসরণ করেন। তার চোখ হঠাৎ করে দ্রুত ভেতরের দিকটাতে ঘুরে আসে যেটা পুরোটাই টাইলসের, দেয়াল, ছাদ, মেঝে। টাইলসগুলো সম্ভবত কোনো সময় সাদা ছিল কিন্তু এখন তা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। রুমটা তিরিশ ফুট লম্বা এবং বিশ ফুট চওড়া। প্রতিটা সারির পাশে কাঠের পুরানো গাড়ি যেগুলো দেখতে কিছুটা বাইসাইকেলের মতো। রুমের কেন্দ্রে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। প্রতিটা কাঠের গাড়িতে একটা করে মৃতদেহ।

ফিলিপস ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে যেতে থাকেন, চারদিকে তাকাতে তাকাতে। রুমের পেছন দিকে তিনি ঘুরে দাঁড়ান এবং প্রতিটা কাঠের গাড়ি থেকে শিটের কোণা ধরে উঁচু করেন।

ডেনিস গুমোট ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকন। তিনি তার কাছের মৃতদেহগুলোর দিকে না তাকাতে চেষ্টা করেন। যেগুলো ব্যস্ত সময়ের ট্রাফিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ছিন্নবিছিন্নতাবে মারা গেছে। একটা পা, যেটা এখনও জুতো পরে আছে, বিকৃততাবে আছে, বোঝাচ্ছে যে গোড়ালীর উপর থেকে ভেঙে গেছে।

'আহ, এইতো সে,' ফিলিপস বললেন, একটা শিটের নিচে উঁকি মেরে আছেন। ধন্যবাদ, ডেনিসের জন্য, তিনি জায়গা ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন এবং গারনীটা ডেনিসকে আনতে বললেন।

ডেনিস এটা করলেন যন্ত্রচালিতের মতো।

'এটা তুলতে আমাকে সাহায্য কর।' ফিলিপস বললেন।

ডেনিস শিটের উপর দিয়েই লিসা ম্যারিনোর গোড়ালী ধরলেন মৃতদেহকে স্পর্শ করা এড়িয়েই। ফিলিপস টরসোটা ধরলেন। তিন পর্যন্ত গুনে, তারা মৃতদেহটাকে এক

BanglaBook.org

ধাক্কায় গারনীর উপর তুলে ফেললেন। দেখলেন এটা এরই মধ্যে শক্ত হয়ে গেছে।

তারপর ডেনিস ঠেললেন এবং মার্টিন ধাক্কা দিলেন, তারা গারনীটাকে রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে ফেললেন।

ফিলিপস দরজাটা বন্ধ করে দিলেন এবং দরজা আগের মতো লাগিয়ে দিলেন।

'এখানে আই ভি টা কি জন্য?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি চাই না লোকজন ভাবুক আমরা একটা মৃতদেহ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।' ফিলিপস বললেন। 'আর সেই প্রতিক্রিয়া দেয়ার জন্য আইভিটা একটা ডামি হিসেবে কাজ করবে।'

তিনি শিটটা টেনে নামলেন, লিসা ম্যারিনোর রক্তশূন্য মুখ বেরিয়ে এল। ডেনিস অন্য দিকে তাকালেন। মার্টিন মাথাটাকে উঁচু করে ধরলেন এবং গারনীতে রাখা বালিশ মাথার নিচে ঠেলে দিলেন। তারপর তিনি ডামি আইভি লাইনটা শিটের নিচে দিয়ে দিলেন। একটু পিছিয়ে এসে তিনি জিনিসটা অবলোকন করলেন।

'পারফেক্ট।'

তারপর তিনি মৃতদেহের হাত তুলে নিলেন, হাত ধরে রেখে বললেন, 'আপনি কি এখন স্বস্তি বোধ করছেন?'

'মার্টিন, খোদার দোহাই, তুমি কি সব ভয়ানক কাজ-কাম করছ?'

'বেশ, তোমাকে সত্যি কথাই বলি। এটা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। আমি নিশ্চিত নই আমরা এটা করতে যাচ্ছি।'

'এখন তুমি আমাকে এগুলো বলছ!' ডেনিস গারনীটা দরজা দিয়ে বের করতে সাহায্য করতে করতে বললেন।

তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এল এবং রোগীদের এলিভেটরে প্রবেশ করল। তাদেরকে হতাশ করে এটা প্রথম তলায় থেমে গেল। দুজন কর্মচারী একজন হুইল চেয়ারে বসা রোগীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মার্টিন ও ডেনিস এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে ভয়ে একে অপরের দিকে তাকালেন। তারপর ডেনিস বাইরের দিকে তাকালেন, এমন ভাব করলেন যেন এই রোগীর ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠিত।

কর্মচারী দুজন হুইল চেয়ারে রোগী নিয়ে এলিভেটরে উঠে গেল। তিনি উল্টো দিকে ঘুরে থাকলেন, যা সাধারণত কেউ করে না। হুইল চেয়ার নেয়া লোক দুজন তাদের মধ্যে কথোপকথন শুরু করল, শুরু হতে যাওয়া বেসবল খেলা নিয়ে, যদি তারা লিসা ম্যারিনোর অভিব্যক্তি লক্ষ্যও করে থাকে, সেটা তারা বুঝতে পারেনি। কিন্তু হুইল চেয়ারের রোগীটার হাবভাব ভিন্ন। লোকটা লিসার দিকে তাকায় এবং ঘোড়ার খুরের মতো লিসা ম্যারিনোর মাথায় দেখতে থাকে।

'তার কি একটা অপারেশন হয়েছে?' লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'হু।' ফিলিপস বললেন।

'সে কি ঠিক হতে চলেছে?'

'সে একটু ক্লান্ত।' ফিলিপস বললেন, 'তার কিছুটা বিশ্রামের দরকার।'

BanglaBook.org

রোগী মাথা নাড়ল যেন সে বুঝতে পেরেছে। তারপর দরজাটা দ্বিতীয় তলায় থেমে খুলে গেল এবং ফিলিপস ও স্যাংগার নেমে পড়লেন। একজন কর্মচারী এমনকি গারনীটা ঠেলে দিতে সাহায্য করল।

'এটা হাস্যকর।' স্যাংগার বললেন যখন তারা খালি হল ওয়ে দিয়ে হেঁটে চলেছেন। 'আমার নিজেকে ক্রিমিনালের মতো মনে হচ্ছে।'

তারা সিএটি স্ক্যান রুমে প্রবেশ করে। কন্ট্রোল রুম থেকে লাল মাথার টেকনিশিয়ানটা জানালার মধ্য দিয়ে তাদের দেখে। সে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

ফিলিপস তাকে বলেন এটা একটা জরুরি স্ক্যান। টেকনিশিয়ানের টেবিলটা ঠিক করে দেয়ার পর তিনি লিসা ম্যারিনোর মাথাটা নিজেই ঠিক পজিশনে রাখলেন এবং তার হাত মেয়েটার কাঁধের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন, উপরে তোলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে। বরফ-ঠাণ্ডা অনুভূতি, জীবনহীন মাংসপেশীর পরশে তিনি লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলেন।

'মেয়েটা মারা গেছে।' তিনি বললেন। শকড।

ডেনিস তার চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

'মেয়েটার একট খারাপ দিন গেছে এটুকু বলতে দাও।' ফিলিপস বললেন। 'এবং তুমি এটা সম্বন্ধে কথা বলবে না এটুকু এক্সারসাইজ নিয়ে।'

'আপনি এখনও একটা সিএটি স্ক্যান করাতে চান?' টেকনিশিয়ান অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই।' ফিলিপস বললেন।

একত্রে হাত লাগিয়ে, টেকনিশিয়ান মার্টিনকে সাহায্য করল লিসা ম্যারিনোকে টেবিলের উপর তুলতে। সেখানে তেমন কোনো প্রস্তুতি নেয়া লাগল না মৃতদেহের জন্য, যেটা জীবত মানুষের ক্ষেত্রে করতে হতো। তিনি টেবিলটা চালু করে দিলেন এবং লিসার মাথা যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে গেল। পজিশনটা চেক করে, টেকনিশিয়ান ফিলিপস এবং স্যাংগারকে কন্ট্রোল রুমের দিকে নিয়ে গেলেন।

'সে বিবর্ণ হতে পারে,' টেকনিশিয়ান বললেন, 'কিন্তু তাকে নিউরোসার্জারি থেকে আসা রোগীর চেয়ে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।'

টেকনিশিয়ান স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার জন্য বাটন চেপে দিল এবং বিশাল ডগনাট আকৃতির যন্ত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠল এবং লিসার মাথার চারদিকে ব্যাপকভাবে ঘুরতে লাগল।

তারা দলবদ্ধভাবে ভিউয়িং স্ক্রিনের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে। স্ক্রিনের একেবারে উপর একটা লম্বালম্বি লাইন দেখা যায়, তারপর মুখটা, স্কালটা দেখা যায় কিন্তু এটার ভেতর কোনো আইডেন্টিফিকেশন কিছু দেখা যায় না। মাথার খুলির ভেতরে অন্ধকার এবং পুরোটাই একই রকম।

'ব্যাপারটা কি?' মার্টিন বললেন।

টেকনিশিয়ান হেঁটে কন্ট্রোলের ওখানে গেল এবং সেটিংটা আবার পরীক্ষা করে দেখল। সে ফিরে এল, তার মাথা নাড়ল।

তারা পরবর্তী ইমেজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আবার মাথার খুলির আউট

BanglaBook.org

লাইন দেখা যায় কিন্তু ভেতরেরটা ফাঁকা।

'আজ রাতে কি মেশিনটা ঠিকমতো কাজ করছে?" ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'সঠিকভাবেই।' টেকনিশিয়ান উত্তর দিল।

ফিলিপস সেখানে পৌঁছালেন এবং ভিউয়িং কন্ট্রোলটা ঠিকঠাক করে দিলেন। উইন্ডো লেভেল, উইন্ডো প্রশস্ততা ঠিক করে দিলেন।

'হায় খোদা!" তিনি কয়েক মিনিট পর বললেন।

'তুমি কি জান আমরা ওখানে কি দেখতে পাচ্ছি? বাতাস। সেখানে কোনো ব্রেন নেই। এটা চলে গেছে।'

তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকে বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে। ঝড়োগতিতে মার্টিন ঘুরে যায় এবং স্ক্যানার রুমে দৌড়ে যায়। ডেনিস এবং টেকনিশিয়ান তাকে অনুসরণ করে।

মার্টিন লিসার মাথা দুহাতে তুলে ধরে। শক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মৃতদেহের গোটা দেহ টেবিল থেকে উঠে আসে। টেকনিশিয়ান একটা হাত লাগিয়ে সাহায্য করে, যাতে ফিলিপস লিসার মাথার পেছনের দিকটা দেখতে পায়। তিনি খুব কাছের থেকে মাথার চামড়া দেখতে থাকেন। তিনি এটা পেয়ে যান। একটা সূক্ষ্ম ইউ-আকৃতির কাটা মাথার খুলির পেছনের বেসের দিকে। যেটা সাবকিউটিকুলার স্টিচ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যাতে কোনোরকম কাটা দাগ চোখে না পড়ে।

'আমি মনে করি, আমাদের এই মৃতদেহটা আবার মর্গে রেখে আসাই ভালো হবে।' মার্টিন অস্বস্তির সাথে বললেন।

এই যাতায়াতটা খুব দ্রুত খুব কম কথাবার্তার সাথে হতে থাকে।

ডেনিস ওখানে আবার যেতে চান না কিন্তু তিনি জানেন গারনী থেকে মৃতদেহ তুলতে মার্টিনের সাহায্য লাগবে। যখন তারা মৃতদেহ পোড়া চুল্লির কাছে পৌঁছান, তিনি আবার মর্গ যে খালি সেটা নিশ্চিত হয়ে নেন। দরজাটা খোলা রেখে তিনি ডেনিসকে সেখানে আগে পাঠান, গারনীটা রেফ্রিজারেটরে ঠেলে পাঠাতে। দ্রুততার সাথে তিনি কাঠের বিশাল দরজাটা খুলে ফেলেন। ডেনিস লক্ষ্য করেন মার্টিনের নিঃশ্বাস ছোট ছোট পাফের মতো ঠাণ্ডা বাতাসে ধোঁয়ার মতো বের হচ্ছে। তারা পুরানো কাঠের গাড়ির কাছে আসেন এবং মৃতদেহটা তুলে যখন ওটার উপরে রাখতে যাবেন তখনই একটা শকিং শব্দ ঠাণ্ডা বাতাসে প্রতিধ্বনি তোলে।

ডেনিস এবং মার্টিন অনুভব করে তাদের হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে এবং এটা কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে বুঝতে যে শব্দটা ডেনিসের বিপ্পার থেকে আসছে। তিনি ভয়ের সাথে এটার সুইচ বন্ধ করে দেন। এমনভাবে বিব্রত বোধ করেন যেন এটা তার দোষ। তারপর লিসার পায়ের গোড়ালি ধরেন এবং তিন গোনার সাথে সাথে সেটা কাঠের গাড়িতে তুলে দেন।

'মর্গের বাইরের দেয়ালে একটা দেয়াল ফোন আছে।' মার্টিন বললেন, 'তোমার ফোনের উত্তর দাও যখন আমি নিশ্চিত হই যে মৃতদেহটা ঠিক জায়গা মতোই রাখতে

BanglaBook.org

পারছি।'

কোনোরকম উৎসাহ ছাড়াই ডেনিস ভয়ের সাথে বাইরে যান। তিনি পুরোপুরি অপ্রস্তুত কি ঘটছে সে সম্বন্ধে। যখন তিনি ফোনের কাছে যান, তিনি দৌড়ে একটা মানুষের কাছে যান যিনি রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলতে যাচ্ছে।

"আপনি এখানে কি করছেন?" মানুষটা চাবুকের মতো প্রশ্নটা করে। তার নাম ওর্য়েনার এবং সে হাসপাতালের মৃতদেহ তদারককারী। তিনি বেরিয়ে আসেন এবং স্যাংগারের হাতের কব্জি এটে ধরেন।

কথাবার্তার শব্দ শুনে মার্টিন রেফ্রিজারেটরের ব্যাপারটা ধারণা করে নেন।

'আমি ডা. মার্টিন ফিলিপস এবং ইনি হচ্ছেন ডা. ডেনিস স্যাংগার।' তিনি চান তার কণ্ঠস্বর বেশি ভারী, মর্যাদাপূর্ণ শোনাক, পরিবর্তে এটা ফাঁকা এবং নিম্নমানের শোনায়।

ওর্য়েনার ডেনিসের হাত ছেড়ে দেয়। সে একজন কৃশকায় মানুষ উঁচু চোয়ালের হাড় এবং কাকের মতো মুখ। মৃদু আলোয় তার গভীর চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে না। চোখের গোলাকার গর্ত যেন ফাঁকা, যেন একটা মুখোশের মধ্যের খালি গর্ত। তার নাক সরু এবং তীক্ষ্ণ ছোট কুঠারের মতো। সে একটা কালো পোশাক পরে আছে, কালো রিবন দিয়ে বাঁধা।

'আপনি এখানে আমার তত্ত্বাবধানের মৃতদেহ নিয়ে কি করছেন?' ওর্য়েনার জিজ্ঞেস করল। ডাক্তার এবং গারনী ঠেলে ভেতরে যেতে থাকে। রেফ্রিজারেটরের ভিতর ঢুকে সে মৃতদেহ গুনতে থাকে।

ম্যারিনোর দিকে নির্দেশ করে লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি আমার এই মৃতদেহ এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন?"

প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে, ফিলিপস মৃতদেহ রক্ষকের মৃতদেহের সম্পর্কে সম্পত্তির মতো অনুভূতির ব্যাপারটা দেখতে চাইলেন। 'আমি নিশ্চিত নই এটা আপনার বলা ঠিক হচ্ছে কিনা যে মৃতদেহগুলো আপনার, মি....'

'ওর্য়েনার।' মৃতদেহ রক্ষক বলল, হেটে মার্টিনের পিছনের দিকে আসে এবং ফিলিপসের মুখের উপর তর্জনী উচিয়ে রাখে। 'যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ না কেউ মৃতদেহর জন্য আসছে, এগুলো আমার মৃতদেহ। আমিই এর দায়িত্বে।'

ফিলিপস ভাবল এটাই ভালো হয় লোকটার সাথে তর্কে না যাওয়া। ওর্য়েনারের মুখ তার পাতলা ঠোঁট নিয়ে কঠিন, অসমঝোতার ভাব ধরে আছে। মানুষটা দেখে মনে হয় যেন প্যাঁচানো স্প্রিং।

ফিলিপস আবার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু তার কণ্ঠস্বর এমন বিবৃতকরভাবে বেরিয়ে আসে।

'আমরা আপনার সাথে একটা মৃতদেহ নিয়ে কথা বলতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি এটা নৃশংসভাবে ঘটেছে।'

স্যাংগারের বিপারের দ্বিতীয়বারের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তিনি দ্রুত দেয়ালের ফোনের কাছে চলে গেলেন এবং ফোনের উত্তর দিলেন।

BanglaBook.org

'আপনি কোন মৃতদেহ নিয়ে কথা বলছেন?' ওর্য়েনার জিজ্ঞেস করল। তার চোখের দৃষ্টি কখনও মার্টিনের উপর থেকে সরল না।

'লিসা ম্যারিনো।' ফিলিপস বললেন, কিছুটা ঢাকা মৃতদেহের দিকে নির্দেশ করলেন। 'এই মৃতদেহের মেয়েটি সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'খুব বেশি কিছু না,' ওর্য়েনার বলল, লিসার কাছে গেল এবং একটু স্বস্তি বোধ করল। 'তাকে সার্জারি থেকে তুলে আনা হয়েছে। আমি মনে করি আজ শেষ রাতের দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে অথবা খুব সকালের দিকে।

'এই মৃতদেহ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?' মার্টিন খেয়াল করে দেখলেন মৃতদেহ রক্ষক চুল উপরের দিকে তোলা এবং সে এটা উপরের দিকে হাত চালিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

'সুন্দরী।' ওর্য়েনার বলল, এখনও লিসার দিকে তাকিয়ে।

'সুন্দরী বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?' ফিলিপর জিজ্ঞেস করলেন।

'এত সুন্দর দেখতে মহিলা আমি খুব কমই দেখেছি।' ওর্য়েনার বলল। যখন সে মার্টিনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল তার মুখে অন্যরকম হাসি।

এই মুহূর্তে হাতে কোনো অস্ত্রপাতি না থাকায়, মার্টিন ঢোক চিপলেন। তার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে এবং যখন দেখলেন ডেনিস ফিরে আসছে তিনি খুশি হলেন।

'আমাকে যেতে হবে। আমাকে জরুরি বিভাগ থেকে ডাকা হয়েছে মাথার খুলির ফিল্ম পরীক্ষা করে দেখার জন্য।' ডেনিস বললেন।

'ঠিক আছে।' মার্টিন বললেন। তার চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। 'আমার অফিসে দেখা কর যখন তুমি ফ্রি হও।'

ডেনিস মাথা নাড়লেন এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি চলে গেলেন।

মার্টিন মর্গের অস্বস্তিকর অবস্থায় ওর্য়েনারের সাথে। নিজেকে জোর করে লিসা ম্যারিনোর মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেলেন। মৃতদেহের উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে তিনি লিসার কাঁধের তলায় হাত দিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দিলেন।

তিনি খুব সাবধানে মাথার পিছনের সেলাইয়ের দাগের দিকে নির্দেশ করলেন।

ফিলিপস বললেন 'আপনি এটা সম্বন্ধে কি জানেন?'

'আমি এটা সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানি না।' ওর্য়েনার খুব দ্রুত বলল।

ফিলিপস এখনও নিশ্চিত নন তিনি যে জায়গাটায় নির্দেশ করছেন ওর্য়েনার সেটা বুঝতে পারছে কিনা। লিসার মৃতদেহটা কাঠের ট্রলির উপর পুরোটা উপুড় করে দিলেন। ফিলিপস মানুষটাকে শেখাতে থাকেন। লোকটার শক্ত চোখ-মুখে কেমন যেন নাৎসীদের মুখভাব।

'আমাকে বলুন,' ফিলিপস বললেন, 'মেনারহেইমের কোন লোক কি এখানে আজ এসেছিল?'

'আমি জানি না।' ওর্য়েনার বলল। 'আমি বলেছিলাম সেখানে কোনো অটোপ্সি হবে না।'

'বেশ, এটা কোনো অটোপ্সির ইনসিশন নয়।' ফিলিপস বললেন।

BanglaBook.org

তিনি শিটের প্রান্ত ধরে এটা আবার লিসা ম্যারিনোর মৃতদেহের উপর টেনে দিলেন।

'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটে চলেছে। আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ওর্য়েনার তার মাথা দুদিকে নাড়ল।

'আমরা এটা দেখব,' ফিলিপস বললেন।

তিনি হেঁটে রেফ্রিজারেটর থেকে বের হলেন। গারনীটা ওর্য়েনারের জন্য রেখে গেলেন। মৃতদেহ রক্ষক অপেক্ষা করল যতক্ষণ না বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনেন। তারপর তিনি কাঠের গাড়িটা ধরলেন এবং এটাকে সজোরে নাড়া দিলেন। এটা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে পড়ে গেল, মর্গের অর্ধেকটাতে চলে গেল এবং পাথরের অটোপ্সি টেবিলে ধাক্কা খেল। সেখান থেকে অদ্ভুত শব্দ আসতে থাকে। আই ভি বোতল পড়ে গেল।

ডা. ওয়েন থমাস সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, তার বাহু বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা।

লেন এ্যান লুকাস একটা পুরানো পরীক্ষা টেবিলের উপর বসা। তাদের চোখ পরস্পরের সমতলে। ডাক্তার সচেতন এবং মেয়েটা ক্লান্ত।

'তোমার সম্প্রতি মূত্রনালীর ইনফেকশনের খবর কি?' ডা. থমাস বললেন। 'এটা সালফা ড্রাগ দ্বারা চলে গিয়েছিল। সেখানে এমন কিছু কি ছিল তোমার অসুস্থতার মধ্যে যেটা তুমি উল্লেখ কর নাই?'

'না,' লিন এ্যান ধীরে ধীরে বলল, 'শুধুমাত্র তারা আমাকে একজন ইউরোলজিস্টের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তিনি আমাকে বলেন, আমার একটা সমস্যা আছে অতিরিক্ত মূত্র আমার মূত্রথলিতে জমা থাকে, যেটা আমার বাথরুমের যাওয়ার পরও থাকে। তিনি আমাকে একজন নিউরোলজিস্টকে দেখাতে বলেন।'

'তুমি কি সেটা করেছিলে?'

'না। সমস্যাটা আমার নিজে নিজেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমি এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করিনি।'

পর্দাটা একটু ফাঁক হলো এবং ডা. ডেনিস স্যাংগার তার মধ্যে মাথা গলালেন।

'এক্সিউজ মি। কেউ একজন আমাকে মাথার খুলির উপদেশের জন্য ডেকেছিল।'

থমাস দেয়ালের কাছ থেকে সরে এলেন। জানালেন তিনি এক মিনিটের মধ্যে আসছেন।

যখন তারা লাউঞ্জের দিকে যেতে থাকেন তিনি ডেনিসকে আঙুলের সাহায্যে লিন এ্যানের সমস্যাটা বোঝাতে থাকেন। তিনি তাকে বলেন, তিনি যে এক্সরেটা পেয়েছেন সেটা স্বাভাবিক কিন্তু তার পিটুইটারী এরিয়া নিয়ে একটু নিশ্চিত হওয়া দরকার।

'ডায়াগনসিসে কি বলে?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

'সেটাই হলো সমস্যা,' লাউঞ্জের দরজা খুলতে খুলতে থমাস বললেন। 'বেচারী মেয়েটা এখানে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে আছে, কিন্তু আমি এটাকে একত্রিত করতে পারছি না। আমি মনে করি, হতে পারে সে একজন আসক্ত কিন্তু সে সেটা নয়। সে এমনকি গাঁজা পর্যন্ত খায় না।'

থমাস ভিউয়ারের উপর ফিল্মটা ধরলেন।

ডেনিস এটাকে সাধারণ পদ্ধতিতে স্ক্যান করলেন, হাড় দিয়েই শুরু করলেন।

'আমি বাকি জরুরি বিভাগের স্টাফদের কাছ থেকে শুধু উপহাসই পেয়েছি এই কেসের ব্যাপারে।' থমাস বললেন, 'তারা মনে করে আমি এই কেসে উৎসাহী কারণ রোগীনী অতীব সুন্দরী।'

ডেনিস এক্সরে ফিল্ম থেকে চোখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে থমাসের দিকে তাকালেন।

'কিন্তু সেটা নয়।' থমাস বললেন, 'এই মেয়েটার ব্রেনে কোনো একটা ভুল কিছু আছে। এবং সেটা যাই হোক, সেটা বিস্তৃত।'

স্যাংগার আবার তার মনোযোগ ফিল্মের দিকে দিলেন। হাড়ের গঠন স্বাভাবিক, এমনকি পিটুইটারী এরিয়াসহ। তিনি মাথার খুলির ছায়া ছায়া অংশগুলোর দিকে তাকালেন। তার দেখার উদ্দেশ্যের কারণে তিনি পরীক্ষা করলেন পিনিয়াল গ্লান্ড ক্যালসিফাইড কিনা। এটা তা নয়। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে এক্সরে ফিল্মটা স্বাভাবিক যখন তিনি এর গঠনের ভেতরে কিছুটা ভিন্নতা ধারণা করে রেখেছিলেন।

তিনি তার দুই হাত দিয়ে গোলাকার এরিয়া করে তার মধ্য দিয়ে এক্সরে ফিল্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো দেখতে থাকেন। এই জিনিসটা তিনি ফিলিপসের কাছ থেকে শিখেছেন। যে কাগজের মধ্যে গোলাকার করে কেটে এরকম ভাবে দেখে।

তার হাত একটু দূরে নিয়ে তার বিশ্বাস জন্মাল! তিনি আরেকটা উদাহরণ দেখতে পেলেন যেটা মার্টিন তাকে দেখিয়েছি এর পূর্বে লিসা ম্যারিনোর ফিল্মে। ঘনত্বের ভিন্নতা!

'আমি আরেকজনকে এই ফিল্ম দেখাতে চাই।' ডেনিস ফিল্ম ভিউয়ার থেকে টেনে বের করতে করতে বললেন।

'আপনি কি কিছু পেয়েছেন?' থমাস জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উৎসাহ বোধ করছেন।

'আমি তাই মনে করি। আমি এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত রোগীকে এখানে ধরে রাখুন।' থমাসের কোনো উত্তর দেয়ার আগেই ডেনিস বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুই পর তিনি মার্টিনের অফিসে প্রবেশ করলেন।

'তুমি কি নিশ্চিত?' মার্টিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি মোটামুটি নিশ্চিত।' তিনি ফিল্মটা মার্টিনের হাতে দিলেন।

মার্টিন এক্সরেটা নিলেন কিন্তু তিনি এটা তাড়াতাড়ি রাখলেন না। তিনি এটাতে আঙুল রাখলেন, ভীত যদি তাকে আবার কোনো অযাচিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়।

'চলে এসো।' ডেনিস বললেন। তিনি উৎসুক তার ধারণা নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

এক্সরে ফিল্মটা ক্লিপের নিচে। ভিউয়ারের আলো কাঁপতে থাকে তারপর স্থির হয়।

ফিলিপসের অভিজ্ঞ চোখ উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নেয়। 'আমি মনে করি, তুমি ঠিক।'

BanglaBook.org

তিনি বললেন। একটা কাগজের মাঝখানে গর্ত করে নিয়ে তার উপর রাখলেন, তিনি এক্সরেটা আরো কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখলেন। কোনো সন্দেহ নেই কিছুটা অস্বাভাবিক ঘনত্বের ভিন্নতা যেটা লিসা ম্যারিনোর এক্সরেতে দেখা গিয়েছিল তেমনটি এই এক্সরেতে আছে। নতুনটাতে যেটুকু পার্থক্য তা হলো এটা অনেক কম উজ্জীবিত এবং ততটা বেশি প্রসারিত নয়।

নিজের উত্তেজনা বশে রাখার চেষ্টা করে, মার্টিন মিখাইলের কম্পিউটার চালু করলেন। তিনি সেখানে নাম প্রবেশ করালেন। তারপর ডেনিসের দিকে ঘুরলেন। জিজ্ঞেস করলেন রোগীর বর্তমান অভিযোগ কি। ডেনিস তাকে বললেন, রোগীর কাছে কোনো কিছু পড়তে গেলে বানানগুলো চলে যায়। ফিলিপস তথ্যগুলো প্রবেশ করালেন। তারপর লেসার রিডারের কাছে গেলেন। যখন ছোট লাল আলোটা জ্বলে উঠল , তিনি ফিল্মের কোণা ধরে ঠেলে দিলেন। বাইরের টাইপ রাইটার কাজ শুরু করল।

থ্যাঙ্ক ইউ। এটা বলল। ***টেক এ ন্যাপ।***

যখন তারা অপেক্ষা করতে থাকে, ডেনিস মার্টিনকে বললেন তিনি লিন এ্যান লুকাসের কেস থেকে কি শিখেছেন। কিন্তু যে ব্যাপারটা তাতে বেশি উত্তেজিত করছে রোগীনি এখনও জীবিত এবং জরুরি বিভাগে অপেক্ষা করছে।

টাইপ রাইটার ক'জ শেষ করলে ফিলিপস রিপোর্টটা বের করে নিলেন। তিনি এটা ডেনিসের কাঁধের উপর দিয়েই পড়লেন।

'আশ্চর্যজনক!' ফিলিপস পড়া শেষ করে বললেন, 'কম্পিউটার তোমার অভিব্যক্তির সাথে পুরোপুরি একমত ধারণা পোষণা করছে। এবং এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এটারও লিসা ম্যারিনোর মতো একই ঘনত্বের পাটার্ন আছে। এবং এসবের উপর এটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে ঘনত্বের ভিন্নতাটা কি! এই জিনিসটা সত্যিকারের আশ্চর্যজনক বস্তু। এটা শিখতে চায়! এটা এত বেশি মানুষের মতো যে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি। শেষ যে জিনিসটা আমি জানতে পারছি সেটা হলো এটা সিএটি স্ক্যানারকে বিয়ে করতে চায় এবং গোটা সামারটা ছুটি নিতে চায়।'

'বিয়ে করতে?" স্যাংগার বললেন, তিনি হাসছেন।

মার্টিন তাকে থামিয়ে দিলেন।

'প্রশাসনিক উদ্বিগ্নতা। আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না। আমাকে এই লিন এ্যান লুকাসের এইগুলো দাও এবং সিএটি স্ক্যান করতে দাও এবং এক্সরেগুলো করতে দাও, যেগুলো আমি লিসা ম্যারিনোর ক্ষেত্রে করতে পারি নাই।'

'তুমি বুঝতে পারছ কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। সিএটি স্ক্যান টেকনিশিয়ান দশটায় ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে এবং চলে গেছে। আমরা তাকে আসার জন্য ডাকতে পারি। তুমি কি নিশ্চিত আজ রাতটা তুমি এসব করেই কাটাবে?'

ফিলিপস তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এখন সাড়ে দশটা।

'তুমি ঠিক। কিন্তু আমি এই রোগীটাকে হারাতে চাই না। আমি যাচ্ছি দেখতে যাতে রোগীটা আজ রাতেই ভর্তি হয়ে যেতে পারে।'

BanglaBook.org

ডেনিস জরুরি বিভাগে যেতে মার্টিনের সঙ্গ নিল। তারা সরাসরি বিশাল চিকিৎসা রুমে চলে এল। তিনি মার্টিনের সুবিধাতে আগে ডান কোণের দিকে চলে এলেন এবং ছোট একটা পরীক্ষা রুমের পর্দা টানলেন।

লিন এ্যান লুকাস রক্ত লাল চোখে তাদের দিকে তাকাল। সে টেবিলের পাশে বসে আছে, দুহাতে মাথা ধরে রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে।

ডেনিস ফিলিপসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেখার আগে, তার বিপার বেজে উঠল এবং তিনি মার্টিনকে লিন এ্যানের সাথে নিজ দায়িত্বে কথা বলার জন্য ছেড়ে চলে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখে মার্টিনের মনে হলো মেয়েটা ক্লান্ত। তিনি তার দিকে তাকিয়ে উষ্ণভাবে হাসলেন। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে এই রাতটা হাসপাতালে কাটাতে পারবে কিনা, যাতে তারা খুব সকালে তার কয়েকটা এক্সরে নিতে পারে। লিন এ্যান জানাল সে কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। এতটা সময় যখন জরুরি বিভাগে কাটাতে পেরেছে তখন বাকি রাতটাও পারবে এবং এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে। ফিলিপস তার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। তারপর বললেন তিনি সবকিছুর আয়োজন করে দেবেন।

প্রধান ডেস্কের কাছে এসে, ফিলিপস এমন আচরণ করতে লাগলেন যেন তিনি ঠেলে, চেঁচিয়ে এমনকি কাউন্টার টপের উপর হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে ব্যস্ত ক্লার্কের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি লিন এ্যান লুকাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। জানতে চান এই রোগীর চার্জে কে আছেন।

ক্লার্ক প্রধান রোস্টার চেক করে দেখেন এবং জানান, ডা. ওয়েন থমাস, যিনি এখন সাত নাম্বার রুমে একজন স্ট্রোক রোগী নিয়ে ব্যস্ত।

যখন ফিলিপস হেঁটে যান তিনি নিজেকে দেখতে পান কার্ডিয়াক এ্যারেস্টের রোগীর মাঝে। রোগী একজন বিশাল দেহী মোটাসোটা মানুষ যাকে পরীক্ষা টেবিলে ড্রেপের নিচে বিশাল একটা প্যানকেকের মতো লাগছে। একজন দাড়িওয়ালা কালো মানুষ, যিনি ফিলিপস জানলেন ডা. থমাস, একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে রোগীকে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিচ্ছেন। প্রতিবার চাপের সময় ডা. থমাসের হাত মাংসের স্তূপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। রোগীর অন্য পাশে একজন রেসিডেন্ট ডিফাইব্রিলেটর প্যাডেল ধরে আছেন যখন তিনি কার্ডিয়াক মনিটর নজরে রাখছেন। রোগীর মাথার কাছে একজন এ্যানেসথেশিস্ট একটা এ্যাম্বু ব্যাগ দিয়ে রোগীকে ভেন্টিলেশন দিচ্ছে, ডা. থমাসের সাথে সমন্বয় রেখে।

'ধরে রাখুন।' ডিফাইব্রিলেটর দেয়া রেসিডেন্ট বলল।

সকলেই পিছিয়ে এল যখন রেসিডেন্ট তার বুকে সেটা দিতে থাকে।

এ্যানেসথেশিস্ট তৎক্ষণাৎ রেসপেরিটরী সহযোগীকে কাজে লাগিয়ে দিল। মনিটর সঠিক অবস্থানে এল এবং ধীর কিন্তু নিয়মিত ট্রেসিং আসতে থাকে।

'আমি খুব ভালো ক্যারোটিড পালস পেয়েছি।' এ্যানেসথেশিস্ট বলল, তার হাত দিয়ে রোগীর ঘাড়ে চাপ দিতে দিতে।

BanglaBook.org

'ভালো' রেসিডেন্ট বলল। সে তার চোখ মনিটর থেকে সরাচ্ছে না। এবং যখন প্রথম একটোপিক ভেনট্রিকুলার স্পাইক আসছে, তিনি আদেশ দিলেন, 'পচাত্তর মিলিগ্রাম লিডোকেইন।'

ফিলিপস থমাসের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তার পায়ে আঘাত করে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। রেসিডেন্ট ডা. ফিলিপস চেয়ার থেকে নেমে এলেন এবং একটু পিছিয়ে এলেন, যদিও তার চোখ টেবিলের উপর থেকে সরেনি।

'আপনার রোগী, লিন এ্যান লুকাস,' ফিলিপস বললেন, 'তার কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস এক্সরেতে পাওয়া গেছে অক্সিপিটাল এরিয়ায় যেটা বেড়ে যাচ্ছে।'

'আমি খুশি যে আপনি কিছু পেয়েছেন। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে বলছিল সেখানে ভুল কিছু একটা মেয়েটার আছে কিন্তু আমি জানি না এটা কি।'

'আমি এখনও সেটার ডায়াগনসিসে সমর্থ হয়নি।' ফিলিস বললেন, 'আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আগামীকাল আরো বেশি ফিল্ম নেয়া। মেয়েটাকে আজ রাতের জন্য ভর্তি করিয়ে রাখলে কেমন হয়।'

'নিশ্চয়,' থমাস বললেন, 'আমি সেটা করতে চাই, কিন্তু আমি অন্যদের কাছ থেকে অনেক বেশি উপহাস পাব যদি আমি সেখানে কোনো সঠিক ডায়াগনসিস দিতে না পারি।'

'মাল্টিপল স্কেলেরোসিস হলে কেমন হয়?'

থমাস তার দাড়িতে হাত দিলেন।

'মাল্টিপল স্কেলেরোসিস। এটা শুনতে একটু দূরের জিনিস শোনায়।'

'কোনো কারণ আছে কি এটা মাল্টিপল স্কেলেরোসিস না হওয়ার?'

'না।' থমাস বললেন। 'কিন্তু খুব বেশি কারণও নেই এটাকে সেটা সাজেস্ট করার।'

'এই কেসের শুরুতে সেটা অনেক আগে আগে হয়ে যাচ্ছে।' ফিলিপস বললেন।

'সম্ভবত। কিন্তু মাল্টিপল স্কেলেরোসিস সাধারণত ডায়াগনসিস পরে করা হয় যখন এর কারণগুলো আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়।'

'এটাই একটা পয়েন্ট হতে পারে। আমরা এটা সাজেস্ট করতে পারি ডায়াগনসিস আগে আগেই পরে করার চেয়ে।'

'ঠিক আছে।' থমাস বললেন। 'কিন্তু আমি বিশেষত আমার ভর্তি নোটে জানিয়ে দিতে যাচ্ছি রেডিওলজি এটা সাজেস্ট করেছে।'

'আমার অতিথি হোন।' ফিলিপস বললেন, 'নিশ্চিত করে অর্ডার শিটে লিখে দেবেন সিএটি স্ক্যান এবং পলিটমোগ্রাফি আগামীকাল করা হবে। আমি রেডিওলজির শিডিওল থেকে এটার দেখাশুনা করব।'

ডেস্কে ফিরে গিয়ে ফিলিপস লিন এ্যান লুকাসের জরুরি রুমের চার্ট এবং হাসপাতাল রেকর্ড নিয়ে এলেন। তিনি দুটো জিনিসই নিয়ে ফাঁকা লাউঞ্জে বসে পড়লেন।

প্রথমে তিনি ডা. হুগেনস এবং ডা. থমাসের কাজের তালিকাটা পড়লেন। সেখানে উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছুই নেই। তারপর তিনি চার্ট দেখলেন। সেখানে রেডিওলজি

BanglaBook.org

রিপোর্ট আছে। তিনি চার্টের সেই পাতা খুললেন, যেটাতে মাথার খুলির এক্সরে রোলার স্কেটিং দুর্ঘটনায় এগারো বছর বয়সে যেটা ঘটেছিল সেটা আছে। সেই এক্সরেটা এমন একজন রেসিডেন্ট রিড করেছিল যাকে ফিলিপস চেনেন। তিনি ফিলিপসের কয়েক বছরের জুনিয়র এবং বর্তমানে হাইস্টনে আছেন। এক্সরেতে সেটা স্বাভাবিক বলা হয়েছে।

চার্টের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে ফিলিপস জানলেন, দুই বছর আগে মেয়েটার আপার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশন হয়েছিল, যেটা ক্যাম্পাসের ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যায়। তিনি চোখ বুলিয়ে যান কয়েকবার গাইনী ক্লিনিকে যাওয়ার ব্যাপারগুলোতে। তার কয়েকটা মধ্যম মানের অস্বাভাবিক পাপস স্মেয়ার হয়েছে। ফিলিপস বুঝলেন তথ্যগুলো ততটা তথ্যবহুল নয়। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ চার্টে কোনো কিছু লেখা নেই।

ফিলিপস জরুরি বিভাগের ডেস্কে চার্টটা ফেরত দিয়ে এলেন। তারপর অফিসের দিকে যেতে থাকেন। তিনি দুটো করে সিঁড়ির ধাপ ভাঙেন। তার শক্তি বেড়ে গেছে আশ্চর্যজনক অনুসন্ধানের উত্তেজনায়। ম্যারিনোর কেসটা থেকে সরে এসে, লুকাসের আবিস্কারটা তার কাছে অনেক বেশি আনন্দপুর্ণ।

অফিসে ফিরে এসে, তিনি ইন্টারনাল মেডিসিনের টেক্সটবুক বের করলেন এবং সেখানে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস সম্বন্ধে দেখতে থাকেন।

তার যতটুকু মনে পড়ে, এই রোগীর ডায়াগনসিস পুঙ্খানুপুঙ্খ। সেখানে কোনো অটোপ্সির জন্য কোনো স্থান নেই। রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনসিসের মূল্য আবার ফিলিপসের কাছে ধরা পড়ে। তিনি পড়ে চলেন, লক্ষ্য করেন এই রোগের ক্লাসিক্যাল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখার অস্বাভাবিকতা এবং মূত্রথলির অকার্যকারিতার কথা আছে।

প্রথম দুটো বাক্য পড়ার পর তিনি পরবর্তী প্যারাগ্রাফে চলে যান। ফিলিপস থামেন। তিনি পিছিয়ে আসেন এবং জোরে জোরে পড়েন :

রোগীর প্রাথমিক অবস্থায় ডায়াগনসিস করা কঠিন। অনেক বেশি সুপ্ত অবস্থা থাকে ছোট ছোট উপসর্গের মধ্যে, যেটা অনেক সময় এমনকি মেডিকেলেও চোখে পড়ে না। এবং শেষ ডায়াগনসিসের আগে দেরি করলে সেটা অনেক সময় খুব দ্রুত বাড়তে থাকে।

BanglaBook.org

ফিলিপস ফোন তুলে নিলেন এবং মিখাইলের ফোন নাম্বারে ডায়াল করলেন।

মার্টিন যখন তার ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন তখনই ফোন রিং হতে শুরু করে। তিনি একটা ধাক্কা খান যখন দেখেন এখন এগারোটা বাজে।

এই সময় মিখাইলের স্ত্রী, এলিনর, যার সাথে ফিলিপসের কখনও দেখা হয়নি,

ফোনের উত্তর দেয়।

ফিলিপস তাড়াতাড়ি একটা লম্বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এত রাতে ফোন করার জন্য, তিনি জানতেন না হয়তো তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। এলিনর তাকে আশ্বস্ত করে তারা কখনও মাঝরাতের আগে শুতে যায় না এবং তার স্বামীকে লাইনে দেবেন।

মিখাইল হাসে, যেটাকে সে বলে ফিলিপসের বয়ঃসন্ধিকালের মতো প্রাণশক্তির কারণে, যখন সে জানতে পারল ফিলিপ এখন অফিসেই আছেন।

'আমি খুব ব্যস্ত,' ফিলিপ ব্যাখ্যা করলেন। 'আমার এক কাপ কফি দরকার, কিছু খাওয়ার দরকার এবং সামান্য ঘুমানো দরকার।'

'সবাইকে এই প্রিন্টআউট দেখিয়ে বেড়াবেন না।' মিখাইল বলল, সে হাসতে থাকে। 'আমি কিছু অশ্লীল উপদেশও ওর মধ্যে প্রোগ্রাম করে দিয়েছি।'

ফিলিপস মিখাইলকে বলতে গেলেন কেন তিনি উত্তেজিতভাবে তাকে ডেকেছেন। তিনি জরুরি বিভাগে আরেকটা রোগী পেয়েছেন, লিন এ্যান লুকাস নামের, যারও একই রকম ঘনত্বের ভিন্নতা আছে যেটা পেয়েছিলেন লিসা ম্যারিনোর ফিল্মে। তিনি মিখাইলকে বললেন তিনি ম্যারিনোকে আর পরবর্তিতে দেখতে সমর্থ হন নাই কিন্তু তিনি এই মেয়েটার ফিল্ম আজ সকালে পেতে যাচ্ছেন। তিনি আরও যোগ করেন, কম্পিউটার তাকেই জিজ্ঞেস করেছে যে ঘনত্বের পরিবর্তনগুলো কি জাতীয়।

'এই অভূতপূর্ব জংলি জিনিসটা শিখতে চায়!' মার্টিন বললেন।

'মনে রাখুন' মিখাইল বললেন, 'এই প্রোগ্রামটা রেডিওলজিতে এমন ভাবে করা যেভাবে আপনি শিখতে চান। এখন এটা আপনাকে কৌশল খাটিয়ে ব্যবহার করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা এরই মধ্যে আমার চেয়ে অনেক ভালো। এটা ঘনত্বের ভিন্নতাটা তুলে নিয়েছে যখন এটা আমার চোখেই পড়েনি। যদি এটা আমারই কৌশল ব্যবহার করতে চায়, তাহলে এটাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

'খুব সহজে। মনে করুন, কম্পিউটার দুইশত ছাপান্নটা ইমেজ তৈরি করে ফেলে। যখন আমরা আপনাকে পরীক্ষা করি, আপনি শুধু একটার কাজ করতে পারেন। সুস্পষ্টত, এই যন্ত্রটা তার চেয়ে বেশি কার্যকারিতাসম্পন্ন।'

'আমি দুঃখিত আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি।' ফিলিপস বললেন।

'আপনি এই প্রোগ্রামটা কোনো পুরানো মাথার খুলির এক্সরে ফিল্ম দেখার কাজে ব্যবহার করেছেন?'

'না' ফিলিপস স্বীকার করলেন। 'আমি এটা কেবল শুরু করেছি।'

'বেশ, আপনি এক রাতেই সবকিছু করে ফেলতে পারেন না। আইনস্টাইনও পারতেন না। আপনি কেন আগামীকাল সকালের জন্য অপেক্ষা করছেন না?'

'চুপ কর।' ফিলিপস আদুরে স্বরে ধমক দিলেন এবং ফোনটা কেটে রেখে দিলেন।

লিন এ্যান লুকাসের হাসপাতাল নাম্বার জোগাড় করে ফিলিপ এই কেসের এক্সরে ফাইল পেয়ে গেলেন। এটাতে মাত্র দুটো সম্প্রতি নেয়া বুকের এক্সরে ফিল্ম আছে এবং

BanglaBook.org

এক গাদা মাথার খুলির এক্সরে. তার এগারো বছর বয়সের রোলার স্কেটিং দুর্ঘটনার পর। তিনি পরবর্তী ভিউয়ারে একটা পুরানো মাথার খুলির এক্সরে ফিল্ম রাখলেন, যেটা দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যেয় নেয়া হয়েছিল। নতুন এবং পুরানোটা তুলনা করে তিনি দেখলেন অস্বাভাবিক ঘনত্বটা তার এগারো বছর বয়সেই বেড়ে উঠেছে। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি আরেকটা পুরানো ফিল্ম রাখলেন। সেটাতেও একই জিনিস দেখাল।

ফিলিপস লিন এ্যানের পুরানো এক্সরেগুলো আবার খামের মধ্যে ভরে রাখলেন এবং নতুনটা একেবারে উপরে রাখলেন। তারপর তিনি গোটা প্যাকেটা তার ডেস্কের উপর রাখলেন। তিনি জানেন হেলেন এগুলো কখনও স্পর্শ করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না লিন এ্যানের নিয়ে নতুন কিছু করা হচ্ছে ততক্ষণে এই কেসের আর কিছু করার নেই।

মার্টিন বিস্মিত এখন তিনি কি করবেন। এ সময়টাতে তার পক্ষে ঘুমানো সহজ হবে না তিনি এতটাই উত্তেজিত। পাশাপাশি তিনি ডেনিসের জন্য অপেক্ষা করতে চান। তিনি আশা করেন যেটা ডেনিস করছে সেটা শেষ হলেই তিনি তার অফিসে চলে আসবেন। তিনি ভাবলেন তিনি তাকে ফোনে ডাকবেন, কিন্তু তারপর ভাবলেন তিনি নিজেই আসলে ভালো হয়।

তিনি সময় কাটানোর জন্য ফাইল রুম হতে পুরানো মাথার খুলির এক্সরে ফিল্ম দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভাবলেন তিনি তার চেয়ে ভালো কম্পিউটার প্রোগ্রাম পরীক্ষা করেই শুরু করতে পারেন। যদি এর মধ্যে ডেনিস চলে আসে তিনি ফিরে আসার আগে সেজন্য তিনি দরজায় একটা নোট ঝুলিয়ে দিলেন।

আমি কেন্দ্রীয় রেডিওলজি বিভাগে।

হাসপাতালের কেন্দ্রীয় কম্পিউটার টার্মিনালে যেয়ে তিনি অতি কষ্টে যেটা চান সেটা টাইপ করলেন : বিগত দশ বছরের সকল রোগীর নাম ও ইউনিট নাম্বার যাদের মাথার খুলির এক্সরে করা হয়েছে কাগজে প্রিন্ট আউট । যখন তিনি লেখা শেষ করলেন তিনি এন্টার বাটনে চাপ দিলেন। তিনি চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে আউটপুট প্রিন্টারের দিকে নজর রাখলেন। সেখানে একটু দেরি হচ্ছিল। তারপর যন্ত্রটা খুব দ্রুততার সাথে কাগজ বের করতে থাকে। যখন এটা শেষ পর্যন্ত শেষ হলো, তিনি হাজারখানেক নামের একটা লিস্ট হাতে পেলেন। এটার দিকে তাকিয়েই তিনি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

নির্ভীকভাবে, তিনি র‍্যান্ডি জ্যাকবকে খুঁজে বের করলেন। জ্যাকব হচ্ছে এই বিভাগের একজন রাতের কর্মচারী, তাকে নিলেন এক্সরে এবং ফিল্ম যেগুলো দরকার সেদিনের জন্য। জ্যাকব একজন পুরোপুরি ফার্মেসীর ছাত্র। মার্টিন তাকে বেশ কাজের লোক হিসেবে নিয়ে নিলেন।

শুরুতে, মার্টিন র‍্যান্ডিকে বললেন লিস্টের প্রথম পৃষ্টার এক্সরে ফিল্মগুলো বের করতে। এটা প্রায় ষাট জন রোগীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তার দক্ষতার সাথে র‍্যান্ডি বিশটা পার্শ্বীয় মাথার খুলির এক্সরে ফিল্ম ফিলিপের কাছে দিলেন অলটারনেটরের জন্য। কিন্তু ফিলিপস মিখাইলের কাছে না জিজ্ঞেস করে সেগুলো কম্পিউটারে দেবেন না। পরিবর্তে তিনি সেগুলোকে কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করলেন। তিনি অস্বাভাবিক

BanglaBook.org

ঘনত্বের ব্যাপারটা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে থাকেন যেটা ম্যারিনো এবং লুকাসের এক্সরে পাওয়া গেছে। কাগজের মধ্যে ফুটো করে একটা দেখার যন্ত্র বানিয়ে তিনি একের পর এক ফিল্ম দেখে যেতে থাকেন।

তিনি প্রায় অর্ধেকগুলো এক্সরে দেখে শেষ করেছেন তখনই ডেনিস প্রবেশ করে।

'ক্লিনিক্যাল রেডিওলজি থেকে চলে যাওয়ার বড় বড় কথা বলে এখন তুমি এই মাঝ রাতেও এক্সরে দেখে কাটিয়ে দিচ্ছ।'

'এটা কিছুটা সিলি ব্যাপার,' মার্টিন বললেন, তার চেয়ারের ঝুকলেন এবং হাতের আঙুল দ্বারা চোখ ঘষলেন। 'কিন্তু আমি এই পুরানো এক্সরে ফিল্মগুলো টেনে বের করেছি এবং আমি ভাবছি আমি এগুলো পরীক্ষা করে দেখব যদি আমি আরেকটা লুকাস অথবা ম্যারিনোর মতো কেস পেয়ে যাই।'

ডেনিস তার পিছনের দিকে চলে এলেন এবং তার ঘাড় ঘষে দিলেন।

মার্টিনের মুখটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'তুমি কি তেমন একটাও পেয়েছো?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন।

'না।' ফিলিপ বললেন। 'কিন্তু আমি মাত্র ডজনখানেক বা তার একটু বেশি ফিল্ম দেখেছি।'

'তোমার দেখার ক্ষেত্রটা কি ছোট হয়ে এসেছে?"

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

'বেশ, তুমি দুইটা কেস দেখেছো। দুটোই সম্প্রতি। দুটোই মেয়েমানুষ অর্থাৎ তরুণী। এবং দুজনেরই বয়স বিশ।'

ফিলিপস তার সামনে রাখা ফিল্মের সারির দিকে তাকিয়ে ঘোৎ শব্দ করে উঠলেন। এটা তার জানার মধ্যে আছে যে ডেনিস একটা সুন্দর পয়েন্ট ধরে ফেলেছেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি আশ্চর্যান্বিত কেন তিনি এই বিষয়টা নিজেই বের করতে পারেন নাই।

ডেনিস তাকে অনুসরণ করলেন প্রধান কম্পিউটার টার্মিনালে।

ফিলিপস সেটা ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন। তিনি সেই নাম এবং ইউনিট নাম্বার চাইলেন সেই সব মহিলা রোগীর যাদের বয়স পনের থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে। যাদের বিগত দুই বছরের মধ্যে মাথার খুলির এক্সরে করা হয়েছে। যখন কম্পিউটারের আউটপুট থেকে প্রিন্টকৃত বেরিয়ে এল এটা মাত্র এক লাইন লেখা। সেটা ফিলিপসকে জানাল ডাটা ব্যাংক কখনও কোনো মাথার খুলির ফিল্মের ডাটা নারী পুরুষ ভেদে যোগান দেয় না। ফিলিপস তার চাহিদা কিবোর্ডে ঠিকঠাক করে দিল। যখন আবার প্রিন্টার কার্যক্ষম হয়, এটা দ্রুতগতিতে লিখে যেতে থাকে কিন্তু একটু বিরতি দিয়ে। তালিকায় একশ তিনজন রোগীর নাম লেখা হয়। খুব দ্রুত দেখেও বোঝা যায় তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মহিলা।

র‍্যান্ডি নতুন তালিকা পছন্দ করে। সে বলল এটার অনুপাতে সে কাজ করতে পারবে। যখন তারা অপেক্ষা করছিলেন, সে সাতটা খাম টেনে বের করে তাদের জানায় এটা তাদের আপাত কাজ করার মতো হবে যখন সে বাকিগুলো জোগাড় করবে।

BanglaBook.org

অফিসে ফিরে এসে মার্টিন স্বীকার করলেন যে তিনি ক্লান্ত এবং সেই ক্লান্তি তার প্রাণশক্তিকে কমিয়ে দিচ্ছে। তিনি তার অল্টারনেটরের সামনে এক্সরে ফিল্মগুলো ফেলে রাখলেন এবং তার হাত দিয়ে ডেনিসকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি ডেনিসকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিতে থাকেন। ডেনিসও তাকে কোলাকুলির ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরে। তার হাত মার্টিনের শোল্ডার ব্লেডের নিচে। তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ওখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোনো কথা বলে না।

শেষ পর্যন্ত ডেনিস মার্টিনের মুখের দিকে তাকান এবং মার্টিনের সোনালি চুল তার হাত দিয়ে কপালের থেকে উপরে তুলে দিতে থাকেন। মার্টিনের দুচোখ বুজে যায়।

'কেন এগুলো দিনে করার জন্য বলনি?' তিনি বললেন।

'ভালো আইডিয়া।' ফিলিপস তার চোখ খুলতে খুলতে বললেন। 'কেন তুমি আমার আপার্টমেন্টে ফিরে আসছ না? আমি এখন তোমার প্রতি পাগলের মতো হয়ে আছি। আমাদের কথা বলা প্রয়োজন।'

'কথা বলা?' ডেনিস জিজ্ঞেস করেন।

'যে কোনো বিষয়ে।'

'দুর্ভাগ্যবশত, আমাকে হাসপাতালে যে কোনো মুহূর্তে ডাকা হতে পারে।'

ফিলিপস একটা আপার্টমেন্টে বাস করেন যেটাকে টাওয়ার বলে। যেটা মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং হাসপাতাল সংলগ্ন। যদিও এটার ডিজাইনে খুব কমই সৃষ্টিশীলতা দেখানো হয়েছে, এটা নতুন, নিরাপদ এবং খুব ভালোভাবে পরিচালিত। এটা আবার নদীর পাশেই তৈরি এবং মার্টিনের বাসাটা নদীর পাশের ইউনিটে।

অন্য দিকে, ডেনিস রাস্তার পাশের একটা পুরানো বিল্ডিংএ বাস করেন। তার এপার্টমেন্টটা তিন তলায় এবং এয়ার শ্যাফটের কারণে এটার জানালার বিপরীতে অন্ধকার ।

মার্টিনের যুক্তি হলো তার এপার্টমেন্ট হাসপাতালের এত কাছাকাছি যেন অন কলের নার্সের কোয়াটারের মতো, যেটা ডেনিসের জন্য ব্যবহার করা খুব সহজ হবে এবং ডেনিসের নিজের এপার্টমেন্ট থেকে তিনগুণ কাছে।

'যদি তোমাকে ডাকা হয়, তুমি সাথে সাথে সাড়া দিতে পারবে।' তিনি বললেন।

ডেনিস দ্বিধান্বিত বোধ করতে থাকেন। একে অন্যকে দেখতে থাকলে অন কলের ক্ষেত্রে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ডেনিস ভীত যে এই সম্পর্ক জোর করে কোনো সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হবে।

'হতে পারে' তিনি বললেন, 'প্রথমে, আমাকে জরুরি বিভাগ চেক করতে দাও এবং নিশ্চিত হতে দাও সেখানে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না।'

যখন মার্টিন তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, তিনি তার ভিউয়ারে নতুন কয়েকটা এক্সরে দিয়ে দেন। সেখানের তিনটার মধ্যে প্রথমটাতে তার নজর আবার ফিরে আসে। চেয়ার থেকে ঝুঁকে এসে তিনি তার নাক ফিল্মের উপর রাখেন।

আরেকটা কেস!

BanglaBook.org

এখানেও একইরকমভাবে শুরু হয়েছে ব্রেনের পিছন দিকে এবং সেটা বেড়ে সামনের দিকে আসছে। ফিলিপস খামের উপর তাকান।

নাম– *ক্যাথেরিন কলিন্স*। বয়স– *একুশ*। ক্লিনিক্যান ইনফরমেশনের জায়গায় খামের উপর লেখা– *সেইজার ডিজঅর্ডার*।

ক্যাথেরিন কলিন্সের এক্সরে ছোট কম্পিউটার থেকে নিয়ে তিনি এটা স্ক্যানারে রাখলেন। তারপর তিনি বাকি চারটা খাম নিয়ে নিলেন এবং প্রতিটা থেকে মাথার খুলির এক্সরে পৃথক করলেন। তিনি সেগুলো একে একে ভিউয়ারে রাখতে শুরু করলেন। কিন্তু তার হাত প্রথম ফিল্ম রাখতে যাওয়ার পূর্বে তিনি জানেন তিনি আরেকটা কেস পেয়ে গেছেন। তার চোখ এখন অনেক বেশি অনুভূতি প্রবণ যখন তিনি আরেকটা কেস তুলে নিচ্ছেন।

এ্যালেন ম্যাককার্থি।

বয়স- বাইশ।

ক্লিনিক্যাল তথ্য : মাথাব্যথা, দেখার সমস্যা এবং ডান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দুর্বলতা।

অন্য ফিল্মগুলো মোটামুটি স্বাভাবিক।

এ্যালেন ম্যাককার্থির খাম থেকে মাথার খুলির এক্সরে ফিল্মগুলো নিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে সেগুলো দেখতে থাকেন। ফিলিপস তার স্টেরিও ভিউয়ারের আলো জ্বেলে দিলেন। আইপিসের মধ্য দিয়ে দেখলে যে কোনো কিছু খুব ভালোভাবে দেখতে পারেন। তিনি যেটা দেখছেন সেটা উপরি উপরি, ভাসা ভাসা। সেখানের তথ্যগুলো তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। মাল্টিপল স্কেলেরোসিস ব্রেনের হোয়াইট ম্যাটারে হয়ে থাকে। কম্পিউটার থেকে প্রিন্টকৃত রিপোর্ট নিয়ে ফিলিপ সেটা পড়ে দেখেন।

কাগজের একেবারে উপরে একজন মেয়ের নাম এবং তার কল্পিত ফোন নাম্বার। সেখানে লেখা থ্যাঙ্ক ইউ। এটা মিখাইলের রসিকতার আরো বড় দৃষ্টান্ত।

রিপোর্টটা ফিলিপস যা আশা করছিলেন ঠিক তাই। ঘনত্বের পরিমাপ বর্ণিত হয়েছে এবং কম্পিউটার আবার তাকে প্রশ্ন করেছেন এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে।

প্রায় একই সময়ে ডেনিস জরুরি বিভাগ থেকে ফিরে আসেন এবং র‍্যান্ডি আরও পনেরটা খাম নিয়ে হাজির হয়। ফিলিপস ডেনিসকে নিঃশব্দে চুমু ছুড়ে দেয়। তিনি ডেনিসকে বলেন তাকে ধন্যবাদ কারণ তার পরামর্শে তিনি আরও দুটো কেস পেয়েছেন। দুজনই তরুণী। তিনি র‍্যান্ডির কাছ থেকে নতুন ফিল্মগুলো নেন। এবং সেগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতে চান। ডেনিস তার হাত মার্টিনের কাঁধের উপর রাখে।

'জরুরি বিভাগ এখন প্রায় নিশ্চুপ। এখন থেকে এক ঘণ্টা, কে জানে কি হবে?'

ফিলিপস দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তিনি এমন অনুভব করেন যেন তিনি একজন শিশু, একটা নতুন খেলনা পেয়েছেন, যেটা জিজ্ঞেস করছেন আজ রাতের জন্য কিনা। তিনি খামগুলো নামিয়ে রাখেন এবং র‍্যান্ডিকে দ্বিতীয় তালিকা থেকে ফিল্মগুলো নামাতে বলেন এবং সেগুলো তার ডেস্কে রাখতে বলেন। তারপর যদি তার যাওয়ার সময়

BanglaBook.org

থাকে তিনি আবার প্রধান তালিকা থেকে আবার ফিল্মগুলো টেনে বের করতে থাকেন এবং পিছনের দেয়ালে সেগুলো রাখেন, তার কাজের টেবিলের পিছনে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মার্টিন র‍্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করেন মেডিকেল রেকর্ডগুলো রাখতে এবং ক্যাথেরিন কলিন্স ও এলেন ম্যাককার্থির চার্টগুলো তার অফিসে পাঠিয়ে দিতে।

রুমের চারদিকে তাকিয়ে মার্টিন বলেন, 'আমি বিস্মিত যদি আমি কোনো কিছু ভুলে গিয়ে থাকি।'

'নিজেকেই,' ডেনিস রাগের সাথে বলেন, 'তুমি আঠারো ঘণ্টা ধরে এখানে আছ। খোদার দোহাই, এখন চল।'

যদিও টাওয়ারটা মেডিকেল সেন্টারের অংশ, এটা হাসপাতালের সাথে বেশ আলোকিত এবং খুব সুন্দর চিত্রাঙ্কিত টানেলের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত। শক্তি এবং তাপ একই পথ দিয়ে গেছে, টানেলের সিলিংয়ের সাথে যুক্ত।

মার্টিন ও ডেনিস পরস্পরের হাত ধরে পুরাতন মেডিকেল স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে থাকে এবং তারপর নতুন মেডিকেল স্কুল। টানেলের শাখা *ব্রেনার পেডিয়াট্রিক হাসপাতাল* এবং *গোল্ডম্যান সাইকিয়াট্রি ইনস্টিটিউটের* দিকে গেছে। টাওয়ারটি টানেলের শেষ প্রান্তে। আপার্টমেন্ট হাইজের নিচের তলায় একজন গার্ড বুলেট প্রুফ কাচের পেছনে বসে আছেন। তিনি ফিলিপসকে চিনতে পারলেন এবং তাদের ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন।

টাওয়ারটা অধিকাংশও এম ডি ডিগ্রীধারী এবং অন্যান্য মেডিকেল পেশার মানুষের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের কয়েকজন প্রফেসর সেখানে বাস করেন, কিন্তু তারা সাধারনত ব্যয়বহুল অংশেই ভাড়া থাকেন। চিকিৎসকদের জন্য, অধিকাংশই ডির্ভোসী, যদিও সেখানে তরুণ উঠতি অনেক চিকিৎসকও আছেন যারা এখনও বিয়ে করে উঠতে পারেনি। সেখানে সাধারণত প্রায় কোনো শিশুই নেই। সপ্তাহের শেষে যখন শিশুদের পিতার পালা আসে তখন তারা আসে। মার্টিন অবশ্য খুব কম কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্টকে চেনেন এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন সেখানে তেমন কোনো সমকামী নেই।

মার্টিন নিজেও একজন ডির্ভোসী। এটা চারবছর আগে ঘটে ছয় বছরের বিবাহিত জীবন শেষে। তার অধিকাংশ সহকর্মীদের মতো মার্টিন বিয়ে করেছিল তার বাসভবনেই তার শিক্ষা জীবনের প্রয়োজনীয়তা শেষে। তার স্ত্রীর নাম ছিল শার্লি এবং তিনি তাকে ভালোবাসতেন, কমপক্ষে তিনি মনে করেন তিনি তাকে ভালোবাসতেন। তিনি বেশ শকড হয়েছিলেন যখন সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। সৌভাগ্যবশত তাদের কোনো সন্তান ছিল না। ডির্ভোসের পর তার প্রতিক্রিয়া হয় তিনি কিছুটা বিষন্নতায় ভোগেন, যেটা তার কাজের ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাড়িয়ে যেত, যদি সেটা সম্ভব হতো। আস্তে আস্তে সময় যেতে থাকলে তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন তার

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতায় যে এই ডিভোর্সটার প্রয়োজন ছিল। ফিলিপস চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিয়ে করেছিলেন, তার স্ত্রী গৃহিনী হিসেবেই উপযুক্তা। শার্লির বছরগুলোতেই তিনি নিউরোরেডিওলজির প্রধান সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে যায় সে শেষ পর্যন্ত তার মূল্য বুঝতে পারে। স্ত্রীর প্রতি তার অজুহাত সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা প্রধান সহকারী হিসেবে কাজের সময় ধোপে টিকত না। যখন তিনি সেই অবস্থানে গেছেন তখন তার অজুহাত আরো বাড়তে থাকে, তিনি ধীরে ধীরে প্রধান হয়ে যান। শার্লি যে আলো দেখতে পেয়েছিল ফিলিপস সেটা পাননি। শার্লি বিয়েটাকেই অস্বীকার করে এবং সে চলে যায়।

'তুমি কি ম্যারিনোর মিসিং ব্রেন নিয়ে কোনো একটা উপসংহারে এসেছো?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন, তিনি মার্টিনকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনেন।

'না' ফিলিপস বললেন। 'কিন্তু তার জন্য অবশ্যই মেনারহেইমই দায়ী থাকবে এই পদ্ধতিতে।'

তারা এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কার্পেটটা পোড়া কমলা বর্ণের।

'তুমি কি এটা নিয়ে কিছু করতে যাচ্ছ?"

'আমি জানি না আমি কি করতে পারি। আমি নিশ্চিত, আমি কিছু মনে করব না কেন এটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে সেটা পেলে?'

ফিলিপসের আপার্টমেন্টের সুন্দর দিকটা হলো নদীর দিককার দৃশ্য এবং ব্রিজটার অদ্ভুত রাজকীয় ভাবভঙ্গি। অন্যথায়, এটা খুবই মনে না রাখার মতো আপার্টমেন্ট।

ফিলিপস হঠাৎ ঘুরে গেলেন। তিনি এই আপার্টমেন্ট টেলিফোনের মাধ্যমে ভাড়া করেছিলেন এবং একটা ভাড়া করা ফার্মকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এটার আসবাবপত্র সরবরাহ করার জন্য। এবং তাই তিনি এগুলো পান– এইসব আসবাবপত্র– একটা কোচ, কয়েকটা টেবিল, একটা কফি টেবিল, বসার ঘরের জন্য কয়েকটা চেয়ার, একটা ডিনার সেট এবং একটা বিছানা যাতে ম্যাচিং করা সাইড টেবিল আছে বেডরুমের জন্য। এটা বেশি কিছু নয় কিন্তু এটা অস্থায়ী। ঘটনা হলো ফিলিপ এখানে চার বছর যাবৎ বাস করছেন, যেটা তার কাছে মনেই হয় না।

মার্টিন মদ্যপ নয় কিন্তু আজ রাতে তিনি একটু রিলাক্স করতে চান। সেজন্য তিনি একটা স্কচ বের করে সেটাতে বরফ দিলেন। ভদ্রতার খাতিরে তিনি বোতলটা ডেনিসের কাছে দিলেন, কিন্তু ডেনিস তার মাথা নাড়লেন যেটা তিনি আশা করছিলেন। ডেনিস শুধু ওয়াইন পান করতে চাইলেন অথবা মাঝে মধ্যে জিন এবং টনিক। এবং তখনও তো মোটেই নয় যখন তিনি অন কলে থাকেন। পরিবর্তে তিনি একটা লম্বা গ্লাস খুঁজে নিয়ে তাতে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস নিলেন রেফ্রিজারেটর থেকে।

লিভিং রুমে ডেনিস মার্টিনের বকাবকানি শুনতে থাকেন, আশা করছেন তিনি তাড়াতাড়ি আগের অবস্থায় ফিরে আসবেন। তিনি কোনোরকম আগ্রহ বোধ করছেন

BanglaBook.org

না মার্টিনের ওই সব গবেষণা অথবা মিসিং ব্রেন নিয়ে বকবকানি চালাতে। তিনি মনে করতে পারেন মার্টিনের আবেগের স্বীকারোক্তি। সম্ভবত মার্টিন তার প্রতি খুব বেশি উত্তেজিত এবং এই কারণেই তার প্রতি মার্টিনের আবেগটা তিনি স্বীকার করেছেন।

'জীবনটা আশ্চর্যজনক জিনিস হতে পারে।' মার্টিন বলতে লাগলেন, 'একটা দিনে এটা বিস্ময়করভাবে মোড় নিচ্ছে।'

'তুমি কোন বিষয়ে এটা বলছ?" ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন, আশা করছেন তিনি তাদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছেন।

'গতকাল, আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমরা এক্সরের রিডিং প্রোগ্রামে এতটা কাছে চলে আসতে পারব। যদি সব কিছু এভাবে যেতে থাকে...'

বিরক্তভাবে, ডেনিস উঠে দাঁড়ালেন এবং মার্টিনকে টেনে তুললেন এবং তারপর তার শার্টের কলার ধরে টেনে বললেন, তার রিলাক্স করা উচিত এবং হাসপাতালকে ভুলে থাকা উচিত। তিনি তার হাস্যকর মুখের দিকে তাকালেন, যাতে কি ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি কোনোরকম সচেতন নন।

ফিলিপস একমত হলেন যে তার অনেক ধকল গিয়েছে এবং বললেন তিনি একটু ভালো বোধ করবেন যদি একটা দ্রুত শাওয়ার নিতে পারেন। ভাব দেখে মনে হয় ডেনিস তার মনের মধ্যে নেই, কিন্তু তিনি উৎসাহ দিতে থাকেন ডেনিসকে তার সাথে বাথরুমে আসার জন্য এবং তাকে সঙ্গ দিতে। তিনি তাকে শাওয়ারের কাচের বাইরে থেকে দেখতে থাকেন, যেটার এক পাশ জমে গিয়েছে। ফিলিপসের নগ্ন শরীরের প্রতিকৃতি কাচের মধ্য দিয়ে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কৌতূহলের সাথে তার পানির ধারার মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানো কিছুটা উত্তেজিত ভঙ্গিমা।

ডেনিস তার অরেঞ্জ জুসে সিপ করতে থাকেন যখন মার্টিন চেষ্টা করতে থাকেন পানির মধ্য থেকে তার সাথে কথোপকথন চালাতে। তিনি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না, যেটা তিনি ভাবছেন সেটা ওভাবেই চলুক। সেই মুহূর্তে তিনি বকবকানি শোনার চেয়ে মার্টিনকে দেখাটাই পছন্দ করতে থাকেন। আবেগ তার ভেতর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাকে উষ্ণতায় ভরে তুলতে থাকে।

শেষ করে, মার্টিন পানি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার তোয়ালে হাত বাড়িয়ে নেন। তারপর শাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়ান। ডেনিসের বিরক্তি উদ্রেক করে তিনি তখনও কম্পিউটার এবং ডাক্তারদের নিয়ে কথা বলে চলেছেন। বিরক্তভাবে, তিনি মার্টিনের কাছ থেকে তোয়ালেটা ছিনিয়ে নিলেন এবং তার পিছনের দিকটা মুছিয়ে দিতে থাকেন।

'আমার পক্ষে একটা কাজ কর,' তিনি বললেন যেন তিনি খুব রাগান্বিত, 'চুপ করো।'

তারপর তিনি মার্টিনের হাত আকড়ে ধরলেন এবং তাকে বাথরুমের বাইরে টেনে বের করে আনলেন। তার হঠাৎ করে বিস্ফোরিত অভিব্যক্তিতে দ্বিধান্বিত হয়ে, ফিলিপস নিজেকে তার সাথে অন্ধকার বেডরুমে যেতে দিলেন। সেখানে নিঃশব্দ

BanglaBook.org

নদীর পূর্ণ স্বরূপ এবং নাটকীয় ব্রিজটার পরিপূর্ণ রূপ দেখা যাচ্ছে।

ডেনিস তার হাত দিয়ে মার্টিনের গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং বন্য আদিমতার সাথে তাকে চুমু খেতে থাকেন।

মার্টিন তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। কিন্তু তিনি ডেনিসকে এমনকি নগ্ন করার আগেই, ডেনিসের বিপার এটার তীক্ষ্ণ শব্দে গোটা রুম ভরে দিল। এক মুহূর্তের জন্য তারা একে অন্যকে ধরে রাখল। স্থগিত রাখলেন তাদের আবেগ এবং তারপর তাদের কাছে আসাটা উপভোগ করতে লাগলেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, তারা দুজনেই জানেন তাদের সম্পর্ক একটা নতুন উচ্চতায় উঠে গেছে।

এখন ২ ঃ ৪০ এ এম, যখন একটা সিটি এ্যাম্বুলেন্স মেডিকেল সেন্টারের রিসিভিং এরিয়ায় পৌঁছে যায়। সেখানে তার মধ্যে একই রকমের দুটো এ্যাম্বুলেন্স পার্ক করা। নতুনটা সে দুটোর মধ্যে জায়গা করে নিল। চালক এবং যাত্রী ক্যাব থেকে নামার আগেই এটার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। তাদের মাথা এপ্রিলের বৃষ্টিতে নিচু করে রেখে, তারা একটু পিছিয়ে গেল এবং একটা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উঠল। দুজনের মধ্যে হালকা পাতলা মানুষটি এ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দরজাটা খুলে ফেলল। অন্য মাংসপেশী বহুল মানুষটি সেদিকে পৌঁছে গেল এবং একটা খালি স্ট্রেচার টেনে বের করল। এটা একজন রোগীকে তুলে নিতে এসেছে। এটা কোনো অপরিচিত ঘটনা নয়।

মানুষটি স্ট্রেচারটা তুলে ফেলল এক প্রান্ত থেকে এবং একটা লোহার বোর্ডের মতো, এটার পাগুলো নিচে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ স্ট্রেচারটা একটা সরু কিন্তু কাজ করার মতো গারনীতে রূপান্তরিত হলো। তারা একত্রে জরুরি বিভাগের অটোমেটিক স্লাইডিং দরজা খুলে ফেলল এবং তারপর ডানে বামে কোনো দিকে না তাকিয়ে, প্রধান করিডোরে চলে গেল এবং এলিভেটরে নিউরোলজির দিকে গেল। পশ্চিম দিকের চৌদ্দ তলার দিকে। সেখানে দুজন রেসিডেন্ট নার্স এবং পাঁচজন নার্স আছে কিন্তু একজন নার্স এবং তিনজন সহকারী এখন ব্রেকে। সুতরাং মিসেস ক্লডিয়া আর্নেট, রেসিডেন্ট নার্স এখন চার্জে। তার কাছেই হালকা পাতলা মানুষটা ট্রান্সফার অর্ডারের ডকুমেন্ট দেয়। রোগীকে নিউ ইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারের একটা প্রাইভেট রুমে দেয়া হবে, যেখানে তাদের নিজস্ব ডাক্তার তাকে দেখবে।

মিসেস আর্নেট কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখল, যেভাবে দেখতে হয় কারণ সে এডমিশনে কেবল তার পেপার ওয়ার্ক শেষ করেছে। সে দেখা শেষ করে ফর্মে সই করে দেয়। সে মারিয়া গঞ্জালেসকে ১৪২০ নাম্বার রুম পর্যন্ত দুজন মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলে। তারপর সে তার নারকোটিক পরখ করার জন্য উঠে যায়, যেটা তার ব্রেকের আগে করতে হয়। খুব কম আলোতেও সে লক্ষ্য করে চালকের আশ্চর্যজনক রকমের সবুজ চোখ।

BanglaBook.org

মারিয়া গঞ্জালেস ১৪২০ নাম্বার রুমের দরজা খোলে এবং চেষ্টা করে লিন এ্যানকে জাগাতে। এটা কঠিন। সে এ্যাম্বুলেন্সের লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করে যে তারা একটা ফোন কল পায় সেখানে তাকে ডবল ডোজের ঘুমের ওষুধ যেমন *ফেনোবারবিটাল* দিতে বলা হয়, কারণ মেয়েটার মুর্ছা যাওয়ার সম্ভবনা আছে। মানুষটা মারিয়াকে জানায় এটা কোনো ব্যাপার না। তারা স্ট্রেচারটা ঠিক পজিশনে নিয়ে আসে এবং কম্বল গুছিয়ে রাখে। খুব সতর্কতার সাথে, সুচারুরূপে দক্ষতার সাথে তারা রোগীকে উপরে তোলে এবং কম্বলের মধ্যে রাখে।

লিন এ্যান লুকাস কখনও এমন কি জাগবে না।

মানুষটা মারিয়াকে ধন্যবাদ জানায়, যে এর মধ্যে লিন এ্যানের বিছানা গুছিয়ে রাখতে শুরু করেছে। তারপর তারা হলের পথ দিয়ে স্ট্রেচার চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

মিসেস আর্নেট দেখতে পান না যখন তারা নার্সেস স্টেশনের পাশ দিয়ে যায় এবং এলিভেটরের কাছে আসে।

এক ঘণ্টা পরে এ্যাম্বুলেন্সটা মেডিকেল সেন্টার থেকে বেরিয়ে যায়।

সেখানে কোনো সাইরেন অথবা ঘূর্ণন আলোর প্রয়োজন নেই।

অ্যাম্বুলেন্সটা খালি!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮

আলার্ম বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে, মার্টিন আলার্ম ঘড়িটার নব চেপে দিলেন এবং সেখানে শুয়ে রইলেন, সিলিংএর দিকে তাকিয়ে। তার শরীরটা এত ব্যবহৃত হয়েছে এই পাঁচটা পঁচিশে তার একজন সহকারী দরকার, সেটা কোনো ব্যাপার নয় তিনি কয়টার সময় ঘুমাতে গিয়েছেন। তার শক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং তার জগিংয়ের পোশাক পরলেন।

রাতের বৃষ্টি বাতাসকে ভেজা ভেজা করে রেখেছে। নদীর উপরে ঝাপসা কুয়াশা। ব্রিজটাকে কুয়াশার মধ্যে দেখে মনে হচ্ছে সেটা বাষ্পের মেঘ দিয়ে তৈরি। সকলের নিস্তব্দতা এত বেশি যে কোনো যানবাহনের ভয়াবহ শব্দ তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ব্যঘাত ঘটাতে পারছে না। যে চিন্তা-ভাবনাটার বেশিরভাগ ডেনিসকে নিয়ে।

এটা বছরখানেক আগে যখন তিনি রোমান্টিক ভালোবাসার উত্তেজনায় পতিত হন। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তিনি তার ইনসমনিয়ার কারণ বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তার মুড পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর যখন তিনি দেখলেন ডেনিস প্রতিদিন কি পরে আসে সেটা মনে করতে পারেন, বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত তার কাছে ধরা দিল, তার কাছে সেটা আনন্দ এবং বৈরাগ্যের মিশ্রণ হয়ে এল। বৈরাগ্যটা এসেছিল তার কয়েকজন সহকর্মীকে দেখে, যারা চল্লিশের উপরে এসেও নতুন করে আবার তরুণীদের প্রেমে পড়ছিল। আনন্দটা এসে ছিল তাদের সম্পর্ক থেকে। ডেনিস স্যাংগার কোনো তরুণী যুবতী ছিলেন না। তিনি একই সাথে সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতীক ছিলেন। ঘটনা হলো তিনি এত বেশি সুন্দরী যেন কেকের উপর বরফ জমে আছে। ফিলিপ স্বীকার করবেন যে তিনি তার প্রতি উম্মত্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি তার প্রতি ধীরে ধীরে ভরসা করতে শুরু করেন।

যখন তিনি আড়াই মাইল চিহ্নিত জায়গাটা অতিক্রম করলেন, ফিলিপস ঘুরেফিরে আসতে থাকেন। সেখানে আরো অনেক জগারেরা এখনও আছে, তার মধ্যে কয়েকজনকে তিনি চেনেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে অবজ্ঞা করার ভাব করেন যেমনটি তারাও করে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস একটু ভারী হয়ে আসে, কিন্তু তিনি তার আপার্টমেন্ট আসা পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট ছন্দ তাল বজায় রেখে চলেন।

ফিলিপস জানেন তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এতটাই ভালোবাসেন, তিনি তার জীবনের নতুন কোনো অধ্যায় শুরু করার জন্য কোনো অজুহাত তৈরি করতে পারেন না। তিনি তার স্ত্রীর চলে যাওয়ায় বড় ধরনের শক পান এবং তারপর একাকী থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আরেকটা এরকম কিছু করলে কেমন হয়। মার্টিনের জন্য, গবেষণা তার কাছে খুব প্রেরণাদায়ী কাজ। যখন তিনি তার প্রতিদিনকার রুটিন মাফিক কাজ করে যেতে থাকেন, তিনি আশা করতে থাকেন কিছুটা সময় বের করতে পারবেন তার গবেষণার কাজে সময় দেয়ার জন্য। তিনি তার ক্লিনিক্যাল মেডিসিন ছেড়ে দিতে চান না,

BanglaBook.org

শুধু এটা থেকে সময় বের করে নিতে চান। এবং এখন ডেনিস যখন তার কাছে এসেছে, তিনি এখন আরো বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তিনি একই ভুল আর করবেন না। যদি সব কিছু ভালোভাবে চলতে থাকে, ডেনিস তার স্ত্রী হতে যাচ্ছে। কিন্তু এটা করার পরও তার গবেষণাকে সাফল্যে নিয়ে যেতে হবে।

সোয়া সাতটার দিকে তিনি শাওয়ার নেন, শেভ করেন এবং তার অফিসের দরজায় পৌঁছান। যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন তিনি থমকে যান, বিস্মিত হন। গত রাতে রুমটাকে মনে হচ্ছিল যেন এটা সব পুরানো এক্সরে ফিল্মের ভাগাড়খানা। র‍্যান্ডি জ্যাকবস তার সর্ব শক্তি দিয়ে তার অনুরোধের বিশাল এক ফিল্মের তোড়া তার ডেস্কে রেখে যায়। মাস্টার লিস্ট থেকে খামগুলো এনে তার কাজের টেবিলের পিছনে জড়ো করে রাখে। দ্বিতীয়ত, ফিলিপসের অলটারনেটের সামনে ছোট গুরুত্বপূর্ণ লিস্টগুলো ছিল। পার্শ্বীয় মাথার খুলির ফিল্মগুলো প্রতিটা খাম থেকে বের করা হয়েছিল এবং ভিউয়িং স্ক্রিণের সামনে জড়ো করে রাখা হয়েছিল।

ফিলিপসের ভেতর নতুন করে প্রাণশক্তির তরঙ্গ বয়ে যায় এবং তিনি অলটারনেটরের সামনে বসে পড়েন। তিনি দ্রুত যেসব ফিল্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেগুলো স্ক্যান করা শুরু করেন। যেমন লিসা ম্যারিনো, লুকাস, কলিন্স এবং ম্যাকর্কাথি।

তিনি যখন প্রায় অর্ধেকটা কাজ এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তখন ডেনিস তার রুমে ঢোকে।

ডেনিসকে ক্লান্ত দেখায়। তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল চুলগুলো কেমন তেলতেলে দেখায়। তার মুখটা বিবর্ণ এবং তার চোখের কোলে কালো দাগ সুস্পষ্ট।

ডেনিস তাকে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরলেন এবং তারপর বসে পড়লেন। তার দিকে তাকিয়ে ডেনিসের মুখভঙ্গি দেখে তিনি ধারণা করলেন ডেনিস মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। তিনি তাকে এনজিওগ্রাফি রুমে দেখবেন ভাবলেনও তিনি সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। তার মানে হচ্ছে অবশ্যই তিনি তার কেস শুরু করেছেন।

'ধরে রাখ,' ডেনিস বললেন, 'বসের মিসট্রেসের জন্য কোনো বিশেষ ছাড় নেই। এখন আমার পালা সেরেব্রাল এনজিওগ্রাফি রুমে এবং আমি সেখানে থাকব, তাই আমি ঘুমিয়েছি কি না সেটা কোনো ব্যাপার না।'

মার্টিন বুঝতে পারলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। ডেনিস কখনই অন্য কিছু নয়, কিন্তু তার কাজে তিনি প্রফেশনাল। তিনি হাসলেন এবং ডেনিসের হাতে মৃদু চাপড় দিলেন। বললেন, তিনি খুশি হবেন যেভাবে সে কাজ করে আরাম পায়।

কিছু একটা তাকে শান্ত করেছিল, তিনি বললেন, 'আমি এক দৌড়ে যাব এবং শাওয়ার নেব। আমি আধা ঘণ্টার মধ্যে এখানে ফিরে আসছি।'

ফিলিপস ডেনিসের চলে যাওয়া দেখলেন, তারপর তার ভিউয়িং স্ক্রিন ঘোরালেন। এই প্রক্রিয়ায় তার চোখজোড়া দ্রুতগতিতে ডেস্কের উপর থেকে ঘুরে এল। এবং লক্ষ্য করলেন কিছু একটা নতুন এখানে ঘটেছে। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দুটো হাসপাতাল চার্ট পেলেন এবং র‍্যান্ডির কাছ থেকে একটা নোট। নোটটায় তাকে বলা হচ্ছে, বাকি

BanglaBook.org

এক্সরে ফিল্মগুলো সেই দিন সন্ধ্যেয় বের করা হবে।

চার্টগুলো হলো ক্যাথেরিন কলিন্স এবং এ্যালেন ম্যাকর্কাথির।

ফিলিপস সেগুলো নিয়ে ভিউয়ারের সামনের চেয়ারে বসলেন।

প্রথমে কলিন্সেরগুলো খুললেন। এটা মাত্র কয়েক মিনিট নিল প্রয়োজনীয় তথ্যে চোখ বুলাতে :

নাম– *ক্যাথেরিন কলিন্স।*

বয়স– একুশ *বছর, শ্বেতবর্ণা তরুণী কিছু নিউরোলজিক্যাল উপসর্গ, নিউরোলজি দ্বারা নিশ্চিত ডায়াগনসিস করা হয়েছে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনসিসে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস ধরা যেতে পারে।*

ফিলিপস সতর্কতার সাথে গোটা চার্টটা পড়েন। যখন তিনি পড়ে শেষ করেন তিনি খেয়াল করেন কলিন্স দেখা করে এবং তার ল্যাবরেটরি টেস্ট হঠাৎ করে এক মাস আগে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে সেখানে দেখানো হয় যে সে মাঝে মাঝে ফলো-আপ দিতে সেখানে আসত। কিন্তু সে আর কখনও দেখা দেয়নি।

অন্য চার্টটা নিয়ে, যেটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফিলিপস এলেন ম্যাকর্কাথি সম্বন্ধে পড়লেন। সে বাইশ বছর বয়সী তরুণী যার নিউরোলজিক্যাল ইতিহাস দুটো *সিইজারের* কথা বলা হয়েছে। তার কাজের যখন অগ্রগতি হচ্ছিল তখন হঠাৎ করে তার আসা বন্ধ হয়ে যায়। সেটা দুই মাস আগে। ফিলিপস এমন কি একটা নোট পায় যেখানে বলা হয়েছে, রোগী আরেকটা ইইজির জন্য শিডিউল করা ছিল তার ঘুমের সমস্যার কারণে সেই সপ্তাহে। এটা কখনও করা হয়নি। তার তালিকাটা সম্পূর্ণ নয় এবং সেখানে কোন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনসিসও দেয়া নেয়।

হেলেন পৌছাল এবং তার কাছে এল সব সময়ের মতো হাত ভর্তি সমস্যার ফিরিস্তি নিয়ে। কিন্তু সে কিছু বলার আগে সে মার্টিনকে এক কাপ ফ্রেশ চা দিল এবং একটি ডগনাট, যেটা সে দোকান থেকে নিয়ে এসেছে। তারপর সে কাজের কথায় এল। ফাগুসন আবার তাকে ডেকেছেন এবং বলেছেন সাপ্লাইয়ের রুমটা আজ সন্ধ্যের মধ্যে খালি করে দিতে হবে, অথবা তারা সেগুলো রাস্তায় ফেলে দিতে বাধ্য। হেলেন এক মুহূর্তের জন্য থামে ওপাশের সাড়াশব্দের জন্য।

মার্টিনের কোনো ধারণাই নেই এই যন্ত্রপাতিগুলোকে নিয়ে তিনি কি করবেন। ডিপার্টমেন্টটা এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি জ্যাম হয়ে আছে। শুধু এই সমস্যা থেকে এই মুহূর্তে সমাধানের জন্য, সাময়িক সময়ের জন্য, তিনি হেলেনকে বললেন সবকিছু তার অফিসে নিয়ে আসতে এবং এটা দেয়ালের গায়ে জড়ো করে রাখতে। তিনি বললেন তিনি এই সপ্তাহের শেষে অন্য কিছু ভেবে বের করবেন।

সন্তুষ্টচিত্তে, হেলেন পরবর্তী সমস্যায় চলে গেল। সমস্যাটা সেই টেকনিশিয়ান দুজনকে নিয়ে যারা বিয়ে করতে চাচ্ছে। ফিলিপস তাকে বললেন এটা রবিনকে হ্যান্ডেল করতে বলার জন্য। হেলেন ধৈর্যের সাথে ব্যাখ্যা করল রবিনই সেই একজন যিনি তাকে এই সমস্যাটা বলেছেন যাতে ফিলিপস এটা হ্যান্ডেল করতে পারে।

BanglaBook.org

'ড্যাম,' মার্টিন বললেন। সেখানে সত্যিই কোনো সমাধান নেই। এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে যখন তারা দুজন যাওয়ার আগে কোনো নতুন টেকনিশিয়ানকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। যদি তিনি তাদের চাকরিচ্যুত করেন তারা খুব সহজেই নতুন চাকরি পেয়ে যাবে, যখন ফিলিপস তাদের পরিবর্তে কাউকে খুঁজে নেবেন তার মধ্যে।

'খুঁজে বের কর ঠিক কতদিন তারা বাইরে থাকার পরিকল্পনা করেছে।' তিনি তার রাগ দমন করার চেষ্টা করে বললেন। তিনি বিগত দুই বছরের মধ্যে কোনো ছুটি নেন নি।

তার নোটের দ্বিতীয় পাতায় যেয়ে, হেলেন ফিলিপস জানাল টাইপিংয়ের কর্নলিয়া রজার্স আবারও এই মাসে নয় দিন অনুপস্থিত তার অসুস্থতার কারণে। এই মেয়েটি মাসের প্রায় সাত দিন অসুস্থ থাকে বিগত পাঁচ মাস সে নিউরোলজিতে ঢোকার পর থেকে। হেলেন ফিলিপস জিজ্ঞেস করে তিনি এটা সম্বন্ধে কি করতে চান।

ফিলিপস চান মেয়েটাকে পিটাতে, বের করে দিতে এবং তারপর ইস্ট নদীতে ছুঁড়ে ফেলতে।

'তুমি ওকে নিয়ে কি করতে চাও?' তিনি নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি মনে করি তাকে নোটিস দিয়ে দেয়া উচিত।'

'বেশ, তুমি এটা সামলাও।'

হেলেনের শেষ একটা মন্তব্য আছে যখন সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যৎ হলো। ফিলিপসের দুপুর একটায় বর্তমানের মেডিকেল স্টুডেন্টদের কাছে সিএটি স্ক্যানারের উপর একটা লেকচার দেয়ার কথা আছে ।

সে যেতে উদ্যৎ হতে ফিলিপস তাকে থামালেন।

'শোনো, আমার পক্ষে একটা কাজ কর। এখানে একজন রোগী ভর্তি হয়ে আছে নাম লিন এ্যান লুকাস। দেখ সে যেন আজ সকালের সেশনে সিএটি স্ক্যান এবং পলিটমোগ্রাফি করার জন্য শিডিউল পায়। যদি সেখানে কোনো সমস্যা থাকে, শুধু বলবে এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। এবং টেকনিশিয়ানকে বলবে আমাকে একটা কল করার জন্য যখন তারা গোটা প্রক্রিয়াটা শুরু করবে।'

হেলেন মেসেজটা লিখে নিল এবং বেরিয়ে গেল।

মার্টিন দুটো চার্টের কাছে ফিরে গেলেন। এটা উৎসাহব্যঞ্জক যে দুজন তরুণীরই নিউরোলজিক্যাল উপসর্গ আছে। বিশেষত ক্যাথেরিন কলিন্সের কেসে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস লেখা হয়েছে। এ্যালেন ম্যাকর্কাথির কেসে, ফিলিপ চেক করে দেখলেন কখন কখন মূর্ছা ঘটত যেটা মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের একটা অংশ। দশ শতাংশের কম, যেটা তারা করেছে। কিন্তু দুজন তরুণী হঠাৎ করে তাদের ফলো-আপ থেকে হারিয়ে গেল কেন? মার্টিন দুশ্চিন্তা ছাড়তে পারলেন না তিনি তাদের এক্সরে করার সময় তেমন কোনো সমস্যা দেখেছেন যদি না তারা অন্য কোনো জায়গায় চিকিৎসার জন্য যায়, হতে পারে অন্য কোনো শহরে।

BanglaBook.org

ঠিক তারপর হেলেন তাকে ফোন করে জানালেন রেসিডেন্ট তার জন্য সেরেব্রাল এনজিওগ্রাফি প্রস্তুত হয়ে আছে। ফিলিপস তার লিড এপ্রন পরে নেন যেটাতে সুপারম্যান লোগো লাগানো। কলিন্স এবং ম্যাকর্কার্থির চার্ট তুলে নেন এবং অফিসের বাইরে বেরিয়ে যান।

হেলেনের ডেস্কের সামনে থেমে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন দুজন রোগীর সাথে যোগাযোগ করতে এবং তাদেরকে এখানে বিনামূল্যে ডায়াগনসিস করতে আসার জন্য। তিনি চান তরুণী মহিলাদের প্রতি ভীত হবে না, কিন্তু তারা যেন বুঝতে পারে এটা তাদের জন্য জরুরি।

নিচে নেমে তিনি ডেনিসকে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখেন।

ডেনিস শাওয়ার নিয়েছে, তার চুল পরিষ্কার করেছে এবং তার পোশাক পরিবর্তন করেছে। এটা আধা-ঘণ্টার মধ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তাকে আর কোনোরকম ক্লান্ত দেখাচ্ছে না এবং তার হালকা বাদামি চোখ সার্জিকাল মাস্কের ভেতর দিয়ে উজ্জল দেখাচ্ছে। ফিলিপস তাকে ছুঁতে চাইলেন, কিন্তু সেটার পরিবর্তে তিনি অতিরিক্ত এক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ডেনিস এর মধ্যে পর্যাপ্ত এনজিওগ্রাম করে ফেলেছে যাতে তিনি শুধু তার সহকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন। সেখানে কোন কথোপকথন নেই। ডেনিস সতর্কতার সাথে ক্যাথেটার হ্যান্ডেল করতে থাকেন, এটা রোগীর ধমনীর ভিতর ঢুকিয়ে দেন। ফিলিপস সতর্কতার সাথে দেখেন, উপদেশ মনে মনে গোছাতে থাকেন যদি ভাবেন সেগুলো দরকার। সেরকম কোনো কিছু লাগে না। রোগী হচ্ছে হ্যারল্ড শিলার, যার সিএটি স্ক্যান আগের দিন করা হয়েছে। যেটা ফিলিপস অনুমান করেছিলেন, মেনারহেইম সেরেব্রাল এনজিওগ্রামের আদেশ দিয়েছে অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে, যদিও বোঝাই যাচ্ছে এই কেসটা অপারেশনের যোগ্য নয়।

এক ঘণ্টা পর কাজটা প্রায় শেষ হলো।

'আমি তোমাকে বলছি,' মার্টিন ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো করছ এবং এটা তুমি মাত্র কয়েক সপ্তাহ যাবৎ করছো।'

ডেনিসের মুখে রঙ ধরল কিন্তু মার্টিন জানেন ডেনিস খুশি হয়েছে। তাকে কাজ শেষ করতে দিয়ে মার্টিন জানালেন যখন পরবর্তী কেস প্রস্তুত হবে তখন বেল বাজালেই হবে। তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি তার অলটারনেটরে রাখা মাথার খুলির এক্সরে ফিল্মগুলো শেষ করতে চাইলেন। তারপর পুরানো ফিল্মগুলো মিখাইলের কম্পিউটারে। তিনি ধারণা করছেন দিনে যদি একশোটা চালান যায় তাহলে দেড় মাসে তিনি গোটা মাস্টার লিস্ট শেষ করতে পারবেন। তিনি অবশ্য আরো ভেবেছেন তিনি গোটা প্রোগ্রামটা আবার মিখাইলকে দেখাবেন। মিখাইল হয়তো প্রোগ্রাম থেকে সমস্যাগুলো বের করে ফেলতে পারবে। যদি সেগুলো করা যায় তাহলে হয়তো তারা জুলাইতে চিকিৎসা জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু একটা উপস্থাপন করতে পারবেন।

কিন্তু যখন ফিলিপস তার অফিসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, হেলেন তাকে ধরে

BanglaBook.org

ফেলল হতাশজনক খবর দেয়ার জন্য।

তার কোনো অনুরোধে কাজ হয়নি। লিন এ্যান লুকাস সিএটি স্ক্যান অথবা এক্সরে করার জন্য আনা সম্ভব নয়, কারণ তাকে সেই রাতে নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

তাছাড়া ক্যাথেরিন কলিন্স এবং এলেন ম্যাকর্কাথির ব্যাপারে জানাল, তারা দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা দুজনেই আন্ডারগ্রাজুয়েট তালিকায়। যাই হোক, কলিন্সের কাছে খবর পৌঁছান যায়নি, কারণ এক মাস আগে সে পালিয়ে গেছে এবং তাকে একজন হারানো মানুষ হিসেবেই ধরা হচ্ছে। এলেন ম্যাকর্কাথি, অন্য দিকে, মৃত। দুই মাস আগে এক ভয়ঙ্কর মোটর দুর্ঘটনায় ওয়েস্ট সাইড হাইওয়েতে সে মারা গেছে।

'হায় খোদা! ' মার্টিন গুঙিয়ে উঠলেন, 'বল তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ।'

'আমি দুঃখিত,' হেলেন বলল, 'এটাই সর্বোত্তম যেটা আমি করতে পেরেছি।'

ফিলিপস অবিশ্বাসের সাথে তার মাথা নাড়তে থাকেন। তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনটা কেসের যে কোনো একটা অন্তত তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। তিনি তার অফিসের ভেতরে পা রাখলেন এবং শূন্য দৃষ্টিতে দূরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে খোলা হাতে এত জোরে আঘাত করলেন যে শব্দ গোটা রুমে প্রতিধ্বনিত হলো। তারপর তিনি শান্ত হলেন। চেষ্টা করলেন ভাবতে। কলিন্স হারিয়ে গেছে। যদি পুলিশই তাকে খুঁজে না পায় তাহলে তিনি কিভাবে পাবেন। ম্যাকর্কাথি? যদি সে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যায় তাহলে তাকে নিশ্চয় কোন হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনোটাতে? এবং লুকাস... যাক, তাকে তো নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে তার একজন ভালো বন্ধু আছে, বেলেভুর পরিবর্তে। যদি এটা বেলেভুর সময়ে হতো, সে নিশ্চয় এটার চিন্তাও ছেড়ে দিত।

ফিলিপস হেলেনকে বললেন দেখতে কেন লিন এ্যান লুকাসকে এখান থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং তারপর তাকে বললেন নিউ ইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারে ডা. ডোনাল্ড ট্রাভিসকে ফোন করতে। তিনি অবশ্য তাকে আরো বললেন দেখতে যদি পুলিশের কাছে খোঁজটা থাকে কোথা থেকে এলেন ম্যাকর্কাথির দুর্ঘটনার পর কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এখনও হতাশভাবে, ফিলিপস জোর করে নিজেকে তার সামনে রাখা মাথার খুলির ফিল্মের দিকে মনোযোগ দিলেন। সেগুলো সব স্বাভাবিক দেখতে। যখন তিনি উঠে হেলেনের ডেস্কে এলেন, সে তার জন্য কিছু ভালো খবর রেখেছে। ডা. ট্রাভিসকে পাওয়া গেছে এবং তিনি একটু পরে কল ব্যাক করবেন। সে লিন এ্যান লুকাস সম্বন্ধে তেমন কিছু বের করতে পারেনি, কারণ সেই সময়ে যে নার্স ডিউটিতে ছিল সে সকাল সাতটায় বাসায় চলে গেছে। এবং এখনও এসে পৌঁছায়নি। একমাত্র ভালো খবর সে যেটা

BanglaBook.org

পেয়েছে এলেন ম্যাকর্কাথিকে দুর্ঘটনার পর আবার এই মেডিকেল সেন্টারেই নিয়ে আসা হয়।

ফিলিপস তাকে মেয়েটার খোঁজখবর বের করতে বলার আগে, একজন কর্মচারী জিনিসপত্রে ভর্তি একটা ট্রলি ঠেলে তার অফিস রুমে ঢোকে। ট্রলিতে বাক্স, কাগজপত্র এবং অন্যান্য জঞ্জালে ভর্তি। কোনো বাক্যব্যয় ছাড়া লোকটি ফিলিপসের অফিসে ঢুকে মালপত্র নামাতে থাকে।

'কি ঘোড়ার ডিম হচ্ছে?" ফিলিপস জিজ্ঞেস করেন।

'এটাই সেই স্টোর রুমের সাপ্লাইগুলো যেগুলো আপনি আপনার অফিস রুমে রাখতে বলেছিলেন।' হেলেন ব্যাখ্যা করে।

'শিট,' বললেন, যখন মানুষটা দেয়ালের গায়ে সাপ্লাইয়ের জিনিসগুলো জড়ো করে রাখছে। ফিলিপসের খুব অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে থাকে যে এই ঘটনাগুলো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

এই গ্যাঞ্জামের মধ্যে বসে পড়ে, ফিলিপস প্রশাসনে ডায়াল করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন তার মুড খারাপ হতে চলেছে যখন ফোনের অন্য প্রান্তে রিং হতে থাকে।

'একটু কি সময় হবে?' উইলিয়াম মিখাইল ডাকল। সে ফিলিপসের খোলা দরজা দিয়ে ঝুঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার হাস্যময় মুখ সরাসরি মার্টিনের রাগান্বিত মুখের উপর। তারপর তার চোখ গোটা রুমের উপর দিয়ে দ্রুত ঘুরে এল।

'কোনো প্রশ্ন নয়,' ফিলিপস বললেন, আশা করছেন কোন সুন্দর মন্তব্য শোনার।

'ও খোদা!' মিখাইল বলল, 'যখন আপনি কাজ করেন, আপনি চারদিকে অগোছালো করেন না।'

সেই মুহূর্তে কেউ একজন শেষ পর্যন্ত প্রশাসন থেকে ফোনে উত্তর দিল। কিন্তু এটা হচ্ছে সাময়িক রিসিপশনিস্ট যে ফোনটা আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার করে দিল। সেই মানুষটা শুধু ভর্তির ব্যাপারটা দেখাশুনা করে, কোনো ডিসচার্জ অথবা ট্রান্সফারের কাজ দেখে না। সুতরাং ফিলিপস আবার সেখানে ফোন লাগালেন। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে মানুষটা তার সাথে কথা বলছিল, সে এখন কফি ব্রেকে, সুতরাং তিনি ঝুলিয়ে রাখলেন। হতাশাগ্রস্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়। বললেন, 'কেন আমি একজন মিস্ত্রী হলাম না?'

মিখাইল হাসল, তারপর জিজ্ঞেস করল ফিলিপস তাদের প্রজেক্ট নিয়ে কেমন কাজ করছে। ফিলিপস তাকে বলল, তিনি অধিকাংশ এক্সরেই বের করে ফেলেছেন, হাতের সাহায্যে এক্সরে ফাইলের বিশাল স্তূপটা দেখিয়ে দিলেন। তিনি মিখাইলকে বললেন তিনি সেগুলো মাস দেড়েকের মধ্যে দেখে ফেলতে পারবেন।

'পারফেক্ট,' মিখাইল বলল। 'যত শ্রীঘ্রই হয় তত ভালো, কারণ নতুন করে স্মৃতিশক্তি স্টোরেজ এবং গঠনগত সিস্টেম আমরা যেরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো হচ্ছে। এই সময়ে আপনি আপনার কাজ শেষ করুন, আমরা একটা নতুন সেন্ট্রাল প্রসেসর হ্যান্ডেল করতে যাচ্ছি যেটা প্রোগ্রাম থেকে সমস্যাগুলো মুছে ফেলবে।

BanglaBook.org

আপনার কোনো ধারণাই নেই তখন এটা কত ভালো চলবে।'

'এগুলোর স্বপক্ষে,' ফিলিপস বললেন, ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমার খুব সুন্দর একটা আইডিয়া আছে। আমাকে দেখাতে দাও প্রোগ্রামটা কিভাবে কাজ করছে।'

মার্টিন একটা ভিউয়িং স্ক্রিন পরিষ্কার করলেন এবং তার উপর ম্যারিনোর, লুকাসের, কলিন্সের এবং ম্যাকর্কাথির এক্সরেগুলো রাখলেন। তারপর তার তর্জনী দিয়ে একটা কাগজের মাঝখানে ফুটো করলেন।

ফিলিপস প্রতিটার ভেতর ঘনত্বের অস্বাভাবিকত্ব দেখাতে চেষ্টা করলেন।

'এগুলো সব আমার কাছে একইরকম দেখাচ্ছে।' মিখাইল স্বীকার করলেন।

'সেটাই হলো আমাদের পয়েন্ট,' ফিলিপস বললেন, 'এটাই কত ভালো আমাদের এই সিস্টেমটা।' মিখাইলের সাথে শুধু নিজের উত্তেজনাটা ভাগ করে নিলেন।

ঠিক তার পরপরই ফোন বেজে উঠল এবং ফিলিপস এটা তুলে নিলেন।

এটা নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টার থেকে ডা. ডোনাল্ড ট্রাভিস। মার্টিন লিন এ্যান লুকাস সম্বন্ধে তার সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করলেন কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে রেডিওলজিক্যাল অস্বাভাবিকতা গুলো এড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি ট্রাভিসকে জিজ্ঞেস করলেন সেই রোগীর সিএটি স্ক্যান এবং কিছু বিশেষ এক্সরের কোনো আয়োজন করে দিতে পারে কিনা। ট্রাভিস রাজি হলো এবং ফোন ধরে থাকতে বলল। তৎক্ষণাৎ ফোন বেজে উঠল এবং হেলেন ফিলিপসকে বলল, ডেনিস পরবর্তি এনজিওগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

'আমার যাই হোক যেতে হচ্ছে,' মিখাইল বলল, 'ফিল্মগুলো নিয়ে আপনার সৌভাগ্য বয়ে আনুক। মনে রাখবেন, এটা এখন পুরোপুরি আপনার উপরে। আমাদের এই তথ্যটা জানা দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে এটা আপনি আমাদের কাছে দিতে পারেন।'

ফিলিপস হুক থেকে তার এপ্রন খুলে নিলেন এবং মিখাইলের সাথে সাথে অফিস থেকে বের হলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৯

ক্রিস্টিন লিন্ডকুইস্টের মাথার উপর সরাসরি একটা বিশাল বড় ফ্লুরোসেন্ট লাইট যেটা ঠিকমতো কাজ করছে না। এটা খুব দ্রুত ফ্রিকোন্সিতে কাঁপছে এবং একটা বিজবিজানির শব্দ আসছে। সে এটাকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা করা কঠিন। সে এই মুহূর্তে সুস্থ বোধ করছে না, সে এই সকালে জেগে উঠেছে কিছুটা মাথাব্যথা নিয়ে এবং এই কাঁপতে থাকা আলোটা তার অস্বস্তি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা স্থির ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা, এবং ক্রিস্টিন লক্ষ্য করল শারীরিক উদ্যোগ এটাকে আরো খারাপ করছে না, যেটা সাধারণত তার মাথাব্যাথার সময় করে।

সে রুমের কেন্দ্রে নগ্ন পুরুষ মডেলের দিকে তাকায়, তারপর তার নিজের কাজের দিকে। তার অংকন সমতল দেখাচ্ছে, দ্বিমাত্রিক এবং কোনোরকম অনুভূতিহীন। সাধারণত সে তার জীবন অংকন ক্লাসেই পছন্দ করে। কিন্তু আজ সকালে নিজেকে এখানে তেমন উপভোগ করতে পারছে না এবং তার কাজেও সেটার প্রতিফলন ঘটছে।

শুধু যদি লাইটটা কাঁপা বন্ধ করত! এটা তাকে উত্তেজিত করে তুলছে। তার বাম হাত দিয়ে সে তার চোখজোড়া ঢেকে দিল। এখন একটু ভালো লাগছে। একটা নতুন চারকোলের টুকরো নিয়ে সে তার অংকনের একটা ভুমি আঁকার চেষ্টা করে। সে একটা সমতল লাইন দিয়ে শুরু করে, নতুন চারকোলটা কাগজের সরাসরি নিচের দিকে নামাতে থাকে। যখন সে মার্কারটা তোলে কোনো লাইনই সেখানে অংকিত হয়নি। চারকোলের নীচের দিকটাতে তাকিয়ে সে একটা সমতল এরিয়া দেখতে পায় যেখানে চারকোলটা কাগজে ঘষে চলে গেছে। ভাবছে এটা একটা নষ্ট টুকরো, ক্রিস্টিন তার মাথা ঘুরিয়ে কাগজের কোণের দিকে চারকোল দিয়ে আরেকটা লাইন আঁকতে চেষ্টা করে। সে এটা করার পর লক্ষ্য করে দেখে এটা সে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। সে একটু পিছিয়ে এসে দেখে, লাইনটা মুছে যায়। তার মাথা কিছুটা ঘুরিয়ে সে এটা দেখার চেষ্টা করে। ক্রিস্টিন এটা কয়েকবার করে নিশ্চিত হতে যে তার হ্যালুসিনেশনের মতো কিছু হয়নি। তার চোখ দিয়ে সে লাইনটা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না, যখন সে জানে মাথা ঠিকই এটা দেখতে পাচ্ছে। যদি সে তার মাথা বিভিন্ন দিকে ঘোরায় তখনই শুধু লাইনটা দেখা যায়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত!

ক্রিস্টিন মাইগ্রেন মাথাব্যথার কথা শুনেছে এবং যদিও তার কখনও মাইগ্রেণ হয়নি, সে ধারণা করছে তার সেই জাতীয় কিছু একটা হয়েছে। সে তার চারকোল নামিয়ে রাখে এবং তার লকারে তার জিনিসপত্রগুলো ঢুকিয়ে দেখে। ক্রিস্টিন ইন্সট্রাকটরকে ব্যাখ্যা দেবে যে সে খুব একটা ভালো বোধ করছে না এবং তার এপার্টমেন্টে চলে যাবে।

ক্যাম্পাস দিয়ে হেঁটে ক্রিস্টিন একই রকম মাথা ঘোরা অনুভব করতে থাকে, যেটা সে তার ক্লাসেও পেয়েছিল। এটাতে মনে হচ্ছে যেন গোটা পৃথিবীটা বন বন করে ঘুরছে যাতে ক্রিস্টিন তার পরবর্তী পা ফেলতেও ভারসাম্য হারাচ্ছে। এটা একটা অস্বস্তিকর অবস্থা,

BanglaBook.org

সেই সাথে পরিচিত অদ্ভুত গন্ধ এবং তার কানের কাছে অদ্ভুত বাজনার শব্দ।

ক্যাম্পাস থেকে এক ব্লক দূরে ক্রিস্টিনের এপার্টমেন্ট তিনতলায়, যে সেটা তার রুমমেট ক্যারল ড্যানফোর্থের সাথে শেয়ার করে থাকে, যখন ক্রিস্টিন সিঁড়ি ভাঙে সে তার পায়ে অসম্ভব ভারী অবস্থা অনুভব করে, যেটা তাকে বিস্মিত করে, যেন তার ফ্লু হয়েছে।

এপার্টমেন্ট খালি। ক্যারল সন্দেহাতীতভাবে ক্লাসে। একদিক দিয়ে এটা ভালো, কারণ ক্রিস্টিন ধারণা করছে তার কোনোরকম ঝামেলা ছাড়া বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সে ক্যারলের সহানুভূতিরও প্রশংসা করে। সে দুটো এ্যাসপিরিন খায়, তার পোশাক খুলে ফেলে, বিছানায় ওঠে এবং একটা ঠাণ্ডা কাপড় তার মাথায় রাখে। প্রায় সাথে সাথেই সে সুস্থ বোধ করতে থাকে। এটা এতটাই হঠাৎ যে সে সেখানে শুধু শুয়ে থাকে, ধারণা করছে যদি সে নড়ে তাহলে অদ্ভুত ওই উপসর্গগুলো আবার তাকে ঘিরে ধরবে।

যখন তার বিছানার লাগোয়া ফোন বাজে সে খুশি হয় কারণ সে কারোর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু এটা তার কোনো বন্ধু নয়। এটা গাইনী ক্লিনিক থেকে ফোন করেছে এটা জানাতে যে তার পাপস স্মেয়ার অস্বাভাবিক।

ক্রিস্টিন শুনল, চেষ্টা করল নিজেকে শান্ত রাখতে। তারা তাকে বলল, বেশি সচেতন না হতে, কারণ অস্বাভাবিক পাপস স্মেয়ার খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত যখন তার জরায়ুতে কিছুটা ক্ষয় আছে। কিন্তু নিরাপদে থাকার জন্য তারা তাকে সেই সন্ধ্যেয় ক্লিনিকে ফিরে আসতে বলল আবার এটা করানোর জন্য।

ক্রিস্টিন চেষ্টা করল এর প্রতিবাদ করতে, বিশেষত তার মাইগ্রেন মাথাব্যথার কথা বলে। কিন্তু গাইনী তাকে উৎসাহ দিতে থাকে, বলে যে যত তাড়াতাড়ি তত ভালো। তাদের সেই সন্ধ্যেয় খোলা থাকবে এবং ক্রিস্টিন যখন ইচ্ছে যেতে আসতে পারে।

জোরপূর্বক ক্রিস্টিন আসতে রাজি হলো। হতে পারে কিছু একটা সত্যিই তার মধ্যে খারাপ কিছু হচ্ছে এবং যদি সেটাই তাই হয় তবে তাকে অবশ্যই কর্তব্য সচেতন হতে হবে। সে তার বয়ফ্রেন্ডকে ডাকার চেষ্টা করল, থমাস, কিন্তু অবশ্যই সে এর মধ্যে আসবে না। ক্রিস্টিন জানে এটা খুব অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তার সেই অনুভূতি সে এড়াতে পারল না, মেডিকেল সেন্টার কিছু একটা শয়তানী চলছে!

BanglaBook.org

মার্টিন প্যাথলজি প্রবেশের আগে গভীর করে একটা শ্বাস নিলেন। যখন ফিলিপস মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলেন, এই সার্ভিস তার কাছে মন্দের ভালো। তার প্রথম অটোপ্সি এমন ছিল যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ধারণা করেছিলেন এটা হয়তো প্রথম বর্ষের এনাটমি ক্লাসের মতোই হবে। যেখানে মৃতদেহ খুব সামান্যই একজন আসল মানুষের মতোই দেখায় কাঠের স্টাচুর মতো ছাড়া। গন্ধটা অস্বস্তিকর ছিল কিন্তু এটা ছিল রাসায়নিক জিনিসের গন্ধ। পাশাপাশি, এনাটমি ল্যাব ছিল মজার এবং নানা ধরনের হাস্য কৌতুকের, যেটা টেনশন মুক্ত রাখত। কিন্তু প্যাথলজি সেরকম নয়। অটোপ্সি হচ্ছিল একজন দশ বছর বয়সী বালকের যে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তার শরীর ধূসর বর্ণের কিন্তু

দেখতে একদম জীবন্ত প্রাণোচ্ছল বালকের মতো। যখন মৃতদেহটা কঠোরভাবে ফাড়া হলো, একটা মাছের মতো, মার্টিনের পাগুলো রাবারের মতো অনুভূতি শূন্য হয়ে গেল এবং তার দুপুরের খাবার মুখ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। তিনি মাথা ঘুরিয়ে তার বমি এড়ালেন, কিন্তু তার ইসোফ্যাগাস নিজের হজমকারী বসে পুড়তে থাকে। প্রফেসর এটা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন কিন্তু ফিলিপস কিছুই শুনছিলেন না। তিনি দাড়িয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন এবং তার হৃদপিণ্ড এই প্রাণহীন বালকটার জন্য বেরিয়ে আসছিল।

এখন ফিলিপস প্যাথলজি বিভাগের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। পরিবেশটা বেশ কোলাহলপূর্ণ যেটা তিনি মেডিকেল স্টুডেন্ট থাকার সময়ও দেখেছেন। ডিপার্টমেন্ট নতুন মেডিকেল স্কুল বিল্ডিংয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং বিভাগটা এখন অত্যাধুনিকভাবে সজ্জিত। ছোট খাট জায়গার পরিবর্তে নতুন প্যাথলজি বিভাগ খোলামেলা এবং পরিচ্ছন্ন। জিনিসপত্রগুলো ফরমিকা এবং স্টেইনলেস স্টিলের। কাঁধ সমান উঁচু করে পৃথক পৃথক ডিভাইডার দিয়ে ছোট ছোট রুম করে দেয়া হয়েছে। দেয়ালটা ঢাকা সব রঙবেরঙের ইম্পেশনিস্ট প্রিন্ট দিয়ে, বিশেষত মোনেটের।

অভ্যর্থনাকারিনী মার্টিনকে অটোপ্সি থিয়েটার দেখিয়ে দিল যেখানে ডা. জেফরি রেনল্ড রেসিডেন্টকে সাহায্য করছেন। মার্টিন আশা করেছিল রেনল্ডকে তার অফিসেই পাকড়াও করবেন কিন্তু রিসিপশনিস্ট জোর দিয়ে জানাল যে মার্টিন অটোপ্সি থিয়েটারেই যেতে পারে কারণ ডা. রেনল্ড কাজে বাধা দেয়ায় কিছু মনে করবেন না। ফিলিপস রেনল্ডকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন। তিনি তার নিজের বিষয়ে সচেতন। যাই হোক, তিনি রিসিপশনিস্টের আঙুল দেখানো দিকেই গেলেন।

তার আরো ভালোভাবে জানা উচিত। তার সামনে একটা স্টেইনলেস স্টিল টেবিল, গরুর মাংসের মতো একটা মৃতদেহ। অটোপ্সি এই মাত্র শুরু হয়েছে, বুকের থেকে যৌনাঙ্গ পর্যন্ত ওয়াই আকৃতির করে কাটা হয়েছে। চামড়া এবং তার নিজের টিসু বুকের খাঁচা সহ তুলে নেয়া হয়েছে এবং তুলে নেয়া হয়েছে পেটের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ। যখন ফিলিপস প্রবেশ করলেন একজন রেসিডেন্ট রিবের উপর জোরে ক্লিপ করছেন।

রেনল্ডস ফিলিপকে দেখলেন এবং হেঁটে সেদিকে এলেন। তার হাতে বিশাল একটা অটোপ্সির ছুরি যেটা কসাইয়ের ছুরির মতো। মার্টিন এক পলকে গোটা রুমের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন তার সামনের প্রক্রিয়াটা কতদূর। এরিয়াটা অপারেটিং রুমের মতোই। এটা নতুন, আধুনিক এবং পুরোপুরি টাইল বসানো যাতে এটা সহজেই পরিষ্কার করা যায়। সেখানে পাঁচটা স্টেইনলেস স্টিল টেবিল। দূরের দেয়ালের কাছে এক সারি রেফ্রিজারেটর।

'গ্রেটিং, মার্টিন' রেনল্ড বললেন, এপ্রনে হাত মুছতে মুছতে, 'আমি সেই ম্যারিনো কেসের জন্য দুঃখিত। আমি তোমাকে সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম।'

'আমি বুঝতে পেরেছি। চেষ্টা করার জন্য ধন্যবাদ। যদিও সেখানে কোনো পোস্টমর্টেম হয়নি, আমি চেষ্টা করেছি মৃতদেহের একটা সিএটি স্ক্যান করার জন্য। এটা

BanglaBook.org

বিস্ময়কর ব্যাপার। তুমি কি জানো, আমি সেখানে কি পেয়েছি?'

রেনল্ড দুদিকে তার মাথা নাড়লেন।

'সেখানে কোনো ব্রেন নেই,' ফিলিপ বললেন, 'কেউ একজন ব্রেনটা সরিয়ে ফেলেছে এবং এমন ভাবে পিছন দিক থেকে সেলাই করে দিয়েছে তুমি বাস্তবিকই কিছু বলতে পারবে না।'

'না।'

'হ্যাঁ' ফিলিপস বললেন।

'খোদা! তুমি কি কল্পনা করতে পার যদি এটা প্রেসের হাতে পড়ত তাহলে কি জাতীয় একটা ব্লো-আপ হয়ে যেতে। বিস্ফোরণ! পরিবারের পক্ষে কিছুই করার নেই? তারা নিশ্চিত সেখানে কোনো অটোপ্সি হয়নি।'

'সেজন্যই আমি তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম।' ফিলিপস বললেন–

সেখানে নিরবতা।

'এক মিনিট অপেক্ষা কর,' রেনল্ড বললেন, 'তুমি ভেব না প্যাথলজি এখানে জড়িত।'

'আমি জানি না।' ফিলিপ স্বীকার করলেন।

রেনল্ডের মুখ লাল হয়ে গেল এবং তার কপালে শিরা ফুটে উঠল।

'বেশ, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। ওই মৃতদেহটা কখনও এখানে আসেনি। এটা সরাসরি মর্গে চলে গেছে।'

'নিউরোসার্জারির ব্যাপারটা কি?' ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন।

'বেশ, মেনারহেইমের লোকজন উত্তেজিত। কিন্তু আমি মনে করি না সেটা সেই ধরনের উত্তেজনা।'

মার্টিন শ্রাগ করলেন, তারপর রেনল্ডকে বললেন প্রকৃত কারণ তিনি তাকে বন্ধ করেছেন কারণ একজন রোগীর যার নাম এলেন ম্যাকর্কাথি, এখানের জরুরি বিভাগে দুই মাস আগে এসেছিল তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। ফিলিপস জানতে চাইলেন যদি তাকে অটোপ্সি করা হয়ে থাকে।

রেনল্ড তার গ্লোভস খুলে ফেললেন এবং ডিপার্টমেন্টের প্রধান অংশের দরজা ঠেলে অন্য অংশে এলেন। প্রধান কম্পিউটারের প্যাথলজি অংশ ব্যবহার করে তিনি এলেন ম্যাকর্কাথির নাম এবং ইউনিট নাম্বার টাইপ করে পাঠালেন। তৎক্ষনাৎ সেই নাম কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এল, যেখানে তারিখ এবং অটোপ্সির নাম্বার দেয়া আছে। দেয়া আছে মৃত্যুর কারণ *হেড ইনজুরি, প্রচুর ইন্ট্রাসেরেব্রাল হেমেরেজের কারণে এবং ব্রেন-স্টিম হার্নিয়েশন।*

রেনল্ড দ্রুত একটা অটোপ্সি রির্পোট বের করেন এবং সেটা ফিলিপের হাতে দেন।

'তুমি কি ব্রেনেও কাজ করেছিলে?" ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই, আমরা ব্রেনেও কাজ করেছিলাম।' রেনল্ড বললেন। তিনি রিপোর্টটা আবার নিজের কাছে নিলেন। 'তুমি কি মনে কর আমরা একটা হেড-ইনজুরি কেসে ব্রেনের অটোপ্সি করব না?' তার চোখ দ্রুত কাগজের উপর থেকে ঘুরে আসে।

BanglaBook.org

ফিলিপস তাকে দেখতে থাকেন। রেনল্ড আরো পঞ্চাশ পাউন্ড বেড়েছে যখন তারা মেডিকেলে স্কুলে ল্যাব পার্টনার ছিল তখন থেকে এবং তার ঘাড়ের গোড়ায় চামড়ার ভাঁজ তার কলারের কাজ করছে। তার চিবুক ঝুলে পড়েছে এবং সেখানে রক্ত জালিকার বেশ সুন্দর একটা নেটওয়ার্ক দেখা যাচ্ছে।

'মোটর দুর্ঘটনার আগে মেয়েটার সম্ভবত *সিইজারের বা মূর্ছার* সমস্যা ছিল।' রেনল্ড বললেন, এখনও পড়ছেন।

'সেটা কিভাবে ধরা যায়?'

'তার জিহ্বা কয়েক বার কামড়ানো হয়েছে। এটা নিশ্চিত নই, শুধু পূর্ব ধারণা কল্পিত...

ফিলিপ প্রভাবিত হলেন। তিনি জানতেন এই জাতীয় অসাধারণ পয়েন্টগুলো শুধুমাত্র ফরেনসিক প্যাথলজিস্টের পক্ষে চোখে পড়া সম্ভব।

'এখানেই ব্রেনের সেকশন,' রেনল্ড বললেন, 'প্রচুর রক্তক্ষরণ। সেখানে অবশ্য কিছু একটা বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। টেমপোরাল লোবের করটেক্স সেকশনে দেখাচ্ছে স্নায়ু-কোষের অচলাবস্থা। খুব কম প্রতিক্রিয়া। কোন ডায়াগনসিস এগিয়ে যায়নি।'

'অক্সিপিটাল এরিয়ার খবর কি?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি এক্সরেতে সেখানে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখেছি।'

'একটা স্লাইড নেয়া হয়েছে,' রেনল্ড বললেন, 'এবং সেটা স্বাভাবিক।'

'শুধু একটা, ধ্যুৎ। আমি আরো বেশি আশা করেছিলাম।'

'তোমার ভাগ্য বেশ ভালো। এটা এখানে নির্দেশ করছে যে ব্রেনটা ফিক্সড ছিল। জাস্ট এ মিনিট।'

রেনল্ড একটা কার্ড ক্যাটালগের দিকে হেটে গেল এবং তারপর এম লিখিত ড্রয়ার টেনে বের করে। ফিলিপস কিছুটা উৎসাহ বোধ করতে থাকে।

'বেশ, এটা ফিক্স এবং সংরক্ষিত কিন্তু এটা আমাদের কাছে নেই। নিউরোসার্জারি এটা চেয়েছিল, আমি অনুমান করছি এটা নিউরোলজিক্যাল ল্যাবে আছে।'

BanglaBook.org

ডেনিসকে কিছু সময় ধরে এক টানা দাঁড়িয়ে দেখলেন। ডেনিস দক্ষতার সাথে একটা সিঙ্গল ভেজেল এনজিওগ্রাম করছেন। ফিলিপ সার্জারির দিকে গেলেন। রোগীর থাকার স্থানে যেন ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। তিনি হেটে অপারেশন রুম এরিয়ার ডেস্কের কাছে গেলেন।

'আমি মেনারহেইমকে খুঁজছি,' ফিলিপ একজন স্বর্ণকেশী নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো ধারণা আছে কি তিনি কখনও সার্জারি থেকে বের হবেন?'

'আমরা সঠিক সময় জানি।'

'এবং সেই সময়টা কখন হবে?'

'বিশ মিনিট আগে,' অন্য দুজন নার্স হাসতে লাগল। আপাত দৃষ্টিতে অপারেশন রুম

এরিয়ায় সবকিছু বেশ সুচারুরূপে চলছে যেজন্য তারা খুব ভালো মুডে আছে। 'তার রেসিডেন্ট শেষ করছেন। মেনারহেইম এখন লাউঞ্জে আছেন।'

ফিলিপস মেনারহেইমকে জায়গা মতো পেয়ে গেলেন। দুজন জাপানি পরিদর্শক ডাক্তার তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে মাথা নুইয়ে বো করে যাচ্ছে। সেই দলে আরো পাঁচজন সার্জন আছে। সবাই কফি পান করছে। মেনারহেইম একই হাতে একটা সিগারেট ধরে রেখেছেন যে হাতে কাপ ধরা। তিনি এক বছর আগে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে তিনি কোনো সিগারেট কেনেননি, কিন্তু সবার কাছ থেকেই সেগুলো ধার করেন।

'সুতরাং তুমি জান আমি সেই গাধার বাচ্চা আইনজীবীকে কি বলেছিলাম?' মেনারহেইম বললেন, তার খালি হাত দিয়ে তিনি নাটকীয়ভাবে সেটা দেখাচ্ছেন। 'অবশ্যই আমি ঈশ্বরের সাথে খেলি। তুমি কি ভাবতে পার আমার রোগীরা তাদের মস্তিস্কের মধ্যে আমাকে অভিসম্পাত দেয় একজন আবর্জনাময় মানুষ বলে?'

গোটা দলটা সম্মতির স্বরে গুঙিয়ে উঠল এবং তারপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

মার্টিন মেনারহেইমের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার দিকে সরাসরি তাকালেন।

'বেশ বেশ, আমাদের সাহায্যকারী রেডিওলজিস্ট।'

'আমরা চেষ্টা করি সন্তুষ্ট করতে।' ফিলিপস আনন্দিত স্বরে বললেন।

'বেশ, আমি আপনাকে বলছি, আমি গতকালে ফোনে আপনার ছোট্ট কৌতুকটার প্রশংসা করতে পারছি না।'

'এটা কোনো কৌতুক হিসেবে বোঝানো হয়নি,' ফিলিপ বললেন, 'আমি দুঃখিত, আমার মন্তব্য মনে হচ্ছে অজায়গায় পড়েছিল। আমি জানতাম না ম্যারিনো ছিল মৃত এবং আমি তার ফিল্মে বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা দেখেছিলাম।'

'রোগী মারা যাওয়ার আগে আপনার এক্সরে ফিল্ম দেখার কথা ছিল বলেই জানি।' মেনারহেইম ঘৃণ্যস্বরে বললেন।

'দেখুন, যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতে আগ্রহী সেটা হচ্ছে লিসা ম্যারিনোর ব্রেন তার মৃতদেহ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

মেনারহেইমের চোখ বিস্ফোরিত হয় এবং তার গোটা মুখ লাল রঙ ধারণ করে। ফিলিপসের হাত ধরে তাকে দুজন জাপানি ডাক্তার থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

'এখন আপনাকে আমার কিছু বলতে দিন,' তিনি ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলেন, 'আমি এই ঘটনাটা জানতে পেরেছি যে আপনি ম্যারিনোর মৃতদেহ সরিয়েছেন এবং এক্সরে করিয়েছেন কোন রকমের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই। এবং আমি আপনাকে এটা বলছি যে, আমি আমার রোগী নিয়ে কেউ কোনোরকম ফাক-আপ করুক এটা পছন্দ করি না। বিশেষতা আমার জটিলতর কেসগুলো নিয়ে।'

'শুনুন,' মার্টিন বললেন, মেনারহেইমের হাত থেকে ঝাঁকি দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে। 'আমার একমাত্র আগ্রহ কিছু অস্বাভাবিক অদ্ভুত এক্সরে নিয়ে, যেগুলো বিশাল

BanglaBook.org

গবেষণার ব্রেকথ্রু হিসেবে কাজ করবে। আপনার জটিলতা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'আপনি সেটা না করলেই ভালো হবে। যদি লিসা ম্যারিনোর মৃতদেহ কিছু অনিয়মিত থাকত তাহলে, এটা তাহলে আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারত। আপনিই একমাত্র একজন যিনি মৃতদেহ মর্গ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা অবশ্যই মনে রাখবেন।' মেনারহেইম ফিলিপসের মুখের উপর আঙুল উচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বললেন।

পেশাগত কর্দযতা এবং ভয় মার্টিনকে হঠাৎ দ্বিধায় ফেলে দিল। যতই তিনি এই বিষয়টা ঘৃণা করতে অস্বীকার করেন, মেনারহেইমের একটা পয়েন্ট আছে। যদি এটা জানাজানি হয় যে ম্যারিনোর ব্রেন সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তাহলে বোঝাটা তার উপরেই এসে পড়ে যে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি সেটা করেননি। ডেনিস, যার সাথে তার হৃদ্যতার সম্পর্ক চলছে, সেই তার একমাত্র সাক্ষী।

'ঠিক আছে, আসুন ম্যারিনোকে ভুলে যাই,' তিনি বললেন, 'আমি আরেকটা রোগীকে পেয়েছি একই রকম এক্সরে ছবির। একজন এ্যালেন ম্যাকর্কাথি। দুর্ভাগ্যবশত, সে একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কিন্তু তার এই মেডিকেল সেন্টারে পোস্টমর্টেম হয়েছে এবং তার ব্রেন তুলে নেয়া হয়েছে এবং সেটা নিউরোসার্জারিতে আছে। আমি সেই ব্রেনের ব্যাপারে জানতে চাই।'

'এবং আমি পছন্দ করব আপনি আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাবেন। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ। আমি আসল রোগীর সেবা করা নিয়ে ব্যস্ত। সারাদিন ছবির সামনে বসে বসে কাটাই না।'

মেনারহেইম ঘুরে দাঁড়ালেন এবং চলে যেতে শুরু করলেন।

ফিলিপস তার ভিতরে রাগের প্রবল অনুভূতি পেলেন। তিনি চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। 'তুই উদ্ধত প্রাদেশিক বেজন্মা।' কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। সেটাই ছিল যেটা মেনারহেইম আশা করেছিল, হতে পারে চাইছিল। পরিবর্তে মার্টিন সার্জনদের পরিচিত *একিলিস হিলের* দিকে যেতে শুরু করলেন। শান্ত, বুঝদার স্বরে মার্টিন বললেন, 'ডা. মেনারহেইম, আপনার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার।'

মেনারহেইম ঘুরে দাঁড়ালেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু ফিলিপস এর মধ্যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। মেনারহেইমের কাছে, সাইকিয়াট্রি তিনি যেগুলো বিশ্বাস করেন তার বিপরীত জিনিসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য এটা অতি উচ্চমার্গীয় ননসেন্স, এবং তাকে সেই একজনের কাছে যেতে বলা মানে তাকে সবচেয়ে খারাপভাবে ইনসাল্ট করা। অন্ধের মতো রাগে তিনি দরজা সজোরে খুলে ড্রেসিং এরিয়ায় ঢুকলেন, অপারেশন রুমের রক্ত মাখা জুতো ছিঁড়ে ফেললেন এবং সেগুলো রুমের দূর কোণে ছুঁড়ে ফেললেন। সেগুলো লকারের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সিঙ্কের নিচে চলে গেল।

তারপর তিনি দেয়ালের ফোন তুলে নিলেন এবং জোরে জোরে দুটো ফোন কল করলেন।

BanglaBook.org

প্রথমটা তিনি হাসপাতালের পরিচালক, স্টানলি ড্রেককে করলেন। তারপর তিনি রেডিওলজির প্রধান, ডা. হ্যারল্ড গ্লোডব্লাটকে, প্রত্যেককেই জোর দিয়ে অনুরোধ করলেন তিনি চান মার্টিন ফিলিপস সম্বন্ধে কিছু একটা করতে। তারা দুজনেই নিঃশব্দে শুনলেন। মেনারহেইম এই হাসপাতাল কমিউনিটির একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব।

ফিলিপস সেই জাতীয় ব্যক্তি নন যিনি প্রায়ই রাগান্বিত হন, কিন্তু যে সময়ে তিনি তার অফিসে পৌঁছুলেন, তিনি তখন রাগে ফুসছেন।

তিনি যখন ঢুকলেন হেলেন তার দিকে তাকাল।

'মনে রাখবেন, মেডিকেল স্টুডেন্টরা আপনার লেকচারের জন্য অপেক্ষা করছে।'

ফিলিপস যখন হেলেনের পাশ দিয়ে গেলেন তখন তার মুখ দিয়ে গজগজানির আওয়াজ হতে থাকে। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে, ডেনিস তার অলটারনেটরের সামনে বসে ম্যাকর্কাথি এবং কলিন্সের চার্টগুলো দেখছে। ডেনিস তাকালেন যখন তিনি ভেতরে ঢুকলেন। 'আজকে একটা লাঞ্চ হয়ে গেলে কেমন হয়, বুড়ো খোকা?

'লাঞ্চের জন্য আমার হাতে কোনো সময় নেই,' ফিলিপস রাগত স্বরে বললেন, নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে।

'তুমি দেখছি আজ খুব ভালো মুডে আছ!'

ডেস্কের উপর কনুই রেখে তিনি দুহাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেললেন।

সেখানে এক মুহূর্তের নিরবতা।

ডেনিস চার্টগুলো নামিয়ে রাখলেন এবং উঠে দাড়ালেন।

'আমি দুঃখিত' মার্টিন তার দুহাতের মধ্য থেকেই বললেন। 'এটা একটা জঘন্য সকাল। এই হাসপাতাল যে কোনো মেধাবী আবিষ্কারকের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে একটা অসম্ভব জায়গা হয়ে দাড়িয়েছে। আমি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ রেডিওলজিক্যাল ব্যাপারগুলো খুঁজে পেতে হোঁচট খেতে যাচ্ছি, কিন্তু এই হাসপাতাল আমাকে অনুৎসাহী করছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করে যেতে।'

'হেগেল লিখেছেন, 'এই পৃথিবীতে আবেগের বশবর্তী হয়ে ছাড়া মহৎ কিছুই সম্পাদিত হয়নি।' ডেনিস মাঝখানে ফোড়ন কাটলেন। তার আন্ডারগ্রাজুয়েট মেজর সাবজেক্ট ছিল দর্শন এবং সে আবিষ্কার করেছে মার্টিন এই জাতীয় মহা চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি বেশ পছন্দ করে।

ফিলিপস শেষ পর্যন্ত তার মুখ থেকে হাত সরালেন এবং হাসলেন। 'আমি গত রাতে একটু বেশিই আবেগ দেখিয়ে ফেলেছি।'

'ছেড়ে দাও, এই অর্থে যে এই আবেগটা তোমাকে ছেয়ে ফেলেছে। যে খুব কমই হেগেল বুঝিয়েছেন। যাই হোক, আমি লাঞ্চের জন্য কিছু খেতে যাচ্ছি। তুমি কি নিশ্চিত তুমি আমার সাথে যোগ দিচ্ছ না?

'কোনো সম্ভবনা নেই। মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের আমার একটা লেকচার ক্লাস আছে।'

BanglaBook.org

ডেনিস দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'কথা প্রসঙ্গে, আমি যখন এই কলিন্স এবং ম্যাকর্কাথির চার্ট নিয়ে কাজ করছিলাম আমি লক্ষ্য করেছি এদের দুজনেরই বেশ-কয়েকবার এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার আছে।' ডেনিস দরজার কাছে থেমে গেলেন।

'আমি ভেবেছিলাম তাদের গাইনী পরীক্ষাগুলো স্বাভাবিক।' ফিলিপস বললেন।

'সবকিছুই স্বাভাবিক, শুধু উভয়েরই পাপাস স্মেয়ার ছাড়া। সেগুলো এটিপিক্যাল, তার মানে সেগুলো খোলাখুলিভাবে প্যাথলজিক্যাল নয়, শুধুমাত্র খুব সঠিকভাবে স্বাভাবিক নয়।'

'এটা কি খুব আনকমন?'

'না, কিন্তু এটাকে ধরা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষাগুলো স্বাভাবিক থাকে। এটাতে কোনো স্বাভাবিক রিপোর্ট দেখায়নি। বেশ, সম্ভবত এটা কিছুই না। শুধু ভেব আমি এটার উল্লেখ করেছিলাম। বাই!'

ফিলিপস নড়েচড়ে বসলেন কিন্তু ডেস্কেই থাকলেন, চেষ্টা করছেন লিসা ম্যারিনোর চার্টটা মনে করার। এটা তার কাছে মনে হচ্ছে যে সেখানে পাপস স্মেয়ারের কথা বেশ ভালোভাবেই উল্লেখ আছে।

হল থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে, ফিলিপস হেলেনের মনোযোগ আর্কষণ করলেন :

'এই সন্ধ্যেয় গাইনীকোলজি ক্লিনিকে মাথা গলাবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিও।'

১:০৫ পি এম, 'সিএটি স্ক্যানার ইন্ট্রোডাক্টরি লেকচার' ফিলিপ ওয়ালোস্কি মেমোরিয়াল কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলেন। রেডিওলজির অন্যান্য বিভাগ থেকে এটা অনেক বেশি জনবহুল, যেখানে জায়গা অনেক কম। কনফারেন্স রুমটা অতি সাধারণ, হলিউড স্ক্রিনিং রুমের মতো দেখায় হাসপাতালের অডিটোরিয়ামের চেয়ে। চেয়ারগুলো একত্রে সংলগ্ন, যেখান থেকে সবাই স্ক্রিন দেখতে পায়। যখন ফিলিপ ভেতরে প্রবেশ করলেন, রুমটা এর মধ্যেই ভরে গেছে।

তিনি তার ক্যারোসল প্রজেক্টরের উপর রাখলেন এবং পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে গেলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত তাদের চেয়ারে বসে পড়ল, তার দিকে মনোযোগ দিয়ে। ফিলিপস লাইট মৃদু করে দিলেন এবং প্রথম স্লাইডটা টেনে বের করলেন।

লেকচারটা বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হলো। ফিলিপ এটার জন্য বেশ সময় দিলেন। এটা শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের মি. গডফ্রে হর্নসফিল্ড কর্তৃক সিএটি স্ক্যানারের ধারণা দিয়ে, এটা ক্রমান্বয়িক উন্নতির ধারবাহিকতার বর্ণনা দিয়ে। ফিলিপস খুব সাবধানে জোর দিলেন যে যদিও একটি এক্সরে টিউব ব্যবহার করা হয়, যে ছবিটা পাওয়া যায় সেটা সত্যিই একটি গাণিতিক ফর্মুলা যেটা কম্পিউটার সেই তথ্যটা বিশ্লেষণ করতে পারে। যখন ছাত্র-ছাত্রীরা মূল ধারণাটা বুঝতে পারল, তিনি অনুভব করলেন লেকচারের বড় বিষয়টিই জানানো হয়ে গেছে।

যখন তিনি কথা বলছিলেন, তার মন বিস্মিত হতে শুরু করে। তিনি এই বস্তুগুলোর

BanglaBook.org

সাথে এত পরিচিত এটা কোনো পার্থক্য রাখে না। যেসব মানুষেরা সিএটি স্ক্যানারের উন্নতি করেছে সেই সব মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণতায় পর্যবসিত। কিন্তু তারপর তিনি উপলব্ধি করেন যদি তার নিজস্ব গবেষণা প্রমাণিত হয়, তাহলে তিনিও বিজ্ঞানের পাদ প্রদীপের আলোয় চলে আসছেন। তার কাজগুলো হতে পারে আরো বেশি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করবে রেডিওলজির ডায়াগনস্টিকের ক্ষেত্রে। এটা তাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে পারে।

সিএটি স্ক্যানারের টিউমারের ছবি তোলার ক্ষমতা সম্পর্কে বলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে যখন তিনি পৌঁছেছেন ফিলিপের বিপার বেজে উঠল।

লাইটটা বন্ধ করে দিয়ে তিনি নিজেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং ফোনের কাছে দৌড়ে গেলেন। ফিলিপস জানেন হেলেন খুব জরুরি কিছু না হলে কখনও ফোন করবে না। কিন্তু অপারেটর জানালেন এটা একটা বাইরের কল। এবং তিনি সেটার প্রতিবাদ করার আগেই ডা. ডোনাল্ড ট্রাভিস লাইনে চলে এলেন।

'ডোনাল্ড' মার্টিন বললেন, তার হাত রিসিভারে নিয়ে, 'আমি আমার লেকচারের মাঝামাঝি, আমি কি পরে তোমাকে কল ব্যাক করব?

'গোল্লাও যাও!' ট্রাভিস চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমি আমার সকালের সবচেয়ে ভালো অংশটা ব্যয় করেছি তোমার সেই মধ্যরাতের ট্রান্সফারের রোগীর খোঁজ করতে গিয়ে।'

'তুমি লিন এ্যান লুকাসকে খুঁজে পাওনি?'

'না। প্রকৃতপক্ষে, গত সপ্তাহেই মেডিকেল সেন্টার থেকে কোনোরকম কোন রোগীই ট্রান্সফার হয়নি।'

'সেটা অদ্ভুত। আমি জোর দিয়েই বলছি এটা নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারে। দেখ, আমি ভর্তি হওয়ার কথা বলেছি, কিন্তু দয়া করে আরেকবার চেক করে দেখ। এটা জরুরি।'

ফিলিপস ফোন রেখে দিলেন কিন্তু তার হাত রিসিভারে কয়েক মুহূর্তের জন্য থাকে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন, তাতে যদি মেনারহেইমের মতো লোক থাকে। তিনি আবার মঞ্চের দিকে ফিরে গেলেন। তিনি চেষ্টা করলেন আবার লেকচারটা সেই জায়গা থেকে শুরু করতে। কিন্তু তার মনোযোগ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষা জীবনের এই প্রথম তিনি একটা মিথ্যে জরুরি কাজের অজুহাত দিয়ে লেকচার দেয়া বন্ধ করে দিলেন।

অফিসে ফিরে এসে, হেলেন কাজের মধ্যে কথা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানাল ডা. ট্রাভিস জোর দিয়েই বলেছেন। ফিলিপস তাকে বললেন ট্রাভিসকে জানাতে এটা ঠিক আছে। হেলেন তাকে তার অফিস পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকে ম্যাসেজগুলো শোনানোর জন্য। সে বলল হাসপাতালের পরিচালক স্টানলি ড্রেক দুইবার তাকে কল করেছিলেন এবং বলেছিলেন কল ব্যাক করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সে আরো বলল, ডা. রবার্ট ম্যাকনেলি হাউস্টন থেকে তাকে কল করেছিলেন জানতে যদি ডা. ফিলিপস নিউ ওরলেন্সের বার্ষিক নিউরোরেডিওলজি সেকশনের বার্ষিক রেডিওলজি কনভেনশনে একটা চেয়ার নিতে চায়। সে বলল, তিনি বলছেন এই সপ্তাহের মধ্যেই তার উত্তর জানা দরকার।

BanglaBook.org

সে পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই ফিলিপস ঝড়ো গতিতে তার দুই হাত উপরে তুললেন।

'এগুলো এখনকার জন্য যথেষ্ট।' ফিলিপস বললেন।

'কিন্তু সেখানে আরো আছে।'

'আমি জানি সেখানে আরো আছে। সেখানে সবসময়ই বেশিই থাকে।'

হেলেন তার পিছু নিল।

'আপনি কি মি. ড্রেককে কল করতে যাচ্ছেন?'

'না। তুমি তাকে ফোন করবে এবং বলবে আমি এত ব্যস্ত যে আমি তাকে কল করব এবং আমি তার সাথে আগামীকাল কথা বলব।'

হেলেনের যথেষ্ট সেন্স আছে কখন তার বসকে একা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

অফিসের রুমের সামনে দাড়িয়ে থেকে, ফিলিপস রুমের চারদিকে তাকাতে থাকেন। জগাখিচুড়ি অবস্থায় মধ্যে দেখেন তার রুমের মাথার খুলির ফিল্ম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে সকালের এনজিওগ্রামের ফাইল রাখা। কমপক্ষে, তারা প্রধান টেকনিশিয়ান, কেনেথ রবিনস, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

কাজই হচ্ছে ফিলিপের শান্ত থাকার উপায়। সুতরাং তিনি বসে পড়েন। মাইক্রোফোন তুলে নেন এবং কাজ শুরু করে দেন। যখন তিনি শেষ এনজিওগ্রামের কাছে তখন তিনি বুঝতে পারেন কেউ একজন অফিসে প্রবেশ করেছে এবং তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

ডেনিসকে আশা করে, ফিলিপস হাসপাতালের পরিচালক স্টানলি ড্রেকের হাস্যমুখ দেখে বিস্মিত হন।

ফিলিপসের ভাবনার খোরাক জুগিয়ে, ড্রেক একজন সূক্ষ্ম কৌশলী রাজনীতিবিদ। তিনি সবসময় খুব হাস্যময় তার গাঢ় নীল থ্রি-পিস সুট এবং সোনার ঘড়ি, চেইন নিয়ে। তিনি সাদা শার্টের সাথে রেশমী টাই পরেছেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ফিলিপস জানেন যিনি এখনও বড় ফ্রেন্স কাফলিং পরেন। যেভাবেই হোক তিনি সবসময়ে নিজের ত্বক শুষ্ক রাখেন এমনকি বর্ষা ঋতুতেও।

ফিলিপস তার এনজিওগ্রামের দিকে ফিরলেন এবং আগের মতোই বলতে শুরু করলেন, 'উপসংহারে, রোগীর একটা বড় ধরনের আর্টেরিওভেনাস অকার্যকর আছে, বাম দিকের ব্যাসাল গ্যাংগলিয়ায়, যেটা সাপ্লাই দেয় বাম দিকের মিডিল সেরেব্রাল এবং লেফ্‌ট পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টেরি। পিরিয়ড। বিবৃতি শেষ। ধন্যবাদ।'

মাইক্রোফোন রেখে মার্টিন পরিচালকের দিকে ফিরলেন। এই হাসপাতালে এত কম গোপনীয়তা আছে যে পরিচালক ভাবেন তার অগোচরে কোনো অফিসে কোনো কিছু হতে পারে না।

'ডা. ফিলিপস, আপনাকে দেখে ভালো লাগল।' ড্রেক বললেন, মুখে হাসি, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

ফিলিপস তার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকালেন, তিনি নিশ্চিত নন তিনি হাসবেন নাকি রাগান্বিত হবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে পারলেন, 'চার বছর আগে আমাদের

BanglaBook.org

ডিভোর্স হয়ে গেছে।' তিনি এটা শান্ত স্বরেই বললেন।

ড্রেক ঢোক গিললেন, তার হাসি এক মুহূর্তের জন্য কেচে গেল। তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তিনি জানালেন হাসপাতালের পরিচালকদের বোর্ড নিউরোরেডিওলজি বিভাগ তিনি যোগদানের পর কত সুন্দরভাবে চলছে সে বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তারপর সেখানে এক মুহূর্তের নিরবতা। ফিলিপস শুধু দেখছেন। তিনি জানেন কেন ড্রেক এখানে এবং তিনি তার জন্য বিষয়টা কোনোভাবেই সহজ করার চেষ্টা করছেন না।

'বেশ,' পরিচালক বললেন, আগের চেয়ে অনেক বেশি ভাব গম্ভীর স্বরে। তার ছোট মুখ একত্রিত হয়ে গেল। 'আমি এখানে এসেছি সই ম্যারিনোর দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ব্যাপারে আলাপ করতে।'

'সেটা কি?' ফিলিপ বললেন।

'ঘটনা হলো সেই বেচারা মেয়েটার মৃতদেহ অসুদপায়ে হ্যান্ডেল করা হয়েছে এবং এক্সরে করা হয়েছে কোনোরকম পোস্টমর্টেম পরীক্ষার কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই।'

'এবং ব্রেনটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।' ফিলিপস বললেন। 'একটা মৃতদেহ এক্স-রে করা আর একটা ব্রেন সরিয়ে ফেলা একই ক্যাটাগরিতে পড়ে না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এখন, আপনি প্রকৃতপক্ষে ব্রেন নেয়ার সাথে জড়িত এই যুক্তিতে সেটা অবাস্তব। পয়েন্টটা হলো...'

'একটু থামুন!' ফিলিপস তার চেয়ারে বসে পড়লেন। 'আমি এই বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই। আমি মৃতদেহটা এক্সরে করিয়েছি, সেটা সত্য। আমি ব্রেনটা সরাই নি।'

'ডা. ফিলিপস, আমি উদ্বিগ্ন নই কে ব্রেনটাকে সরিয়েছি। আমি এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে ব্রেনটাকে সরানো হয়েছে। এখন এটা আমার কর্তব্য এই হাসপাতালে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করা এবং এটার স্টাফদের খারাপ পাবলিসিটি সম্বন্ধে এবং অর্থনৈতিকভাবে বোঝা হওয়ার আগে।'

'বেশ, কে ব্রেনটাকে সরিয়েছে এই বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন। বিশেষত যদি কেউ ভাবে এটা আমার দ্বারা হতে পারে।'

'ডা. ফিলিপস, সেখানে সতর্ক হওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। হাসপাতাল এর মধ্যেই মর্গের সাথে কথা বলেছে। বেচারীর পরিবার এই দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়টা জানতে পারবে না। কিন্তু আমি অবশ্যই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই এই কেসের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থানটা সম্বন্ধে এবং আপনাকে জানাচ্ছি এই বিষয়টা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এটা এতটাই সহজ বিষয়।'

'মেনারহেইম কি আপনাকে এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন, তার কণ্ঠস্বর অন্য রকম হতে শুরু করেছে।

'ডা. ফিলিপস, আপনি আমার অবস্থানটা বোঝার চেষ্টা করুন।' ড্রেক বললেন, 'আমি আপনার পক্ষে। আমি চেষ্টা করছি ছোট আগুনটুকুকে নিভিয়ে ফেলতে এটা বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো এবং ক্ষতি করার আগে। এটা সবার ভালোর জন্য। আমি শুধু আপনাকে

BanglaBook.org

যুক্তিসংগত কাজ করার কথা বলেছি।'

'ধন্যবাদ' ফিলিপস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। 'ধন্যবাদ আমাকে থামাতে আসার জন্য। আমি আপনার মন্তব্যের প্রশংসা করি। এবং আমি এর পরে একটা গভীর চিন্তা-ভাবনা করব।' ফিলিপস ড্রেককে অফিসের বাইরে যাওয়া প্ররোচিত করল এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

যখন তিনি সেই কথোপকথনটা মনে মনে ভাবছেন, তার বিশ্বাস করতে সমস্যা হচ্ছিল যে এটা ঘটেছে। দরজা দিয়ে তিনি ড্রেককে হেলেনের সাথে কথা বলতে দেখছেন, সুতরাং তিনি জানেন তিনি কোনো স্বপ্ন দেখছিলেন না। কিন্তু কোনো কিছুর তুলনায়, এটা তাকে আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করল, কোনো কিছুর বিনিময়ে এই বিভাগীয় ইদুর দৌড় শেষ করতে হবে। তার উপর তিনি জানেন তার গবেষণা সফল হতে চলেছে।

আরো উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে, ফিলিপস বিগত দশ বছরের মাথার খুলির এক্স-রে লিস্টটা তুলে নিলেন। ফিল্মের ইউনিট নাম্বারগুলো পরীক্ষা করে, তিনি দ্রুত যে অডারগুলো করে রেখেছিলেন সেগুলো নিলেন। তিনি প্রথম খামটা নিলেন, নামের তালিকা থেকে সেটা কেটে দিলেন, তারপর এক্স-রেটা টেনে বের করলেন। তিনি দুটো লেটেরাল স্কাল ফিল্ম নিলেন, বাকিগুলোর পরিবর্তে রাখলেন। কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে, তিনি একটা ফিল্মকে লেসার স্ক্যানারে দিলেন। অন্যটা তার ভিউয়ারে চলে গেল। পুরানো এক্সরে রিপোর্ট তিনি প্রিন্টকৃত পৃষ্ঠার পাশে রাখলেন।

যে কোনো বাধ্যবাধক ব্যক্তিত্বের মতো মার্টিন একজন তালিকা দেখার মানুষ। তিনি নোট রাখতে শুরু করলেন, ম্যারিনো, লুকাস, কলিন্স এবং ম্যাকর্কাথি। ফোন বেজে উঠল। এটা ডেনিসের ফোন। বললেন বিকালের এনজিওগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত। ফিলিপস এক মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। তারপর বললেন, তার উপস্থিতিতে শুধু দেখানো এবং তিনি উপদেশ দিলেন ডেনিস যতক্ষণ পর্যন্ত স্বস্থি বোধ করে ততক্ষণ কাজ চালিয়ে যাক। যেটা তিনি ধারণা করেছিলেন, ডেনিস তার আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে দেয়ায় খুশি হয়েছেন।

তার তালিকায় ফিরে যেয়ে, ফিলিপস কলিন্সের কেটে দিলেন। ম্যারিনোর পর তিনি লিখলেন, *'মর্গে ওর্য়েনারের দেখা'*। ফিলিপসের একটা শক্তিশালী অনুভূতি হচ্ছে যে মৃতদেহ রক্ষক জানেন লিসা ম্যারিনোর মৃত দেহতে কি হয়েছিল। ম্যাকর্কাথির পর ফিলিপস লিখলেন *'নিউরোসার্জিক্যাল ল্যাব'*। তারপর লুকাস। তিনি আত্মবিশ্বাসী ট্রাভিসের সাথে তার কথোপকথনের পর যে মেয়েটা নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারে নেই, যদি না তাকে নাম ভাড়িয়ে অন্য কোনো নামে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু সেটা খুব কমই হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি লিখলেন, *'নিউরো পশ্চিম ১৪এর রাতের চার্জের নার্স'* তারপর তার নাম।

তারপর তিনি ফোন তুলে নিলেন এবং ভর্তি বিভাগে আবার ফোন করলেন। ছত্রিশবার রিং বাজার পর কেউ একজন ফোন তুলল উত্তর দেয়ার জন্য। আবারও একবার যে মানুষটির সাথে ফিলিপ কথা বলতে চাচ্ছিলেন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফিলিপস তাব নাম জানালেন এবং অনুরোধ করলেন কল ব্যাক করার জন্য।

BanglaBook.org

এই সময়ে কম্পিউটার তার কাজ শেষ করল। ফিলিপ উত্তেজনার সাথে রিপোর্ট পড়েন, এটা পুরানো রিডিংয়ের সাথে তুলনা করেন এবং তারপর নিজেই এই ফিল্মগুলো পরীক্ষা করে দেখেন। কম্পিউটার শুধু রিপোর্টে যা কিছু আছে তাই উল্লেখ করেনি, উপরোন্ত এটা এমনকি কিছু মধ্যম মানের হাড়ের ঘনত্ব এবং ফ্রন্টাল সাইনাসের স্বচ্ছতাও বের করেছে যেটা মূল রিডিংএ ছিল না। ফিল্মগুলো দেখে ফিলিপ নিজেও কম্পিউটারের সাথে একমত হলেন। এটা আশ্চর্যজনক!

তিনি এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তী ফিল্মের জন্যও করলেন, যখন হেলেন দরজা খুলে মাথা গলিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'বিগ বস' তার সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করতে চেয়েছেন।

ডা. হ্যারল্ড গোল্ডব্লাটের অফিস বিভাগ থেকে বেশ কিছুটা দূরে একেবারে শেষ প্রান্তে। যেটা প্রধান ভবনের একটা উইয়িংএ যেটাকে বাইরের থেকে দেখতে একটা চৌকোণা টিউমারের মতো লাগে। সকলেই জানে যখন তারা এই ভবনে প্রবেশ করে এর মেঝে কার্পেট মোড়ানো এবং দেয়ালটা মেহগনি কাঠে মোড়ানো। এটা দেখে ফিলিপসের মনে হয় ডাউনটাউনের কোনো ল ফার্ম।

তিনি বিশাল ভারী কাঠের দরজায় নক করেন। গোল্ডব্লাট বিশাল মেহগনি ডেস্কের পিছনে বসে আছেন। রুমটার তিন পাশেই জানালা এবং ডেস্কটা দরজার দিকে মুখ করে। এটা একটা সাধারন মানের ডিম্বাকৃতির অফিসের চেয়ে বেশি কিছু। গোল্ডব্লাট তার শক্তির সর্বোচ্চ দেখান এবং তার সারা জীবন ধরে ম্যাকিয়াভিলিয়ান ভাবে, তিনি রেডিওলজির ক্ষেত্রে একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। এক সময় তিনি নিউরোরেডিওলজিতেও দক্ষ ছিলেন, এখন তিনি নিজেই সেখানে একজন প্রতিষ্ঠান এবং তার পেশাগত জ্ঞান সময় ও তারিখের উর্ধে। যদিও মার্টিন গোল্ডব্লাটের সিএটি স্ক্যানারের বোধগম্যতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে ছিদ্রান্বেষী, তারপরও তিনি এখন মানুষটাকে শ্রদ্ধা করেন। রেডিওলজি বর্তমানে অবস্থানে পৌছানোর একজন রোল মডেল তিনি।

গোল্ডব্লাট উঠে দাড়ালেন ফিলিপসের সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য। তার ডেস্কের সামনে রাখা চেয়ারে বসতে বললেন। গোল্ডব্লাট চৌষট্টি বছরের বিশালদেহী মানুষ। তিনি এখনও সেভাবে পোশাক পরেন যেভাবে ১৯৩৯ সালে তিনি ডিগ্রি প্রাপ্তির সময় পরতেন। তার সুটটা ব্যাগী টাইপের থ্রি-পিস, ট্রাউজার যেটা গোড়ালী থেকে এক ইঞ্চি উপরে। তিনি একটা চিকন টাই পরে আছেন। তার চুল প্রায় পুরোটাই সাদা এবং সৈন্যদের মতো করে ছাঁটা। যার কারণে তার কান দুটোকে আরো অধিক লম্বা দেখায়। তিনি মার্টিনের দিকে তার রিমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন।

'ডা. ফিলিপস,' গোল্ডব্লাট শুরু করলেন, বসে পড়েছেন। তিনি তার কনুই ডেস্কের উপর রাখলেন, তার দুই হাত একত্রিত করে।

'মৃতদেহ, যেটা মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মাঝ রাতে মর্গ থেকে বয়ে ডিপার্টমেন্টে আনা, এটা আমার কোনো আইডিয়া নয়, সাধারন প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে।'

ফিলিপস একমত হলেন এই বিষয়ে। তিনি ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন, কোনো অজুহাত

BanglaBook.org

নয়। তিনি গোল্ডব্লাটকে প্রথমে বললেন যে এক্স-রে রিডিং প্রোগ্রাম যেটা তিনি এবং উইলিয়াম মিখাইল উন্নত করেছেন এবং তারপর কম্পিউটার প্রোগ্রামের করা অস্বাভাবিক ঘনত্বের ব্যাপারটা যেটা লিসা ম্যারিনোর এক্সরে থেকে পেয়েছেন। তিনি গোল্ডব্লাটকে আরো বললেন তার আরো বেশি ফিল্ম দরকার যেগুলো অস্বাভাবিক চরিত্রের। তিনি বললেন তিনি অনুভব করেছেন এটার আবিষ্কার করতে কারণ এটা কম্পিউটার এক্স-রে বিশ্লেষক হিসেবে যাত্রা করবে।

ফিলিপসের বলা শেষ হলে, গোল্ডব্লাট মৃদুভাবে হাসলেন, মাথা নাড়লেন, 'আপনার কথা শুনে, মার্টিন, আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছে যদি আপনি জানেন আপনি আসলে সঠিকভাবে কি করতে চলেছেন।'

'আমি বিশ্বাস করি আমি সেটা করতে পারব,' গোল্ডব্লাটের মন্তব্য ফিলিপসকে বিস্মিত করে এবং এটা খুব কঠিন যে তিনি আক্রমণাত্বক হননি।

'আমি আপনার অভিযানের টেকনিক্যাল অংশের কথা বোঝাতে চাইনি। আমি আপনার কাজের ভাবার্থ বোঝাতে চেয়েছি। খোলাখুলিভাবেই বলি, আমি মনে করি না বিভাগ এরকম একটা কাজে আপনাকে সহায়তা করবে যেটার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ফিজিশিয়ানের কাছ থেকে রোগীকে দূরে সরিয়ে নেয়া। আপনি এরকম একটি সিস্টেমের কথা প্রস্তাব করেছেন যেখানে একটা মেসিন রেডিওলজিস্টের জায়গা নেবে।'

মার্টিন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি গোল্ডব্লাটের এই জাতীয় অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আশা করেছিলেন শুধুমাত্র কয়েকজন প্রতিযোগী রেডিওলজিস্ট যাদের ফিলিপ চেনেন তারাই এই বিষয়টি নিয়ে ভাববেন।

'আপনার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে,' গোল্ডব্লাট চালিয়ে গেলেন, 'এবং আমি আপনাকে এটা ধরে রাখার জন্য সাহায্য করতে চাই। আমি সেই সাথে এই মেডিকেল সেন্টারের বিভাগের সততাও ধরে রাখতে চাই। এটা আমার অনুভূতি যে আপনি আপনার গবেষণার কাজটা বেশি আবেগের সাথে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে করবেন। যাই হোক, আপনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া আর কোনো মৃতদেহ নিয়ে এক্স-রে করবেন না। সেটা যেন আর বলে দিতে হয় না।'

ফিলিপের হঠাৎ যেন চোখ খুলে গেল। মেনারহেইম অবশ্যই গোল্ডব্লাটকে গিয়ে লাগিয়েছে। এটার আর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু মেনারহেইম এমন একজন মানুষ যিনি স্পটলাইট তার উপর থেকে অন্য কারোর উপর পড়ুক এটা চান না। কেন তিনি এখন গোল্ডব্লাট এবং সম্ভবত ড্রেকের সঙ্গে কাজ করছেন? এটা কোনো সংজ্ঞায় পড়ে না।

'আরেকটা শেষ কথা,' গোল্ডব্লাট বললেন, একটা আঙুল স্টেপলের মাঝে রেখে, 'এটা আমার কানে এসেছে যে আপনি নাকি আমার একজন মহিলা রেসিডেন্টের সাথে কোনো এক প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। আমি কখনও মনে করি না এই বিভাগটা এই প্রকার সংঘে পরিণত হোক।'

ফিলিপস তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়ালেন, তার চোখজোড়া সরু হয়ে গেল, তার মুখের মাংসপেশী টান টান হয়ে গেল। 'যতক্ষণ না পেশাগত দক্ষতার দিকটা বিবেচ্য হবে,' তিনি

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত জীবন এই ডিপার্মেন্টের কোনো মাথা ব্যথার বিষয় নয়।'

তিনি ঘুরে দাঁড়ান এবং অফিসের বাইরে বেরিয়ে আসলেন। গোল্ডব্লাট তাকে ডাকলেন। বললেন এটা ডিপার্টিমেন্টের ইমেজের জন্যই কিছু..। কিন্তু ফিলিপস দাড়ালেন না।

তিনি হেলেনের পাশ কাটিয়ে কোনোরকম না তাকিয়ে চলে গেলেন। যদিও হেলেন উঠে দাঁড়িয়েছিল, ম্যাসেজ প্যাড হাতে নিয়ে। তিনি তার দরজা সজোরে আঘাত করলেন, অলটারনেটরের সামনে বসে পড়লেন এবং তার মাইক্রোফোন তুলে নিলেন। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কাজে লেগে পড়া এবং তার অনুভূতি রাগে পরিণত হওয়ার আগে কিছু সময় অতিবাহিত করা। ফোন বাজতে থাকে এবং তিনি এটাকে উপেক্ষা করেন। হেলেন এটার উত্তর দেয় এবং ফিলিপসকে ডাকে। ফিলিপস দরজার কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করেন কার ফোন।

ডা. ট্রাভিস, সে বলে।

ট্রাভিস মার্টিনকে বলেন যে নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারে লিন এ্যান লুকাস নামের কেউ নিশ্চিতভাবেই নেই। তিনি হাসপাতালে খোঁজ করেছেন, যেখান রোগী ট্রান্সফার করা হয় সেসব জায়গায়ও অনুসন্ধান করেছেন। তিনি তারপর ফিলিপসকে জিজ্ঞেস করেন তিনি তার ভর্তি বিভাগ থেকে কি জেনেছেন।

'বেশি কিছু নয়,' ফিলিপস অজুহাতের স্বরে বলেন। তিনি এটা বলতে বিব্রত বোধ করছেন যে তিনি ট্রাভিসকে অতটা দায়িত্ব দেয়ার পর নিজে এখনও সেখানে চেক করেন নি। যখন তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন তিনি ভর্তি বিভাগে কল করলেন। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকা একজন মহিলার সাথে কথা বলতে পারলেন, যিনি ডিজচার্জ ও ট্রান্সফারের দিকটা দেখাশুনা করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন হাসপাতালের মধ্য রাতে একজন রোগী কিভাবে বেরিয়ে যায়।

'রোগীরা কোনো কয়েদি নয়' মহিলাটি বলল, 'রোগীটা কি জরুরি বিভাগে এসেছিল?

'হ্যাঁ,' ফিলিপস বললেন।

'বেশ, সেটা কমন,' মহিলাটি বলল, 'প্রায়ই জরুরি বিভাগে ভর্তিকৃতরা একটু সুস্থির হইলেই অন্য হাসপাতালে ট্রান্সফার হয়ে যায়। যদি ব্যক্তিগত চিকিৎসরা এখানে তেমন সুযোগ-সুবিধা না পায়।'

ফিলিপস বুঝতে পারার ভঙ্গিতে সম্মতি দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন লিন এ্যান লুকাসের সবকিছু সম্বন্ধে জানাতে। যখন থেকেই কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের ব্যাপারটা এসেছে ভর্তির ক্ষেত্রে সেখানে ইউনিট নাম্বার অথবা জন্ম তারিখ দিয়েই দেখতে হয়। মহিলাটি জানালেন তিনি জরুরি বিভাগের রেকর্ড থেকে ইউনিট নাম্বার নিয়ে তথ্যগুলো দেখবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি কল ব্যাক করবেন।

মার্টিন আবার বিবৃত দেয়ার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু এখন মনোযোগ দেয়া কঠিন। তার নাকের একেবারে সামনে কলিন্স এবং ম্যাকর্কাথির হাসপাতাল চার্ট। তার মনে পড়ে

BanglaBook.org

যায় পাপস স্মেয়ার সম্বন্ধে ডেনিসের মন্তব্য। তিনি গাইনীকোলজির যা কিছু শিখেছেন তা সাধারন এবং সেক্ষেত্রে পাপস স্মেয়ারের মতো নির্দিষ্ট বিষয় অবহেলিত। তার লম্বা সাদা কোটটা রেখে তিনি ক্যাথেরিন কলিন্সের চার্ট তুলে নিলেন।

ফিলিপ তার অফিস ত্যাগ করলেন। হেলেনের পাশ দিয়ে গেলেন। হেলেনকে বললেন তিনি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন শুধুমাত্র জরুরি ক্ষেত্রেই তাকে ডাকতে।

প্রথমে তিনি লাইব্রেরিতে যেতে মনস্থ করলেন। খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে কয়েকজন রোগীকে পাশ কাটিয়ে, ফিলিপস টানেল দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। নতুন মেডিকেল স্কুলে যেতে ফিলিপস এপার্টমেন্টে যাওয়ার পথটা ব্যবহার করলেন। এটা পুরানো মেডিকেল স্কুলের সিঁড়ির পাশ দিয়ে গেছে।

নতুন মেডিকেল স্কুলটা ফিলিপস যখন ছাত্র অবস্থায় এদিকে আসত তার চেয়ে বেশি দূর মনে হলো। বিশেষত লাইব্রেরিটা।

লাইব্রেরি কার্ড ক্যাটালগগুলো ব্যালকনির নিচে রাখা। ফিলিপস গাইনোকলজি বইয়ের নাম্বারগুলো পেয়ে গেলেন। যদিও তিনি পাপস স্মেয়ার সমন্ধে পড়তে উৎসাহী, তিনি ক্লান্তি কর হিস্টোলজির বইগুলো পড়তে কোনো আগ্রহ বোধ করেন না। তিনি এর মধ্যে এগুলোর পরীক্ষা সম্বন্ধে সচেতন, যেরকম ক্যান্সার সম্বন্ধে। এটা সম্ভবত উৎকৃষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা। তিনি এমনকি এটা নিজেও করেছেন, ছাত্রাবস্থায়, সুতরাং তিনি জানেন এটা বেশ সহজ পদ্ধতি, শুধু ট্যাং ডিপ্রেশার দিয়ে সারভাইক্যাল সারফাসের নিয়ে স্মেয়ার উপাদানগুলো কাচের স্লাইডের উপর রাখতে হয়। যেটা তিনি মনে করতে পারছেন না সেটা হলো এগুলোর ফলাফলের শ্রেণীবিভাগ। এবং মনে হয় এটা 'এটিপিক্যাল' নামেই রিপোর্ট আসত।

যে জিনিসটা ফিলিপসকে বিস্মিত করছে বেশিরভাগ দশ থেকে পনের ভাগ নতুন সারভাইক্যাল ক্যান্সারের ঘটনাগুলো বিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ঘটছে। তার এই সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল যে সারভাইক্যাল ক্যান্সার মনে হয় বেশি বয়সের মানুষের সমস্যা।

মার্টিন আবার তার বইয়ে ফিরে আসেন এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনী ক্লিনিকের দিকে রওনা দেন। তিনি মনে করতে পারেন এই অংশের সেবা মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য বাধ্যবাধকতার বাইরে। এখানকার অধিকাংশ রোগীরাই মেডিকেল ছাত্রী যারা নিয়মিত এখানে আসে। তাদের অধিকাংশের দেখতে *প্লেবয়* ম্যাগাজিনের ভেতরের পাতার মেয়েদের মতো।

ফিলিপস একজন রিসিপশনিস্টকে দেখে সেদিকে এগিয়ে যান। যখন তিনি তার সামনে দাঁড়ান, সে তার দিকে তাকায় এবং তার সমান বুক গভীরভাবে নিশ্বাস নিয়ে উঁচু করার চেষ্টা করে। মার্টিন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কারণ মেয়েটির মুখে অদ্ভুত কিছু একটা আছে। তিনি তার ওরকম তাকান এড়িয়ে যান যখন বুঝতে পারেন মেয়েটির চোখ অস্বস্তিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'আমি ডা. মার্টিন ফিলিপস।'

'হাই, আমি এলেন কোহেন।'

অনিচ্ছুকভাবে ফিলিপসের চোখ সরাসরি এলেন কোহেনের চোখের দিকে পড়ে।

'আমি এখানকার কর্তব্যরত ডাক্তারের সাথে কথা বলতে চাই।'

এলেন কোহেন আবার তার চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল।

'ডা. হারপার এখন একটা রোগী পরীক্ষা করে দেখছেন, কিন্তু তিনি শিগগিরই বেরিয়ে আসবে না।'

অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট হলে ফিলিপস সম্ভবত সরাসরি পরীক্ষা রুমে যেয়ে ঘুরে আসত। পরিবর্তে তিনি ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে থাকেন, তার এমন অনুভূতি হতে থাকে যেন তার বয়স কুড়ি এবং তিনি তার মায়ের চুল কাটা সেলুনে অপেক্ষা করছেন। সেখানে আধ ডজন তরুণী মহিলা তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। যে মুহূর্তে বসে থাকা মহিলাদের দিকে তাকান, তারা তাদের ম্যাগাজিনের দিকে ফিরে যায়।

মার্টিন রিসিপশনস্টিটের ডেস্কের কাছের ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়েন। সেই সময় এলেন কোহেন তার পেপারব্যাক উপন্যাস পড়া থেকে বিরত হয় এবং এটা তার ড্রয়ারে রেখে দেয়। যখন ফিলিপস তার দিকে তাকান, সে হেসে ফেলে।

ফিলিপসের মন গোল্ডব্লাটের কথায় ফিরে যায়। মানুষটা যদি মনে করেন তিনি ফিলিপসের ব্যক্তিগত জীবন, অথবা এমনকি তার গবেষণা নিয়ে মাথা ঘামান, সেটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হবে। সম্ভবত যদি ডিপার্টমেন্ট দেখে যে ফিলিপস কোনো গবেষণার কাজে নিয়োজিত, সেখানে হয়তো কিছু বিচার-বিবেচনার কাজ হতে পারে, কিন্তু এটা হবে না। রেডিওলজি মার্টিন সময় মতো করেন। যদি দেখে যে হার্ডওয়ার এবং প্রোগ্রামের সমস্যা, তো সেটা এই বলে চালিয়ে দেয়া যাবে যে এটা মিখাইলের ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার সোর্স থেকে এসেছে।

হঠাৎ মার্টিন বুঝতে পারেন যে একজন রোগী রিসিপশনিস্টের কাছে জানতে চাচ্ছে অটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ারের ব্যাপারে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জোর করে কথাগুলো বলছে এবং সে দুর্বলভাবে রিসিপশনিস্টের ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে।

'এটাই, ডিয়ার,' বলল এলেন কোহেন, 'আপনি মিসেস ব্ল্যাকম্যানকে এই বিষয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন,' রিসিপশনিস্ট তৎক্ষণাৎ ফিলিপসের কথা স্মরণে এল। 'আমি ডাক্তার নই,' সে হাসল, সম্ভবত মার্টিনের উদ্দেশ্যে। 'এখানে বসে পড়ুন। মিসেস ব্ল্যাকম্যান অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসবেন।'

ক্রিস্টিন লিভকুইস্ট হতাশার সাথে চারদিকে দেখতে থাকে।

'আমি আপনাকে বলেছি যে আমার খুব দ্রুত দেখানো দরকার।' মেয়েটা বলল এবং রিসিপশনিস্টকে বলতে গেল যে তার মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। সেই সাথে মাথা ঘোরা এবং সকাল থেকে তার দৃষ্টিশক্তিও পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং সে সত্যিই গতদিনের মতো এখানে বসে থাকতে পারবে না।

'দয়া করে মিসেস ব্ল্যাকম্যানকে বলুন আমি এখানে। তিনি আমাকে ফোন করুন এবং

BanglaBook.org

জানান সেখানে কোনো দেরি হবে না।'

ক্রিস্টিন ঘুরল এবং ফিলিপসের সামনের একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে এল। সে খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল এমন ভাবে যেভাবে একজন মানুষ যখন তার ভারসাম্য নিয়ে সন্দিহান থাকে।

এলেন কোহেন তার চোখ ঘুরিয়ে ফিলিপসের নজরে পড়ে গেল। এমন ভাবে তাকাল যেন মেয়েটি অযৌক্তিক দাবি করছে। কিন্তু সে উঠে গেল নার্সকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। মার্টিন ক্রিস্টিনের দিকে তাকাতে ঘুরলেন। তার মন এই মুহূর্তে এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার এবং নিউরোলজিক্যাল উপসর্গ মেলাতে ব্যস্ত। ক্রিস্টিন তার চোখ বন্ধ করল যাতে ফিলিপস তার দিকে তাকাতে পারে ইচ্ছে মতো যাতে সে নিজেকে আত্ম-সচেতন না করে। তিনি ধারণা করলেন মেয়েটা বিশ বছরের হবে। দ্রুততার সাথে ফিলিপস ক্যাথেরিন কলিন্সের চার্ট খুললেন এবং তাড়াতাড়ি পাতা উল্টিয়ে গেলেন যতক্ষণ না নিউরোলজিক্যাল উপসর্গের সেই পৃষ্ঠাগুলো আসে। মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং দেখার সমস্যাগুলোই বর্তমানের অভিযোগের ঘরে লেখা আছে।

তিনি আবার ক্রিস্টিন লিন্ডকুইস্টের দিকে ফিরলেন। তার সামনে বসা এই মেয়েটি একই রকম রেডিওলজিক্যাল ছবির আরেকটা কেস হতে যাচ্ছে? ফিলিপস অনুভব করলেন এটা সম্ভব। সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তিনি চেষ্টা করছেন কোনো একজন রোগীর আরো বেশি এক্সরে ফিল্ম নিতে। একটা এরকম নতুন কেস পাওয়ার ধারণাটাকে তাকে নেশাগ্রস্ত করে তুলল। তিনি শুরুর থেকেই সকল প্রকার সঠিক এক্স-রে নিতে পারবেন।

আর কোনো রকমের উৎসাহ ছাড়াই, তিনি সেদিকে হেঁটে গেলেন এবং ক্রিস্টিনের কাঁধে টোকা দিলেন। সে বিস্মিতভাবে লাফ দিয়ে উঠল এবং তার সোনালি চুল মুখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল। তার অভিব্যক্তির ভয় ভয়ানক অভিজ্ঞতা এবং মার্টিন হঠাৎ করে মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হলেন।

তার শব্দগুলোকে ভালোভাবে চয়ন করে মার্টিন তার নিজের পরিচিতি তুলে ধরলেন। জানালেন তিনি রেডিওলজি বিভাগ থেকে এসেছেন এবং সে যখন তার উপসর্গগুলো রিসিপশনিস্টের কাছে ব্যাখ্যা করছিল তিনি সেগুলো শুনে ফেলেছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তিনি আরও চারটে মেয়ের ওরকম এক্স-রে দেখেছেন যাদের একই সমস্যা ছিল এবং তিনি অনুভব করছেন এটা তার জন্য একটা উপকার হতে পারে এক্স-রে করালে। তিনি সতর্কতার সাথে জোর দিলেন যে এটা পুরোপুরি পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে এবং সে কোন রকম সংকেত দিতে পারবে না।

ক্রিস্টিনের জন্য, হাসপাতালটা বিস্ময়ে ভরা। প্রথম ভিজিটের দিন সে ঘণ্টাখানেক ধরে অপেক্ষা করেছিল। এখন সে একজন ডাক্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে যাচ্ছে যিনি তাকে আপাত দৃষ্টিতে একটা কিছু করাতে বলছেন ।

'আমি হাসপাতাল খুব বেশি পছন্দ করি না।' তিনি বললেন, ডাক্তারকে আরো কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু এটা বলা তার কাছে অসম্মানজনক মনে হলো।

'তোমাকে সত্যি কথাটা বললে, আমিও একই রকম মনে করি,' ফিলিপস বললেন।

BanglaBook.org

তিনি হাসলেন। তিনি হঠাৎ করে এই অপরূপা তরুণীটিকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন।

'কিন্তু একটা এক্স-রে খুব বেশি সময় নেবে না।' তিনি বললেন।

'আমি এখনও অসুস্থ বোধ করছি এবং আমি মনে করি সেইটাই ভালো হবে যত তাড়াতাড়ি আমি বাড়ি যেতে পারি।'

'এটা খুব দ্রুত হবে,' ফিলিপস বললেন। 'আমি তোমাকে সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। একটা ফিল্ম। আমি এটা আমার নিজ দায়িত্ব নিয়ে করাব।'

ক্রিস্টিন দ্বিধান্বিত। এক দিকে সে হাসপাতালকে অপছন্দ করছে। অন্য দিকে সে এখনও অসুস্থ বোধ করছে এবং ফিলিপসের সচেতনতা সম্বন্ধে সন্দেহপ্রবণ।

'এটা করলে কেমন হয়?" তিনি জোর দিয়ে বললেন।

'ঠিক আছে।' ক্রিস্টিন শেষ পর্যন্ত বলল।

'ওয়ান্ডারফুল! তুমি এই ক্লিনিকে আর কতক্ষণ আছো?"

'আমি জানি না। তারা বলেছে খুব বেশি সময় না।'

'বেশ। আমাকে ছাড়া এখান থেকে যেও না।' মার্টিন বললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্রিস্টিনের ডাক পড়ল। প্রায় একই সাথে অন্য দরজা খুলে গেল এবং ডা. হারপার প্রবেশ করলেন।

ফিলিপস হারপারকে চিনতে পারলেন, একজন রেসিডেন্ট হিসেবে যাকে হাসপাতালের এখানে-ওখানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দেখেছেন। তিনি কখনও এই মানুষটার সাথে কথা বলেন নাই, কিন্তু মানুষটার সুঠাম দেহ দেখে চিনতে পেরেছেন। ফিলিপস উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন।

সেখানে হঠাৎ ভয়াবহ নিরবতা। একজন রেসিডেন্ট হিসেবে, হারপারের কোন অফিস রুম নেই এবং সেখানের দুটো পরীক্ষা করার রুম দখলকৃত। সেখানে কথা বলার মতো কোনো জায়গা নেই। তারা একটা সরু করিডোরের দিকে গেল।

'আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?' হারপার জিজ্ঞেস করল, কিছুটা সন্দেহাতীত সুরে। নিউরোরেডিওলজির সহকারী পরিচালকের গাইনীকলজি বিভাগ পরিদর্শনে আসা কিছুটা অভূতপূর্ব, যেখানে তাদের সকল আগ্রহ মেডিকেল সাইন্সের অন্যান্য বিভাগগুলো নিয়ে।

ফিলিপস তার প্রশ্ন শুরু করলেন তার জানার বিষয় নিয়ে, হারপার বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিকে কতক্ষণ ছিলেন এবং তিনি কি এটা উপভোগ করছেন ইত্যাদি। হারপার কিছুটা তড়িঘড়ি সাড়া দিল এবং তার চোখ ছোট হয়ে ফিলিপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যখন সে ব্যাখ্যা করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক একজন সিনিয়র রেসিডেন্টের দুইবার রোটেশন পড়ে, সেই সাথে আরো যোগ করে সেখানে আরো অনেক রেসিডেন্ট কাজ করে।

'দেখুন,' হারপার কিছুটা বিরতি দিয়ে তারপর বলে, 'আমি অনেক রোগীই দেখার জন্য পাই,' মার্টিন বুঝতে পারে এই মানুষটাকে কিছুটা স্বস্তিতে রাখার চেয়ে, তার প্রশ্নগুলো তাকে আরো বেশি অস্বস্তিতে ফেলেছে।

'মাত্র আর একটা বিষয়,' ফিলিপ বললেন, 'যখন একটা পাপস স্মেয়ার রিপোর্টে

BanglaBook.org

এটিপিক্যাল জানায়, তখন সাধারণত কি করা হয়?"

'সেটা নির্ভর করে,' হারপার উদ্বিগ্নভাবে বলল, 'সেখানে দুই প্রকারের এটিপিক্যাল কোষ আছে। একটা হচ্ছে এটিপিক্যাল কিন্তু সেটা টিউমার নয়, যেখানে আরেকটা এটিপিক্যাল এবং ধারণা করা হয় টিউমার।'

'যদি এটা সেই অন্য ক্যাটাগরির হয়ে থাকে, কিছু একটা কি করা যায় না? আমি বলতে চাইছি, যদি এটা সাধারণ না হয়ে থাকে, এটাকে ফলো-আপে রাখা উচিত। সেটাই কি ঠিক নয়?"

'হ্যাঁ,' হারপার অস্বস্তির সাথে বলল, 'কেন আমাকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করছেন?' সে এক কোণের দিকে যেতে যেতে এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি উপলব্ধি করে।

'এটা শুধু কৌতূহলের জন্য,' মার্টিন বললেন। তিনি কলিন্স চার্ট তুলে ধরলেন।

'আমার কাছে কতকগুলো রোগী এসেছে যাদের এই ক্লিনিক থেকে এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার করার হয়েছে। কিন্তু গাইনীর নোট পড়ে, আমি এর মধ্যে *শিলারস লিস্টের* কোন রেফারেন্স খুঁজে পাইনি। এমন কি বায়োপ্সি, অথবা কোলপোস্কোপি.... শুধু বারবার স্মেয়ার করা ছাড়া। এটা কি .....অনিয়মিত নয়?' ফিলিপস হারপারের দিকে তাকালেন, তার অস্বস্তি বুঝতে পারছেন। 'দেখুন, আমি এখানে কোনো দোষ-ত্রুটি ধরতে আসি নাই। আমি শুধু আগ্রহী।'

'আমি কিছুই বলতে পারছি না সেই চার্ট না দেখা পর্যন্ত।' হারপার বলল। সে সেই মন্তব্যটা কথোপকথন শেষ করার ইঙ্গিত দিয়ে করল।

ফিলিপস কলিন্সের চার্টটা হারপারের হাতে ধরিয়ে দিলেন। এবং দেখতে থাকেন যখন রেসিডেন্ট এটা খোলে। যখন হারপার নামটা পড়েন , 'ক্যাথেরিন কলিন্স,' তার মুখে কিছুটা টেনশন লক্ষ্য করা যায়। মার্টিন দেখতে থাকেন কৌতূহলের সাথে যে মানুষটার খুব দ্রুত চার্টের পাতাগুলো উল্টিয়ে যায়, এত দ্রুত যে কোনো কিছু ভালোভাবে পড়ে দেখার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত। যখন সে শেষ প্রান্তে চলে আসে, সে তাকায় এবং এটা তার কাছে ফিরিয়ে দেয়।

'আমি বুঝলাম না কি বলতে চেয়েছে।'

'এটা অনিয়মিত, তাই নয় কি?' মার্টিন জিজ্ঞেস করেন।

'এটা সেভাবে দেখুন। যেভাবে আমি দেখেছি। আমি এটাকে হ্যান্ডেল করেছি। কিন্তু আমি এখন কাজে ফিরে যেতে চাই। এক্সিউজ মি।' সে ফিলিপসের পাশ দিয়ে প্রায় ধাক্কা দিয়েই বেরিয়ে যায়, যে প্রায় দেয়ালের কাছে ছিল।

হঠাৎ করে কথোপকথন এভাবে শেষ হয়ে যাওয়ায় মার্টিন বিস্মিত হন। তিনি সেই রেসিডেন্ট একটা পরীক্ষা রুমে খুব ব্যস্তসমস্তভাবে যেতে দেখেন। ফিলিপস এই সব প্রশ্নগুলো তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য করেননি, যেটা সে ব্যক্তিগত হিসেবেই নিয়েছে, এবং তিনি বিস্মিত যদি সে যেটুকু বুঝতে পেরেছে তার চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে। ক্যাথেরিন কলিন্সের চার্ট খোলার পর রেসিডেন্টের অভিব্যক্তি অদ্ভুতভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফিলিপসের সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

হারপারের সাথে কথা বলার আর কোনো উপায় নেই এই বিশ্বাস নিয়ে মার্টিন

BanglaBook.org

রিসিপশনিস্টের কাছে ফিরে যান এবং ক্রিস্টিন লিন্ডকুইস্ট সম্বন্ধে খোঁজখবর করেন। এলেন কোহেন প্রথমে এরকম ভাব করে যেন সে প্রশ্নটা শুনতে পায়নি। যখন ফিলিপ এটা পুনরায় বলেন, তখন সে জানায় মিস লিন্ডকুইস্ট সেই নার্সের সাথে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে। প্রথম থেকেই ক্রিস্টিনকে পছন্দ না করার কারণে, রিসিপশনিস্ট তাকে এখনও ঘৃণা করতে থাকেন যেখানে ফিলিপস আগ্রহ দেখাচ্ছে। এলেন কোহেনের এই ঈর্ষাপরায়ণতা সম্বন্ধে অবগত না থাকার কারণে, মার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় গাইনী ক্লিনিক নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে সংশয় পরায়ন হয়ে পড়েন।

কয়েক মিনিট পরে, ক্রিস্টিন পরীক্ষা রুম থেকে বের হয়ে আসে, একজন নার্সের সাথে। মার্টিন এই নার্সকে আগে দেখেছে, সম্ভবত ক্যাফেটেরিয়ায়। মনে করতে পারে তার পুরো কালো চুল যেটা সে তার ব্যান্ড দিয়ে টেনে বেঁধে রেখেছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন যখন মহিলাটি ডেস্কের দিকে যেতে থাকে এবং শুনতে পান নার্স রিসিপশনিস্টকে নির্দেশনা দিচ্ছে ক্রিস্টিনকে চার দিনের মধ্যে একটা আপায়ন্টমেন্ট দেয়ার জন্য।

ক্রিস্টিনকে খুব বিবর্ণ দেখায়।

'মিস লিন্ডকুইস্ট,' মার্টিন ডাক দেন, 'তোমার কি শেষ হয়েছে?'

'আমি সেটাই মনে করি।' ক্রিস্টিন বলল।

'এক্সরের ব্যাপারটা কি হবে?" ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি এটা করতে চাও?"

'আমি সেটাই মনে করি,' ক্রিস্টিন কোনো মতে বলল, আগের মতোই।

হঠাৎ কালো চুলের নার্সটা ডেস্ক থেকে পিছন দিকে ফিরে তাকায়।

'যদি আপনি কিছু মনে না করেন আমার জিজ্ঞেস করায়, কোন ধরনের এক্স-রে নিয়ে আপনি কথা বলছেন?'

'মাথার খুলির একটা পার্শ্বীয় ফিল্ম।' মার্টিন বলল।

'আমি বুঝেছি,' নার্স বলল, 'যে কারণে আমি জিজ্ঞেস করছি সেটা হলো ক্রিস্টিনের অস্বাভাবিক পাপ টেস্ট পাওয়া গেছে এবং আমরা পছন্দ করব সে পেটের অথবা পেলভিক অংশের এক্স-রে এড়িয়ে চলবে যতক্ষণ তার পাপস স্মেয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় না আসে।'

'কোনো সমস্যা নেই,' ফিলিপ বললেন, 'আমার বিভাগে আমরা শুধু মাথা নিয়ে কৌতূহল পোষণ করি।,' তিনি কখনও এরকম কোনো কথা শোনেন নাই পাপস স্মেয়ার এবং ডায়াগনস্টিক এক্স-রের মধ্যে। কিন্তু হতে পারে এটা কারণ সম্বলিত।

নার্স মাথা নাড়ল এবং তারপর চলে গেল। এলেন কোহেন একটা এপয়নমেন্ট কার্ড ক্রিস্টিনের অপেক্ষামাণ হাতে ধরিয়ে দিল এবং নিজেকে তার টাইপরাইটারে মনোযোগ দিয়ে ব্যস্ততা দেখাল। '*ক্যালিফোর্নিয়ার বেশ্যা,*' সে ঠোঁটের ফাকে অনুচ্চারিতভাবে আওড়াল।

মার্টিন ক্রিস্টিনকে ক্লিনিকের ঝঞ্ঝাপূর্ণ জায়গা থেকে নিয়ে এলেন। তাকে একটা সংযুক্ত দরজার ভিতর দিয়ে হাসপাতালের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন সে একটা অগ্নি

BanglaBook.org

নির্বাপণ রুমের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ক্লিনিকের সাথে সেই দৃশ্যটাকে খব স্বস্তিদায়ক মনে হচ্ছিল। ক্রিস্টিন বিস্মিত।

'এইগুলো কিছু সার্জেনের ব্যক্তিগত অফিস,' ফিলিপ ব্যাখ্যা করলেন যখন তারা একটা কার্পেট ঢাকা লম্বা হলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এমন কি কিছু দামি তৈলচিত্রও সাদা দেয়ালে ঝুলছে।

'আমি ভেবেছিলাম গোটা হাসপাতালটা পুরানো এবং ধ্বংসের মুখে,' ক্রিস্টিন বলল।

'খুব কমই,' ভূগর্ভস্থ মর্গের কথা ফিলিপের মনে এল, আবার গাইনী ক্লিনিকের অবস্থাও তার মনে এল।

'ক্রিস্টিন, আমাকে বল, রোগী হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনী ক্লিনিক তুমি কেমন দেখলে?'

'সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন,' ক্রিস্টিন বলল, 'আমি গাইনোকলিজক্যাল এপয়নমেন্ট এতটাই ঘৃণা করি যে আমি মনে করি আমি কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারব।,'

'তোমার বিগত অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করলে এটাকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'বেশ, এটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত, কমপক্ষে এটা গতকাল যখন আমি ডাক্তারকে দেখাই। কিন্তু আজ আমি শুধু নার্সকে দেখাই এবং এটা অনেক ভালো। কিন্তু তারপর আবার আমি আজ গতকালের মতো অপেক্ষা করতে পারছি না এবং যেটা তারা করেছে আমার আরো বেশি রক্ত নিয়েছে এবং আমার চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করেছে। আমার আর কোন পরীক্ষা নেই। খোদাকে ধন্যবাদ।'

তারা এলিভেটর এলাকায় চলে আসে এবং ফিলিপস এলিভেটরের বাটন চেপে দেন।

'মিসেস ব্ল্যাকম্যান অবশ্য আমার পাপস স্মেয়রের ব্যাখ্যার জন্য সময় দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে এটা খারাপ নয়। তিনি বলেছেন এটা শুধু সেকেন্ড টাইপ, যেটা বেশ সাধারণ এবং বেশির ভাগ সময় স্বতঃস্ফুর্তভাবে ফিরে আসে। তিনি আমাকে এটা বলেন যে এটা সম্ভবত সারভাইকাল ক্ষয়ের জন্য হয়েছে এবং সে কারণে আমার একটা ডুশে ব্যবহার করা উচিত এবং সেক্স পরিত্যাগ করা উচিত।'

মার্টিন এক মুহূর্তের জন্য একটু থেমে গেলেন ক্রিস্টিনের কথা শুনে। অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে, তিনি বিস্মিতভাবে অসচেতন যে একজন ডাক্তার উৎসাহ দেন মানুষকে তাদের গোপন বিষয় গোপন রাখতে।

এক্স-রের ওখানে পৌঁছে, ফিলিপস কেনেথ রবিনকে ডাকলেন এবং ক্রিস্টিনকে তার নিজের হাতে রাখলেন সিঙ্গেল লেটেরাল স্কাল ফিল্মের জন্য যেটা তিনি চাচ্ছেন। যেহেতু এখন চারটার পর, ডিপার্টমেন্ট বেশ শান্ত এবং একটা প্রধান এক্স-রে রুম এখন খালি। রবিন এক্সরেটা নিল এবং অটোমেটিক ডেভেলপারে দিয়ে ফিল্মটা নিয়ে আসার জন্য ডার্ক রুমে ঢুকে গেল। যখন ক্রিস্টিন অপেক্ষা করছিল, মার্টিন নিজে প্রধান হলের স্লটে গেলেন যেখানে ফিল্ম পাওয়া যাবে।

'তোমাকে একটা বিড়ালের মতো লাগছে যে ইদুরের গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে।' ডেনিস বলল। তিনি ফিলিপের পেছন দিকে এসেছেন এবং তাকে বিস্মিত করে দিতে।

BanglaBook.org

'আমি সেরকমই অনুভব করছি। গাইনী বিভাগে যেয়ে আমি এমন একজন রোগীকে পাই যার ম্যারিনো এবং অন্যান্যদের মতো একই উপসর্গ আছে। আমি আমার নিশ্বাস বন্ধ করে রেখেছি সেখানে একই রকম রেডিওলজিক্যাল ছবি আসে কিনা দেখতে। তোমার এনজিওগ্রাম আজ বিকালে কেমন চলছে?'

'খুব ভালো, তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে নিজের হাতে কাজ করতে দেয়ায় আমি তোমার প্রশংসা করি।'

'আমাকে ধন্যবাদ দিও না। এটা তুমিই অর্জন করেছো।'

সেই মুহূর্তে ক্রিস্টিনের এক্স-রে ফিল্মের এক প্রান্ত দেখা গেল এবং তারপর পুরোটা চলে আসে। সেটা ধরে রাখার জায়গায় পতিত হয়। মার্টিন এটা বলতে গেলে ছিনিয়ে নেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রিস্টিনের কানের কাছের জায়গাটায় দেখতে থাকেন।

'ধ্যুৎ,' ফিলিপস বলেন, 'এটা পরিস্কার।,'

'ওহ এদিকে এসো!,' ডেনিস এটার প্রতিবাদ করেন। 'তুমি আমাকে বল নাই তুমি এই রোগীর প্যাথলজিরটা চাচ্ছ।'

'তুমি ঠিক,' মার্টিন বললেন, 'আমি এই ইচ্ছা কারোর কাছে প্রকাশ করি নি। আমি শুধু একটা কেস চেয়েছি যেটা আমি ভালোভাবে এক্স-রে করতে পারি।'

রবিন ডার্ক রুম থেকে বেরিয়ে এল।

'ডা. ফিলিপ, আপনি কি আরো অধিক ফিল্ম চান?'

মার্টিন দুদিকে তার মাথা নাড়েন। এক্স-রেটা তুলে নেন এবং হেঁটে সেই রুমে আসেন যেখানে ক্রিস্টিন অপেক্ষা করছে।

ডেনিস তাকে অনুসরণ করলেন।

'খুব ভালো সংবাদ,' ফিলিপ বললেন, ফিল্মটা নাড়াতে নাড়াতে, 'তোমার এক্সরে স্বাভাবিক।' তারপর তিনি ক্রিস্টিনকে বললেন সম্ভবত এক সপ্তাহের মধ্যে তার এটা আবার করা উচিত যদি তার উপসর্গগুলো বাড়ে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তার ফোন নাম্বার এবং তিনি তাকে সরাসরি তাকে কল করার ডায়াল নাম্বার দিলেন, যদি তার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে।

ক্রিস্টিন তাকে ধন্যবাদ দিল এবং দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। তৎক্ষণাৎ তাকে এক্স-রে টেবিল আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে হলো মাথা ঘোরানোর কারণে। রুমটাকে তার মনে হয় ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে।

'তুমি কি ঠিক আছ?' মার্টিন তার হাত ধরে বললেন।

'আমি সেরকম মনে করি,' ক্রিস্টিন পিটপিট করে তাকিয়ে বলল। 'এটা সেই আগের মতোই মাথা ঘোরানো। কিন্তু এটা এর মধ্যে চলে গেছে।' যেটা সে বলল না সেটা হলো সে আবার সেই পরিচিত অদ্ভুত গন্ধটা পেতে শুরু করেছে। এটা তার কাছে এমন একটা অস্বস্তিকর উপসর্গ যেটা সে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে না। 'আমি ঠিক হয়ে যাব। আমি মনে করি আমার বাড়ি চলে গেলেই ভালো হয়।'

ফিলিপস তাকে অফার করল একটা টাক্সিক্যাব ডেকে দেবে বলে কিন্তু সে জোর দিয়ে

BanglaBook.org

বলল সে ঠিক আছে। যখন এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল সে এমনকি মুখে হাসি নিয়ে এল।

'একজন আকর্ষণীয়া রূপবতী তরুণীর ফোন নাম্বার পাওয়ার এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্তি উপায়।' ডেনিস বললেন, যখন তিনি ফিলিপের অফিসের দিকে আসছেন। কোণের দিকে ঘুরে, মার্টিন স্বস্তি বোধ করলেন যখন দেখলেন হেলেন চলে গেছে। ডেনিস তার রুমের দিকে একবার তাকালেন এবং অবিশ্বাসের স্বরে বললেন 'এখানে কোন ঘোড়ার ডিম হয়েছে?"

'কোনো কিছু বলো না।' ফিলিপস বললেন, তার ডেস্কের উপরের আবর্জনার দিকে যেতে যেতে।

'আমার জীবন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে এবং আর কোনো সুন্দর মন্তব্য সেটাতে সাহায্য করছে না।'

তিনি হেলেন যেসব ম্যাসেজ রেখে গেছে সেগুলো তুলে নিলেন। যেটা তিনি আশা করেছিলেন, সেখানে গোল্ডব্লাট এবং ড্রেকের গুরুত্বপূর্ণ ফোন কলের কথা মার্ক করা আছে। এটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি সেই দুই টুকরো কাগজ তুলে নিয়ে দলামোচা করে তার বিশাল ময়লার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেললেন।

তারপর তিনি কম্পিউটারের দিকে গেলেন এবং ক্রিস্টিনের ফিল্মের মনোযোগ দিলেন।

'বেশ! এটা কেমন চলছে?' মিখাইল তার দরজার মুখে এসে বলল। তিনি তাকে বলতে পারতেন সকালে দেখার পর থেকে এখন কেমন পরিবর্তন হয়েছে।

'সেটা নির্ভর করছে তুমি কোনটাকে উল্লেখ করেছো তার উপর,' ফিলিপ বললেন। 'তুমি যদি এটার প্রোগ্রাম বুঝিয়ে থাক, উত্তর হলো খুব ভালো। আমি মাত্র কয়েকটা ফিল্ম চালিয়েছি, কিন্তু এটা এত বেশি ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছে যে আমি এটার দক্ষতা নিয়ে একশত দশভাগ নিশ্চয়তা বোধ করছি।'

'ওয়ান্ডারফুল!' মিখাইল বলল, তার হাততালি দিয়ে।

'এটা তোমার ওয়ান্ডারফুলের চেয়ে বেশি কিছু,' ফিলিপ বললেন। 'এটা অভূতপূর্ব! ফ্যান্টাস্টিক! এটাই একমাত্র জিনিস এখানে যেটা সঠিকভাবে চলছে। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। আমি এটা নিয়ে কাজ করার মতো অধিক সময় পাইনি। দুর্ভাগ্যবশত, আমি আমার দৈনন্দিন কাজের আজ্ঞাবাহী। কিন্তু আমি এখানে আজ রাত থেকে যাচ্ছি যাতে যতগুলো ফিল্ম আমি আজ রাতে চালাতে পারি।'

ফিলিপ দেখলেন ডেনিস ঘুরল এবং তার দিকে তাকাল। তিনি ডেনিসের মুখ ভঙ্গি পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু টাইপরাইটারের গোলমেলে শব্দ দ্রুতভাবে তার মনোযোগ কেড়ে নিল। মিখাইল দেখল কি ঘটছে এবং তিনি চলে এলেন ফিলিপের কাছে দেখতে তার কাঁধের উপর দিয়ে।

ডেনিসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দুজনকে গর্বিত পিতার মতো দেখায়।

'এটা একটা মাথার খুলির ফিল্ম রিড করছে, যেটা আমি একটু আগে একজন তরুণীর

BanglaBook.org

কাছ থেকে নিয়েছি।' মার্টিন বললেন, 'তার নাম ক্রিস্টিন লিন্ডকুয়িস্ট। আমি ভাবছিলাম হতে পারে তারও একই অস্বাভাবিকত্ব আছে যেটা অন্য রোগীগুলোর ছিল, যেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম। কিন্তু সে সেটা নয়।'

'কেন আপনি এই একটা অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে এত বেশি কমিটেড?' মিখাইল জিজ্ঞেস করল। 'ব্যক্তিগতভাবে, আমি আপনাকে আপনার সময় এই প্রোগ্রামের পিছনে ব্যয় করার জন্য দেখতে চেয়েছিলাম। সেখানে আরো অনেক পাওয়া যাবে এই জাতীয় অনুসন্ধানের জন্য।'

'তুমি ডাক্তারদের চেনো না,' মার্টিন বললেন, 'যখন আমরা এই ছোট্ট কম্পিউটারটা অপ্রত্যাশিতভাবে মেডিকেল কমিউনিটিতে ছেড়ে দেব এটা মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক চার্চ যেরকম আচরণ এ্যাস্ট্রোনমির কোর্পানিকাসের সাথে করেছিল সেরকম করবে। যদি আমরা একটা নতুন রেডিওলজিক্যাল চিহ্ন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আবিষ্কার করতে পারি, এটার গ্রহণযোগ্যতা তখন আরো অনেক সহজ হবে।'

যখন প্রিন্টকৃত টাইপ রাইটার থেমে গেল, ফিলিপস রিপোর্টটা বের করে ফেললেন। তার চোখ কাগজটার উপর তাড়াতাড়ি বুলিয়ে আনেন। তারপর একটা প্যারাগ্রাফে তার চোখ আটকে যায়। 'আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।' মার্টিন ফিল্মটা ধরেন এবং এটা আবার ভিউয়ারে রাখেন।

তার হাত দিয়ে এক্স-রের বেশিরভাগ অংশ বন্ধ করে রেখে ফিলিপ মাথার খুলির পিছন দিকের একটা ছোট্ট এরিয়া আলাদা করে ফেলেন।

'এখানেই সেটা! মাই গড! আমি জানতাম যে ওই রোগীর একই ধরনের উপসর্গ আছে। প্রোগ্রাম আমাকে অন্য কারণ মনে করিয়ে দেয় এবং এটা সমর্থ হয় খুব ছোট্ট এরিয়ায় সেই একই ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখাতে।'

'এবং আমরা ভাবছিলাম এটা অন্য ফিল্মগুলোর মতো সূক্ষ্ম।' ফিলিপের কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে দেখতে ডেনিস বললেন। 'এটা ঠিক অক্সিপিটাল লোবের একটুখানি সংযুক্ত, প্যারাইটাল বা টেমপোরাল অংশে নয়।'

'হতে পারে এটা এই রোগের প্রোগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়।' ফিলিপ সাজেস্ট করলেন।

'কোনো রোগ?' মিখাইল জিজ্ঞেস করল।

'আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিত নই,' মার্টিন বললেন, 'কিন্তু কয়েকজন রোগীর ক্ষেত্রে যাদের একই রকম ঘনত্বের অস্বাভাবিকতা দেখা গেছে আমরা সন্দেহ করছি *মাল্টিপল স্কেলেরোসিস*। যদিও আমরা এখনও অন্ধকারের মধ্যে।'

'আমি এর মধ্যে কোনো কিছু দেখছি না,' মিখাইল স্বীকার করল। সে তার মুখ এক্স-রের খুব কাছাকাছি রাখল কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না।

'এটা একটা টেক্সচারাল কোয়ালিটি,' মার্টিন বললেন, 'তোমাকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে, পার্থক্য বোঝার আগে যে স্বাভাবিক টেক্সারটা কেমন সেটা সম্বন্ধে। বিশ্বাস কর, এটা সেখানে। এই প্রোগ্রাম এটা তৈরি করে নি। আগামীকাল আমি এই রোগীটাকে ফিরিয়ে আনব এবং এই এরিয়াটার একটা আলাদা ফিল্ম নেব। হতে পারে আরো কোন ভালো ফিল্ম

BanglaBook.org

এটা দেখতে সামর্থ্য হবে।

মিখাইল স্বীকার করল যে এই অস্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে তার প্রশংসাটা কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে নয়। হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় আজ রাতের ডিনার করার প্রস্তাব মিখাইলকে দেয়া হলে সে সেটা ফিরিয়ে দিল। দরজার কাছে যেয়ে সে আবার মার্টিনকে অনুরোধ করল পুরানো ফিল্মগুলো কম্পিউটার দিয়ে দেখার জন্য আরো বেশি সময় ব্যয় করতে, বলল সেখানে একটা ভালো সুযোগ আছে যে প্রোগ্রামটা হয়তো নতুন রেডিওলজিক্যাল চিহ্ন আরো সূক্ষ্মভাবে তুলে আনতে পারবে। এবং যদি ফিলিপ প্রতিটার ফলো-আপের জন্য সময় নেয়, তাহলে এই প্রোগ্রামটা কখনও সমস্যামুক্ত করা যাবে না।

একটা শেষ তরঙ্গ তুলে মিখাইল বেরিয়ে গেল।

'সে উৎসুক, তাই নয় কি?' ডেনিস বললেন।

'ভালো কারণসহ,' ফিলিপস বললেন, 'সে আমাকে আজকে বলেছিলো প্রোগ্রামটা চালাতে। তারা একটা নতুন প্রসেসরের ডিজাইন করেছে যেটা মেমোরিতে আরো দক্ষ হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এটা অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। যখন এটা হবে, আমিই হব তখন এগুলোর একমাত্র ধারক বাহক।'

'সুতরাং তুমি পরিকল্পনা করেছো আজ সারারাত এখানে কাজ করবে?' ডেনিস জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই,' মার্টিন তার দিকে তাকালেন এবং প্রথমবারের মতো তিনি লক্ষ্য করলেন ডেনিস কতটা ক্লান্ত। গতরাতে ডেনিস প্রায় সারারাতই না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন এবং সারাটাদিন কাজ করেছেন।

'আমি আশা করছি তুমি আগ্রহী হবে আমার এপার্টমেন্টে আসার জন্য ছোট্ট একটা ডিনারের নিমন্ত্রণে এবং সম্ভবত যেটা আমরা গত রাতে শুরু করেছিলাম সেটা শেষ করতে।'

ডেনিস উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উত্তেজিত হতে থাকে এবং মার্টিন একজন সহজ শিকার। যৌনতার বহিঃপ্রকাশ হতাশাকে কাটাতে একটা বিস্ময়কর সমাধান এবং সারাদিনের উত্তেজনা প্রশমন করার। কিন্তু তিনি জানেন তার কিছু কাজ করার আছে। কিন্তু ডেনিসও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ।

'আমাকে আরেকটু কিছু দেখতে হবে,' তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন, 'কেন তুমি সকাল সকাল বাসায় ফিরে যাচ্ছ না। আমি তোমাকে ফোন করব এবং সম্ভবত আরো দেরিতে আসব।'

কিন্তু জোর দিল অপেক্ষা করার জন্য যখন তিনি সকল এনজিওগ্রামের কাজ এবং সারাদিনের সিএটি স্ক্যান, যেগুলো নিউরোরেডিওলজি কর্তৃক বিবৃত। যদিও তার নাম রিপোর্টে নেই, ফিলিপস ডিপার্টমেন্টের সব কিছু চেক করলেন।

এখন পৌনে সাতটা যখন তারা তাদের চেয়ার থেকে উঠলেন এবং শরীরটাকে দাঁড়িয়ে স্ট্রেচিং করলেন। মার্টিন ঘুরে দাঁড়াল ডেনিসকে দেখার জন্য। কিন্তু ডেনিস তার মুখ লুকিয়ে রেখেছে।

BanglaBook.org

'ব্যাপারটা কি?'

'আমি শুধু তোমাকে মুখ দেখাতে পছন্দ করছি না যখন আমাকে এতটা ভয়ানক দেখাচ্ছে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তার মাথা নেড়ে, তিনি ডেনিসের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার চিবুক ধরে তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডেনিস তার হাত ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এটা আশ্চর্যজনক, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভিউয়ারের সুইচ বন্ধ করে দিয়ে তিনি একজন একাডেমিক মহিলা হতে আবেগময়ী নারীত্বে রূপান্তরিত হয়েছেন। মার্টিনের সচেতনতায় তাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, কিন্তু এরকম তিনি কখনও করেননি। তিনি তাকে বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডেনিস এটা বিশ্বাস করবে না।

ডেনিস তাকে দ্রুত চুমু দিলেন, তারপর বললেন তিনি একটা দীর্ঘ স্নানের জন্য বাসায় যাচ্ছেন এবং তিনি আশা করেন তার সাথে পরে দেখা হবে।

যেন একটা পাখির ডানায় ভর করে তিনি চলে গেলেন।

এটা কয়েক মুহূত সময় লাগল মার্টিনের জন্য আগের অবস্থায় ফিরে আসতে। ডেনিস তার মস্তিস্কের মধ্যে একটা শর্ট-সার্কিট করে দিয়ে গেছে। তিনি প্রেমে পড়েছেন এবং তিনি সেটা জানেন। উঠে যেয়ে ক্রিস্টিনের টেলিফোন নাম্বারে তিনি ডায়াল করলেন, কিন্তু সেখানে কোনো উত্তর নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যখন তিনি ক্যাফেটেরিয়ায় ডিনার সারতে যাবেন তিনি একটা ফাইল নিয়ে নেবেন।

নটা পঞ্চান্নয় মার্টিন তার শেষ বিবৃতি এবং লেখালেখি শেষ করলেন। সেই একই সময়ে তিনি আরো বিশটার বেশি পুরানো ফিল্ম কম্পিউটার প্রোগ্রামে দিয়ে দেখে ফেললেন। ইত্যবসরে র‍্যান্ডি জ্যাকবস ফাইল নিয়ে একবার এরুম ওরুম করতে থাকে। সে শেষকৃত খামগুলো নিয়ে আসে। কিন্তু যখন তিনি আরো একশটা অতিরিক্ত বের করেন, ফিলিপসের অফিস আরো বেশি জঞ্জালপূর্ণ এবং আগের চেয়ে বেশি অগোছালো দেখায়।

ডেস্কের উপরের ফোন ব্যবহার করে, ফিলিপ আবার ক্রিস্টিনের নাম্বারে চেষ্টা করে।

মেয়েটি দ্বিতীয়বার রিং হতেই উত্তর দেয়।

'আমি কিছুটা বিব্রত,' তিনি বলেন, 'কিন্তু তোমার এক্সরেটা নিয়ে আরো কাছাকাছি নিয়ে ভালোভাবে দেখেছি, আমি মনে করি সেখানে খুব ছোট্ট একটা জায়গা, যেটার আরো কাছের পরীক্ষা করা দরকার। আমি আশা করব তুমি এখানে আগামীকাল সকালে আসার জন্য আগ্রহী হবে।'

'সকালে নয়,' ক্রিস্টিন বলল, 'আমি একটানা দুদিন ক্লাস মিস করেছি। আমি আর বেশি মিস করতে চাই না।'

তারা দেড়টার সময় দেখা করার জন্য সম্মত হয়। মার্টিন তাকে নিশ্চয়তা দেয় যে তাকে কোনোরকম অপেক্ষা করতে হবে না। যখন সে পৌঁছাবে সে যেন সরাসরি ফিলিপের অফিসে চলে আসে।

ফোন রেখে দিয়ে মার্টিন তার চেয়ারে ঝুঁকে বসে এবং সারাদিনের সমস্যাগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। মেনারহেইম এবং ড্রেকের সাথে কথোপকথন খুব রাগান্বিত, কিন্তু

BanglaBook.org

কমপক্ষে এই দুজন মানুষের ব্যক্তিত্ব একই ধারায় গঠিত। গোল্ডব্লাটের সাথের কথোপকথনটা ছিল ভিন্ন। ফিলিপ আশা করে নি এমন একজনের কাছ থেকে আক্রমণ আসতে পারে যিনি হচ্ছেন তার পথপ্রদর্শক। মার্টিন কিছুটা নিশ্চিত যে চার বছর আগে তাকে সহকারী প্রধান নিউরোরেডিওলজির করার পিছনে গোল্ডব্লাটের হাত আছে। সুতরাং এখনকার ঘটনা কোনো সেন্সে ফেলা যাচ্ছে না। যদি কম্পিউটারের কাজের পিছনে শত্রুতা করাই গোল্ডব্লাটের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ফিলিপ অথবা মিখাইলের আরো সমস্যা হওয়ার কথা। এই চিন্তা করে মার্টিন উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি রোগীর যে লিস্টটা করেছেন নতুন রেডিওলজিক্যাল চিহ্নের সেটা খুঁজে বের করলেন। নতুন ডায়াগনস্টিক পদ্ধতিটা একটা অধিক গুরুত্ব আছে বলে ধারণা করা যায়। তিনি লিস্টটা খুঁজে পেলেন এবং তাতে ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের নাম সংযোজন করলেন।

যদিও নতুন কম্পিউটারের কাজ গোল্ডব্লাটের অপছন্দনীয় হয়, তারপরেও তার আচরণের তেমন কোনো কারণ ধরা যাচ্ছে না। এটা মেনারহেইম এবং ড্রেকের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। যদি গোল্ডব্লাটের সাথে মেনারহেইমের কোনো চুক্তি থেকে থাকে। যদি সেটাই সেই কেস হয়, কিছু একটা সাধারণের বাইরে কিছু একটা এখানে ঘটে চলেছে। কিছু একটা যা খুবই ভয়ানক।

ফিলিপ বসে পড়লেন এবং তার লিস্টটা সাজাতে থাকেন :

ম্যারিনো, লুকাস, কলিন্স, ম্যাককার্থি এবং লিন্ডকুইয়িস্ট।

ম্যাককার্থির উপর তিনি লিখেছিলেন *'নিউরোসার্জিক্যাল ল্যাব,'*।

যদি মেনারহেইম সৎ পথ হতে বিচ্যুত হতে পারেন তবে তিনিও পারবেন। ফিলিপ তার মৃদু আলো জ্বলা অফিস থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বল আলোর করিডোরে আসেন। ফ্লুরোস্কোপিক রুমের দিকে যাওয়ার সময় তিনি যেটা খুঁজছিলেন সেটা পেয়ে যান; দারোয়ান স্টাফদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ঠেলাগাড়ি।

অনেক সময় ধরে কাজ করার জন্য মার্টিনের একজন পরিচ্ছন্নকর্মী হওয়ার অনেকগুলো সুযোগ আছে। অনেক উপলক্ষে তারা তাদের অফিসের আবর্জনা নিজেরাই পরিষ্কার করে থাকেন। এটা খুব মজার যে সেখানে দুজন পুরুষ এবং দুজন মহিলার সমন্বয়ে দলটা গঠিত। দুজন পুরুষের একজন সাদা, অন্যজন কালো। দুজন বয়সী মহিলার একজন *পুর্য়েতারিকান* অন্যজন *আইরিশ*। ফিলিপস আইরিশ মহিলাটির সাথে কথা বলতে চাইলেন। সে এই সেন্টারে চৌদ্দ বছর ধরে কাজ করছে এবং সে বাকি কয়জনের সাধারণ সুপারভাইজার।

ফিলিপ পরিচ্ছন্ন কর্মীদের ফ্লুরোস্কোপি রুমে পেয়ে গেলেন যখন তারা তাদের কফি ব্রেক নিচ্ছিল।

'শুনন, ডিয়ারী,' মার্টিন মহিলার প্রতি বললেন। 'ডিয়ারী' মহিলাটার ডাক নাম, কারণ এই নামেই সে সবার সাথে পরিচিত হতে পছন্দ করে।

BanglaBook.org

'আপনি কি নিউরোসার্জিক্যাল রিসার্চ ল্যাবে কাজ করতে যান?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করেন।

'আমি এই হাসপাতালের সব জায়গায় যেতে পারি কেবলমাত্র নারকোটিক্স কেবিনেটে ছাড়া।' ডিয়ারী গর্বের সাথে বলল।

'আশ্চর্যজনক,' মার্টিন বললেন, 'আমি আপনাকে এমন একটা অফার দিতে যাচ্ছি যেটা আপনি রিফিউজ করতে পারবেন না।' তিনি তাকে বলতে চাইলেন তিনি তার চাবিটা চাচ্ছেন মিনিট পনেরর জন্য নিউরোসাজ্যিক্যাল ল্যাব হতে একটা নমুনা নিয়ে আসবেন বলে, যেটা তিনি এক্স-রে করতে চান। বিনিময়ে সে একটা ফ্রি সিএটি স্ক্যান করাতে পারবে।

হাসি বন্ধ করতে ডিয়ারীর পুরো এক মিনিট সময় লাগল।

'আমার সাধারণত এটা দেয়ার কোনো কথা নয়, কিন্তু আপনি কে সেটা জেনেই আমি বিবেচনা করছি....আমরা রেডিওলজি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই চাবিটা ফেরত দেবেন। যেটা আপনাকে বিশ মিনিট সময় দেবে।'

ফিলিপ টানেল ধরলেন *ওয়াটসন রিসার্চ বিল্ডিংএ* পৌঁছানোর জন্য। ফাকা লবিতে এলিভেটরটা অপেক্ষা করছিল। তিনি সেটাতে উঠে পড়লেন এবং তার পছন্দের ফ্লোরের বাটনে চাপ দিলেন। যদিও মার্টিন একটা জনবহুল শহরের ব্যস্ত মেডিকেল সেন্টারের মাঝখানে, তিনি নিজেকে বিছিন্ন এবং একাকী অনুভব করলেন। এখানের গবেষণা আঁটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চলে। তারপর বিল্ডিংটা পুরোপুরি শূন্য হয়ে যায়। একমাত্র এলিভেটরের শো শো শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না।

দরজা খুলে গেল এবং তিনি অল্প আলোকিত একটা মেঝেতে বেরিয়ে এলেন। একটা অগ্নিনির্বাপক দরজার পাশ দিয়ে যেয়ে একটা বিশাল হলওয়ে পেলেন যেটা অনেকদূর চলে গেছে। শক্তি রক্ষার জন্য সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। ডিয়ারী তাকে একটা চাবি দেইনি, সে তাকে সমস্ত চাবির বিশাল রিংটাই দিয়ে দিয়েছে, এবং এটা ফাকা বিল্ডিংয়ে ঝনঝনানির শব্দ করছে।

নিউরোসার্জিক্যাল ল্যাবটা বামদিকের তিন নাম্বার দরজায়, করিডোরের অন্য প্রান্তের কাছে। যখন মার্টিন এটার কাছাকাছি হতে থাকেন, তিনি একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ল্যাবের দরজাটা ধাতব পদার্থের তৈরি, মাঝখানে একটা ভারী কাচের জানালা। তিনি একবার চারদিকটা দেখে নেন। তারপর তালায় চাবি ঢুকিয়ে দেন। দরজা খুলে যায়। ফিলিপস দ্রুত ভেতরে ঢোকেন এবং দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি উত্তেজনায় হাসার চেষ্টা করেন, কিন্তু এটাতে কোন কাজ হয় না। তার নার্ভাসনেস সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকে, তিনি কি করছেন সেটা ভেবে। তিনি সিদ্ধান্ত আসেন তিনি খুব খারাপ ধরনের সিঁধেল চোর।

ফিলিপস রুমের ভেতর ঢুকে লাইটের সুইচ অন করতেই গোটা ঘর ফ্লুরোসেন্ট আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিশাল ল্যাবের ভেতরে ফ্লুরোসেন্ট আলোর বন্যা। দুটো কেন্দ্রীয় কাউন্টার টপ রুমের প্রায় অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছে। এখানে সিঙ্ক, গ্যাস জেট এবং

BanglaBook.org

ল্যাবরেটরির কাচের জার। দূরের প্রান্তে প্রাণীর সার্জিক্যাল এরিয়া, যেটা দেখতে একটা আধুনিক অপারেটিং রুমের মতো। এটাতে অপারেটিং লাইট আছে। আছে একটা ছোট অপারেশন টেবিল। এমনকি একটা এ্যানেসথেশিয়া মেশিনও। সেখানে অপারেশন এরিয়া এবং ল্যাবের মধ্যে কোনো সেপারেশন নেই শুধু অপারেটিং এরিয়াটা টাইলস বসানো ছাড়া। সর্বোপরি এটা খুব অভিভূত করার মতো গঠন এবং এটা মেনারহেইমের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

ফিলিপের কোনো ধারণাই যে কোনখানে ব্রেনের নমুনাগুলো জমা রাখা হয়, কিন্তু তিনি ভাবলেন সেখানে একটা সংগ্রহ থাকতে পারে। সুতরাং শুধু বিশাল বড় ক্যাবিনেটগুলো দেখলেই হবে। তিনি ফাঁকা দরজার দিকে তাকান, কিন্তু সার্জিক্যাল এরিয়ার কাছাকাছি আরেকটা দরজা আছে। এটা একটা স্বচ্চ কাচের তৈরি জানালার বিপরীতে, পিছনে একটা ডার্ক রুম। দরজার ঠিক পিছনে তিনি সারি সারি শেলভ দেখতে পান যেগুলো কাচের জারে ভর্তি। জারের ভেতর জারক রসে ব্রেনগুলো ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রতি সেকেন্ড গড়াচ্ছে আর মার্টিনের উদ্বিগ্নতা বাড়ছে। যে মুহূর্তে তিনি ব্রেনগুলো দেখেছেন, তিনি ম্যাকর্কাথিরটা খুজে পেতে চেয়েছেন এবং চেয়েছেন চলে যেতে। তিনি দরজা খোলার জন্য ধাক্কা দিলেন এবং তাড়াতাড়ি লেবেলগুলো দেখতে লাগলেন। প্রাণীদেহের অদ্ভুত একটা গন্ধ তার নাকে ঢুকে গেল এবং অন্ধকারের মধ্যে তার বাম পাশে কতকগুলো খাঁচা দেখতে পেলেন। কিন্তু জারগুলোই তার আগ্রহ ধরে রাখল। প্রতিটাতেই একটা করে নাম, একটা ইউনিট নাম্বার এবং একটা তারিখ দেয়া। ধারণা করা যায়, তারিখ গুলো রোগীদের মৃত্যুর তারিখ। ফিলিপস জারের সারির ভেতর দিয়ে দ্রুতগতিতে হেঁটে যেতে থাকেন। দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলোটা আসছে সেটাই একমাত্র দেখার উপায়। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি জারগুলোর দিকে আরো ঝুঁকে যাচ্ছেন। ম্যাকর্কাথির জারটা রুমের শেষ প্রান্তে, বের হওয়ার দরজার কাছাকাছি।

নমুনার জারটা আঁকড়ে ধরে ফিলিপ যখন তুলতে যাবেন, ঠিক তখনই রক্তহিম করা চিৎকার শোনা যায়, যেটা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছোট রুমটা কাঁপতে থাকে। এটা ধাতবের সাথে ধাতব কিছুর বারবার আঁছড়ে পড়ার শব্দ। ফিলিপসের পা সেখানেই যেন ভারী হয়ে এঁটে যায়। তিনি দুর্বল বোধ করতে থাকেন। তার কাঁধ দেয়ালের গায়ে লাগে। আরেকটা চিৎকার বাতাস খান খান করে দেয়। কিন্তু কোনো ধরণের আক্রমণ সেখানে ঘটে না। তার পরিবর্তে মার্টিন দেখতে পান তিনি একটা খাঁচায় আটকানো বানরের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রাণীটা সত্যিকারের রাগে ফুসছে। সেটার চোখজোড়া গনগনে কয়লার মতো জ্বলছে। প্রাণীটা দুই ঠোঁট খিঁচিয়ে আছে, দাত বের হয়ে পড়েছে, দাতগুলোর মধ্যে দুটো ভেঙে গেছে, যখন সেটা ধাতব খাঁচার শিক কাঁমড়ে ধরেছিল। বানরটার মাথার উপর দিয়ে বেশ কয়েকটা ইলেকট্রোড লাগানো আছে, যেগুলো বিভিন্ন রঙের স্পাগেটির মতো দেখাচ্ছে।

ফিলিপস বুঝতে পারলেন তিনি মেনারহেইমের গবেষণার কোনো একটি জন্তু দেখছেন এবং তার প্রাণীটা একটা ভয়ংকর চিল্লানোসোরাস দৈত্যে পরিণত হয়েছে। মেডিকেল

BanglaBook.org

সেন্টারে এটা সুপরিচিত যে, মেনারহেইমের সর্বশেষ আগ্রহ ব্রেনের রাগের অংশের সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করা।

যখন ফিলিপের চোখ মৃদু আলোয় সয়ে গেল, তিনি অনেকগুলো খাঁচা দেখতে পেলেন। প্রতিটি খাঁচায় একটি করে বানর, তাদের মাথায় ইলেকট্রোড লাগানো। কিছু কিছুর পিছনের দিকে ব্রেন উন্মুক্ত যেখানে শত শত ইলেকট্রোড লাগানো। কিছু আছে যেগুলো বাধ্যবাধক প্রাণীর মতো যেন সেগুলো শান্ত।

ফিলিপস নিজেকে পিছিয়ে দাঁড়ানোর অবস্থানে আসলেন। একটা চোখ রাখলেন রাগান্বিত প্রাণীটির উপরে যেটা এখনও চিৎকার করে যাচ্ছে এবং ঝঞ্জাপূর্ণ ভাবে খাঁচা নাড়িয়ে চলেছে।

ফিলিপস ম্যাককার্থির ব্রেনের জারটা তুলে নিলেন। এটার পেছনে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা একগুচ্ছ স্লাইড। ফিলিপস সেগুলোও তুলে নিলেন। তিনি যখন চলে যেতে শুরু করেছেন তিনি শুনতে পেলেন ল্যাবের বাইরের দরজা খুলে গেল এবং আবার বন্ধ হয়ে গেল। একটা গুনগুনানির শব্দ ভেসে এল।

মার্টিন আতঙ্কিত বোধ করলেন। জারটাকে সামলে, তারপর স্লাইডগুলো এবং চাবির গোছা নিয়ে, তিনি প্রাণী রুমের পেছনের দরজাটা খুলে ফেলেন। তার সামনে আলোর পুচ্ছ নাচতে থাকে। ফিলিপস উপরের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়ান এবং বুঝতে পারেন আলোটা সরাসরি তার উপরেই আসছে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ধরে ফেলে তিনি ল্যাবের দিকে ফিরে যেতে থাকেন।

'ডা. ফিলিপস,' একজন নিরাপত্তা কর্মী বলেন। তার নাম পিটার কোবেনিয়ান। সে মেডিকেল সেন্টার বাস্কেটবল টিমের একজন সদস্য। তার সাথে ফিলিপের কথোপকথন শুরু হলো :

'আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমার একটু জল খাবারের দরকার পড়েছিল,' মার্টিন সরাসরি লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তিনি নমুনার জারটা ধরে রেখেছেন।

'আহ,' কোবনিয়ান বলল, চারদিক তাকিয়ে, 'এখানে চাকরি করার আগে আমি ভাবতাম কেবলমাত্র সাইকিয়াট্রিস্টরাই পাগল।'

'সিরিয়াসলি,' ফিলিপস বললেন, সামনের দিকে হাটতে শুরু করে, 'আমি এই স্পেসিমেনটার এক্স-রে করতে যাচ্ছি। আমি এটা আজকে দিনেরবেলা করতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা পারিনি...' তিনি লক্ষ্য করে দেখেন আরেকজন নিরাপত্তা রক্ষী ঢুকেছে যাকে তিনি চেনেন না।

'যখন আপনি এখানে এসেছেন সেটা আসার সময় আমাদের জানানোর দরকার ছিল,' কোবনিয়ান বলল, 'এই ভবন থেকে কিছু মাইক্রোস্কোপ চুরি হয়ে গেছে এবং আমরা চেষ্টা করছি সেটা বন্ধ করার জন্য।'

BanglaBook.org

ফিলিপস দেখতে পেলেন একজন রাতের রেডিওলজি টেকনিশিয়ান নিউরোরেডিওলজিতে তার কাছ থেকে মতামত নিতে এসেছেন জরুরি বিভাগের ট্রমা কেসের। ফিলিপস চেষ্টা করছিলেন ম্যাকর্কাথির অংশত ডিসেকশন করা ব্রেনের এক্স-রে নিতে, যেটা তিনি একটা পেপার প্লেটে রেখেছেন। সেটা কোনো ব্যাপার নয় ফিলিপ যেটা করেছেন, এক্স-রেটা খুব খারাপ। অন্যান্য ফিল্মের মতো এটার ভেতরকার গঠন নির্ণয় করা কঠিন। তিনি কিলোভোল্টেজ কমিয়ে দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এটা কোনো সাহায্য করল না। টেকনিশিয়ানটা ব্রেনের দিকে একবার তাকিয়ে ঘুরে চলে গেল। তার যাওয়ার পর, মার্টিন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন সমস্যাটা কি হতে পারে। যদিও ব্রেনটা ফরমালডিহাইডে ছিল, ভেতরের স্ট্রাকচারগুলো অবশ্যই পচে নষ্ট হয়ে গেছে, যেটা যে কোনো রেডিওলজিক্যাল নির্ণয়ের জন্য কঠিন। ব্রেনটা আবার জারের মধ্যে রেখে, ফিলিপ এটা নিলেন এবং প্যাথলজির স্লাইডগুলো প্যাকেট করে নিলেন।

ল্যাবটা তালা বন্ধ নয়, কিন্তু এটা জনশূন্য। যদি কেউ একজন মাইক্রোস্কোপ চুরি করতে চায়, এখানেই তারা আসতে পারে, ফিলিপ ভাবলেন। তিনি অটোপ্সি রুমের দরজা খুললেন। সেখানে কেউ নেই। লম্বা কেন্দ্রিয় টেবিলের দিকে হেঁটে গিয়ে যেটাতে মাইক্রোস্কোপ সারিবদ্ধভাবে সাজানো, প্রতিটির পাশে পরবর্তী ইউনিট, সেদিকে গেলেন। ফিলিপসের মনে পড়ে প্রথম বার যখন তিনি তার নিজের রক্ত মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখেছিলেন। তার মনে পড়ে তিনি ভয়ার্ত ছিলেন, কারণ স্লাইডটা ছিল রক্তশূন্য। মেডিকেল স্কুলে সেই সময় কল্পিত অনেক রোগ ঘোরাঘুরি করত এবং মার্টিন প্রায় সেগুলোর সবগুলোতেই সংযুক্ত ছিলেন।

রুমের পিছন দিকে তিনি একটা বুনসেন বার্নার খুঁজে পান ব্যস্তভাবে এক বিকার পানি ফুটাচ্ছে। জার এবং স্লাইডগুলো নামিয়ে রেখে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। একজন বিশালদেহী প্যাথলজি রেসিডেন্ট ভেতরে ঢুকল। সে সেখানে কাউকে আশা করেনি কারণ সে তার জিপারের চেন লাগাচ্ছে যখন দরজা দিয়ে ঢুকছে।

তার নাম বেঞ্জামিন বারনেস।

ফিলিপ নিজের পরিচয় দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন বারনেস যদি তার একটু উপকার করেন।

'কি ধরনের উপকার? আমি চেষ্টা করছি এই অটোপ্সিটা শেষ করতে যাতে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।'

"আমি কিছু স্লাইড পেয়েছি। আমি খুশি হব যদি আপনি সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি একটু দেখে দেন।

'এখানে সেগুলোর অনেক সুযোগ আছে। আপনি কেন নিজেই সেগুলো করছেন না?'

একটা একজন স্টাফ মানুষের সাথে ব্যবহার করার শিষ্টতা যদি সে অন্য ডিপার্টমেন্টের মানুষও হয়, কিন্তু মার্টিন সেটা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। 'এটা কয়েক বছরের,' তিনি বললেন, 'পাশাপাশি, এটা একটা ব্রেন এবং আমি কখনও ব্রেনের

BanglaBook.org

ব্যাপারে ভালো ছিলাম না।'

'তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় আগামী কাল সকালে নিউরোপ্যাথের জন্য অপেক্ষা করলে।' বারনেস বলল।

'আমি একটা দ্রুত ফলাফলের জন্য আগ্রহী।' মার্টিন বললেন।

ফিলিপস কখনও দেখেন নাই মোটা মানুষ এতটা আমুদে হতে পারে এবং প্যাথলজিস্ট তার অভিব্যক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলেন।

বারনেস সেই মুহূর্তে স্লাইডগুলো নিল এবং একটাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখল। সে সেটা সরিয়ে রাখল, তারপর মাইক্রোস্কোপের নিচে আরেকটা দিল। এটা দশ মিনিটের মতো সময় নিল গোটা স্লাইডগুলো শেষ করতে।

'ইন্টারেস্টিং,' সে বলল, 'এখানে, একবার একটু তাকিয়ে দেখুন।' সে সরে গেল যাতে ফিলিপস দেখতে পায়।

'ওই খোলা এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন?' বারনেস জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'সেখানে নার্ভ সেলগুলো আছে?'

ফিলিপস বারনেসের দিকে তাকালেন।

'এই সমস্ত স্লাইড যেগুলো লাল গ্রিজ পেন্সিল দিয়ে মার্ক করা আছে সেখানে হয় নিউরনগুলো মিসিং হয়েছে অথবা খুব খারাপ অবস্থায় আছে।' রেসিডেন্ট বলল। 'কৌতূহলের জিনিসগুলো হচ্ছে সেখানে খুব কমই কোনো প্রদাহ আছে। আমার কোনো ধারণাই নেই যে এটা কি হতে পারে। আমি এটাকে বর্ণনা করতে পারি 'মাল্টিফোকাল, নিউরন ডেথের কারণে হয়েছে,' কারণ অজানা।'

'আপনি কি এই কেসটা কি সে সমন্ধে কোনো রকম অনুমানও করতে পারছেন না?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'নাহ।'

'মাল্টিপল স্কেলেরোসিস হলে কেমন হয়?' ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন।

রেসিডেন্টের মুখভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেল, কপাল কুঁচকে গেল। 'হতে পারে। মাঝে মাঝে সেখানে কিছু গ্রে ম্যাটার ক্ষয় থাকে মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের ক্ষেত্রে, যদিও অধিকাংশ ক্ষতিই হয় হোয়াইট ম্যাটারে। কিন্তু সেগুলো এরকম দেখতে নয়। সেখানে আরো অনেক বেশি প্রদাহ থাকে। কিন্তু নিশ্চিত থাকুন আমি সেখানে মায়োলিন স্টেইন করেছি।'

'ক্যালসিয়ামের ব্যাপারটা কি?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন। ফিলিপস জানেন সেখানে খুব বেশি জিনিস নেই যেটা এক্সরের ঘনত্বকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তার মধ্যে ক্যালসিয়াম একটি।

'আমি সেখানে এমন কিছু দেখি নি যাতে এটা ক্যালসিয়াম বলে সাজেস্ট করতে পারি। আবার, আমাকে একটা স্টেইন করতে হবে।'

'অন্য আরেকটা জিনিস,' ফিলিপ বললেন, 'আমার কাছে অক্সিপিটাল লোবের কিছু

BanglaBook.org

স্লাইড আছে।' তিনি কাচের জারের উপর থেকে সেগুলো নিলেন।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি শুধু আমাকে স্লাইড দেখতে বলেছেন।' বারনেস বলল।

'সেটা ঠিক। আমি আপনাকে ব্রেনের ভেতরটা দেখতে বলছি না। শুধু এটাকে জাংশান করুন।' মার্টিনের আজ একটা খারাপ দিন এবং তিনি খুব একটা মুডে নেই এই অলস প্যাথলজিস্টের সাথে কাজ করার।

বারনেসের একটু জ্ঞান আছে যে আর কোনো কিছু বলা খুব একটা সংগত হবে না। তিনি কাচের জারটা তুলে নিলেন এবং এটা নিয়ে অটোপ্সি রুমে গেলেন। ফিলিপ তাকে অনুসরণ করলেন। একটা স্কুপের সাহায্যে বারনেস ফরমালডিহাইড থেকে ব্রেনটাকে বের করলেন এবং সিঙ্কের পাশের স্টেইনলেস স্টিলের কাউন্টারের উপর রাখলেন। বিশাল একটা অটোপ্সি ছুরি নিয়ে সে ফিলিপসের দেখানো জায়গাটায় চালাল। বারনেস সেগুলো আধাইঞ্চির মতো করে স্লাইস তৈরি করল এবং সেগুলো প্যারাফিনের মধ্যে রাখল।

'সেকশানগুলো আগামীকাল করা হবে। আপনি এখানে কোন ধরনের জিনিস চান?'

'সবকিছু, যেগুলো আপনি করতে পারেন।' ফিলিপস বললেন , 'এবং আরেকটা শেষ জিনিস। আপনি কি রাতে মর্গে যে মৃতদেহ রক্ষক থাকে তাকে চেনেন?'

'আপনি ওর্য়েনারের কথা বলছেন?'

ফিলিপস সম্মতিসুচক মাথা নাড়লেন।

'অস্পষ্টভাবে। সে কিছুটা অদ্ভুত কিন্তু সে নির্ভরযোগ্য এবং একজন দক্ষ কর্মী। সে সেখানে তিন বছর ধরে আছে।'

'আপনি কি মনে করেন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'আমার এ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তাকে কি জন্য উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে?'

'যে কোনো কিছুর জন্য। গ্রোথ হরমোনের জন্য পিটুইটারী গ্লান্ডের জন্য। সোনার দাঁত : বিশেষত।'

'আমি জানি না। কিন্তু আমি অনুমান করছি এটা আমাকে মোটেই বিস্মিত করবে না।'

নিউরোসার্জিক্যাল ল্যাবের সেই অসমাপ্ত অভিজ্ঞতার পর, ফিলিপ অনুভব করেন নির্দিষ্টভাবে একটা অসুস্থ অবস্থা যখন তিনি আবার ভূগর্ভস্থ মর্গের রেড লাইন অতিক্রম করতে থাকেন।

বিশাল অন্ধকার গুহার মতো রুমগুলো মর্গের বাইরে যেন প্রাচীন ধাঁচের হরর মুভির একটা পারফেক্ট সেটিং। মৃতদেহ পোড়াবার চুল্লির চেহারা কাচের জানালার ভেতর দিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে যেন সেই একচোখা দৈত্যর মতো দেখাচ্ছে।

'খোদার দোহাই, মার্টিন, তোমার কি হয়েছে যে এমন করে বেড়াচ্ছো?' ফিলিপ বললেন, চেষ্টা করছেন তার সেই পুরানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে। মর্গটা সেই আগের দিন সন্ধ্যেয় যেমন দেখেছিলেন তেমটিই লাগছে। সেই বাল্ব ছাড়া হুডগুলো তার থেকে ঝুলছে। সেই মূর্ছা যাওয়ার মতো একটা গন্ধ আছে অথবা একটা ক্ষয়। রেফ্রিজারেটরের

BanglaBook.org

দরজা খোলা এবং এর ভেতর থেকে ঠাণ্ডা কুয়াশা ফণা তুলে বেরিয়ে আসছে।

'ওর্য়েনার' ফিলিপ ডাকলেন।

তার গলার স্বর পুরানো টাইলের প্রতিটি রুমে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সেখানে কোন উত্তর নেই। ফিলিপস রুমের ভেতর যান এবং তার পেছনের দরজা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। 'ওর্য়েনার!' নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ফিলিপস রেফ্রিজারেটরের দিকে এগিয়ে যান এবং তার ভিতর উঁকি দিয়ে দেখেন।

ওর্য়েনার একটা মৃতদেহের সাথে যুদ্ধ করছে!

এটা দেখে মনে হয় এটার গারনী থেকে পড়ে গেছে, কারণ ওর্য়েনার সেই শক্ত নগ্ন মৃতদেহটা তুলছে এবং ভয়ানকভাবে চেষ্টা করছে এটা একটা চলাচল করে এমন স্ট্রেচারে তুলে দেয়ার জন্য। তার কিছুটা সাহায্যের দরকার, কিন্তু ফিলিপস যেখানে দাড়িয়েছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং দেখতে লাগলেন। যখন ওর্য়েনার গারনীতে মৃতদেহটা তুলতে সফল হলো, মার্টিন রেফ্রিজারেটরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ওর্য়েনার!' মার্টিনের কণ্ঠস্বর শুষ্ক কাঠের মতো শোনায়।

মৃতদেহ রক্ষক তার হাঁটু ভাঁজ করল এবং তার হাত এমনভাবে তুলল যেন জঙ্গলের কোন প্রাণী তাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

ফিলিপ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই,' ফিলিপ বললেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষের ভাব ধরবেন, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনাতে থাকে। চারদিকে মৃতদেহের ছড়াছড়ি, তার আত্মরক্ষামূলক চিন্তাভাবনা কমে যেতে থাকে।

'আমি তোমার অবস্থান বুঝতে পারছি এবং আমি তোমাকে কোনো সমস্যায় ফেলতে যাচ্ছি না। কিন্তু আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার।'

ফিলিপসকে চিনতে পেরে, ওর্য়েনার একটু স্বস্তি বোধ করে। কিন্তু সে কোনো নড়াচড়া করে না। তার নিশ্বাস দ্রুত গতিতে ছোট ছোট পাফের সাথে বের হতে থাকে, যেটা বাষ্পের মতো দেখায়।

'আমাকে লিসা ম্যারিনোর ব্রেনটা খুঁজে পেতে হবে। আমি তোয়াক্কা করি না কে এটা নিয়েছে বা কোন কারণে। আমি শুধু এটা চাচ্ছি এজন্য যে আমি এটা আমার গবেষণার প্রজেক্টে লাগাতে চাই।'

ওর্য়েনার মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তার নিশ্বাসের বাষ্পগুলো ছাড়া তাকে যেন একটা মৃতদেহের মতো লাগতে থাকে।

'দেখ,' মার্টিন বললেন, 'আমি তোমাকে টাকা দিব।' তিনি কখনও জীবনে কাউকে ঘুষ দেন নাই।

'কত?' ওর্য়েনার বলল।

'একশত ডলার।' ফিলিপ বললেন।

'আমি লিসা ম্যারিনোর ব্রেন সম্পর্কে কোনো কিছুই জানি না।'

ফিলিপ মানুষটার জমাট বদ্ধ অবয়বের দিকে তাকালেন। এই পরিস্থিতিতে তার

BanglaBook.org

নিজেকে পুরুষত্বহীন মনে হতে থাকে। 'বেশ, যদি তোমার সহসা মনে পড়ে তাহলে আমাকে এক্সরে রুমে কল করে জানাবে।' তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং হেঁটে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু করিডোরের দিকে যেয়ে তিনি এলিভেটরের দিকে দৌড়ে গেলেন।

ডেনিসের এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বাইরের অংশে এসে ফিলিপস নেমপ্লেটগুলো খুঁজলেন। তিনি জানেন প্রকৃতপক্ষে ডেনিসের ফ্লাট কোথায়, কিন্তু সেখানে এত বেশি যে, তিনি সবসময় একটু খুঁজে দেখে নেন। কালো বাটনে চাপ দিয়ে তিনি দরজার নবে হাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন তাকে ভেতরে ঢোকানো হবে।

বিল্ডিংয়ের ভেতরে এটা এমন গন্ধ ছড়ায় যেন সবাই তাদের ডিনারে পেঁয়াজ খেয়েছে। ফিলিপস সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। সেখানে একটা এলিভেটর আছে, কিন্তু যদি এটা লবিতে অপেক্ষমাণ না পাওয়া যায় তাহলে এটা পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। ডেনিস তিন তলায় থাকেন এবং ফিলিপস সিঁড়ি ভেঙে উঠায় কিছু মনে করেন না। কিন্তু শেষ ধাপে তিনি বুঝতে পারেন কতটা ক্লান্ত তিনি। এটা একটা দীর্ঘ ভয়ঙ্কর দিন।

ডেনিস আবার রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। তাকে আর কোন মতেই ক্লান্ত দেখাচ্ছে না এবং তিনি জানিয়েছেন যে গোসলের পরে তিনি একটা ছোট্ট ঘুম দিয়েছেন। তার উজ্জ্বল চুল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে এবং জলপ্রপাতের মতো পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি গোলাপী সাটিনের পোশাক পরে আছেন, যার সাথে মিল করে প্যান্ট পরেছেন। মার্টিনের কিছু ক্লান্তি যেন চলে গেল। তিনি সবসময়ে বিস্মিত হন ডেনিসের হাসপাতালের ব্যক্তিত্ব ফেলে দেয়ার ক্ষমতা দেখে। যদিও তিনি বুঝতে পারেন ডেনিস তার বুদ্ধিমত্তায় এত বেশি আত্মবিশ্বাসী যে তার নারীত্বে রূপান্তরিত হতে পারেন। এটা কদাচিৎ এবং আশ্চর্যজনক সমন্বয়।

তারা দরজার কাছে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেন এবং তারপর কোনো কথা না বলে হাতে হাত রেখে বেডরুমে চলে আসেন। মার্টিন ডেনিসকে বিছানায় বসিয়ে দেন। প্রথমে তিনি শুধু মার্টিনের আগ্রহ দেখছিলেন, কিন্তু তারপর তিনিও যোগ দেন। তার আবেগ দুজনের সাথে মিলে মিশে একাকার হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখেন।

কিছু সময় তারা একত্রে শুয়ে থাকার পর, শুধু পরস্পরের কাছে আসাটা উপভোগ করে এবং তাদের মনের আনন্দ একে অন্যের সাথে ভাগ করে নেন। শেষ পর্যন্ত মার্টিন একটু উঠে বসেন যাতে একটু সাবলিলভাবে কথা বলা যায়।

'আমি মনে করি এই সম্পর্ক আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, হাসতে হাসতে।

'আমি একমত।'

'আমি গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এর উপসর্গগুলো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এটা শুধু মাত্র শেষের দুটো দিন যেটা আমি নিশ্চিত এই ডায়াগনসিসের ব্যাপারে। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, ডেনিস।'

BanglaBook.org

ডেনিসের জন্য এই শব্দগুলো খুব বেশি কিছু বয়ে আনে না। মার্টিন এর আগে তাকে কখনও ভালোবাসার কথা বলেনি, এমনকি যখন মার্টিন তাকে বলেছে তিনি তাকে কতটা কেয়ার নেন। তারপরও ডেনিস বুঝে গিয়েছিল মার্টিনের মনের কথা।

তারা হালকাভাবে চুমু খায়। এই শব্দগুলোর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু তারা কাছে আসার যেন নতুন দিগন্ত খুঁজে পায়।

'তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা স্বীকার করছি,' মার্টিন কয়েক মুহূর্ত পর বললেন। 'এটা আমাকে এক দিক দিয়ে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আমার পূর্বের সম্পর্কগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এটা আবার হতে পারে।'

'আমি সেরকম কিছু মনে করি না।'

'আমি মনে করি। এটা একটা পদ্ধতি যাতে চাহিদা বাড়ানোর জন্য জামানত রাখা হয়।'

'কিন্তু আমি সেই চাহিদাগুলো বুঝি।'

'আমি নিশ্চিত নই যে তুমি সেগুলো বুঝ। এখনও পর্যন্ত না।' মার্টিন বললেন। তিনি জানেন এই মন্তব্যটা শুনতে ওর ভালো লাগবে না, কিন্তু তিনি জানেন এই ক্ষেত্রে স্যাংগারের ক্যারিয়ার অসম্ভব হয়ে উঠবে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটা বিভাগ চালাতে যেটা দিনের পর দিন গড়ে উঠেছে। যেটা অন্য অনেক ব্যবসার মতো ইদুর দৌড়ের উপর চলে। পাশাপাশি, গোল্ডব্লাট তাদের সর্ম্পককে চ্যালেঞ্জ করায় সেটা ফিলিপের মনে খুব প্রভাব ফেলেছে। সুতরাং এই মতবাদটা কল্পনাপ্রসূত নয়।

'আমি মনে করি তুমি যেটা চিন্তা কর তার চেয়ে আমি বেশি বুঝতে পারি।' ডেনিস বললেন। 'আমি মনে করি তোমার ডির্ভোসের পর থেকে তুমি বদলে গেছো। যেটা হয়েছে তোমার এই ধারণা থেকে যে তোমার ক্যারিয়ারের পূর্ণতা দিতে গিয়েই এটা ঘটছে। এখন আমি মনে করি সেটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি তুমি বুঝতে পেরেছো যে তোমার সন্তুষ্টির বড় একটা অংশই আসে তোমার নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর।'

সেখানে এক মুহূর্তের নিরবতা। মার্টিন ডেনিসের দূরদৃষ্টি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিতায় হতবুদ্ধি হয়ে যান।

ডেনিসই নিরবতা ভাঙে। 'একমাত্র যে জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি না যদি তুমি হাসপাতালের বাইরের জীবন নিয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে থাক, তাহলে কেন তুমি তোমার গবেষণা ছেড়ে দিচ্ছ না?'

'কারণ এটা আমার স্বাধীনতার মূল চাবিকাটি,' মার্টিন তাকে খুব কাছে নিলেন। "তুমি হচ্ছ আমার পরিপূর্ন করার জন্য প্রতিজ্ঞা, আর গবেষণা হচ্ছে আমার শক্তি, যেটা আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে চাই যে কারণে তোমার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করি।'

তারা পরস্পর চুমু খায়, তাদের নতুন আবেগময় সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। কিন্তু যখন তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে, তারা ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করে এবং জানে তারা ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

ডেনিস তার দাঁত ব্রাশ করতে যায়, যখন মার্টিন মনে মনে লিন এ্যানের রহস্যময়

BanglaBook.org

অর্ন্তধানের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকে। বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে এক নজর তাকিয়ে, তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাড়াতাড়ি হাসপাতালে একটা কল করবেন, সেই নার্সকে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে জরুরি বিভাগ থেকে ভর্তি করিয়েছিল এবং তারপর তাড়াতাড়ি ট্রান্সফার করিয়েছে। নার্স কেসটা মনে করতে পারল কারণ সে তার সকল ভর্তির কাগজপত্রের কাজ শেষ করার পর ট্রান্সফারটা তার কাছে আসে। মার্টিন জিজ্ঞেস করেন সে কি মনে করতে পারে কিনা কোথায় রোগীটাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু নার্স বলে সে সেটা পারে না। ফিলিপস তাকে ধন্যবাদ জানায় এবং টেলিফোন রেখে দেয়।

বিছানায় তিনি ডেনিসের পিছনদিকে ফিরে শুয়ে থাকেন, কিন্তু মনে করেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি তাকে বলতে শুরু করেন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা, বানরগুলোর মাথায় ইলেকট্রোড বসানো এবং জিজ্ঞেস করেন যদি এই খবরটা মেনারহেইমের কানে পৌঁছায় তাহলে কি হতে পারে। ডেনিস, ঘুমের ঘোরে নড়ে ওঠেন, শুধু শব্দ করেন। কিন্তু মার্টিনের অতিরিক্ত উত্তেজিত মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনী ক্লিনিকে তার পরিদর্শনের কথা মনে পড়ে যায়।

'হেই, তুমি কি এই হাসপাতালের গাইনী ক্লিনিকে কখনও গিয়েছো?' তিনি ডেনিসকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেন। ডেনিস ঘুরে শোয়। তিনি কনুই দিয়ে ধাক্কা দেন। এই নড়াচড়া ডেনিসকে জাগিয়ে দেয়।

'না, আমি যাই নি।'

'আমি সেখানে আজ গিয়েছিলাম এবং সেই জায়গাটা আমাকে অদ্ভুত একটা অনুভূতি দিয়েছে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'আমি জানি না। এটা বলা খুব কঠিন, কিন্তু আবার আমি খুব বেশি গাইনী ক্লিনিকে যায়নি।'

'সেগুলো সত্যিই মজার,' ডেনিস ঠাট্টার সুরে বললেন এবং মার্টিনের দিক থেকে ঘুরে অন্য পাশ ফিরলেন।

'তুমি কি আমার পক্ষে একটা কাজ করবে এবং এখানে একটু দেখে আসবে?'

'তুমি বলতে চাইছ রোগী হিসেবে।'

'আমি সেটা জানি না। আমি তোমার মতামত একজন অধস্তন কর্মচারী হিসেবে জানতে চাই।'

'বেশ, আমার বার্ষিক চেক-আপটা এবার একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি মনে করি আমি সেখানে এটা করতে পারব। প্রকৃতপক্ষে, আমি আগামীকালই সেখানে যাব।'

'ধন্যবাদ,' মার্টিন বললেন, শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ার আগে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

সাতটার পর ডেনিস জেগে উঠলেন এবং ঘড়ির দিকে তাকালেন। তিনি সময় দেখে আতঙ্কিত হলেন। তাকে এতটা দোষী করে মার্টিন ছয়টার আগে জেগে গেছে, মার্টিন এ্যালার্মটা সেট করে দেন না যখন তিনি অধিক ঘুমাচ্ছিলেন। গায়ের চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বাথরুমের দিকে ছুটলেন শাওয়ার নেওয়ার জন্য। ফিলিপস তার চোখ খুললেন সেই সময়ে তার চোখে ধরা পড়ল ডেনিসের খালি পিট। এটা সুন্দর একটা দৃশ্য নতুন একটা দিন শুরু করার জন্য।

পুরানো দিনের মতো অধিক ঘুমানো ফিলিপের জন্য একট আনন্দদায়ক বিলাসিতা। তিনি বিলাসিতার সাথে উষ্ণ বিছানায় শরীরটা টান টান করে দিলেন। তিনি ভাবলেন আবার ঘুমিয়ে পড়বেন, কিন্তু তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন ডেনিসের সাথে শাওয়ার নেয়াই ভালো আইডিয়া।

বাথরুমের ভেতর, তিনি দেখলেন ডেনিসের প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং তার সেই রকম কোনো অভিব্যক্তিও নেই। শাওয়ারে প্রবেশ করে তিনি ডেনিসের জন্য পথ করে দিলেন এবং ডেনিস ধৃষ্টতার সাথে তাকে মনে করিয়ে দিল সকাল আটটার তার এক্স-রের জন্য থাকতে হবে।

'কেন আমরা আবার ভালোবাসাবাসি করছি না?' মার্টিন গুনগুন করে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা ডাক্তারের অজুহাত তৈরি করে দেব দেরি হওয়ার জন্য।'

ডেনিস তার ভেজা তোয়ালেটা মার্টিনের মাথার উপর দিয়ে দিলেন এবং বাথ ম্যাট থেকে বেরিয়ে গেলেন। যখন তিনি নিজেকে শুকাচ্ছিলেন তিনি ফিলিপের সাথে পানির শব্দের মধ্যে কথা বলতে থাকেন।

'যদি তুমি সঠিক সময়ে শেষ করে ফিরতে পার, আমি আজ রাতে তোমার জন্য কিছু ডিনার বানিয়ে রাখব।'

'আমি কোন ঘুষ গ্রহণ করি না।' মার্টিন চেঁচিয়ে বললেন। 'আমি দেখতে যাচ্ছি ম্যাকর্কাথির ব্রেনের সেকশনের ব্যাপারে প্যাথলজি কি বলতে যাচ্ছে। এবং আমি আশা করছি আমি কয়েকটা পলিটমস এবং সিএটি স্ক্যান করতে পারব ক্রিস্টিন লিভকুইয়িস্টের। পাশাপাশি, আমাকে এক গুচ্ছ পুরানো স্কালের এক্স-রে ফিল্ম কম্পিউটারে চালিয়ে দেখতে হবে। আজকে গবেষণা আরো দ্রুততর গতিতে এগিয়ে যাবে।'

'আমি মনে করি তুমি খুব জিদ্দী।' ডেনিস বললেন।

'বাধ্যবাধক।' মার্টিন বললেন।

'কখন তুমি চাও যে আমি গাইনী ক্লিনিকে যাই?"

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়।'

'ঠিক আছে। আমি এটা আগামীদিনই করে ফেলব।'

BanglaBook.org

যখন স্যাংগার হেয়ার ড্রাইয়ার ব্যবহার শুরু করলেন, কথোপকথন অসম্ভব হয়ে উঠল। ফিলিপস শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তার একটা ডিসপোজেবল রেজার দিয়ে শেভ করা শুরু করলেন। ছোট্ট বাথরুমে তাদের দুজনের মধ্যে যেন একটা সংঘর্ষ বেধে গেল।

যখন ডেনিস আয়নার সামনে ঝুঁকে তার চোখের মেক-আপ নিতে শুরু করলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এক্স-রেগুলোর ঘনত্বের ভিন্নতার ব্যাপারে কারণগুলো কি বলে তুমি মনে করো?'

'আমি সত্যিই জানি না।' ফিলিপস বললেন, চেষ্টা করছেন তার পুরো সোনালি চুলগুলো বাগে আনতে। 'সেই কারণেই আমি প্যাথলজিতে সেকশন করার জন্য দিয়েছি।'

ডেনিস তার কাজ আরো ভালো করার জন্য আরো ঝুঁকে পড়ল। 'এটা শুনে মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর হবে বিশেষ রোগ মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের অস্বাভাবিকতার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ ।'

'তুমি ঠিক বলেছো,' ফিলিপস বললেন। 'মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের ধারণাটা চার্ট থেকেই শুরু হয়। এটা অন্ধকারের মধ্যে ছুরিকাঘাতের মতো। কিন্তু তুমি কি কিছু জান? তুমি আমাকে এই মাত্র আরেকটা ধারণা দিয়েছো।'

ফিলিপ টানেল দিয়ে পুরানো মেডিকেল স্কুল বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেন। যখন তিনি লবি থেকে সিঁড়িতে উঠেন, তিনি সেই সময় তার জীবনে বিস্ময়করভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যখন ভবিষ্যৎ তাকে কিছুই দেবে না শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া। যখন তিনি পরিচিত কালো কাঠের দরজার কাছে পৌঁছান, তিনি থমকে যান। সেখানে সতর্কতার সাথে মেডিকেল স্কুলের বোর্ড বিশৃঙ্খলভাবে ঝুলছে। তার নিচে, আরেকটা কার্ডবোর্ড সাইন আছে যেটাতে লেখা, ***'মেডিকেল স্কুল এখন বার্জার ভবনে।'***

মার্টিন একটা পথ খুঁজে পেলেন যেটা জঞ্জালে ভর্তি, সেটা তথ্য বিভাগের দিকে গেছে। তিনি বাঁকানো সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন। দীর্ঘ পথের দিকে তাকিয়ে তিনি রাস্তার দিক থেকে ফাঁকা প্রবেশ পথটা দেখতে পান, দরজাটা একত্রে শিকল বদ্ধ।

ফিলিপসের গন্তব্য *ব্যারো এ্যাম্পিথিয়েটার*। যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন সেখানে আরেকটা নতুন সাইন দেখতে পেলেন :

ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সাইন্স : ডিভিশন অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলেজেন্স।

ফিলিপস দরজাটা খুলে ফেললেন এবং লোহার পাইপের রেলিং ধরে হাঁটতে থাকেন, নিচের দিকে তাকিয়ে অর্ধবৃত্তাকার অডিটোরিয়াম দেখতে পান। সিটগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেখানে দুটো বিশাল ইউনিট একই রকম যেগুলো ছোট ছোট প্রসেসর যেরকম ফিলিপসের অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে।

BanglaBook.org

একজন ছোটখাট শর্ট-স্লিভড সাদা কোট পরিহিত মানুষ তার একটাতে কাজ করছে। তার একহাতে একটা সলডারিং করার জিনিস।

'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি ইউলিয়াম মিখাইলকে খুঁজছি,' ফিলিপসও চেঁচিয়ে বললেন।

'তিনি এখন এখানে নেই,' লোকটা তার যন্ত্রপাতি নামিয়ে রাখল এবং ফিলিপসের দিকে এগিয়ে এল।

'আপনি কি তার জন্য কোনো ম্যাসেজ দিতে চান?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'শুধু মি. মিখাইলকে বলবেন ডা. ফিলিপসকে একটা কল দিতে।' তিনি বললেন।

'আপনিই ডা. ফিলিপস। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি কার্ল রুডম্যান, মি. মিখাইলের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের মধ্যে একজন।' রুডম্যান রেলিং থেকে তার হাত সরিয়ে নিল।

ফিলিপস রেলিং ধরলেন এবং যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকাতে থাকেন।

'বেশ ভালো সেট-আপই এখানে করে নিয়েছেন।' মার্টিন কখনও কোন কম্পিউটার ল্যাব এর আগে পরিদর্শন করেন নি এবং কল্পনাও করেন নি সেটা এতটা বিশাল কিছু।

'এই রুমের ভেতরের জিনিস আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি দিয়েছে।' তিনি স্বীকার করলেন। 'আমি এখান থেকে মেডিকেল স্কুলে যাই এবং ফিরে আসি একষট্টিতে। আমি এই এ্যাম্ফিথিয়েটারেই মাইক্রোবায়োলজি নিয়েছিলাম।'

'বেশ।' রুডম্যান বলল। 'কমপক্ষে আমরা এটাকে একটা ভালো কাজে ব্যবহার করছি। আমরা এরকম ভালো কোনো জায়গা পেতাম না যদি না মেডিকেল স্কুল নতুন জায়গায় চলে যেত। এবং এই জায়গাটা কম্পিউটারের কাজের জন্য উপযুক্ত, কারণ এখানে কখনও কোনো লোকজন আসে না।'

'এখনও কি মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবটা এ্যাম্ফিথিয়েটারের সাথে সংযুক্ত আছে?'

'সেগুলো ঠিকই আছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সেগুলো আমাদের মেমোরি রির্সাচের কাজে ব্যবহার করছি। এই নির্জনতা উপযুক্ত। আমি আপনার সাথে বাজি ধরতে পারি আপনি বুঝতে পারছেন না কম্পিউটার জগতে কত গুপ্তচর রয়েছে।'

'আপনি ঠিক বলেছেন,' ফিলিপ বললেন, যখন তার বিপার শব্দ করতে শুরু করেছে। তিনি সেটার সুইচ বন্ধ করে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এমন কাউকে চেনেন যিনি মাথার খুলির প্রোগ্রাম রিড করতে পারেন?'

'অবশ্যই। সেটাই আমাদের প্রোটোটাইপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রোগ্রাম। আমাদের সকলেই এটা নিয়ে কাজ করতে পারে।'

'বেশ, হতে পারে আপনিই আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন। আমি মিখাইলকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম যদি ঘনত্বের এই ব্যাপারটা শুধু আলাদা করে

BanglaBook.org

প্রিন্ট করা যেত কিনা।'

'অবশ্যই পারব। শুধু কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করলে হবে। এই জিনিস সবকিছুই করে দিতে পারে শুধু আপনার সু পালিশ করে দেয়া ছাড়া।'

সোয়া আটটায় প্যাথলজি বিভাগ পুরোদমে চলে। লম্বা কাউন্টার টপের উপর মাইক্রোস্কোপগুলো রেসিডেন্ট দ্বারা প্যাকেট করা রয়েছে।

মার্টিন রেনল্ডকে পেয়ে গেলেন তার ছোট্ট রুমে। তার সামনে বিশাল একটা মাইক্রোস্কোপ যার সাথে একটা পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্যামেরা ফিট করা, যেটার উপর যাতে সে যা করছে তার ছবি উঠে যায়।

'আপনার এক মিনিট সময় হবে?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই। প্রকৃতপক্ষে, আমি এর মধ্যে গত রাতে যে সেকশনগুলো আপনি নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো দেখে ফেলেছি। বেনজামিন বারনেস সেগুলো আজ সকালে নিয়ে আসবে।'

'সে একজন অসাধারন লোক।' মার্টিন বিদ্রুপাত্মক স্বরে বললেন।

'সে একজন ছিটগ্রস্ত। কিন্তু একজন অসাধারণ প্যাথলজি রেসিডেন্ট। পাশাপাশি, আমি তাকে আমার পাশে পছন্দ করি। সে আমাকে অনেক কাজ সহজ করে দেয়।'

'আপনি সেই স্লাইডগুলোতে কি পেয়েছেন?'

'খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। আমি চাই কোনো একজন নিউরোপ্যাথকে জিনিসগুলো দেখাতে। কারণ আমি জানি না জিনিসগুলো কি। ফোকাল নার্ভ সেলগুলো হয় তুলে নেয়া হয়েছে, অথবা সেগুলো খুব খারাপ অবস্থায় আছে। সেখানে খুব কম বা কোন প্রদাহই নেই। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলের জিনিসটা হলো নার্ভ–সেলগুলো খুব সরু কলামে হয়েছে বা করা হয়েছে। আমি কোনো কিছুই এটার মতো দেখি নি।'

'বিভিন্ন স্টেইনগুলোর ব্যাপারটা কি। সেগুলো কি দেখাচ্ছে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছুই না। কোনো ক্যালসিয়াম নেই অথবা কোনো ভারী ধাতব বস্তু যেটা আপনি বোঝাতে চেয়েছেন?'

'তাহলে সেখানে এমন কিছু আপনি দেখেননি যেগুলো এক্সরেতে দেখা যেতে পারে?" ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রকৃতপক্ষে না।' রেনল্ড উত্তর দিল। 'নিঃসন্দেহে সেল ডেথ মাইক্রোস্কোপিক কলামের নয়। বারনেস বলল আপনি নাকি এটাকে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস বলেছেন। সেটার কোনো সম্ভবনা নেই। সেখানে কোনো মায়োলিন পরিবর্তন নেই।'

'যদি আপনাকে এটার একটা ডায়াগনসিস করতে বলা হয়, আপনি এটাকে কি বলবেন?'

"সেটা খুব কঠিন হবে। ভাইরাস। আমি অনুমান করছি। কিন্তু আমি কোনো

BanglaBook.org

আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি না। এই জিনিসটা খুব ঝামেলাপূর্ণই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

যখন ফিলিপ অফিসে পৌছুলেন হেলেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল চুপি চুপি। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং চেষ্টা করে তার হাত ভর্তি টেলিফোন ম্যাসেজ এবং সংবাদ নিয়ে তাকে ধরতে। কিন্তু ফিলিপ বাম দিকের ভাব নিয়ে তার ডান দিক দিয়ে চলে যায়। ডেনিসের সাথে কাটানো রাত তার গোটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিয়েছে।

'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? এখন পুরোপুরি নটা বাজে।' হেলেন তার কথা শুরু করল যখন তিনি তার ডেস্কে বসে লিসা ম্যারিনোর মাথার খুলির এক্সরের দিকে দেখছিলেন। এটা হাসপাতালের চার্ট তার সাথে মাথার খুলির ফিল্মের লিস্ট। তার হাতের নিচে রাখা এক্স-রে, ফিলিপস ছোট কম্পিউটারের দিকে গেলেন এবং এটা অন করলেন। হেলেনকে বিরক্ত করে তিনি টাইপরাইটারের ইনপুটে লিখতে শুরু করলেন। তিনি যন্ত্রটাকে ঘনত্বের পরিমাপ দেখানোর জন্য লিখলেন।

'ডা. গোল্ডব্লাটের সেক্রেটারি দুইবার ডেকেছিল।' হেলেন বলল, 'এবং আপনার পৌছানোর পর পরই তৎক্ষণাৎ তাকে কল করা ভালো।'

আউটপুট ইউনিট চালু হয় এবং মার্টিনকে জিজ্ঞেস করে তিনি ডিজিটাল নাকি এনালগ ডিসপ্লে চাচ্ছেন। ফিলিপ জানেন না। সেজন্য তিনি দুটোই চান। তখন তাকে ফিল্মটা ভেতরে ঢোকানোর জন্য বলা হয়।

'সেই সাথে,' হেলেন বলে, 'ডা. ক্লিনটন ক্লার্ক, গাইনোকলজির প্রধান কল করেছিলেন, তার সেক্রেটারী নয়, ডাক্তার নিজেই। এবং তাকে খুব রাগান্বিত মনে হলো। তিনি চান আপনি তাকে কল করুন। এবং মি. ড্রেকও কল করতে বলেছেন।'

প্রিন্টার কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং শুরু করেছে একের পর এক প্রিন্টকৃত কাগজ বের করতে। ফিলিপস একটা এক ধরনের দ্বিধা নিয়ে দেখতে থাকে। এটা দেখে যেন মনে হয় ছোট এই যন্ত্রটার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

হেলেন তার গলার স্বর চড়িয়ে দেয় টাইপিংয়ের শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে।

'উইলিয়াম মিখাইল কল করেছিলেন এবং বলেছেন তিনি দুঃখিত যে আপনি যখন আকস্মিক কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেখানে না থাকার জন্য। তিনি চান আপনি তাকে ফোন করেন। হাউস্টনের লোকগুলোও ফোন করেছিল তাদের জাতীয় সম্মেলনে নিউরোরেডিওলজির চেয়ার গ্রহণের ব্যাপারে । তারা বলেছে তারা আজই এটার ব্যাপারে জানতে চান। তারপর দেখুন যা দেখছেন।'

যখন হেলেন তার ম্যাসেজগুলো উল্টিয়ে যাচ্ছে, ফিলিপস কম্পিটার প্রিন্টকৃত কাগজগুলো তুলে দেখে সেখানে হাজার হাজার ডিজিটের লেখা। প্রিন্টার শেষ পর্যন্ত কিছু সংখ্যা প্রিন্ট করে থামে। ফিলিপস বুঝতে পারেন ওই সংখ্যাগুলো প্রিন্টকৃত অংশের জায়গার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য। যে জায়গা তিনি খুজছেন সেটা ওই সংখ্যার মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন। কিন্তু তখনও প্রিন্ট শেষ হয়নি। এটা

তারপর মাথার খুলির বিভিন্ন জায়গার একটা প্রিন্ট বের করে যেটার ধূসর বর্ণের অংশগুলোই ঘনত্বের পরিমাপ বোঝাচ্ছে। এটাই এনালগ প্রিন্ট এবং এটা দেখার জন্য অনেক সহজ।

'ওহ, হ্যাঁ।' হেলেন বলল, 'সারাদিন ধরে সেকেন্ড এনজিওগ্রামটা কাজ করেনি যখন একটা নতুন ফিল্ম লোডার ঢোকানো হয়।'

এই ক্ষেত্রে ফিলিপ হেলেনের কোন কথা আদৌ শুনছিলেন না। এনালগ প্রিন্টের অংশগুলোর তুলনা করে মার্টিন দেখলেন সাধারণ এরিয়ার সাথে অস্বাভাবিক এরিয়ার ঘনত্ব অনেক কম। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার কারণ এমনকি পরিবর্তনটা অনেক সুক্ষ্ম। তার নিজের ভুল ধারণা ছিল যে ঘনত্বটা আরো বেশি হবে। তারপর তিনি ডিজিটাল প্রিন্টকৃত অংশ পড়লেন। ফিলিপস বুঝতে পারলেন কেন। যন্ত্রটা তাকে জানিয়েছে অস্বাভাবিক এরিয়াটা পুরোপুরি কম ঘনত্বের অথবা বেশি আলোকিত স্বাভাবিক টিসুর চেয়ে, তার অর্থ এক্স-রে তার ভিতর দিয়ে খুব সহজেই চলাচল করতে পারে। ফিলিপ ভাবলেন স্নায়ুকোষের মৃত্যু সমন্ধে যেটা তিনি প্যথলজিতে দেখেছেন, কিন্তু সেটা পরিষ্কারভাবে এক্স-রেতে কোনো প্রভাব ফেলে না। এটা একটা রহস্য যেটার ব্যাখ্যা তিনি জানেন না।

'এটার দিকে দেখ,' তিনি বললেন, ডিজিটাল প্রিন্ট কাগজগুলো হেলেনের কাছে দিলেন।

হেলেন মাথা নাড়ল এবং এমন ভার করতে লাগল যেন সে বুঝতে পারছে।

'এগুলোর মানে কি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি জানি না, যতক্ষণ না....' মার্টিন বাক্যটা অর্ধ সমাপ্ত রেখে দিলেন।

'যতক্ষণ না কি?" হেলেন জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে একটা ছুরি দাও। যে কোনো ধরনের ছুরি।' ফিলিপের গলার স্বর উত্তেজিত।

হেলেন পী-নাট বাটারের জারের কাছ থেকে একটা ছুরি এনে দিল।

যখন সে তার অফিসে ফিরে এল, তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, সে যেটা দেখছে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

সে দেখল ফিলিপ একটা ফরমালডিহাইডের জার থেকে একটা মানুষের ব্রেন তুলছে এবং এটা একটা নিউজ পেপারের উপর রাখলেন। তারপর এক্সরে ভিউয়ারের আলোর সামনে সেটা রাখলেন। বমির উদ্রেক ঠেকাতে ঠেকাতে হেলেন লক্ষ্য করল ফিলিপ সেই ব্রেনের পেছন দিক থেকে ছুরি দিয়ে একটা স্লাইস করে কেটে নিলেন। তারপর ব্রেনটা ফরমালডিহাইডের জারে আবার চুবিয়ে রেখে তিনি নিউজ পেপারে মুড়ি ব্রেনের স্লাইস হাতে নিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

'সেই সাথে, ডা. থমাসের স্ত্রী আপনার জন্য মাইলোগ্রাম রুমে প্রস্তুত হয়ে আছেন।' হেলেন বলল, যখন সে দেখল ফিলিপ চলে যাচ্ছে।

মার্টিন কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি বেশ তাড়াতাড়ি হলঘরের অন্ধকার রুমের

BanglaBook.org

মধ্যে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট সময় লাগল তার চোখে সেখানকার মৃদু লাল আলোটা সয়ে নেয়ার জন্য। যখন তিনি ভালোভাবে দেখতে সমর্থ হলেন, তিনি কিছু আনএক্সপোজড এক্স-রে ফিল্ম বের করে নিলেন, এগুলোর উপরে ব্রেন স্লাইস রাখলেন এবং দুটোকেই একসাথে উপরের ক্যাবিনেটে রেখে দিলেন। টেপ দ্বারা কেবিনেট সিল করে দিলেন এবং তার পর একটা লেবেল এটে দিলেন :

'আনএক্সপোজড ফিল্ম। খুলবেন না। ডা. ফিলিপস।'

ডেনিস তার কনফারেন্স শেষ করে গাইনী ক্লিনিকে ফোন করলেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি সেখানে একজন কর্মচারীর মতোই আচরণ করবেন, যদি না তারা কেউ জানে তিনি এখনকার একজন চিকিৎসক। তিনি শুধু এটুকু ইঙ্গিত দিবেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটির একজন সদস্য। তিনি বিস্মিত হলেন যখন রিসিপশনিস্ট তাকে ধরে থাকতে বলল। যখন পরবর্তী জন ফোন তুলল, ডেনিস অভিভূত ক্লিনিক তার এ্যাপয়নমেন্টের আগে যে পর্যাপ্ত তথ্য চেয়েছে সেটা দেখে। তারা তার সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর জোর দিল এবং এমনকি তার নিউরোলজিক্যাল অবস্থারও, অবশ্যই তার গাইনোকলজিক্যাল ইতিহাসসহ।

'আমরা আপনাকে দেখে খুশি হব।' মহিলাটি শেষ পর্যন্ত বলল। 'প্রকৃতপক্ষে, আজ বিকেলে আমাদের এটা খোলা আছে।'

'আমি সেই সময়ে সময় বের করতে পারছি না।' ডেনিস বললেন, 'আগামীকাল হলে কেমন হয়?'

'ফাইন,' মহিলাটি বলল, 'এগারোটা পয়তাল্লিশের দিকে?'

'ঠিক আছে।' ডেনিস বললেন। যখন তিনি ফোন রেখে দিলেন তিনি বিস্মিত হলেন কেন মার্টিন এই ক্লিনিক নিয়ে সন্দেহগ্রস্ত হচ্ছে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া খুবই ভালো।

ভিউয়ারের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে মাইলোগ্রাম এক্সরে দেখতে দেখতে ফিলিপ চেষ্টা করছেন অর্থোপেডিক সার্জন মিসেস থমাসের পিছন দিকটাতে ঠিক কি করেছেন সেটা বুঝতে। এটা দেখে মনে হচ্ছে মহিলাটির চতুর্থ লাম্বার কশেরুকায় একটা ব্যয়বহুল ল্যামিনেকটমি করা হয়েছিল ।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলিপসের অফিসের দরজা সপাটে খুলে গেল। এবং গোল্ডব্লাট রাগান্বিতভাবে ঝোড়ো গতিতে প্রবেশ করলেন। তার মুখে রক্ত উঠে গেছে এবং তার চশমা নাকের উপর উঠে এসেছে।

মার্টিন তার দিকে এক নজর তাকালেন এবং আবার তার এক্স-রে দেখার কাজে ফিরে গেলেন।

মুখের উপর ওরকম আচরণ গোল্ডব্লাটকে আরো রাগান্বিত করে তুলল।

BanglaBook.org

'আপনার ধৃষ্টতায় আমি বিস্মিত।' তিনি গর্জে উঠলেন।

'আমি বিশ্বাস করি আপনি এখানে ঝড়ের গতিতে এসেছেন কোনো রকম নক না করে, স্যার। আমি আপনার অফিসকে শ্রদ্ধা করি। আমি মনে করি আমিও আপনার কাছ থেকে একই রকম আশা করতে পারি।'

'আপনার সম্প্রতিক আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া ওরকম সৌজন্য চলে না। মেনারহেইম আমাকে ডেকে জানিয়েছে আপনি তার রিসার্চ ল্যাব ভেঙেছেন এবং তার একটা স্পেসিমেনকে চুরি করে নিয়ে এসেছেন। এটা কি সত্যি?

'ধার নিয়ে এসেছি।'

'ধার নিয়ে এসেছেন, খোদা!' গোল্ডব্লাট চিৎকার দিয়ে উঠলেন। 'এবং গতকাল আপনি একটা মৃতদেহ মর্গ থেকে ধার নিয়েছিলেন। কোন শয়তানী আপনাকে পেয়ে বসেছে। ফিলিপস? আপনার কি পেশাগতভাবে আত্মহত্যা করার খায়েশ হয়েছে? যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে বলুন। আমি এটা আমাদের দুজনের জন্যই সহজ করে দেব।'

'আপনার কথা শেষ?" ফিলিপস খুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'না! এটাই সব কথা নয়!' গোল্ডব্লাট চিৎকার দিয়ে উঠলেন। 'ক্লিনটন ক্লার্ক আমাকে বলেছে আপনি তার গাইনী ক্লিনিকের একজন ভালো রেসিডেন্টকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছেন। ফিলিপস, আপনি কি উন্মত্ত হয়ে গেছেন? আপনি একজন নিউরোরেডিওলজিস্ট! এবং যদি আপনি তেমন ভালো একজন না হতেন তাহলে আপনাকে আমি কান ধরে এখান থেকে বের করে দিতাম।'

ফিলিপস নিরব থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

'সমস্যাটা হলো,' গোল্ডব্লাট তার রাগান্বিত অবস্থাকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনি একজন অসাধারণ নিউরোরেডিওলজিস্ট। দেখুন মার্টিন, আমি চাই আপনি কিছুদিনের জন্য একটু কম ঝামেলা করে চলুন। ঠিক আছে? আমি জানি মেনারহেইম খুব সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। শুধু তার পথ এড়িয়ে চলুন। এবং খোদার দোহাই! তার ল্যাবরেটরি থেকে দূরে থাকুন। ওই লোকটা সেখানে কাউকে কোনো সময়েই পছন্দ করে না, আর রাতের বেলা চোরের মতো তো নয়ই।'

অফিস রুমে প্রবেশের পর এই প্রথমবারের মতো গোল্ডব্লাটের চোখ ফিলিপের রুমের চারদিকে ঘুরে আসে। তার চোয়াল আস্তে আস্তে ঝুলে পড়ে এই জাতীয় অসামঞ্জস্য দেখে। ফিলিপের দিকে ফিরে, তিনি তার দিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থাকেন।

'গত সপ্তাহে আপনি বেশ ছিলেন এবং একটা ভালো চাকরি করছিলেন। তারপর হঠাৎ করে আপনি এই জায়গায় কেমন সব কাজ কারবার শুরু করলেন। আমি চাই আপনি সেই পুরোনো মার্টিন ফিলিপস রূপে ফিরে আসুন। আমি আপনার সম্প্রতিক কর্মকান্ড বুঝে উঠতে পারছি না, এবং আমি বুঝে উঠতে পারছি না অফিসের অবস্থা এখন এরকম হয়ে আছে কেন। কিন্তু আমি আপনাকে এটা বলছি যে, যদি না আপনি এটাকে

BanglaBook.org

সুন্দর রূপ দেন, আপনাকে অন্য পজিশনের জন্য খোঁজ নিতে হবে।'

গোল্ডব্লাট তার জুতোর মচমচ শব্দ তুলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফিলিপস নিঃশব্দে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছেন তিনি রাগান্বিত হবেন, না হাসবেন। এই সব কর্মকাণ্ড স্বাধীনভাবে চালানোর জন্য। তাকে চাকরিচ্যুৎ করা ভয়ানক। তিনি এই বিভাগটা চালান এবং পরীক্ষা করে দেখেন সকল কেস, দেন নির্দিষ্ট উপদেশ যখন যেটার দরকার হয়। তিনি সকালের সমস্ত ফিল্মগুলো রিড করেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কঠিন কেসের সেরেব্রাল এনজিওগ্রামগুলো করেন, যেগুলো নির্দিষ্টভাবে বোঝায় যে রোগীর সার্জারির কোনো প্রয়োজন নেই। মেডিকেল স্টুডেন্টদের তিনি সিএটি স্ক্যানারের উপর একটা লেকচার দেন, যেটা তারা হয় বুঝতে পারে না হয় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়, সেটা নির্ভর করে তাদের মনোযোগের উপর। এগুলোর মাঝে তিনি হেলেনকে ব্যস্ত রাখেন তার সকল সংবাদ সংগ্রহ এবং ম্যাসেজ যেটা গত কয়েক দিনে জমে যায়। এবং সেগুলোর সাথে, তিনি তার অফিসে মাথার খুলির এক্স-রে ফিল্ম একটা পদ্ধতিগত উপায়ে রেখেছেন, যাতে তিনি বিকালের মধ্যে অন্ততপক্ষে ষাটটা পুরানো ফিল্ম কম্পিউটারে দেখে ফেলতে পারেন এবং পুরানো রিডিংগুলোর সাথে তুলনা করতে পারেন। এই প্রোগ্রামটা অপূর্বভাবে চলছে।

সাড়ে তিনটায়, তিনি তার অফিস থেকে বের হন এবং হেলেনকে জিজ্ঞেস করেন ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের কাছ থেকে কোনো ফোন এসেছিল কিনা।

হেলেন দুদিকে মাথা নাড়ে।

তারপর হেঁটে এক্স-রে রুমে এসে ফিলিপস কেনেথ রবিনকে জিজ্ঞেস করেন সেই তরুণী মেয়েটা দেখা করেছিল কিনা । সেখানেই না সূচক উত্তর।

চারটের দিকে ফিলিপস আরো ছয়টা ফিল্ম কম্পিউটারে চালান।

চারটেয় পনেরয় ফিলিপস ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের নাম্বারে ডায়াল করেন। দ্বিতীয় বার ফোন বাজার পর তার রুমমেট ফোন ধরে উত্তর দিতে থাকে।

'আমি দুঃখিত, ডা. ফিলিপস, কিন্তু আমি ক্রিস্টিনকে আজ সকালে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে যাওয়ার পর আর দেখি নি। সে তার এগারোটা এবং একটা পনেরর ক্লাস মিস করেছে। যেটা সে কখনও করে না।'

'তুমি কি তাকে আমার জন্য একটু খোঁজ নিতে পারবে এবং তাকে পেলে আমাকে একটা কল করতে?" ফিলিপস বললেন।

'আমি খুশির সাথে সেটা করব। খোলাখুলিভাবে বলছি, আমি একটু কম সচেতন্।'

পৌনে পাঁচটার দিকে হেলেন ফিলিপের অফিসে আসে সেদিনের সংবাদগুলোতে স্বাক্ষর করে নিতে যাতে সে বাড়িতে ফেরার পথে সেগুলো পোস্ট করে দিতে পারে।

সাড়ে পাঁচটার দিকে ডেনিস তার কাজ বন্ধ করে দেয়।

'এখন দেখে মনে হচ্ছে সবকিছুই আবার নিয়ন্ত্রণে এসেছে।' ডেনিস চারদিকে তাকিয়ে প্রশংসার স্বরে বললেন।

'শুধু দেখতেই,' ফিলিপ লেসার স্ক্যানার থেকে এক্স-রে ফিল্ম তার হাতে নিয়ে

BanglaBook.org

বললেন।

তিনি তার অফিসের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ডেনিসকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তাকে সহজেই ছাড়লেন না এবং যখন তিনি তাকে শেষ পর্যন্ত ছাড়লেন, ডেনিস তাকালেন এবং বললেন, 'ওয়াও, আমি এগুলোকে কিভাবে এর যোগ্য করে তুলব?'

'আমি প্রায় সারাটা দিন তোমার কথা ভেবেছি এবং গত শেষ রাতের সেই রিলিফের কথা।' তিনি ব্যাকুলভাবে তার সাথে গোল্ডবাটের কথাটা বলতে চাইলেন। বলতে চাইলেন তিনি চান বাকি জীবন ডেনিস তার সাথে সাথেই থাকুক। সমস্যাটা হলো তিনি এসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনার কোনো সময় দেননি এবং তিনি চান না এখনই ডেনিস তাকে ছেড়ে চলে যাক। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য থাকুক। যখন ডেনিস তাকে মনে করিয়ে দিল তিনি তাকে ডিনার রান্না করিয়ে খাওয়াবেন তখন তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন। তিনি ডেনিসের ব্যথিত মুখ দেখে বলেন, 'আমি যেটা এখন ভাবছি সেটা হলো যদি আমি আরো বেশি সময় পাই এই ফিল্মগুলোর দেখার, তাহলে আমরা এই শনিবার রাতে দ্বীপে বেড়াতে যেতে পারব।'

'সেটা খুব বিস্ময়কর আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে।' ডেনিস বিদ্রুপাত্মক স্বরে বললেন। 'ওহ, ভালো কথা, আমি গাইনী বিভাগে ফোন করেছিলাম এবং কাল দুপুরের দিকে একটা এপয়নমেন্ট করে নিয়েছি।'

'ভালো, তুমি কার সাথে কথা বলেছিলে?'

'আমি জানি না। কিন্তু তারা খুব ভালো ব্যবহার করেছে এবং শুনে মনে হয়েছে তারা সত্যিই আমাকে জায়গা করে দেয়ার জন্য খুশি। দেখ, যদি তুমি তাড়াতাড়ি শেষ কর, তাহলে আমার সাথে আসছ না কেন?'

ডেনিস বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরে মিখাইল আসল। সে ফিলিপসকে শেষ পর্যন্ত আসল কাজটা সততার সাথে করতে দেখে খুশি হলো।

'এটা আমার প্রত্যাশাকে অতিক্রম করেছে।' মার্টিন বলেন, 'এখানে কোন রিডিংএ সামান্যতম ভুল বের হয়নি।'

'বিস্ময়কর,' মিখাইল বললেন, 'হতে পারে আমরা যা ধারণা করছি তার চেয়ে অধিক দুর যাব।'

'এটা নির্দিষ্টভাবে দেখে তাই মনে হচ্ছে। যদি এটা আমরা ধরে রাখি, আমরা এটা দিয়ে অনেক কাজ করতে পারব, বাণিজ্যিকভাবে সেখানে কাজে লাগাতে পারব। আমরা বার্ষিক রেডিওলজি মিটিংএ এটার মোড়ক উন্মোচন করতে পারব।' ফিলিপের মন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলে, কল্পনা করছে ফলাফল সম্বন্ধে।

মিখাইল চলে যাওয়ার পর, ফিলিপস কাজে ফিরে গেল। তিনি পুরানো এক্স-রেগুলো যাতে দ্রুত কাজ করে সেদিকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু যখন তিনি কাজ করতে শুরু করলেন তিনি অনুভব করলেন ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের অনুপস্থিতি। মেয়েটার বাস্তবতা

BanglaBook.org

না বোঝার কারণে তিনি কিছুটা বিরক্ত হলেন। দায়িত্বজ্ঞান থাকলে মেয়েটা নিশ্চয় তাকে ফোন করত। এটা কিছুটা কাকতালীয় ব্যাপার হবে যদি মেয়েটার কিছু একটা ঘটে থাকে, তার আরো বেশি এক্স-রে পাওয়ার আগেই।

নয়টার দিকে মার্টিন ক্রিস্টিনের নাম্বারে আবার ফোন দিলেন। প্রথম রিংএই তার রুমমেট উত্তর দিল।

'আমি দুঃখিত, ডা. ফিলিপস। আমার আপনাকে ফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি এখনও কোথাও ক্রিস্টিনকে খুঁজে পাই নাই। কেউ তাকে সারাদিনে দেখে নি। আমি এমনকি পুলিশেও খবর দিয়েছি।'

ফিলিপস ফোন রেখে দিলেন। চেষ্টা করছেন এসব ব্যাপার ভুলে যেতে। যেন এটা কখনও ঘটে নি। এটা অসম্ভব... ম্যারিনো, লুকাস, ম্যাকর্কাথি, কলিন্স এবং এখন লিন্ডকুইয়িস্ট! না। এটা হতে পারে না। এটা অসম্ভব। হঠাৎ তার মনে পড়ে তিনি এখনও ভর্তি বিভাগ খোঁজ নেন নি। ফোন তুলে নিয়ে, তিনি বিস্মিত হলেন যখন এটা চারবার রিং হওয়ার পর উত্তর এল। কিন্তু যে মহিলাটিকে তিনি এই কেসের জন্য খুঁজছেন সে পাঁচটায় চলে গেছে এবং পরবর্তী দিন আটটার আগে তিনি ফিরবেন না। এবং সেখানে এমন কেউ নেই যে তাকে সাহায্য করতে পারে। ফিলিপস রিসিভারটা ঠকাস করে রেখে দিলেন।

'ধুত্তোরি!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তিনি তার টুল থেকে উঠে পড়লেন এবং হাঁটতে শুরু করলেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ম্যাকর্কাথির ব্রেনের যে সেকশনটা তিনি ক্যাবিনেটে রেখেছিলেন সেটার কথা।

ডার্ক রুমে তিনি টেকনিশিয়ানের জন্য অপেক্ষা করছেন যে কিছু জরুরি বিভাগের ফিল্ম প্রসেসিংয়ের কাজ করছে। যখন তার কাজ করা হয়ে গেল, মার্টিন কেবিনেটটা খুললেন এবং ফিল্মটা তুলে নিলেন। সেই সাথে এখন শুকিয়ে যাওয়া ব্রেনের সেকশানটা। তিনি জানেন না স্পেসিমেনটা নিয়ে কি করবেন, তিনি এটাকে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে এ অধ্যায় শেষ করে দিলেন। প্রিন্ট না করা ফিল্মগুলো ডেভেলপারের কাছে চলে গেল।

মার্টিন হলওয়ের কাছে দাড়িয়ে রইলেন যেখানের স্লটে তার ফিল্মগুলো বের হবে। মার্টিন বিস্মিত হবেন যদি ক্রিস্টিনের এই লাপাত্তা হয়ে যাওয়াটা কোনো আরেকটা কাকতালীয় ঘটনার সম্ভবনা হয়ে থাকে। এবং যদি এটা সেটা না হয়, তাহলে এটার মানেটা কি দাঁড়াবে? আরো গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সেখানে কি করতে পারেন?

যখন এক্স-রে ফিল্মটা ধারকের অংশে পড়ে মার্টিন ধারণা করেছিল ফিল্মটা পুরোপুরি অন্ধকার বা কালো আসবে। সুতরাং তিনি যখন এটাকে নিয়ে ভিউয়ারে রাখলেন, তিনি শকড হলেন।

'হায় খোদা!' তার মুখ অবিশ্বাসে হা হয়ে গেল। ব্রেন স্লাইসের নির্দিষ্ট জায়গাটায় একটা স্বচ্ছ এরিয়া। ফিলিপস জানেন সেখানে মাত্র একটাই সাম্ভাব্য কারণ।

রেডিয়েশন!

তেজস্ক্রিয় পদার্থ!

BanglaBook.org

এক্স-রেতে ঘনত্বের অস্বাভাবিকতাটা আসছিল তাহলে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন হওয়ার জন্য।

ফিলিপস নিউক্লিয়ার মেডিসিন বা পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়ার পুরোটা পথ দৌড়ে গেলেন। বেটাট্রনের পাশের ল্যাবটাতে, তিনি যেটা খুঁজছিলেন সেটা পেয়ে গেলেন। একটা রেডিয়েশন ডিটেকটর এবং একটা স্টোরেজ বক্স। তিনি সেই বক্সটা তুললেন কিন্তু এটা এমন কিছু ছিল না তিনি যেটায় আগ্রহী বয়ে নিয়ে যাওয়ার সুতরাং তিনি এটা গারনীতে রাখলেন।

তার প্রথম গন্তব্য হলো অফিস। ব্রেনসহ জারটা খুবই উত্তপ্ত সুতরাং তিনি কিছু রাবার এটার চারপাশে জড়িয়ে লিড বক্সের মধ্যে রাখলেন। তিনি সেই নিউজ পেপারটাও খুঁজে পেলেন যেটাতে তিনি ব্রেন রেখেছিলেন এবং সেটাকেও বক্সের মধ্যে রাখলেন। তিনি এমনকি যে ছুরিটা দিয়ে ব্রেনটাকে কেটে ছিলেন সেটাও খুঁজে পেলেন এবং সেটাও বক্সের মধ্যে ভালোভাবে রেখে দিলেন। তারপর রেডিয়েশন ডিক্টেটর দিয়ে রুমের চারিদিকে খুঁজলেন। এটা পরিষ্কার।

ডার্করুমে এসে, ফিলিপস ময়লার ঝুড়িটা পেয়ে গেলেন এবং এটার ভেতরের নষ্ট জিনিসগুলো বক্সের মধ্যে রাখলেন। তারপর আবার ময়লার বাস্কেট তুলে পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি সন্তুষ্ট। তারপর অফিসে ফিরে গিয়ে তিনি তার রাবার গ্লোভসগুলো তুলে নিলেন। সেগুলোকে বক্সে ছুঁড়ে ফেললেন এবং তারপর বক্সটা সিলগালা করে দিলেন। তিনি রেডিয়েশন ডিটেক্টর দিয়ে রুমটাকে আবার পরীক্ষা করলেন এবং সন্তুষ্ট হলেন। তার পরবর্তী পদক্ষেপ ডজিমিটার থেকে তার ফিল্মগুলো নেয়া এবং এগুলোকে প্রসেসিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা। তিনি জানতে চান প্রকৃতপক্ষে কতটুকু রেডিয়েশন ব্রেন স্পেসিমেন থেকে গ্রহণ করেছেন।

তার সকল প্রকার জ্বর জ্বর ভাবের শারীরিক সমস্যার মধ্যে, মার্টিন চেষ্টা করছেন সকল ঘটনার মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে।

পাঁচজন তরুণী, পূর্ব ধারণা মোতাবেক, সবাই তাৎপর্যপূর্নভাবে তাদের মস্তিস্কের ভিতর দিয়ে উচ্চ মাত্রার রেডিয়েশন প্রবাহিত হয়েছে এবং হতে পারে তাদের শরীরের অন্য অংশের মধ্য দিয়ে... স্নায়ুবিক উপসর্গগুলো একটা অবস্থার দিকে দিক নির্দেশ করে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস... সকলেই গাইনীকোলজিক্যাল সমস্যা আছে এবং এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার।

ফিলিপসের কাছে এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু তার কাছে এটা মনে হচ্ছে যে তেজস্ক্রিয়তাই হচ্ছে এই ঘটনাগুলোর মূল কারণ। তিনি জানেন যে উচ্চ মাত্রার সাধারণ রেডিয়েশন সারভাইকাল কোষের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সেখানে এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার হতে পারে। কিন্তু এটা তার কাছে অদ্ভুত মনে হয় সবগুলো কেসেই এটিপিক্যাল স্মেয়ার আছে। তাছাড়া আবার এটা দেখে ব্যাখ্যা করা কঠিন যে একটা নির্দিষ্ট কাকতালীয় ব্যাপার ঘটছে। এখনও পর্যন্ত এগুলোর কি ব্যাখ্যা হতে পারে।

যখন পরিষ্কার করা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল, ফিলিপস কলিন্স এবং ম্যাকর্কাথির

BanglaBook.org

ইউনিট নাম্বার লিখে নিলেন এবং লিস্ট দেখে তাদের গাইনীর ভিজিটের তারিখও লিখলেন। তারপর তিনি দ্রুত প্রধান করিডোর দিয়ে রেডিওলজির দিকে এলেন এবং সরাসরি প্রধান এক্সরে রিডিং রুমের ভেতর দিয়ে চলে এলেন। এলিভেটরে তিনি নিচে নামার বাটন চেপে দিলেন গুরুত্বসহকারে। তিনি বুঝতে পারছেন ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্ট এখন টাইম বোমার সাথে হাটছে। মেয়েটার মাথার ভেতর দিয়ে রেডিয়েশন চলে যাওয়ার কারণে যেটা নিয়মিত এক্সরে দেখাচ্ছে, সেখানে অনেকখানি অংশ জুড়ে সংঘটিত। এবং তাকে খুঁজে পেলে, মার্টিনের দৃঢ় বিশ্বাস গত সপ্তাহের সকল প্রকার ধাঁধার তিনি সঠিক সমাধান পেয়ে যাবেন। তার বিস্ময় বাড়িয়ে দিয়ে তিনি দেখেন বেনজামিন বারনেস তার কাজের টুলে বসে। এই প্যাথলজি রেসিডেন্টের হয়তো একটা সুন্দর ব্যক্তিত্ব নেই, কিন্তু মার্টিন তার কাজে আত্মউৎসর্গ করাটাকে সমীহ করে।

'কি আপনাকে গত দুরাত এখানে টেনে নিয়ে আসছে? কোন জিনিসটা ?' রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করল।

'পাপস স্মেয়ারস।' ফিলিপস নিরাসক্ত গলায় বললেন।

'আমার মনে হয় আপনি একটা জরুরি স্লাইড আমার কাছে রিড করার জন্য দিয়েছিলেন।' বারনেস বিদ্রুপাত্মক স্বরে বলল।

'না। আমি শুধু কিছু ইনফরমেশন চেয়েছিলাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম রেডিয়েশন কোনো এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার ঘটিয়ে থাকে কিনা?'

বারনেস উত্তর দেয়ার আগে এক মুহূর্ত ভাবল। 'আমি কখনও রেডিওলজির ডায়াগনসিসে এটার কথা শুনিনি, কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে রেডিওথেরাপী সারভাইকাল কোষের উপর প্রভাব ফেলে এবং তারপরে পাপস স্মেয়ারেও।'

'যদি আপনি কোন এটিপিক্যাল সিমার কেস দেখতে পান, আপনি কি আমাকে বলবেন যদি এটা রেডিয়েশনের কারণে হয়?'

'সম্ভবনা আছে।' বারনেস বলল।

'মনে রাখবেন যে স্লাইডগুলো আপনি গত রাতে আমার জন্য দেখে দিয়েছিলেন?' ফিলিপস বলে চলে। 'ব্রেন সেকশান। সেই নার্ভ-সেলগুলোর নষ্টতা কি রেডিয়েশনের কারণে হতে পারে?'

'আমার এটা নিয়ে এক প্রকার সন্দেহ আছে,' বারনেস বলল। 'রেডিয়েশনের একটা টেলিস্কোপিক উদ্দেশ্য আছে। সেগুলো অনেক জায়গা জুড়ে হয়। কিন্তু নষ্ট নার্ভ-সেলগুলোর পাশেরগুলো দেখতে ভালোই আছে দেখা যায়।'

ফিলিপের মুখ ফাঁকা হয়ে গেল যখন তিনি চেষ্টা করছেন ঘটনাগুলোর কথা। রোগীটা প্রচুর রেডিয়েশন শোষণ করেছে যেটা এক্সরে দেখাচ্ছে, এখনও একটা সেলুলার লেভেলে, একটা কোষ পুরোপুরি চলে গেছে কিন্তু তার ঠিক পাশেরটা পুরোপুরি ঠিক আছে।

'পাপস স্মেয়ারের স্পেসিমেন কি সংরক্ষণ করা হয়?' তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

'আমি সেটাই মনে করি। কমপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু এখানে নয়। সেগুলো সাইটোলজি ল্যাবে। যেটা ব্যাংকের সময়ের সাথে মিল রেখে চলে। তারা সকাল নয়টার পর খোলে।'

'ধন্যবাদ,' ফিলিপস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন। তিনি বিস্মিত যদি তিনি ল্যাবে যেয়ে চেষ্টা করতেন। সম্ভবত যদি তিনি রেনল্ডস ডাকেন। তিনি প্রায় বেরুনোর মুখে যখন তিনি অন্য কোনো কিছু ভাবছেন।

'যখন তারা পাপস স্মেয়ার রিড করে, তার ফলাফলটা কি চার্টে শ্রেণীবিভাগ সহ দিয়ে দেয় অথবা তারা কি প্যাথলজি বর্ণনা করে?'

'আমি সেটাই মনে করি,' বারনেস বলল, 'ফলাফলটা টেপ রেকর্ডারে ধারণ করা হয়। যেটা আপনার দরকার সেটা হলো রোগীর ইউনিট নাম্বার এবং তারপর আপনি রিপোর্টটা পড়তে পারবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' ফিলিপস বললেন। 'আমি জানি আপনি অনেক ব্যস্ত সুতরাং আপনি আপনার সময়ের মূল্যের প্রশংসা করি।'

বারনেস সম্মতিসূচক হালকা মাথা নিচু করলে, তারপর আবার তার চোখ মাইক্রোস্কোপে রাখল।

প্যাথলজির কম্পিউটার টার্মিনাল ল্যাব থেকে পৃথক করা, যেখানে এক সারি রুম ডিভাইডার দিয়ে আলাদা আলাদা করা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মার্টিন একটা ইউনিটের সামনে বসে পড়েন। এটা রেডিওলজির মতো প্রায় একই রকম দেখতে। একটা বিশাল টিভির মতো স্ক্রিন সরাসরি কিবোর্ডের পিছনে। পাঁচজন রোগীর তালিকা নিয়ে, ফিলিপ একে একে নামগুলো কি বোর্ডে টাইপ করতে থাকেন।

ক্যাথেরিন কলিন্স, তারপর তার ইউনিট নাম্বার এবং পাপস স্মেয়ার করার কোর্ড নাম্বার। সেখানে এক মুহূর্তের বিরতি, তারপর স্ক্রিনের উপর কিছু ভেসে উঠতে থাকে, যেন মনে হয় কেউ একজন টাইপ করছে। প্রথমে এটা বানান করে ক্যাথেরিন কলিন্স বেশ দ্রুততার সাথে লেখেন, তারপর একটু নিরবতা। তারপর প্রথম পাপস স্মেয়ারের সহ লেখা উঠে আসে :

পর্যাপ্ত স্মেয়ার, ভালো অবস্থান এবং পর্যাপ্ত স্টেনিং।
কোষগুলো স্বাভাবিক ম্যাচুরিটি দেখাচ্ছে এবং
ভিন্নতাও। ইস্ট্রোজেনের প্রভাব স্বাভাবিক : ০/২০/৮০।
কয়েকটা ক্যানডিডা জীবাণু পাওয়া গেছে।
নৈর্ব্যক্তিক।

BanglaBook.org

ফিলিপস প্রথম স্মেয়ারের তারিখটা পরীক্ষা করে দেখেন যখন যন্ত্রটা পরবর্তী রিপোর্ট বানান করে লিখতে থাকে। তারিখটা ফিলিপস যে তারিখ লিখে নিয়েছিলেন সেটাই

আসে। কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে, ফিলিপ অবিশ্বাস্যভাবে দেখেন কলিন্সের দ্বিতীয় পাপস স্মেয়ারও নেগেটিভ এসেছে।

ফিলিপস স্ক্রিন পরিষ্কার করেন এবং দ্রুত এলেন কোহেনের নাম, তার ইউনিট নাম্বার এবং উপযুক্ত কোর্ড প্রবেশ করান। তিনি অনুভব করতে থাকেন তার পাকস্থলীর মধ্যে একটা গিট্টু লেগে গেছে, যখন এটা তথ্যগুলো বানান করে লিখতে থাকেন।

এটা আগের মতোই-নেগেটিভ।

যখন তিনি নিচের সিঁড়ির কাছে ফিরে যান, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি শিখেছেন যেগুলো চার্টে লেখা থাকে সেটা বিশ্বাস করতে, বিশেষত ল্যাবরেটরি রিপোর্টের ক্ষেত্রে। সেখানে কিছু তথ্য আছে যেগুলো রোগীর উপসর্গ এবং ডাক্তারের অভিব্যক্তি একই। ফিলিপস জানেন, সেখানে একটা সুযোগ আছে যে ল্যাবরেটরির রিপোর্টগুলো ভুল হতে পারে। যেটা তিনি ধারণা করছেন, জানেন সেখানে একটা সম্ভবনা আছে যেটা এক্স-রের ক্ষেত্রে হয়তো বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু খুব কম সম্ভবনা ভুল হওয়ার। সেটা বোঝায় কোনো এক ধরনের দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র এবং ফিলিপস এটাকে খুব ব্যক্তিগতভাবে নেন।

তার ডেস্কে বসে, মার্টিন তার হাত মাথায় রাখেন এবং চোখ ডলেন। তার প্রথম ইচ্ছেটা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে জানানো, কিন্তু সেটা মানেই হলো স্টানলি ড্রেক এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটার বিপরীতে থাকার। ড্রেকের রেসপন্সটা হবে এটাকে যাতে কোনোভাবে পেপারওয়ালারা না জানতে পারে বা না বের হয়। এটাকে পুরোপুরি মাটি চাপা দিয়ে দাও। পুলিশ!

মনে মনে তিনি একটা কথোপকথন ঠিক করে নেন :

হ্যালো, আমি ডা. মার্টিন ফিলিপস এবং আমি এটা রিপোর্ট করতে চাই যে কিছু একটা হাস্যকর ব্যাপার হবসন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে ঘটে চলেছে। মেয়েরা পাপস স্মেয়ারের জন্য যায় যেটা স্বাভাবিক থাকে কিন্তু চার্টগুলোতে সেটা অস্বাভাবিক হিসেবে আসে।'

ফিলিপস তার মাথা দুদিকে নাড়লেন। এটা খুবই হাস্যকর শোনাচ্ছে। না, পুলিশের জড়িত হওয়ার আগে তার আরো তথ্য দরকার। তার অনুভূতিতে বলছে তিনি অনুভব করেন রেডিয়েশন এখানে জড়িত, যদিও এটার কোনো কারণ দেখানো যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, রেডিয়েশন অস্বাভাবিক পাপস স্মেয়ার তৈরি করতে পারে এবং ফিলিপের কাছে এটা মনে হয় যদি কেউ একজন রেডিয়েশন আবিষ্কারের ব্যাপারটা এড়িয়ে যায়, তারা হয়তো রিপোর্ট করবে এটিপিক্যাল পাপস স্মেয়ার স্বাভাবিক, কিন্তু বিপরীত দিকে কিছু নয়।

ফিলিপস আবার মৃতদেহ রক্ষকের কথা ভাবলেন। গত সন্ধ্যেয় তাদের সেই সাক্ষাতের পর, মার্টিনের বিশ্বাস জন্মেছে ওর্য়েনার যেটা বলতে চায় না তার চেয়ে সে অনেক বেশি কিছু লিসা ম্যারিনোর সম্বন্ধে জানে। সম্ভবত একশত ডলার খুব বেশি কিছু হচ্ছে না। হতে পারে ফিলিপের আরো বেশি অফার করতে হবে। সর্বোপরি, এই

BanglaBook.org

ব্যাপারটা আর একাডেমিক দিকে রাখা যাচ্ছে না।

মার্টিন বুঝতে পারলেন সফলভাবে ওর্য়েনারের সাথে আলোচনা মর্গে চালালে ব্যাপারটা অসম্ভব হবে। চারদিকে মৃতদেহের পাশে থেকে, ওর্য়েনার যেন সেগুলোর উপাদান হয়ে যায়। যদি ওর্য়েনার তার সাথে অন্য কোথাও কথা বলে তাতে মনে হয় কাজ হতে পারে। ফিলিপস তার ঘড়ির দিকে তাকান। এখন এগারোটা পঁচিশ। ওর্য়েনার অবশ্যই রাতের শিফটে কাজ করে। চারটে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। জোর করে মার্টিন সিদ্ধান্ত নেন তিনি ওর্য়েনারকে অনুসরণ করবেন তার বাড়ি পর্যন্ত এবং তাকে পাঁচশ ডলার অফার করবেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ডেনিসের নাম্বারে ফোন করলেন।

একটা ঘুমন্ত কণ্ঠস্বর উত্তর দেয়ার আগে ফোনটা ছয়বার বেজে গেল।

'তুমি কি আসছ?' ডেনিসের ঘুম ঘুম কণ্ঠস্বর।

'না,' ফিলিপস এড়ানো স্বরে বললেন। 'আমি কোনো একটা বিষয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে এবং আমি এটাকে ধরে রাখতে চাচ্ছি।'

'এখানে তোমার জন্য সুন্দর উষ্ণ জায়গা রেখেছি।'

'আমরা এটাকে এই সপ্তাহের উইক-এন্ডের জন্য জমা রাখি। সুইট ড্রিমস।'

মার্টিন তার গাঢ় নীল স্কি পার্কা ক্লসেট থেকে বের করলেন এবং সেটার পকেট থেকে গ্রীক ক্যাপ্টেন ক্যাপ নিলেন। এখন এপ্রিল কিন্তু ভেজা আবহাওয়া উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়ে আনছে এবং সেটা হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

তিনি জরুরি বিভাগের মধ্য দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। পার্কিং এরিয়ায় তার গাড়ির কাছে চলে এলেন। কিন্তু সেটার পরিবর্তে তিনি হেটে রাস্তায় ওঠেন। তিনি ডান দিকে মোড় নেন। প্রধান হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের গোলাকৃতির কোণা দিয়ে এবং দক্ষিণ দিকের *ব্রানার চিলড্রেনস হাসপাতালের* গা ঘেষে। পঞ্চাশ গজ পরে এটা মেডিকেল সেন্টারের কোর্টইয়ার্ডে যায়।

মেডিকেল সেন্টারের এই দিকটাতে এসে ফিলিপস গোল্ডব্লাটের অফিসের সেই উয়ংটা দেখতে পান। যেটা একটা ল্যান্ডমার্ক হিসেবে নিয়ে তিনি কোথায় সেটা বুঝতে পারেন। এটার মাত্র পঁচিশ ফিট দূরেই মর্গ অবস্থিত। হাসপাতাল কখনও এটা বিজ্ঞাপিত হতে দিতে চায় না যে হাসপাতাল মৃত্যু নিয়ে কারবার করে। এজন্য মৃতদেহগুলো চুপি চুপি লোকচুক্ষুর আড়াল থেকে এদিকটা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মার্টিন দেয়ালের গায়ের দিকে সরে এলেন এবং দুহাত পকেটের ভেতর দিয়ে দেয়াল ঘেষে দাঁড়ালেন। যখন তিনি অপেক্ষা করছেন তিনি চেষ্টা করছিলেন সেই ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি মনে করতে যখন থেকে কেনেথ রবিন লিসা ম্যারিনোর এক্স-এক্স-রেতে হাত দিয়েছে। এটা কখনও দুইটা দিন শেষ হয় নি। যদিও মনে হচ্ছে যেন দুই সপ্তাহ গত হয়ে গেছে। প্রাথমিক উত্তেজনা, যেটা দেখে মনে হচ্ছিল রেডিওলজিক্যাল অস্বাভাবিকতা, সেটা এখন একটা ভয়ানক শূন্যতার, ভয়ের রূপ নিয়েছে। তিনি এরই মধ্যে প্রায় বের করে ফেলেছেন হাসপাতালে কি ঘটে চলেছে। এটা এমন যেন তার

BanglaBook.org

নিজের পরিবারের অসুস্থতা। চিকিৎসাবিজ্ঞান তার জীবন। যদি এটা ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের ব্যাপারে তার কর্তব্য না হতো, তিনি আশ্চর্যান্বিতভাবে হয়তো তিনি গোটা ব্যাপারটাই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, যেটা তিনি জেনেছেন। গোল্ডব্লাটের সেই পেশাগত আত্মহত্যার অপবাদের কথা এখনও তার কানে বাজে।

ওর্য়েনার তার শিডিউল মতোই বের হলো, তার পেছনের দরজাটা ঠিক মতো বন্ধ করে। ফিলিপস সামনের দিকে ঝুঁকলেন এবং তার চোখের উপর হাত দিয়ে অর্ধআলোয় দেখার চেষ্টা করলেন এটাই সত্যিই ওর্য়েনার কি না।

ওর্য়েনার তার পোশাক পরিবর্তন করে ফেলেছে। সে এখন পরেছে গাঢ় স্যুট, সাদা শার্ট এবং টাই। মার্টিনকে বিস্মিত করে দিয়ে মৃতদেহ রক্ষককে একজন সফল বণিকের মতো দেখায়, যিনি তার বুটিক আজ রাতের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। মৃতদেহ রক্ষকের ভয়াল মুখ, যেটা মর্গের মধ্যে শয়তানের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, এখন মানুষটাকে একজন অভিজাত ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে।

ওর্য়েনার ঘুরে দাঁড়ায় এবং এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করতে থাকে। একটা হাত বাড়িয়ে দেয় বাইরের দিকে যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে কিনা বোঝার জন্য। সন্তুষ্টচিত্তে, সে রাস্তায় নামে। তার ডান হাতে সে একটা কালো ব্রিফকেস নেয়। তার অন্য হাতে মাথায় ছাতা ধরে হাঁটতে থাকে।

একটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করে, মার্টিন লক্ষ্য করেন ওর্য়েনারের অদ্ভুত চলার ভঙ্গি। সে খোঁড়া বা পা টেনে হাঁটছে না। এটা এক পায়ে লাফ দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু, যদি কারো একটা পা বেশি শক্তিশালী অন্যটা কম হয় তেমনটি। কিন্তু সে খুব দ্রুত যেতে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট তালে।

মার্টিনের আশা ওর্য়েনার হাসপাতালের কাছাকাছি কোথাও বাস করবে। লোকটা কোণা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল এবং একটা সাবওয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ বাড়িয়ে ফিলিপস দুজনের মধ্যের ব্যবধানটা ছোট করে নিল। একই সাথে তিনিও আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি ওর্য়েনার দেখতে পাচ্ছিলেন না। যখন তিনি ঘুরে কোণার দিকে গেলেন, তিনি দেখতে পেলেন ওর্য়েনারের মাথা নিচের প্ল্যাটফর্মের ওখানে।

ময়লার বাক্স থেকে একটা পত্রিকা টেনে তুলে, ফিলিপস পড়ার ভান করতে থাকেন। ওর্য়েনার মাত্র তিরিশ ফিট দূরে। প্লাটফর্মের একটা প্লাস্টিক চেয়ারে বসে আছে। ওর্য়েনার একটা বুক খুলে বসল, যেটার উপর লেখা *'দাবা খেলার কলাকৌশল'*। মৃদু আলোয়, ফিলিপ লোকটার রুচির প্রশংসা করলেন। তার গাঢ় নীল স্যুট যেটা এডওয়ার্ড স্টাইলের, পাশ দিয়ে কাটা। তার চুলগুলো খুব সুন্দর করে ব্রাশ করা, তাকে দেখে মনে হয় যেন পার্সিয়ান জেনারেল। যে জিনিসটা তার গোটা অভিব্যক্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য সেটা তার জুতো জোড়া। সেগুলো খুব খারাপভাবে ছিড়ে গেছে এবং পালিশের দরকার।

হাসপাতালের শিফটা কেবল পরিবর্তিত হলো। সাবওয়ে প্ল্যাটফর্মটা নার্স, সাপ্লাইয়ার এবং টেকনিশায়ন দ্বারা ভরে যেতে থাকে।

BanglaBook.org

ডাউনটাউন এক্সপ্রেসটা ঝড় তুলে স্টেশনে আসে। ওর্য়েনার উঠে ট্রেনে উঠে পড়ে এবং ফিলিপস তাকে অনুসরণ করেন। মৃতদেহ রক্ষক ট্রেনে উঠে এমন ভাবে বসে পড়ে যেন কোনো মুর্তি, বই তার সামনে। সে গভীর মনোযোগের সাথে বইয়ের এপাতা ওপাতা উল্টে যাচ্ছে। তার ব্রিফকেস দুপায়ের হাঁটুর মাঝখানে ধরে রাখা। ফিলিপস বগিটার অর্ধেক দূরে বসে একজন সুর্দশন স্পানিশ লোকের সাথে, যে পলিস্টারের স্যুট পরে আছে।

প্রতিটি স্টপেজে মার্টিন নামার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু ওর্য়েনার কখনও নামে না। যখন তারা উনষাট নাম্বার স্ট্রিটের পাশ দিয়ে যায়, ফিলিপস সতর্ক হয়ে পড়ে। সম্ভবত ওর্য়েনার সরাসরি বাসায় ফিরে যাচ্ছে না। তিনি স্বস্তি পান যখন শেষ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ নম্বর স্ট্রিটে মৃতদেহ রক্ষক নেমে পড়ে। এটা এখন আর কোনো প্রশ্নের বিষয় নয় যে মৃতদেহ রক্ষক বাড়িতে যাচ্ছে কি না। এখন এটা প্রশ্ন হলো কতক্ষণ ধরে সে মৃতদেহ রক্ষকের পিছনে পিছনে ঘুরবে। ফিলিপসের নিজেকে গাধার মতো লাগে এবং অনুৎসাহী মনে হয়।

রাতের মানুষগুলো প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এই সময় এবং হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা সত্বেও, বিয়াল্লিশ নাম্বার স্ট্রিটে যেন প্রাণের মেলা বসেছে। ছোট ছোট পোশাকের রাতের মেয়েগুলোর পাশ কাটিয়ে অবজ্ঞা করে ওর্য়েনার এগিয়ে যেতে থাকে। মানুষগুলো একে অন্যের সাথে জড়াজড়ি করে পর্নোগ্রাফিক মুভি হাউজ এবং বইয়ের দোকানগুলোতে ভিড় জমিয়েছে। তিনি পৃথিবীর মানুষের মনোদৈহিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে থাকেন। ফিলিপসের জন্য এটা ভিন্ন জগৎ। এটা এমন যেন ভিন গ্রহে চলে এসেছেন। চারদিকের এসব নগ্নতা, সেক্স সব এড়িয়ে ফিলিপস ওর্য়েনারকে নজরে রেখেছেন। একটু এগিয়ে তিনি দেখেন ওর্য়েনার দ্রুত বেগে ঘুরে গেল এবং একটা পর্নোগ্রাফিক বইয়ের দোকানে ঢুকে গেল।

মার্টিন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ওর্য়েনারকে এই জঘন্য কাজের জন্য এক ঘণ্টা সময় দেবেন। এই সময়ের মধ্যে এই হারামজাদা যদি তার এপার্টমেন্টে ফিরে না যায়, তিনি বাদ দেবেন। একা একা অপেক্ষা করতে যেয়ে মার্টিন আবিষ্কার করেন, তিনি নিসংগ লোকদের, পথচারীদের এবং বাইরের ভিক্ষুকদের কবলে পড়েছেন। তারা তাকে খুব করে অনুরোধ করে এবং তাদেরকে এড়াতে ফিলিপ তার মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং সেই বইয়ের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

ভেতরে ঢুকেই সিলিংয়ের কাছেই একটা ব্যালকনি, সেখানে সোনালি চুলের, খুব সুর্দশনা তরুণী যে ফিলিপের দিকে উকি দিতে থাকে। মেয়েটার চোখ মার্টিনের উপর ঘুরতে থাকে। তার চোখের দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, নিজেকে এমন একটা জায়গায় যেখানে যে কেউ তাকে দেখলে বিব্রত হবে, তিনি কাছের কক্ষটার দিকে যান। ওর্য়েনার সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

একজন খরিদ্দার ফিলিপসকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় তার এক হাত দিয়ে মার্টিনের পিছন দিকটাতে হাত বুলিয়ে গেল। এখনও মানুষটা তার পাশ দিয়ে পুরোপুরি চলে যায়নি মার্টিন বুঝতে পারলেন কি ঘটছে। এটা তাকে অসুস্থ করে তোলে এবং তিনি

BanglaBook.org

প্রায় চিৎকার দিয়েই উঠছিলেন, কিন্তু যে জিনিসটা শেষে তিনি করতে চাইলেন সেটা তার দিকে মনোযোগ আর্কষণ।

তিনি দোকানটার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন নিশ্চিত হতে ওর্য়েনার কোনো বিশাল বুক শেলভ অথবা ম্যাগাজিন র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়ে নেই। লাল-চুলো বিশাল বক্ষা মহিলাটি প্রতিটি মুহূর্তে ফিলিপসের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে। সুতরাং তার সন্দেহ এড়াতে তিনি একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন একটা প্লাস্টিক দিয়ে র‍্যাপিং করা। তিনি এটা আগের জায়গায় রেখে দিলেন। এটার প্রচ্ছদে দুজন পুরুষ মানুষ এক্রোবেটদের মতো জড়িয়ে ধরে আছে।

হঠাৎ, ওর্য়েনার দোকানের পিছন দিকের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এবং ফিলিপসের পাশ কাটিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘুরে কিছু পর্নোগ্রাফিক ভিডিও ক্যাসেটের দিকে গেল। কিন্তু ওর্য়েনার ডানে বায়ে কোনো দিকে তাকাল না। এটা এমন যেন সে অন্ধ হয়ে গেছে। সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মার্টিন এতটাই দেরি করছিলেন তিনি ভাবলেন হয়তো তিনি ওর্য়েনারকে হারাতে চলেছেন। তিনি এটা মোটেই বুঝতে দিতে চান না যে তিনি ওই মানুষটাকে অনুসরণ করছেন। কিন্তু তিনি এত উত্তেজিত, ব্যালকনির উপরের মহিলাটি ঝুঁকে পড়ল এবং তাকে দরজার বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখল। সে জানে তিনি কোনো কিছুর উপর নজর রেখে চলেছেন।

রাস্তায় পৌঁছে, ফিলিপস দেখতে পেলেন ওর্য়েনার একটা ট্যাক্সিক্যাব নিচ্ছে। ভয় পেলেন এত কিছু করার পর তিনি হয়তো ওর্য়েনারকে হারিয়ে ফেলবেন। ফিলিপস রাস্তায় নেমে পড়েন এবং পাগলের মতো ক্যাবের জন্য হাত নাড়তে থাকেন।

একটা ক্যাব তার সামনে রাস্তার উপর থামে এবং একটু থামতেই সেটাতে এক প্রকার লাফ দিয়ে উঠে পড়েন।

'বাসের পিছনের চেকার ক্যাবটা অনুসরণ করুন।' ফিলিপ উত্তেজিত স্বরে বললেন।

ক্যাবের ড্রাইভার শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'চালান।' ফিলিপ জোর দেন।

মানুষটা দুকাঁধ নেড়ে শ্রাগ করে এবং ক্যাবের গিয়ার তোলে।

'আপনি কোনো রকমের পুলিশের লোক?'

মার্টিন উত্তর দেন না। তিনি অনুভব করেন যত কম কথাবার্তা ততই ভালো। ওর্য়েনার বায়ান্ন নাম্বার স্ট্রিটের দ্বিতীয় এভিনিউতে যায়। মার্টিন একশ ফিট দূরে নেমে পড়ে একটা কোণের দিকে এবং ব্লকের শেষ মাথায় দৌড়ে যান, ওর্য়েনারের দিকে নজর রেখে। তিন দরজা পর ওর্য়েনার একটা দোকানে ঢুকে পড়ে।

এভিনিউটা অতিক্রম করে মার্টিন দোকানটার দিকে নজর দেন। এটাকে বলা হয় ***'সেক্সুয়াল সরঞ্জামাদি,'*** এটা বিয়াল্লিশ নম্বার স্ট্রিটের পর্নোগ্রাফিক বইয়ের দোকানের চেয়ে অনেক ভিন্ন। এর বাইরেরটা খুব কনজারভেটিভ। চারদিকে তাকিয়ে, ফিলিপস লক্ষ্য করেন এটা অবস্থিত এন্টিক শপ, ফ্যাসানেবল রেস্টুরেন্ট এবং ব্যয়বহুল বুটিকের

BanglaBook.org

দোকানগুলোর সাথে। দেখেই বোঝা যায় এই এপার্টমেন্ট ভবনগুলো সব মধ্যবিত্তের। এটা খুব ভালো প্রতিবেশিসুলভ।

ওর্য়েনার আরেকজন মানুষের সাথে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটা খুব হাসছে এবং তার একটা হাত ওর্য়েনারের কাঁধের উপর। ওর্য়েনার হাসে এবং লোকটার সাথে হ্যান্ডশেক করে লোকটা চলে যাওয়ার আগে। তারপর সেকেন্ড এভিনিউ ধরে হাঁটতে থাকে। ফিলিপস তার পিছনে লাগেন একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

যদি তার কোনো রকম যোগাযোগ থাকে ওর্য়েনারের অনুসরণ করার, তাহলে তিনি সবগুলো জায়গাই দেখে এসেছেন। কিন্তু ওর্য়েনারের অন্য আইডিয়া আছে। সে থার্ড এভিনিউ অতিক্রম করে, তারপর সে পঞ্চান্ন নাম্বার সিস্ট্রের দিকে যায়। সেখানে সে একটা ছোট বিল্ডিংএ ঢোকে যেটা কাচ এবং সিমেন্টের তৈরি। এটা একটা সেলুন যেটা দেখতে সেই ১৯২০ সালের ফটোগ্রাফের মতো।

নিজের সাথে তর্ক করে, মার্টিন তাকে অনুসরণ করেন, ভীত যদি তিনি ওর্য়েনারকে চোখে চোখে না রাখেন তাহলে তাকে হারিয়ে ফেলবেন। ফিলিপেসর বিস্ময় এই সময়েও সেলুনের ভেতর পর্যাপ্ত খরিদ্দার। তিনি ভেতরে ঢুকে পড়েন। এটা একটা জনপ্রিয় সিঙ্গেল বার। আবারও ফিলিপসের কাছে অপরিচিত।

ভিড়টার মধ্যে ওর্য়েনারকে খুঁজে, ফিলিপ চমকে ওঠেন তার ঠিক বাম দিকেই ওর্য়েনারকে দেখে সে এক মগ বিয়ার হাতে ধরে আছে এবং সুন্দরী সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ফিলিপস হ্যাটটা আরেকটু মাথার উপরে চেপে বসিয়ে দেন যাতে তার মুখটা একটু ঢাকা পড়ে।

'আপনি কি করেন?' সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করে, চেঁচিয়ে বলে যাতে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

'আমি একজন ডাক্তার,' ওর্য়েনার বলল, 'একজন প্যাথলজিস্ট।'

'সত্যিই।' সেক্রেটারী বলল, সে সুস্পষ্টত পুরোপুরি অভিভূত।

'এটার ভালো এবং খারাপ দুই দিকই আছে।' ওর্য়েনার বলল, 'আমি সাধারণত দেরিতে কাজ থেকে ফিরি, কিন্তু হতে পারে আপনি যে কোনো সময় ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন।'

'আমি সেটা পছন্দ করি।' মেয়েটা চেঁচিয়ে বলল।

মার্টিন বারের দিকে এগিয়ে গেলেন বিস্মিত যদি মেয়েটা জানতে পারত সে নিজেকে কার সাথে জড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছে। তিনি একটা বিয়ারের অর্ডার দিলেন। তারপর সেটা নিয়ে দেয়ালের দিকে গেলেন, যেখান থেকে তিনি ওর্য়েনারকে চোখে চোখে রাখতে পারবেন। পানীয়ও চুমুক দিয়ে, মার্টিন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াকে প্রশংসা করল। তার শিক্ষা জীবনের বছরগুলোতে এরকম মাঝরাতে কোনো সিঙ্গেল বারে তিনি কখনও আসতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, যখন ফিলিপস চারদিকে তাকালেন তিনি অভিভূত কত সহজেই না ওর্য়েনার ব্যবসায়ী এবং আইনজীবীদের সাথে মিশে যাচ্ছে।

সুন্দরী সেক্রেটারির ফোন নাম্বার নিয়ে ওর্য়েনার তার বিয়ার শেষ করে, তারপর

BanglaBook.org

বাইরে বেরিয়ে এসে আরেকটা ক্যাব ধরে। মার্টিনকে তার ট্যাক্সিক্যাবের ড্রাইভারের সাথে অনুসরণ করার ব্যাপারে কিছুটা তর্কাতর্কি করতে হয়। কিন্তু পাঁচ ডলারের বিলের চুক্তিতে সেটার সমাধান হয়।

যানবাহনগুলো নিঃশব্দে চলতে থাকে। ফিলিপস শহরতলীর আলো দেখতে থাকেন। ক্যাবের উইন্ডশিল্ডের উইপার বৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছে। তারা সাতান্ন নম্বর স্ট্রিট অতিক্রম করে। তারপর আমস্টারডাম এভিনিউয়ের দিকে যায়। যখন তার বাম দিক অতিক্রম করে ফিলিপস কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চিনতে পারেন। বৃষ্টি যেরকম হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করে থেমে যায়। তারপর তারা আবার ডান দিকে মোড় নেয়। ফিলিপস এগিয়ে আসেন এবং ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেন তারা এখন শহরের কোন অংশে।

'হ্যামিল্টন হাইটস,' ড্রাইভার বলল, বাম দিকের হ্যামিল্টন টেরেসে আসেন এবং ক্যাব আস্তে আস্তে চলে।

সামনে, ওর্য়েনারের ট্যাক্সি থেমে যায়।

ফিলিপস তার ভাড়া মিটিয়ে দেন এবং বেরিয়ে পড়েন।

স্ট্রিটের শেষ মাথায়, হ্যামিল্টন টেরেস। ওর্য়েনার একটা সাদা চুনকাম করা বিল্ডিংয়ের সামনে।

সেই সময়ের মধ্যে ফিলিপস বিল্ডিংয়ের কাছে চলে আসে। তিন তলার জানালায় আলো জ্বলে ওঠে।

লবিতে এসে ফিলিপস সিদ্ধান্ত নেন তিনি সরাসরি ওর্য়েনারের দরজায় যেয়ে নক করবেন না। ডেনিসের এপার্টমেন্টের মতো সেখানে প্রতিটি এপার্টমেন্টের জন্য একটা করে আলাদা আলাদা বাজার আছে। উপরের দিক থেকে তিন নাম্বারে *হেলমুট ওর্য়েনারের* নাম লেখা।

ফিলিপস তার আঙুল বাজারের উপর রেখে দ্বিধা করতে থাকেন। তিনি নিশ্চিত নন গোটা বিষয়টা কোন দিকে যেতে চলেছে সে সম্বন্ধে। তিনি এখনও এমন কি নিশ্চিত তিনি কি বলবেন সেটা নিয়ে, কিন্তু ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের চিন্তা তাকে সাহস জোগাচ্ছে।

তিনি বাটনে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

'আপনি কে?' ওর্য়েনারের কণ্ঠস্বর। খুব শান্ত। একটা ছোট স্পিকারের মধ্য দিয়ে আসছে।

'ডা. ফিলিপস। আমি আপনার জন্য কিছু টাকা এনেছি, ওর্য়েনার। মোটা অংকের টাকা।'

সেখানে কয়েক মুহূর্তের নিরবতা। মার্টিন বুঝতে পারেন তার হৃদস্পন্দন বেড়ে চলেছে।

'আপনার সাথে আর কে?'

'কেউ না।'

BanglaBook.org

সিঁড়ির দরজা খুলে যায় এবং ফিলিপ দরজা ধাক্কা দিয়ে তিন তলার জন্য সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠেন। ওর্য়েনারের দরজার কাছে এসে ফিলিপস শুনতে পান কয়েকটা তালা খোলা হচ্ছে। দরজাটা একটু খানি খোলা হল যাতে ভেতরের রূপালি আলো ফিলিপসের মুখের উপর পড়ে। তিনি সেই ফাঁক দিয়ে দেখেন ওর্য়েনারের গর্তের মধ্যে ঢোকা চোখ জোড়া তাকে দেখছে। লোকটার ভুরু বিস্ময়ে উপরে উঠে গেছে। তারপর একটা শিকল ভেতর থেকে খুলে গেল এবং দরজাটা হঠাৎ করে খুলে গেল।

মার্টিন তাড়াতাড়ি রুমের ভেতর ঢুকে পড়েন, সংঘর্ষ এড়াতে ওর্য়েনারকে পেছনের দিকে সরে যেতে বাধ্য করে । রুমের একেবারে কেন্দ্রে এসে মার্টিন দাঁড়িয়ে পড়েন।

'আমি টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করব না, আমার বন্ধু,' তিনি গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে শান্ত স্বরে বলেন।

'কিন্তু আমি বের করতে চাই লিসা ম্যারিনোর ব্রেনের কি ঘটেছে সেটার ব্যাপারে।' মার্টিন বললেন।

'আপনি কত টাকা দিতে পারবেন?" ওর্য়েনার হাতের মুঠো একবার খুলছে আরেকবার বন্ধ করছে।

'পাঁচশত ডলার,' ফিলিপস বললেন। তিনি চান যে পরিমাণটা এমন শোনাক যাতে বিশ্বাস যোগ্য হয়ে ওঠে, হাস্যকর নয়।

ওর্য়েনার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার মুখ কিছুটা হা হয়ে যায়। দুগাল ভরে যায় হাসিতে। তার দাঁতগুলো ছোট ছোট এবং চারকোণা ধাঁচের।

'আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি একাই এসেছেন?' ওর্য়েনার সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল।

ফিলিপস মাথা উপর নিচ করলেন।

'টাকাটা কোথায়?'

'এই যে এখানে।' ফিলিপ তার বাম বুকপকেটে চাপড় দিয়ে টাকার অবস্থান বোঝালেন।'

'ঠিক আছে,' ওর্য়েনার বলল। ' আপনি কোন বিষয়টি জানতে চান?'

'সবকিছুই।' ফিলিপ বললেন।

ওর্য়েনার তার কাঁধ ঝাঁকাল।

'এটা একটা বিশাল গল্প।'

'আমার হাতে সময় আছে।'

'আমি কেবল মাত্র খেতে যাচ্ছিলাম। আপনি কি আমার সাথে খেতে চান?'

ফিলিপস দুদিকে তার মাথা নাড়লেন। তার পেটের ভেতর টেনশনের গিট্টু লেগে আছে।

'নিজের মতো করে আরাম করুন।' ওর্য়েনার ঘুরে দাঁড়াল এবং তার সেই বিশেষ ভঙ্গিমায় হেটে রান্নাঘরের দিকে গেল। ফিলিপস সেদিকে তাকে অনুসরণ করলেন, চকিতে এপার্টমেন্টের দিকে চোখ বুলালেন। দেয়ালটা লাল ভেটভেটে মোড়ানো,

BanglaBook.org

আসবাবপত্রগুলো ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের। রুমটা বেশ গোছানো, খুব অভিজাত, যেটা আরো অভিজাত করে তুলেছে খুব মৃদু ধাঁচের আলো, যেটা টিফিনে ল্যাম্প থেকে আসছে। টেবিলের উপর ওয়ের্নারের ব্রিফকেস। একটা পোলারয়েড ক্যামেরা, যেটা মনে হয় কেসের মধ্যেই থাকে, ব্রিফকেসের পাশে শোয়ানো, কতকগুলো ছবির পাশেই।

রান্নাঘরটা ছোট একটা সিঙ্কসহ, একটা ছোট স্টোভ এবং একটা রেফ্রিজারেটর, যেটা এমন মার্টিন তার শৈশবের পর আর কখনও তেমনটি দেখেনি। এটা একটা পোর্সেলিনের বক্স উপরে সিলিন্ডার আকৃতির কয়েল। ওর্য়েনার রেফ্রিজারেটর খোলে এবং একটা স্যান্ডউইচ ও এক বোতল বিয়ার বের করে। সিঙ্কের নিচের ড্রয়ার থেকে সে একটা ওপেনার বের করে এবং বিয়ারের মুখ খুলে ফেলে, তারপর ওপেনারটা সেটার জায়গায় রাখে।

বিয়ারটা ধরে রেখে, ওর্য়েনার বলে, 'আপনি কি একটা ড্রিঙ্ক করতে চান?'

ফিলিপস দুদিকে মাথা নাড়েন।

ওর্য়েনার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ফিলিপস তাব পিছু পিছু। ডাইনিংরুম টেবিলে এসে ওর্য়েনার তার ব্রিফকেস ঠেলে দেয় এবং পোলারয়েড ক্যামেরা এক পাশে। মার্টিনকে বসতে অনুরোধ জানায়। তারপর ওর্য়েনার বিয়ারে লম্বা করে একটা চুমুক দেয়, বোতলটা রেখে দেয়। যত বেশি দেরি লোকটা করছে, তত কম আত্মবিশ্বাস ফিলিপস অনুভব করছেন। তিনি তার প্রাথমিক বিস্ময়কর অবস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তার হাত কাঁপা থেকে শান্ত রাখতে তিনি সেগুলো হাঁটুর উপর রাখেন। তার চোখ ওর্য়েনারের উপর ঘুরছে। প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছেন।

'কেউ একজন মৃতদেহ রক্ষকের বেতনে জীবন যাপন করতে পারে না।' ওর্য়েনার বলল।

ফিলিপস সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন। অপেক্ষা করছেন।

ওর্য়েনার তার স্যান্ডউইচে এক কামড় বসাল।

'আপনি জানেন আমি পুরানো দেশ থেকে এসেছি।' ওয়ের্নার তার মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল।

'রুমানিয়া থেকে। এটা কোনো সুন্দর গল্প নয়, কারণ নাৎসী বাহিনী আমার পরিবারকে হত্যা করে এবং আমাকে জার্মানিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যখন আমার বয়স পাঁচ। সেই বয়স থেকেই আমি মৃতদেহ নিয়ে...' ওর্য়েনার তার গল্প বলতে শুরু করল বিস্তৃতভাবে। কিভাবে তার পিতামাতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে কেমনভাবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে অত্যাচার করা হয়েছে এবং কিভাবে তাকে জোর করে মৃতদের সাথে বাঁচতে শেখানো হয়েছে।

ভয়ানক ভয়াবহ গল্প চলতে থাকে এবং চলতেই থাকে। ওর্য়েনার মার্টিনকে কোন অধ্যায়ের মধ্যে কোন কথা বলার সুযোগ দেয় না। ফিলিপস চেষ্টা করেন কয়েকবার এই ভয়াবহ গল্পের মধ্যে নাক গলাতে, কিন্তু ওর্য়েনার বাধা দেয় এবং ফিলিপস অনুভব করেন তার উদ্দেশ্য গরম কয়লার উপর জমাট বদ্ধ মোমের মতো গলে চলেছে।

BanglaBook.org

'তারপর আমি আমেরিকায় এলাম,' ওর্য়েনার বলল। সে তার বেয়ার শেষ করল একটা বিশাল ঢেকুর তুলে। সে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল এবং আরেকটা আনার জন্য রান্নাঘরে গেল।

ফিলিপ তার গল্প শুনে অবশ হয়ে গেছেন। তাকে টেবিল থেকে লক্ষ্য করতে থাকেন।

''আমি মেডিকেল স্কুলের মর্গে একটা চাকরি পেয়ে গেলাম।' সে সিঙ্কের নিচের ড্রয়ার খুলতে খুলতে বলল। বোতল ওপেনারের নিচে বেশ কয়েকটা বড় বড় সাইজের অটোপ্সির ছুরি। সে সেখান থেকে একটা তুলে নিল এবং দেখে নিল, তারপর জ্যাকেটের বাম স্লিভে ঢুকিয়ে রাখল।

'কিন্তু আমার আরো অধিক টাকার দরকার বেতনের চেয়ে।' সে বিয়ারের বোতল খুলল এবং ওপেনারটা জায়গায় রাখল। ড্রয়ারটা বন্ধ করে, সে ঘুরে দাঁড়াল এবং আবার টেবিলের কাছে চলে এল।

'আমি শুধু লিসা ম্যারিনোর সম্বন্ধে জানতে চাই।' মার্টিন অধৈর্যের সাথে বলে উঠলেন। ওর্য়েনারের জীবনের গল্প ফিলিপসের শারীরিক ক্লান্তিকে সচেতন করে দিচ্ছে।

'আমি সেই প্রসঙ্গেই আসছি।' ওর্য়েনার বলল। সে এক চুমুক বিয়ার নিল, তারপর বিয়ারের ক্যান টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

'আমি অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে থাকলাম মর্গের চারপাশ থেকে, যখন এনাটমি এখনকার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। সেখানে অসংখ্য ছোট ছোট জিনিস। তারপর আমি ছবি করার ধারণাটা পেয়ে যাই। আমি সেগুলো বিয়াল্লিশ নাম্বার স্ট্রিটে বিক্রি করতে শুরু করি। আমি এটা বছরের পর বছর ধরে করছি।' তার এক হাত দিয়ে ওর্য়েনার তার এপার্টমেন্টের একটা ধারণা দিতে থাকে।

ফিলিপস তার চোখ ঘুরিয়ে মৃদু আলোকিত রুমের দিকে দেখে। তিনি এখন প্রায় নিশ্চিত যে এই লাল কার্পেটে মোড়ানো দেয়াল ছবি দিয়ে মোড়ানো। এখন যখন তিনি দেখছেন, তিনি বুঝতে পারেন ওই কার্পেটের পেছনের ছবিগুলো নগ্ন তরুণী মৃতদেহের দুশ্চরিত্র, লম্পট, ভয়াবহ ছবি । ফিলিপস ধীরে ধীরে তার মনোযোগ আবার ওর্য়েনারের দিকে দেয়।

'লিসা ম্যারিনো ছিল আমার সবচেয়ে সুন্দরী মডেলদের একজন।' ওর্য়েনার বলল।

সে টেবিলের উপরের পোলারয়েড ক্যামেরার ছবির স্তূপ তুলে নেয় এবং সেগুলো ফিলিপের কোলের উপর দিয়ে দেয়।

'ওগুলোর দিকে দেখুন। এগুলো মোটা অংকের টাকা আনে। বিশেষত সেকেন্ড এভিনিউতে। সময় নিয়ে দেখুন। আমাকে বাথরুমে যেতে হবে। এটা বিয়ারের কারণে হয়েছে। বিয়ার বাথরুমে তাড়া করে।'

ওর্য়েনার হতবুদ্ধ এবং অপ্রস্তুত ফিলিপের পাশ দিয়ে বেডরুমে যায়। মার্টিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসুস্থ দুঃখবাদী দুশ্চরিত্র মানুষের তোলা লিসা ম্যারিনোর মৃতদেহের দুঃখজনক ছবি দেখতে থাকে। তিনি সেগুলো স্পর্শ করতে ভীতি বোধ করেন। ওর্য়েনার

BanglaBook.org

সুস্পষ্টভাবে ফিলিপের আগ্রহের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। সম্ভবত ওর্য়েনার ব্রেন সরানোর ব্যাপারে কোনো কিছুই জানে না। এবং তার সন্দেহজনক আচরণ শুধুমাত্র তার এইসব নগ্ন অসুস্থ ছবি তোলার অসৎ ব্যবসায়ের কারণে। ফিলিপস এক ধরনের বমি বমি ভাব অনুভব করেন।

ওর্য়েনার বেডরুমের মধ্য দিয়ে বাথরুমে যায়। সে এরকম হারে পানি ছেড়ে দেয় যেন মনে হতে পারে কেউ একজন প্রস্রাব করছে। এবং সে তার স্লিভের কাছে পৌছে বিশাল বড় অটোপ্সির ছুরিটা বের করে। সে এটাকে তার ডান হাতে ধরে রাখে ড্যাগারের মতো ভঙ্গিতে। তারপর খুব নিঃশব্দে বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

ফিলিপ পনের ফিট দূরে বসা, তার পিঠের দিকে ওর্য়েনার।

ফিলিপসের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। তিনি তার কোলের উপর রাখা ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

ওর্য়েনার তার ঠিক পেছনে বেডরুমের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে। তার শক্ত সমর্থ আঙুলগুলো ছুরির ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরা এবং সে তার দুই ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরে।

ফিলিপস ছবিগুলো তুলে নেন এবং সেগুলোকে উঁচু করে তোলেন টেবিলের উপর রাখার জন্য। তিনি যখন সেগুলো তার বুক পর্যন্ত তুলেছেন তখন তার পিছনের চলাচলের ব্যাপারে সতর্ক হন।

তিনি পেছনে ঘুরতে শুরু করেছেন।

সেখানে একটা চিৎকার!

ছুরির ফলা সরাসরি গলার কাছ থেকে ডান দিকের ক্লাভিকলের নিচ দিয়ে নেমে যেতে থাকে। ডান দিকের ফুসফুসের উপরের লোবের উপর দিয়ে স্লাইসের মতো করে সেটা ডান পালমোনারী ধমনী বরাবর নেমে যেতে থাকে । খোলা ব্রোংকাস দিয়ে রক্ত ছিপি খোলা বোতলের মতো বের হতে থাকে। সেখানে থেকে ঘড়ঘড়ে শব্দের সাথে কাশির শব্দ শোনা যায়। যেটার কারণে রক্ত মুখে উঠে আসে। ফিনকি দিয়ে ছুটে চলা রক্ত ফিলিপসের মাথার উপর উঠে যায়। তারপর সেটা তার সামনের টেবিলের উপর গিয়ে পড়ে।

মার্টিন পশুর মতো তাড়াতাড়ি রিফ্লেক্স এ্যাকশনে সরে যান, ডানদিকে লাফ দিয়ে পড়েন এবং তাড়াতাড়ি বিয়ারের বোতলটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেন। সেটাকে চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি ওর্য়েনারের সামনে চলে আসেন।

ওর্য়েনারের হাত ব্যর্থভাবে তার গলার কাছে ধরে আছে। কেবল মাত্র গার্গলের শব্দের মতো শব্দ তার গলা দিয়ে বের হচ্ছে। তার বিশাল দেহটা সামনের দিকে টেবিলের উপর যেয়ে পড়তে থাকে তার দুই হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ার আগে। যে অটোপ্সির ছুরিটা ওর্য়েনার হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল টেবিলের উপর বাড়ি খায় এবং সেটা কিছুটা লাফ দিয়ে ওঠে।

'নড়াচড়া করবেন না এবং কোন কিছুতে হাত দেবেন না।' ওয়ের্নারের আক্রমণকারী

BanglaBook.org

চেঁচিয়ে উঠল। যে হলওয়ের খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল। 'এটা ভালো কাজ হয়েছে যে আমরা আপনাকে আমাদের নজরদারীর মধ্যে রেখেছিলাম।'

সে একজন স্পানিশ-আমেরিকান, বিশাল গোঁফের অধিকারী এবং পলিস্টারের স্যুট পরনে। ফিলিপস মনে করতে পারে তাকে সাবওয়েতে দেখেছিল।

'আইডিয়াটা হলো কোনো মেজর ভেজল অথবা সরাসরি হৃদপিণ্ডে আঘাত করা, কিন্তু এই হারামজাদা আমাকে সেরকম কোনো কিছুই করার সময়ই দেয়নি।' লোকটা ঝুঁকে পড়ল এবং ওর্য়েনার গলায় বিদ্ধ তার ছুরিটা টেনে বের করার চেষ্টা করে। ওর্য়েনার ডান কাঁধের দিকে মার্থা লাগিয়ে শক্ত হয়ে গেছে এবং ছুরিটা সেখানে ফাঁদে আটকা পড়েছে। আক্রমণকারী মোচড়ানো মৃতদেহ রক্ষককে ধাক্কা দিয়ে তার অস্ত্রটা বের করে নিতে পারল।

ফিলিপ প্রাথমিক শক কাটিয়ে রিকভার করার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, যখন লোকটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে। বিয়ারের বোতলটা পুরোপুরি ঘুরিয়ে এনে মার্টিন এটা আগন্তুকের মাথার উপর নামিয়ে আনলেন। লোকটা একটা আঘাত আসছে দেখতে পেয়েছিল এবং শেষ মুহূর্তে, কিছুটা সরতে পারল যে কারণে আঘাতটা মাথার উপর না এসে তার কাঁধের উপর যেয়ে লাগল। আঘাতটা তাকে মৃতদেহের উপর ফেলে দিল।

ভয়ানক অবস্থার মধ্য দিয়ে, ফিলিপস দৌড়াতে শুরু করলেন, এখনও বিয়ারের বোতলটা ধরে রেখেছেন। কিন্তু দরজার কাছে, তিনি শুনতে পেলেন নিচের হলওয়ে থেকে শব্দ। তাকে ভীত করে তুলল যে হত্যাকারী একা আসেনি। দরজাটা আবার ভিতর দিয়ে লাগিয়ে তিনি ওর্য়েনারের এপার্টমেন্টে ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন হত্যাকারী তার পায়ের উপর উঠে দাড়িয়েছে, কিন্তু এখন হতবুদ্ধি, দুই হাতে তার মাথাটা ধরে রেখেছে।

মার্টিন বেডরুমের ভেতরের পিছনের জানালার কাছে গেলেন এবং শার্সি তুলে ফেললেন। তিনি চেষ্টা করেন স্ক্রিনটা খুলতে কিন্তু পারেন না। সুতরাং তিনি এটা তার পা দিয়ে ভেঙে ফেলেন। ঘরে আগুন লাগার মতো করে তিনি নিচে নেমে পড়েন। এটা আশ্চর্যজনকভাবে অলৌকিক যে তিনি হোঁচট খাননি, কারণ তার পতনটা খুব নিয়ন্ত্রিত পতন হয়েছে। মাঠের উপর, তিনি কোন দিকে যাবেন তার কোনো ঠিক নেই, পছন্দও নেই। তিনি পূর্ব দিকে দৌড়াতে থাকেন। ঠিক কাছের বিল্ডিংটার পেছনে তিনি একটা সবজি বাগানে প্রবেশ করেন যেটার বেশিরভাগ খালি। তার ডান দিকে একটা বেড়া যেখানের পাশ দিয়ে হ্যামিল্টন টেরেসের পথ।

তিনি পূর্ব দিকে দৌড়াতে থাকেন এবং তিনি নিজেকে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে আবিষ্কার করেন একটা পাথর ছড়ানো পাহাড়ের দিকে গেছে। আলোগুলো এখন তার অনেক পেছনে এবং তিনি আস্তে আস্তে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তিনি একটা তারের বেড়ার সাথে ধাক্কা খেলেন। দূরে ফিট দশেকের মতো জায়গায় একটা অটোমোবিল কারখানা দেখা যাচ্ছে। দূরে খুব অল্প আলোকিত *সেন্ট নিকোলাস এভিনিউ*। ফিলিপস তারের বেড়াটাকে পরিমাপ করতে গিয়ে বুঝলেন এটার কিছুটা জায়গা কেটে ফাক করা আছে। তিনি নিজেকে কোনো মতে তার ভেতর দিয়ে বের করে

BanglaBook.org

নিয়ে এলেন এবং সিমেন্টের দেয়ালের উপর দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন, অন্ধের মতো কয়েক ফিট পড়ে গেলেন।

এটা সত্যিকারের কারখানা নয়। এটা একটা ফাঁকা জায়গা যেখানে অনেক গাড়ি ধ্বংসের জন্য রেখে যাওয়া হয়। সতর্কতার সাথে, মার্টিন ধাতব যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে তার পথ করে নিতে থাকেন, তার সম্মুখের এভিনিউ থেকে আসা আলোর দিকে। যে কোনো মুহূর্তে তার অনুসরণকারীরা চলে আসতে পারে।

রাস্তার উপর উঠে, তিনি আরো সহজ ভাবে দৌড়াতে পারেন। তিনি তার এবং ওর্য়ানারের এপার্টমেন্টের ব্যবধান যতটা সম্ভব বেশি রাখতে চান। ব্যর্থ ভাবে, তিনি পুলিশকে খোঁজ করতে থাকেন। তিনি কাউকে দেখতে পান না। তার দুপাশের বিল্ডিংগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এবং যখন ফিলিপস এপাশ থেকে ওপাশে দেখেন, তিনি বুঝতে পারেন অনেকগুলোর কাঠামো পুড়ে গেছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। এই গভীর কুয়াশার রাতে সেগুলোকে বাড়ি ঘরের কংকালের মতো দেখাচ্ছে।

হঠাৎ ফিলিপস বুঝতে পারেন তিনি এখন কোথায় আছেন। তিনি সরাসরি একটা হার্লেমের দিকে দৌড়াচ্ছেন। এই বুঝতে পারাটা তার চলার গতি কমিয়ে দিল। অন্ধকার এবং নিসংগতা তাকে ভয়াবহতার মধ্যে রেখেছিল। দুই ব্লক দূরে মার্টিন দেখতে পেলেন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত নিম্নশ্রেণীর রাস্তার নিগ্রোরা, যারা ফিলিপসকে দৌড়ে আসতে দেখে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা তাদের ড্রাগ বেচাকেনা থামিয়ে দেয় যখন সাদা মানুষটা দৌড়ে যায়। তারা দেখে মানুষটা হার্লেমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

যদিও তিনি এখন বেশ ভালো অবস্থায় আছেন, দ্রুত দৌড়ানো তাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। মার্টিন অনুভব করেন যেন তিনি পড়ে যাবেন। প্রতিটি নিশ্বাসে তার বুকে ছুরিকাঘাতের মতো ব্যথা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত, মরিয়া হয়ে, অন্ধকারের মধ্যে একটা দরজা ছাড়া খোলা জায়গায় ঢুকলেন, তার নিশ্বাস খুব দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয় যখন তিনি খোলা ইটের উপর গিয়ে পড়েন। একটা ভেজা নোংরা দেয়াল ধরে তিনি নিজেকে সামাল দেন। তৎক্ষণাৎ তার নাকে একটা গন্ধ প্রবেশ করে। কিন্তু তিনি এটাকে উপেক্ষা করেন। দৌড়ানো বন্ধ করায় এটা একটা স্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

সতর্কতার সাথে তিনি ঝুঁকে দাঁড়ান এবং চেষ্টা করেন দেখতে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। এটা খুব শান্ত। কবরের মতো নির্জন। ফিলিপস সেই গন্ধটা আবার পান, যেটা আগে অনুভব করলেও এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেন একটা কালো হাত বিল্ডিংয়ের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং তার হাত ধরে ফেলছে। একটা চিৎকার তার গলা পর্যন্ত এসে থেমে যায়, কিন্তু যখন এটা তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এটা মেষ শাবকের ভ্যা ভ্যার মতো শোনায়। তিনি খোলা দরজার ভেতর দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করেন। সেই হাতটা জোরে ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে যেন এটা কোনো একটা পোকা তার হাতে বসেছে। হাতের মালিক ধীরে সুস্থে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং মার্টিন সেদিকে তাকিয়ে দেখেন একজন নেশাখোর মাতাল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে যে অসমর্থ। টলছে।

'খোদা!' তিনি গুঙিয়ে ঘুরে দাড়ান এবং সেই রাতের অন্ধকারে নেমে পড়েন।

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নেন আর থামবেন না, ফিলিপস তার সাধারণ জগিংয়ের মতো তালে দৌড়াতে থাকেন। তিনি আশাহতভাবে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু তার ধারণা যদি তিনি একই ভাবে সোজাসুজি যেতে থাকেন, তিনি সম্ভবত কোনো জনবহুল এলাকায় যেয়ে পৌছাবেন।

এখন আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, একটা সূক্ষ্ম কুয়াশার পর্দা যেটা স্ট্রিট ল্যাম্পের উপর ঝাপসা আলো সৃষ্টি করেছে।

দুই ব্লক পরেই ফিলিপস যেন তার মরুদ্যান পেয়ে যান। তিনি একটা বিশাল এভিনিউতে পৌছান এবং কোণার দিকে একটা সারারাত খোলা বার দেখতে পান, যেটাতে একটা নিয়ন আলোর সাইন দেখা যেতে থাকে, যেটার রক্ত লাল অংশটা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা মুখ কাছের দরজায় দেখা যায়। সেই লাল সাইনটা যেন তার কাছে স্বর্গের মতো হয়ে ধরা দিতে থাকে।

তার ভেজা চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে, মার্টিন চটচটে একটা অনুভূতি পান। সাইনের আলোতে, তিনি বুঝতে পারেন এটা ওর্য়েনারের রক্ত। তাকে একজন ঝগড়াটে লোকের মতো যাতে দেখা না যায় সেজন্য তিনি হাত দিয়ে রক্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। কয়েকবার এরকম চুলে হাত চালানোর পর, চটচটে ভাবটা চলে যায় এবং ফিলিপস দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলেন।

বারের আবহাওয়া কিছুটা ওষুধাব এবং ধোঁয়ায় ভারী। বিভিন্ন ধরনের ডিস্ক মিউজিক এত জোরে কম্পিত হচ্ছে যেন প্রতিটি কম্পন মার্টিনের বুকে গিয়ে লাগছে। সেখানে প্রায় বারোজনের মতো লোক বারে আছে। প্রায় সবাই মাতাল এবং সবাই কালো। ডিস্কো মিউজিকের সাথে একটা রঙিন টেলিভিশনও আছে যেটাতে ১৯৩০ সালের গ্যাংস্টার ছবি দেখানো হচ্ছে। একজন মাত্র ব্যক্তি সেটা দেখছে। সে হলো বারটেন্ডার, যে একটা নোংরা এপ্রন পরে আছে।

খরিদ্দারগুলোর মুখ ফিলিপসের দিকে ঘুরে গেল এবং হঠাৎ একটা উত্তেজনা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল যেন ঝড়ের আগের বিদ্যুৎ চমকানি। ফিলিপস এটা তৎক্ষণাৎ অনুভব করলেন, এমনকি তার ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও। যদিও ফিলিপস বিশ বছর ধরে নিউইয়র্কে বাস করছেন, তিনি বুঝতে পারলেন সহায়-সম্বলহীন দারিদ্র্যতা, যেটা এই শহরের ধনসম্পদের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এখন দুশ্চিন্তার সাথে বারে প্রবেশ করে, তিনি খানিকটা আশাঙ্ক্ষা করছেন যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারেন। যখন তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন, সকল মুখ এক সাথে তার দিকে ঘুরে যেতে থাকে। একটু সামনে এসে, একজন দাড়িওয়ালা মানুষ তার টুল ছেড়ে উঠে এল এবং ইচ্ছে করেই ফিলিপসের পথ আগলে দাঁড়াল। সে একজন পেশীবহুল নিগ্রো যার শরীরে শক্তিমত্তা আলোতে চমকাচ্ছে।

'এদিকে এসো, সাদা মানুষ।' সে গর্জে উঠল।

'ফ্লাশ,' বারটেন্ডার বলল, 'বসে পড়।' তারপর, ফিলিপসের দিকে তাকিয়ে, 'হেই মিস্টার, তুমি এখানে কি করতে এসেছো? তুমি কি মরতে চাও?'

BanglaBook.org

'আমি ফোন করতে চাই।' ফিলিপস কোনো মতে বললেন।

'পিছনের দিকে।' বারটেন্টার বলল, তার মাথা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে।

ফিলিপস তার নিশ্বাস চেপে রেখেছিল যখন ফ্লাশ নামের মানুষটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। একটা ডাইম তার পকেটে পেয়ে তিনি ফোন খুঁজতে গেলেন। তিনি সেটা টয়লেটের কাছাকাছি পেলেন। কিন্তু এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। একজন নিগ্রো তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছে, 'দেখ, বেবি, তুমি কি জন্য গেছো এবং কাঁদছ?'

প্রথমে, আতঙ্কিত ভাবে, মার্টিন হয়তো লোকটার কাছ থেকে ধস্তাধস্তি করে ফোনটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন, কিন্তু এখন তিনি কমপক্ষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তিনি বারের পিছন দিকে হেঁটে গেলেন এবং একেবারে শেষ প্রান্তে যেয়ে অপেক্ষা করার জন্য দাঁড়ান। পরিবেশটা এখন একটু স্বস্তিদায়ক এবং লোকটার কথোপকথন চলছে।

বারটেন্ডার টাকা চাইল প্রথমে, তারপর তাকে একটা ব্রান্ডি পরিবেশন করল। সেই তরল তার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে এবং তার চিন্তাভাবনা গুছিয়ে আনতে সাহায্য করে। প্রথমবারের মতো ওর্য়েনারের অবিশ্বাস্য মৃত্যুতে, মার্টিন বুঝতে সমর্থ হয়েছে কি ঘটতে চলেছে। ছুরিকাঘাতের মুহূর্তে, তিনি ভাবলেন একটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে গেছে এবং লড়াইটা হয়েছে ওর্য়েনার এবং তার আক্রমণকারীর সাথে। কিন্তু তারপর সেই আক্রমণকারী এমন কিছু বলছিল যেটা যে সে ফিলিপসকে অনুসরণ করছিল। কিন্তু সেটা অসম্ভব! মার্টিন ওর্য়েনারকে অনুসরণ করছিলেন। এবং মার্টিন ওর্য়েনারের ছুরি দেখেছেন। তাহলে কি মৃতদেহ রক্ষক তাকে আক্রমণ করতে আসছিল? চিন্তা করতে চেষ্টা করে সেই অধ্যায়ের কথা ফিলিপসকে আরো বিভ্রান্ত করে তোলে। বিশেষত যখন তার মনে পড়ে তিনি সেই আক্রমণকারীকে সেই রাতে সাবওয়েতে দেখেছিলেন। ফিলিপস তার পানীয়টা নামিয়ে রাখেন এবং আরেকটার জন্য টাকা পরিশোধ করেন। তিনি বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করেন তিনি এখন কোথায় আছেন। লোকটা তাকে সেটা বলল। রাস্তাটার নাম ফিলিপের কাছে কোনো কিছুই বোঝাল না।

সেই নিগ্রো যে ফোনে তার বান্ধবীর সাথে তর্ক করছিল ফিলিপের পাশ দিয়ে গেল এবং বার ত্যাগ করল। মার্টিন তার টুল ঠেলা দিয়ে উঠে পড়লেন এবং তার নতুন পানীয়টা নিলেন। তিনি পিছনে ফিরে রুমের বাইরে দেখলেন। তিনি অনুভব করলেন কিছুটা শান্ত অবস্থা এবং ভাবলেন তিনি বেশি বুদ্ধিমানের কাজ করবেন যদি পুলিশকে ডাকেন। ফোনের কাছে নিচে ছোট্ট একটা শেলফ আছে এবং ফিলিপস তার পানীয়টা তার উপর রাখলেন। একটা কয়েন ফেলে, তিনি নাম্বার ওয়ান ওয়ানে ডায়াল করলেন।

ডিস্কো মিউজিক এবং টেলিভিশনের শব্দ এড়িয়ে তিনি অন্য প্রান্তের রিঙয়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বিস্মিত যদি তিনি হাসপাতালে তার আবিষ্কারের কথা কোনো কিছু বলেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন এটা শুধু এই হতবুদ্ধি পরিস্থিতিতে আরো বিভ্রান্তি বাড়াবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তার মেডিকেল সতর্কতা বা উদঘাটন নিয়ে কোনো কিছুই বলবেন না, যতক্ষণ না তাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করা হবে তিনি ওর্য়েনারের

BanglaBook.org

এপার্টমেন্টে এই মধ্যরাতে কি করছিলেন।

একটা একঘেয়ে ফ্যাসফ্যাসে.কণ্ঠস্বর উত্তর দিল।

'ডিভিশন সিক্স। সার্জেন্ট ম্যাকনেলি বলছি।'

'আমি একটা খুনের রিপোর্ট করতে চাই।' মার্টিন বললেন, চেষ্টা করছেন তার গলার স্বর একই রকম রাখতে।

'সেটা কোথায়?' সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।

'আমি সেই ঠিকানা সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। কিন্তু আমি সেই বিল্ডিংটা দেখে চিনতে পারব যদি আমি এটা আবার দেখি।'

'আপনি কি এখন এই মুহূর্তে কোন বিপদের মধ্যে আছেন?'

'আমি সেটা মনে করি না। আমি হারলেমের একটা বারে আছি...

'একটা বার! ঠিক, ম্যাক,' সার্জেন্ট একটু থেমে বললেন, 'আপনি এর মধ্যে কতগুলো ড্রিঙ্ক করে ফেলেছেন?'

ফিলিপ বুঝতে পারলেন সেই মানুষটা ভাবছে তিনি একজন পাড় মাতাল।

'শুনুন, আমি একজন মানুষকে ছোরা হাতে দেখেছি।'

'হারলেমে প্রচুর মানুষ ছোরা হাতে ঘুরে বেড়ায়, বন্ধু আমার। আপনার নাম কি?'

'ডা. মার্টিন ফিলিপস। আমি হবসন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের একজন স্টাফ রেডিওলজিস্ট।'

'আপনি কি ফিলিপস বললেন?' সার্জেন্টের গলার স্বর হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে গেছে।

'সেটাই ঠিক।' মার্টিন বললেন, সার্জেন্টের প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত।

'কেন সেটা আপনি তৎক্ষণাৎ বলেননি। দেখুন, আমরা আপনার কলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি আপনাকে এক্ষুণি ব্যুরোর সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ধরে থাকুন। যদি লাইন কোনো ভাবে কেটে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার কল করবেন। ঠিক আছে!'

পুলিশম্যান কোন উত্তরের অপেক্ষা করল না। সেখানে একটা ক্লিক শব্দ হলো যখন ফিলিপস ফোনটা ধরে রেখেছেন। রিসিভারটা কানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, মার্টিন সেটার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সেখানে কোনো অশ্লীল কথাবার্তা হচ্ছে। তিনি নিশ্চিত সার্জেন্ট তাকে বলেছে তিনি তার কলের জন্য অপেক্ষা করবেন। এবং সে ব্যুরো বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে? কিসের ব্যুরো? কোন সংস্থা?

একের পর এক ক্লিক শব্দ হতে থাকে ফোনের মধ্যে। কেউ একজন অন্য প্রান্তের লাইন তুলে নিয়েছে।

গলার স্বর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

'ঠিক আছে, ফিলিপস। আপনি কোথায়?'

'আমি হারলেমে। আপনি কে?'

'আমি এজেন্ট স্যানসন। আমি এই শহরের বুরোর সহকারী পরিচালক।

BanglaBook.org

'কোন বুরো?' ফিলিপস চিন্তাগ্রস্ত, কি হতে শুরু করেছে।

'এফ বি আই, গাধা কোথাকার! শুনুন, আমাদের হাতে হয়তো খুব বেশি সময় নেই। আপনাকে ওই এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

'কেন?' মার্টিন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন স্যানসনের সিরিয়াসনেস।

'আমার হাতে ব্যাখ্যা করার মতো সময় নেই। কিন্তু সেই মানুষটা, যার মাথায় আপনি বাড়ি দিয়েছিলেন সে আমার একজন এজেন্ট যে আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। সে একটু আগে সেই রিপোর্ট জানিয়েছে। আপনি কি তা বুঝতে পারছেন না? ওর্য়েনারের জড়িত হওয়া শুধুমাত্র একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।'

'আমি এখনও কোনো কিছু বুঝতে পারছি না।' ফিলিপস চেঁচিয়ে উঠলেন।

'এটা কোনো ব্যাপার নয়।' স্যানসন বলল, 'যেটা এখন প্রকৃত বিষয় সেটা আপনাকে এখান থেকে বের করে আনা। ধরে থাকুন। আমি দেখছি এই লাইনটা নিরাপদ লাইন কিনা।'

সেখানে আরেকটা ক্লিক শব্দ যখন ফিলিপ রিসিভার ধরে রাখেন। নিরব ফোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, ফিলিপসের আবেগ এক পর্যায়ে রাগে পর্যবসিত হয়। গোটা ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে একটা খুব নির্মম রসিকতা।

'এই লাইনটা নিরাপদ নয়।' স্যানসন বলল, ফোনের কাছে ফিরে এসেছে। 'আপনার নাম্বারটা দিন এবং আমি আপনাকে কল ব্যাক করব।'

ফিলিপস তাকে নাম্বারটা দিল এবং তারপর ফোন রেখে দিল। তার রাগ ধীরে ধীরে খন্ডিত হয়ে নতুন ভয়ে রূপান্তরিত হলো। সর্বোপরি, এটা এফ বি আই গোয়েন্দা সংস্থা।

ফিলিপসের হাতের নিচেই ফোনটা বেজে উঠল, তিনি চমকে উঠলেন।

এটা স্যানসন।

'ওকে, ফিলিপস, শুনুন। হবসন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। যেটা আমরা খুব গোপনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।'

'এবং এটা তেজস্ক্রিয়তা নিয়েই জড়িত।' ফিলিপস সত্য প্রকাশ করলেন। এখন জিনিসগুলো তার কাছে একটা ধারণা দিচ্ছে।

'আপনি কি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি।' ফিলিপস বললেন।

'খুব ভালো। শুনুন। ফিলিপস, এই তদন্তে আপনাকে দরকার। কিন্তু আমরা ভীতু যে আপনি সম্ভবত তাদের নিরীক্ষণের মধ্যে আছেন। আমাদের আপনার সাথে কথা বলা দরকার। আমাদের এমন কাউকে দরকার যে মেডিকেল সেন্টারের ভেতরে। বুঝতে পেরেছেন?' স্যানসন ফিলিপসের উত্তরের কোনো অপেক্ষা করল না। 'আমরা চাই না আপনি এখানে আসুন আপনাকে অনুসরণ করা হতে পারে। শেষ যে জিনিসটা আমরা এই মুহূর্তে চাই তাদের জানিয়ে দিতে যে এফ বি আই এটার তদন্ত করছে। ধরে থাকুন।'

BanglaBook.org

স্যানসন লাইন থেকে চলে গেল কিন্তু ফিলিপস শুনতে পেলেন সেখানে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

'ক্লয়িস্টার বা মঠ। ফিলিপস, আপনি কি মঠটা চেনেন?' স্যানসন জিজ্ঞেস করল, লাইনে ফিরে এসে।

'অবশ্যই।' মার্টিন বললেন, এখনও হতবুদ্ধি।

'আমরা সেখানে মিলিত হব। একটা ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে নিন এবং প্রধান প্রবেশে বেরিয়ে যান। ক্যাবটাকে দূরে পাঠিয়ে দিন। এটা আমাদেরকে একটা সুযোগ দেবে নিশ্চিত হতে যে আপনি ক্লিয়ার আছেন।'

'ক্লিয়ার?'

'কেউ অনুসরণ করছে না, খোদার দোহাই! এখনই এটা করুন। ফিলিপস!'

ফিলিপস একটা লাইন বিহীন রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। স্যানসন কোনো রকম প্রশ্ন বা সম্মতির জন্য অপেক্ষা করল না। তার নির্দেশনাগুলো কোন সাজেশান নয়, সেগুলো আদেশ। ফিলিপস এগুলো করতে চাইলেন না, কিন্তু এজেন্টের সিরিয়াসনেস তাকে অভিভূত করল। তিনি বারটেন্ডারের কাছে ফিরে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন সে যদি তাকে একটা ক্যাব ডেকে দিতে পারে।

'হারলেমে রাত এসে এখান থেকে ট্যাক্সিক্যাব পাওয়া খুব কঠিন।' বারটেন্ডার বলল।

একটা পাঁচ ডলারের বিল বারটেন্ডারের মানসিকতা পরিবর্তন করে দিল এবং সে ক্যাশ রেজিস্টারের কাছের ফোন ব্যবহার করল। মার্টিন লক্ষ্য করলেন ফোর্টি-ফাইভ পিস্তলের বাট সেই স্থানে।

একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার আসতে সম্মত হওয়ার আগে, মার্টিন তাকে বলল তাকে বিশ ডলারের টিপস দেবে এবং তাকে বলতে তার গন্তব্য ওয়াশিংটন হাইটস। তারপর তিনি নার্ভাস পনের মিনিট কাটাতে থাকেন যতক্ষণ না একটা ক্যাব সামনে এসে হাজির হয়। মার্টিন তাতে উঠে বসেন এবং ট্যাক্সিটা একটা ফ্যাসানেবল এভিনিউ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুদূর টেনে যেয়েই, ড্রাইভার মার্টিনকে জিজ্ঞেস করে সব দরজা লক করে দেবে কিনা।

তারা দশ ব্লক আসার আগেই শহরটা দেখা দিতে থাকে। অনেক কম বিপজ্জনক। শ্রীঘ্রই তারা এমন একটা এলাকায় আসে যেটা ফিলিপের পরিচিত এবং আলোকিত দোকানগুলো পূর্বের একাকীত্ব ভুলিয়ে দেয়। মার্টিন এমন কি দেখতে পায় কিছু লোক ছাতা হাতে হেঁটে চলেছে।

'ঠিক আছে, কোথায় যাব?' ড্রাইভার বলল। সে সুস্পষ্টত স্বস্তি বোধ করে যেন সে কোনো একজনকে শত্রুর সীমানা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

'মঠে।' ফিলিপস বললেন।

'মঠে! হেই, এখন তিনটে তিরিশ। সকাল হতে চলেছে। গোটা এলাকা এখন জনশূন্য হতে পারে।'

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে এর মূল্য দেব।' মার্টিন বলল, কোনো রকম তর্ক-বিতর্কে গেল না।

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' ড্রাইভার বলল, লাল আলোতে থেমে গেছে। সে প্লেক্সিগ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকাল।

'আমি কোনো সমস্যায় পড়তে চাই না। আমি জানি না আপনি কি করে বেড়ান, কিন্তু আমি কোনো সমস্যায় পড়তে চাই না।'

'সেখানে কোনো সমস্যা নেই। আমি শুধু প্রধান প্রবেশ পথের কাছে নেমে যেতে চাই। তারপর আপনি আপনার পথে চলে যাবেন।'

আলো পরিবর্তিত হলো এবং ড্রাইভার এক্সিলেটরে চাপ দিল। মার্টিনের মন্তব্য অবশ্যই তাকে সন্তুষ্ট করেছে, কারণ সে আর কোনো অভিযোগ জানায়নি এবং মার্টিনও চিন্তা করার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো।

স্যানসনের কর্তৃপক্ষসুলভ ব্যবহার সাহায্যকারীই মনে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, ফিলিপস অনুভব করলেন তিনি নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। এটার পুরোটাই জগাখিচুড়ি। যে মুহূর্ত থেকে ফিলিপস হাসপাতাল ছেড়ে এসেছেন, তিনি যেন একটা দুনিয়া থেকে আরেক দুনিয়ায় এসে পড়েছেন। তিনি এমনকি এটাও ভাবতে শুরু করেন যে পুরো ব্যাপারটাই কষ্টকল্পিত, যতক্ষণ ওর্য়েনারের রক্তের দাগ তার পার্কায় না দেখে। আশ্বস্ত হয়ে, কমপক্ষে ফিলিপস জানেন তিনি পাগল হতে চলেছেন না।

ক্যাবের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, তিনি শহরতলীর নাচতে থাকা আলো দেখেন এবং চেষ্টা করেন এফ বি আই এর অসম্ভব আবিষ্কারের ব্যাপারে মনোসংযোগ করতে। ফিলিপসের হাসপাতালের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা আছে এটা বুঝতে পারেন যে এই সংস্থাটা পুরোপুরি কার্যকর তাদের সবচেয়ে বেশি উপকার তুলে নিতে, শুধু ব্যক্তিগত কোনো কিছু নয়। যদি এই সম্পর্ক, সেটা যাই হোক, এফ বি আইয়ের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, কিভাবে মার্টিন আশা করে তারা তার ভালো সুযোগ দেবে। তিনি সেটা পারেন না! এই জাতীয় চিন্তা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল মঠের সাক্ষাতের ব্যাপারে। ঘুরে তিনি ট্যাক্সির পিছন দিকে উকি দিতে থাকেন, চেষ্টা করছেন পরিষ্কার হতে যদি তারা তাকে অনুসরণ করে। যানবাহন খুবই কম এবং এটা দেখে মনে হয় অপছন্দনীয়, কিন্তু সে সেটা নির্দিষ্ট হতে পারছেন না। তিনি প্রায় ড্রাইভারকে বলতে যাচ্ছিলেন গতিপথ পরিবর্তন করতে, যখন তিনি বুঝতে পারলেন তার পুরুষত্বহীনের মতো সেখানে সম্ভবত কোনো নিরাপদ জায়গা নেই যাওয়ার মতো। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে বসে রইলেন যতক্ষণ না তারা মঠ পর্যন্ত আসেন, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন এবং বললেন :

'থামবেন না। চালিয়ে যান।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন আপনি এখান থেকেই নেমে যেতে চান।' ড্রাইভার প্রতিবাদ করল।

ট্যাক্সিক্যাবটা ডিম্বাকৃতির কোবলস্টোন এরিয়ায় কেবল প্রবেশ করল, যেটা প্রধান প্রবেশ পথের কাছে। সেখানে একটা বিশাল মধ্যযুগীয় বাতি প্রবেশ পথের কাছে এবং

BanglaBook.org

আলোটা মৃদুভাবে জ্বলছে।

'শুধু আরেকবার চালিয়ে যান' ফিলিপস বললেন, যখন তার চোখ গোটা এরিয়াটা দেখে নিতে থাকে। দুটো চলার পথ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ব্রিডিংয়ের ভেতরের কয়েকটা আলো উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে। রাতে এই ভবনটা ক্রুসেডর দুর্গের মতো ভয়ানক জায়গা হিসেবে দেখা দেয়।

ড্রাইভার অভিশাপ দিতে থাকে, কিন্তু বৃত্তাকৃতির রাস্তাটা ধরে এগুতে থাকে, যেটা হাডসনের দিকে দেখা যায়। মার্টিন হাডসন নদীটাকে দেখতে পায় না কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ এর অসাধারণ উপবৃত্তাকার আলো নিয়ে আকাশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে।

মার্টিন তার ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে থাকেন যে সেখানের জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় কিনা। সেখানে কেউ নেই, কেমন কি সেই ভালোবাসার লোকগুলো যারা নদীর পাশে পার্ক করতে ভালোবাসে। এটা হয় খুব দেরি হয়ে গেছে অথবা খুব ঠাণ্ডা অথবা উভয়ই। যখন তারা প্রবেশ পথের পুরো বৃত্তাকার পথ ঘুরে আসে, ট্যাক্সি থেমে যায়।

'ঠিক আছে, আপনি কি ঘোড়ার ডিম করতে চাচ্ছেন?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করেন, রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে ফিলিপের দিকে তাকায়।

'এখানে বের হতে দাও।' তিনি বললেন।

ড্রাইভার চাকা ঘুরিয়ে এবং বিল্ডিং থেকে একটু দূরে রেখে দেয়।

'থামো, অপেক্ষা কর।' মার্টিন চেঁচিয়ে ওঠেন, এবং তারপর ক্যাবটা ব্রেক কষায়, লাফিয়ে ওঠে।

ফিলিপস দেখেন তিনজন ভবঘুরে, যারা দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পাথরের দেয়ালের উপর দিয়ে প্রবেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা টায়ার ঘর্ষণের শব্দ শুনেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে যায়, তারা তিরিশ গজ পিছনে।

'কত হয়েছে?' মার্টিন জিজ্ঞেস করেন, ক্যাবের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন।

'নাথিং, শুধু বেরিয়ে যান।'

ফিলিপস দশ ডলারের একটা বিল প্লেক্সিগ্লাস হোল্ডার সাথে আটকে দেন এবং বেরিয়ে আসেন। ট্যাক্সিটা সেকেন্ডের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। ক্যাবের চাকার শব্দ খুব তাড়াতাড়িই ভেজা বাতাসে মিলিয়ে যায় ।

ফিলিপস সেই ভবঘুরেগুলোর দিকে হেঁটে যান। তার ডান দিকে একটা ছোট পথ বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে এবং গাছপালা দিয়ে ঢেকে আছে। ফিলিপস খুব কষ্ট করে দেখেন সেই পথটা একটা কাঁটাচামচের মোচড়ের মতো গেছে।

তিনি তার পথ সেদিকেই করে নেন এবং ওভারপাসের দিকে তাকান। সেখানে তিনজন ভবঘুরে নয়। তারা চারজন। একজন পুরোপুরি মাতাল, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এবং নাক ডাকছে। বাকি তিনজন বসে আছে, তাস খেলছে। সেখানে খুব অল্প আগুন জ্বলছে। আলোকিত করছে দুটো খালি অর্ধ-গালন মদের জগ। ফিলিপস তাদেরকে এক

BanglaBook.org

মুহূর্তের জন্য দেখলেন, নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইলেন তাদের দেখে যেরকম মনে হয় তারা ঠিক তাই, ভবঘুরে। তিনি চাইলেন বের করে আনতে কোন একটা পথ এই মানুষগুলোকে ভার এবং স্যানসনের মধ্যে বাফার হিসেবে ব্যবহার করতে। এটা এই জন্য নয় যে তিনি আশাঙ্ক্ষা করছেন আটক হবেন, কিন্তু তার অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠানের মোটিভেটের ব্যাপারে তাকে অনুসন্ধান এবং কিছু ধারণা আছে যেটা তিনি আশা করছেন। এবং একজনকে মধ্যবর্তীভাবে ব্যবহার করাই একমাত্র উপায়, তিনি যেটা ভাবছেন সেটা বের করার। সর্বোপরি, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, মাঝরাতে মঠে দেখা করতে আসাটা খুব কমই সাধারণ প্রক্রিয়া।

আরো কয়েক মিনিট লক্ষ্য করার পর, ফিলিপস আর্চওয়ে দিয়ে এমনভাবে হেঁটে আসের যেন তিনি কিছুটা মদ্যপ। তিনজন ভবঘুরে তার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকায় এবং বুঝার চেষ্টা করে তিনি কোনো ক্ষতি করবেন না, তারপর আবার তাস খেলায় ফিরে যায়।

'তোমাদের মধ্যে কেউ কি দশ বাকস উপার্জন করতে চাও?' মার্টিন বলল।

দ্বিতীয়বারের জন্য তিনজন ভবঘুরে মুখ তুলে তার দিকে তাকায়।

'আমাদের কি করতে হবে এই দশ বাকস পাওয়ার জন্য?' সবচেয়ে কম বয়সী জিজ্ঞেস করে।

'আমার জন্য দশ মিনিট সময় আমার মতো হয়ে যেতে হবে।'

তিনজন ভবঘুরে একে অন্যের দিকে তাকায় এবং হেসে ওঠে। সবচেয়ে কমবয়েসী উঠে দাঁড়ায়।

'ইয়া, এবং আমি তখন কি করব যখন আমি আপনি হয়ে যাব?' সর্বকনিষ্ঠ বলে ওঠে।

'তুমি ক্লয়িস্টার পর্যন্ত হেঁটে যাবে এবং চারদিকে হেঁটে বেড়াবে। যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কে, তুমি বলবে, তুমি ফিলিপস।'

'আমাকে আগে দশ বাকস দেখাও।'

ফিলিপস টাকাটা বের করে দেখাল।

'আমি হলে কেমন হয়?' একজন বৃদ্ধ লোক বলল, কষ্টের সাথে তার পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে।

'চুপ কর, জ্যাক।' কমবয়েসী বলল।

'আপনার পুরো নামটা কি, মিস্টার?'

'মার্টিন ফিলিপস।'

'ঠিক আছে মার্টিন, আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়ে গেল।'

তার কোট এবং হ্যাট নিয়ে, ফিলিপস লোকটার উপর সেগুলো চাপিয়ে দিল, হ্যাটটা খুব সুন্দর করে মাথার উপর বসিয়ে দিল। তারপর মার্টিন সেই ভবঘুরের কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিল। তার হাত কোটের স্লিভ পকেটে দিল। এটা একটা পুরানো শ্যাবি চেস্টারফিল্ড, সরু ভেলভেট লেপেল আছে। তার পকেটে কোনো রকম র‍্যাপার ছাড়া

BanglaBook.org

একটা স্যান্ডউইচ রয়েছে।

মার্টিনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, অন্য দুজন আসতে থাকে। তারা হাসে এবং মজা করে যতক্ষণ না ফিলিপস বলে গোটা চুক্তিটাই বাতিল হয়ে যাবে যদি তারা চুপ না করে।

'আমি কি সোজাসুজি হেঁটে যাব?' কম বয়েসী লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ,' মার্টিন বললেন, যিনি আবার এই অভিনয়ের ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা ভাবনা করেন। পথটা কোর্টইয়ার্ডের দিকে। পাথরের দেয়ালটা প্রবেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে। সোজাসুজি প্রধান দরজাপথের দিকেই মঠটা।

'ঠিক আছে,' মার্টিন ফিসফিস করে বললেন, 'শুধু সরাসরি দরজার দিকে হেঁটে যাও, চেষ্টা কর এটা খুলতে, তারপর পেছন দিকে ফিরে আস এবং তারপর দশ বাকস তোমার।'

'আপনি কেমন করে জানেন আমি আপনার কোট ও হ্যাট নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছি না,' সেই কমবয়েসী বলল।

'আমি সেই রিস্কটুকু নিচ্ছি। পাশাপাশি, আমি তোমাকে ধরে ফেলব।' ফিলিপস বললেন।

'আপনার নামটা কি আবার বলুন।'

'ফিলিপস। মার্টিন ফিলিপস।'

ভবঘুরে তার মাথার উপর ফিলিপসের হ্যাটটা আরো নিচের দিকে টেনে দিয়ে মুখ প্রায় ঢেকে ফেলল। এতটাই ঢেকে গেল যে তাকে দেখতে মাথা তুলতে হলো। সে সেদিকে হেঁটে যেতে থাকে কিন্তু তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মার্টিন তার পিছন দিকে একটু ধরে সুস্থির করে এবং তারপর তাকে সোজা করে সঠিক পথের দিকে ঠেলে দেয়।

মার্টিন ঢালু জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ তার চোখ পাথরের দেয়ালের উপর। ভবঘুরেটা এর মধ্যেই রাস্তা পার হয়ে গেছে এবং কোবলস্টোনের কাছে পৌঁছে গেছে। সেখানকার এবড়োখেবড়ো পথ তাকে মাঝে মধ্যে ভারসাম্য টলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে পড়ে যাওয়ার আগেই নিজেকে রক্ষা করল।

'বাড়িতে কেউ আছেন?' সে চেঁচিয়ে উঠল। তার কণ্ঠস্বর কোর্টইয়ার্ডে প্রতিধ্বনি তুলল। সে হোঁচট খেতে খেতে কোর্টইয়ার্ডের কেন্দ্রে চলে আসে এবং চিৎকার দেয়, 'আমি মার্টিন ফিলিপস।'

সেখানে কোন সাড়াশব্দ নেই, শুধু টিপটিপ করে বৃষ্টির শব্দ যেটা এই মাত্র শুরু হয়েছে। পুরোনো মঠ, এর পুরানো দেয়াল, গোটা দৃশ্যটাকে কেমন অবাস্তব করে তোলে। মার্টিন আশ্চর্য আবার যদি তিনি কোনো বাজে ধরনের হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়ে থাকেন।

হঠাৎ, একটা গুলির শব্দ নিস্তব্দতাকে ভেঙে খান খান করে দিল।

ভবঘুরেটা কোর্টইয়ার্ডের মধ্যে তার পা তুলল এবং গ্রানাইট পেভমেন্টের উপর পড়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটা উচ্চ গতিতে পাকা তরমুজে গোলা দিয়ে আঘাত করার মতো। বুলেটের প্রবেশটা একটা সার্জিক্যাল ছোট্ট ফুটোর মতো। বের হওয়ার সময় বিশাল

BanglaBook.org

শক্তিশালী গতি যেটা মানুষটার মুখের বেশিরভাগ অংশ নিয়ে গেছে এবং সেটা তিরিশ ফুট ব্যাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফিলিপস এবং তার দুজন সঙ্গী হতবুদ্ধি। যখন তারা বুঝতে পারল যে কেউ একজন ভবঘুরেটা গুলি করেছে, তারা ঘুরে দাঁড়াল এবং দৌড়ে পালাল। একে অন্যের গায়ের উপর পড়ে যেতে যেতে তারা মঠ থেকে দূরে চলে গেল।

মার্টিন কখনও এমন হতবুদ্ধ অবস্থায় পড়েননি। এমনকি যখন তিনি ওর্য়েনারের ওখান থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তিনি এরকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি পড়েননি। যে কোনো মুহূর্তে তিনি আবার রাইফেলের শব্দের আশাংখা করছেন এবং অনুভব করছেন ওই ভয়ঙ্কর বুলেটটা তার বুকে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি জানেন যে এই ঘটনার পিছনে আসে কোর্টইয়ার্ডে এসে মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখবে এবং তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পারবে। তাকে এখুনি পালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পাথুরে পাহাড়ি এলাকা নিজেই বিপজ্জনক জায়গা। ফিলিপসের পা সরে গেল এবং তিনি পড়ে গেলেন। যখন নিজেকে আবার টেনে তুললেন, লক্ষ্য করলেন ডান দিকে একটা পথ চলে গেছে। সেই দিকেই তিনি তার পথ করে নিলেন।

দ্বিতীয় গুলিটা রাগান্বিতভাবে চিৎকার তুলে ছুটে গেল। ফিলিপসের হৃদপিণ্ড গলার কাছে উঠে এল। যখন তার চোখে জঙ্গল দৃশ্যমান হলো, তিনি যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে শুরু করলেন। নিজেকে সেই অন্ধকারের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে।

কি ঘটতে চলেছে তা বুঝে উঠার আগেই, তিনি একটা সিঁড়ির গোড়ায় চলে আসেন। এটা দেখে মনে হয় অবিশ্বাস্য অনেক সময় এই গ্রাউন্ডে আবার আসার আগে। একই সাথে, তিনি সামনের দিকে পড়ে যান শক সামাল দিতে, তার মাথা নিচের দিকে নিয়ে আসেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকেন, একজন জিমন্যাস্টের মতো। তিনি তার পিঠের উপর শোয়া থেকে উঠে বসেন, ঘোরা লাগা চোখে তাকান। তার পেছনে, তিনি পথ দিয়ে দৌড়ানোর পায়ের শব্দ শুনতে পান। সুতরাং তিনি পায়ের উপর জোর দিয়ে দাঁড়ান। তিনি দৌড়াতে থাকেন, তার মাথা ঘোরানোর অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

এই সময়, তিনি সিঁড়ি দেখতে পান এবং গতি ধীর করেন। তিনি তিন এবং চার ধাপ করে উঠে যান, তারপর ঘষে ঘষে দৌড়াতে থাকেন। পথটা অন্য আরেকটা দিকে ভাগ হয়ে গেছে। এটা এত তাড়াতাড়ি এসেছে যে মার্টিন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো সময় পান নাই তিনি তার দিক পরিবর্তন করবেন কিনা।

পরবর্তীতে বিভক্ত পথে, মার্টিনের পথ শেষ হয়ে গেল, তিনি এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করতে বাধ্য হলেন। নীচে এবং ডান দিকে তিনি দেখতে পেলেন বন শেষ হয়ে গেছে। গাছের উপরের দিকে সেখানে সিমেন্টের এক প্রকারের ব্যালকনি। হঠাৎ ফিলিপস আবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন এবং এইবার এটা একের চেয়ে অনেক বেশি লোকের মনে হলো। সেখানে চিন্তাভাবনা করার কোনো সময় নেই। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ব্যালকনিতে নেমে গেলেন। তার নিচে, প্রায় একশ গজের একটা খেলার মাঠ যেটা

BanglaBook.org

সিমেন্টের তৈরি এবং কিছু বেঞ্চ পাতা এবং মাঝখানে একটা গর্ত, সেটা সম্ভবত গ্রীষ্মে পুল হিসেবে কাজ করে। খেলার মাঠের পিছনে একটা শহর এবং মার্টিন দেখেন একটা হলুদ ক্যাব চলে গেল।

দৌড়ানো পায়ের শব্দগুলো আরো কাছে এগিয়ে আসছে শুনতে পেয়ে, তিনি জোর করে নিচের চওড়া সিমেন্টের সিঁড়ির দিয়ে ব্যালকনির একপাশ দিয়ে খেলার মাঠে নেমে পড়লেন। তারপর, ধপ করে পড়ার শব্দ পেয়ে, পায়ের শব্দগুলো আরো কাছে চলে আসে। তিনি বুঝতে পারেন তিনি পারবেন না খোলা জায়গা অতিক্রম করতে যারা তার পিছনে আছে তারা ব্যালকনির কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর তারা তাকে দেখে ফেলবে।

দ্রুত তিনি ব্যালকনির নিচের অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন। পুরানো মূত্রের গন্ধকে কোনো রকম তোয়াক্কা না করে। সেই মুহূর্তে, তিনি শুনতে পেলেন পায়ের শব্দগুলো ছাদের উপর। তিনি অন্ধের মতো পেছাতে থাকেন যতক্ষণ না দেয়ালটা তার পিঠে ঠেকে। ঘুরে, তিনি আস্তে আস্তে বসে পড়েন। চেষ্টা করছেন তার জোরালো শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যাতে শোনা না যায়।

যে খিলানগুলো ব্যালকনিকে ধরে রেখেছে সেগুলো খেলার মাঠের সাথে। কতকগুলো আলো পেছনের শহরে দেখা যাচ্ছে। ভারী পায়ের শব্দগুলো ছাদের উপর অতিক্রম করে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।

উপরের ব্যালকনিতে আলোসহ কয়েকজন মানুষের পদক্ষেপ শোনা যায়। ফিলিপস গুনগুনানির শব্দ শুনতে পান। তারপর নীরবতা। একটা লোক আড়াআড়িভাবে পুল অতিক্রম করে।

রাইফেল ফিলিপসের উপর শব্দ করে এবং একইসাথে খেলার মাঠের উপব ঘুরতে থাকা মানুষটার মুখের উপর আক্রমণ হয়। একবার সে সিমেন্টের উপর আঘাত করে। তারপর আর নড়াচড়া করে না। মানুষটাকে এইমাত্র হত্যা করা হলো।

মার্টিন নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলেন। এর পরে নড়াচড়া অসম্ভব। তিনি একটা খাঁচায় পোরা শেয়ালের মতো। যদি তিনি এতটা ক্লান্ত না হতেন, তাহলে হয়তো তিনি আরেকটু চেষ্টা করতেন। কিন্তু এটা যখন গেছে, তিনি শুধু ওখানেই থাকেন, শোনেন হালকা পায়ের শব্দ ব্যালকনি অতিক্রম করল এবং সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন।

সেই মানুষগুলোকে খিলানের দিকে তার সামনে আশা করেছিলেন।

ফিলিপস তার নিশ্বাস চেপে রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ডেনিস স্যাংগার তৎক্ষণাৎ জেগে উঠলেন। তিনি সেখানে নড়াচড়া না করে শুয়ে রইলেন। খুব সতর্কতার সাথে নিঃশ্বাস নিলেন যখন রাতে তিনি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তাব নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়া বুঝতে পারলেন। তিনি জানেন তিনি জেগে উঠেছেন বাইরের কোন শব্দ শুনে কিন্তু এটা বার বার হচ্ছে না। যেটা এখন তিনি শুনছেন পুরানো রেফ্রিজারেটরের শব্দ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

একটু মোচড়ামুচড়ি করে, সম্ভবত তিনি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি বুঝতে পারলেন তার বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত পেরেছেন তার মূত্রথলির চাপ সহ্য করেছেন। যতই খারাপ লাগুক না কেন, তাকে উঠতেই হবে।

উষ্ণ বিছানা ছেড়ে উঠে, ডেনিস বাথরুমে গেলেন। তার নাইটগাউন লেপের উপর গুটিয়ে রাখলেন। তিনি ঠাণ্ডা টয়লেট সিটে বসে পড়লেন। তিনি লাইটও জ্বালেননি, দরজাও বন্ধ করেননি।

তাকে কয়েক মিনিট বসে থাকতে হলো প্রস্রাব করার জন্য। যখন তিনি কেবল শেষ করেছেন, তিনি একটা তোতা থ্যাপ শব্দ শুনতে পেলেন, যেটা হতে পারে কেউ একজন তার দেয়ালে আঘাত করেছেন অন্য এপার্টমেন্ট থেকে।

ডেনিস কান খাড়া করে আরেকবার শব্দের জন্য বসে রইলেন কিন্তু এপার্টমেন্ট নিস্তব্ধ। সাহসের উপর ভর করে, তিনি খুব নিঃশব্দে হলের দিকে গেলেন যতক্ষণ সামনের দরজা দেখতে না পান। তিনি স্বস্তি অনুভব করেন যখন দেখেন তালাটা ঠিক জায়গায় লাগানো আছে।

তিনি ঘুরে গেলেন এবং বেডরুমের দিকে যেতে থাকেন। সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করেন তিনি মেঝেতে কিছু একটা আছে এবং শুনতে পান তার বুলেটিন বোর্ডের কাছটাতে কিছু একটা সরে যাওয়ার মৃদু শব্দ। তার গন্তব্যের দিকে না গিয়ে, তিনি ফয়েরর কাছে চলে আসেন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন লিভিং রুমে উঁকি দেন।

ফায়ার স্কেপের কাছের দেয়ালের জানালা খোলা।

ডেনিস চেষ্টা করেন সাহসিকতার সাথে আতঙ্কিত না হতে, কিন্তু একজন আগন্তুকের ঢুকে পড়ার সম্ভবনার ভয় তার নিউ ইয়র্কে আসার পর সবচেয়ে বড় ভয়। তার নিউ ইয়র্কে আসার এক মাস যাবৎ, তার ঘুমের খুব সমস্যা হতো। এবং এখন তার জানালা খোলা, তার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নটা ঘটে যাচ্ছে। কেউ একজন তার এপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে।

যখন দ্বিতীয়বার শব্দটা হয়, তার মনে পড়ে যায় তার দুটো ফোন আছে। একটা তার বিছানার কাছে। অন্যটা কিচেনের দেয়ালে ঠিক তার একটু সামনেই। এক পা বাড়ালে, তিনি হলটা অতিক্রম করতে পারবেন, অনুতব করেন পুরানো লিনোলিয়াম

BanglaBook.org

পায়ের তলায়। সিঙ্কের পাশ দিয়ে যেয়ে, তিনি একটা ছোট ছুরি আকড়ে ধরেন। এটা ছোট ব্লেডে আলো পড়ে চমকাচ্ছে। এই ছোট্ট অস্ত্রটা ডেনিসকে এক ধরনের মিথ্যে প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রেফ্রিজারেটরের পাশে এসে তিনি ফোন তুলে নেন। সেই মুহূর্তে পুরোনো রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারের সুইচ চালু হয়ে যায় এবং সাবওয়ের মতোই একই রকম শব্দ শুনতে পান। সেই শব্দে চমকে উঠে, তার স্নায়ু এর মধ্যেই একেবারে শেষ সীমানায় উঠে গেছে। তিনি আতংকিত হন। ফোন ছেড়ে দেন এবং চিৎকার করতে থাকেন।

কিন্তু তিনি কোনোরকম শব্দ করার আগে, একটা হাত তার গলা চেপে ধরে এবং প্রচুর শক্তিতে তাকে উঁচু করে তোলে। তার শক্তিমত্তাকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। তার হাত শিথিল হয়ে যেতে থাকে এবং ছুরিটা তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে শব্দ করে ওঠে।

তিনি একটা পুতুলের মতো হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকেন এবং দ্রুতগতিতে হলের দিকে নামতে চান এবং তার পা কেবল মেঝেটা ছুঁয়ে আছে। বেডরুমের দিকে আলোকিত, সেখানে একজন তার মাথায় পিস্তল ধরে রাখে এবং পিস্তলটা সাইলেন্সর লাগানো।

গুলিটা তার বিছানার উপরের কম্বলে আঘাত করে। একটা শেষ রাগে ডেনিস হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন।

একজন কম্বলটা উঁচু করে।

'সে কোথায়?' হিসহিসিয়ে একজন আক্রমণকারী বলে ওঠে।

অন্যজন ক্লসেট টেনে খুলে ফেলে।

বিছানার উপর পড়ে তিনি দেখতে থাকেন। দুজন কালো পোশাক পরিহিত মানুষ চওড়া চামড়ার বেল্ট পরনে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কে?' তিনি কোনোমতে দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেন।

'তোর প্রেমিক, মার্টিন ফিলিপস।'

'আমি জানি না। হাসপাতালে।'

একজন মানুষ তার কাছে যায় এবং তাকে এতটা উঁচুতে ধরে তোলে যাতে বিছানায় ছুড়ে ফেলা যায়।

'তাহলে আমরা অপেক্ষা করব।'

BanglaBook.org

ফিলিপসের জন্য, সময় যেন স্বপ্নের মতো যাচ্ছে। শেষ রাইফেলের গুলির শব্দের পর তিনি আর কিছু শোনেননি। রাতটা আগের মতোই আছে, খেলার মাঠের পিছন দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ করে গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ ছাড়া। তিনি সচেতন যে তার নাড়ির গতি ধীর হতে হতে স্বাভাবিক হতে চলেছে। কিন্তু তিনি এখনও তার চিন্তাভাবনা নিয়ে সমস্যার মধ্যে আছেন। শুধু এখন, যখন খেলার মাঠের পেছন দিক দিয়ে সূর্যের রঙ ছড়াচ্ছে, তার মন আবার আগের মতো কাজ করতে শুরু করে। যখন পূর্বাকাশ আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

তিনি আশেপাশের ল্যান্ডস্কেপ আরো খুটিয়ে খুটিয়ে মনোযোগের সাথে দেখতে থাকেন। দেখে মনে হয় যেন এক সারি পাথরের ময়লার ঝুড়ি যেগুলো প্রাকৃতিক পাথর। হঠাৎ এলাকাটায় পাখির চলাচল শুরু হয়। কয়েকটা কবুতরও ওড়াওড়ি শুরু করে।

মার্টিন তার জমে যাওয়া পা নাড়ানোর চেষ্টা করেন। তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন খেলার মাঠে পড়ে থাকা মৃতদেহ তার জন্য নতুন ভয়। কেউ একজন শীঘ্রই যদি পুলিশকে ফোন করে। গতরাতের পর মার্টিন তাদের প্রতি ভয়ে ভয়ে আছেন।

পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, তিনি দেয়ালের বিপরীতে সোজা হয়ে দাড়ান যতক্ষণ না তার রক্ত চলাচল হতে শুরু করে। তার শরীরের যন্ত্রণা সতর্কতার সাথে তাকে পেছনের দিকের সিমেন্টের সিঁড়ির কাছে নিয়ে যায়। তিনি গোটা এরিয়া ভালোভাবে দেখেন। তিনি সেই পথটা দেখতে পান যেটা কয়েক ঘণ্টা আগে খুব ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিয়েছিল। একটু দুরে তাকিয়ে দেখেন কেউ একজন তার কুকুর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এগিয়ে আসছে। খুব বেশি সময় লাগবে না খেলার মাঠের মৃতদেহটা আবিষ্কার করতে।

তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন এবং পার্কের দূরের কোণার দিকে দ্রুত যেতে থাকেন, মৃতদেহটার খুব কাছ দিয়ে ঘুরে।

পার্কের ভিতর থেকে বের হয়ে, তিনি সেই ভবঘুরের ওভারকোটটা জড়িয়ে ধরে রাস্তা অতিক্রম করেন। যেটা তিনি দেখেন একটা ব্রডওয়ে। সেখানে একটা সাবওয়ের প্রবেশ পথ আছে কিন্তু মার্টিন ভীত যে এটা আবার সেই খেলার মাঠের দিকেই যাবে। তার কোন ধারণাই নেই যদি সেই লোকগুলো যারা তার পিছে লেগেছে এখনও সেই এলাকায় আছে কিনা।

তিনি বড় রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেন এবং রাস্তাটা ভালো ভাবে দেখে নেন। চারদিকে প্রতি মিনিটে বেশি বেশি আলোকিত হচ্ছে, দিনের আলো। যানবাহন চলতে শুরু করেছে। সেটা ফিলিপসকে একটু ভালো লাগতে থাকে। যত বেশি লোক, তত বেশিই তিনি নিরাপদ। এবং তিনি দেখেন কোনো মানুষ উঁকি দিচ্ছে না অথবা কোনো পার্ক করা গাড়িতে বসে নেই।

ট্রাফিক লাইটে একটা ট্যাক্সি ঠিক তার সামনে থেমে যায়। মার্টিন চেষ্টা করেন দরজার পথ দিয়ে এবং চেষ্টা করেন পেছনের দরজা খুলতে। এটা ভেতর থেকে লক করা। ড্রাইভার ফিলিপস দেখার জন্য মাথা ঘুরায়, তারপর লাল আলো জ্বলা সত্ত্বেও টেনে চলে যায়।

মার্টিন হতবুদ্ধি অবস্থায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখে ক্যাবটা জোরে টেনে দূরে চলে গেছে। এটা এই কারণে যে যখন তিনি গাড়ির কাচে তার নিজের চেহারাটা দেখেছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ক্যাবের ড্রাইভার কেন টেনে চলে গেছে। মার্টিনকে দেখে একজন রাস্তার কপর্দক শূন্য ভবঘুরের মতো লাগছে। তার চুলগুলো খুব বিশ্রীভাবে এলোমেলো হয়ে আছে, এক পাশে শুকনো রক্ত এবং অন্য দিয়ে ছোট ছোট পাতা। তার মুখ নোংরা এবং এমনভাবে দাগচোক লাগানো যেন তিনি একজন চব্বিশ ঘণ্টার মাতাল।

BanglaBook.org

ভবঘুরের চেস্টারফিল্ড কোট সেই দৃশ্যমানতাকে আরো বেশি উপযুক্ত করে তুলেছে।

তার মানিব্যাগে হাত দিয়ে ফিলিপস স্বস্তি ফিরে পান যে এটা তার পরিচিত পিছনের পকেটেই আছে। তিনি সেটা বের করেন এবং টাকাটা গুনে দেখেন। তার কাছে একত্রিশ ডলার আছে। এই পরিস্থিতিতে তার ক্রেডিট কার্ড কার্যকরী নয়। তিনি পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করে বাকিটা মানিব্যাগে রেখে দেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর আরেকটা ট্যাক্সিক্যাব দাঁড়ায়। এইবার ফিলিপস ড্রাইভারের সামনে দাড়ান যাতে সে তাকে দেখতে পায়। তিনি তার চুলগুলো যতটুকু সম্ভব গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং ওভারকোটটা খুলে নিয়েছেন যাতে কোটেরের ভেতরের অবস্থা সহজে ধরা না পড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তিনি একটা পাঁচ ডলারের বিল হাতে ধরে আছেন।

ট্যাক্সিক্যাবটা তাকে ভেতরে তুলে নেয়।

'কোথায় যাবেন, মিস্টার!'

'সোজা,' ফিলিপ বললেন, 'শুধু সোজা চলে যান।'

যদিও ড্রাইভার রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে সন্দেহের চোখে মার্টিনকে দেখতে থাকে, সে গাড়িটাতে গিয়ার দেয় যখন লাইট পরিবর্তিত হয় এবং ব্রডওয়ে দিয়ে যেতে থাকে।

ফিলিপস সিটটা ঘুরিয়ে নেন এবং পিছনের জানালা দিয়ে দেখতে থাকেন। *ফোর্ট ট্রাইয়ন পার্ক* এবং খেলার মাঠটা দ্রুত সরে যায়। মার্টিন এখনও নিশ্চিত নন কোথায় তিনি যাবেন, কিন্তু তিনি জানেন তিনি ভিড়ের মধ্যেই বেশি নিরাপদ বোধ করবেন।

'আমি বিয়াল্লিশ নাম্বার স্ট্রিটে যেতে চাই।' তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন।

'সেটা আপনি আমাকে আগে বলেন নি কেন?' ড্রাইভার অভিযোগ করে, 'আমরা তাহলে নদীর পাশ দিয়ে ড্রাইভ করে আসতে পারতাম।'

'না,' ফিলিপস বললেন, 'আমি সেই পথ দিয়ে যেতে চাই না। আমি পূর্ব পাশ দিয়ে যেতে চাই।'

'সেই পথ দিয়ে যেতে গেলে আরো দশ বাকস বেশি পড়বে, মিস্টার।'

'ঠিক আছে।' মার্টিন বললেন। তিনি তার ওয়ালেট বের করলেন এবং ড্রাইভারকে দশ ডলার দেখালেন, যে রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে সেটা দেখছে।

যখন গাড়িটা আবার চলতে শুরু করে মার্টিন স্বস্তি বোধ করে। তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না গত বারো ঘণ্টায় কি ঘটে গেছে সেটা। এটা যেন মনে হয় গোটা দুনিয়া স্তব্দ হয়ে গেছে। তিনি তার স্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করেন।

তিনি পুলিশকে ফোন করেছিলেন সাহায্যের জন্য। কেন তারা সেটা তাকে এফবিআইয়ের কাছে দিয়ে দিল? এবং কেন বুরো তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল? কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়নি? যখন গাড়িটা সেকেন্ড এভিনিউতে চলে আসে তার ভয়ের অনুভূতি ফিরে আসে।

বিয়াল্লিশ নাম্বার রাস্তা ফিলিপের যে ভিড়ের দরকার ছিল সেটা জোগান দেয়। ছয় ঘণ্টা আগে এই এরিয়াটা ছিল অদ্ভুত সব লোকে পরিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। এখন, সেই

BanglaBook.org

একই জায়গা অনেক স্বস্তিদায়ক। এই সব মানুষগুলো স্বাভাবিক ভাবে ঘোরাফেরা করছে। তারা কোন অস্বাভাবিকতার কাছে মুখ লুকাচ্ছে না। ভয়ংকর লোকগুলোকে চেনা যাবে এবং তাদের এড়িয়ে চলা যাবে।

মার্টিন একটা বড় সাইজের অরেঞ্জ জুস কিনলেন এবং শেষ করে ফেললেন। তিনি আরেকটা নিলেন। তারপর তিনি বিয়াল্লিশ নাম্বার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন। তাকে চিন্তা করতে হবে। প্রতিটি জিনিসের একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা আছে। ডাক্তার হিসেবে, তিনি জানেন সেটা কোনো ব্যাপার নয় কতগুলো চিহ্ন এবং উপসর্গ দেখা যাবে যেখানে মানুষ অসুস্থ হয়, সেগুলো একটা রোগের কারণে ঘটে থাকে।

ফিফটি এভিনিউয়ের কাছে, ফিলিপস কিছুটা হেঁটে পার্কের দিকে গেলেন। তিনি সেখানে একটি খালি বেঞ্চ পেলেন এবং তার উপর বসে পড়লেন। ময়লা চেস্টারফিল্ডের কোটটা তিনি খুলে সেটা গুটিয়ে বালিশের মতো করে নিলেন। তিনি তাকে যতটা আরামদায়ক করে নেয়া যায় করে নিলেন এবং তারপর গত রাতের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে থাকেন। এটা হাসপাতাল থেকে শুরু হয়েছিল.....

মার্টিন যখন জেগে উঠলেন তখন সূর্য এর মধ্যেই মাথার উপর চলে এসেছে। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ তাকে অনুসরণ করে লক্ষ্য করছে কিনা। এখন পার্কে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে, কিন্তু কেউ তার প্রতি কোনো মনোযোগ দিচ্ছে না। এখন চারিদিকে বেশ উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তিনি প্রচুর পরিমাণে ঘামছেন। যখন তিনি উঠে দাড়ালেন তিনি খুব বিশ্রী একটা গন্ধের সম্মুখীন হলেন। পার্ক থেকে বের হয়ে তিনি তার ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং একটু শকড হলেন যে এখন সাড়ে দশটা বাজে।

তিনি কয়েক ব্লক দূরে একটা গ্রিক কফি হাউজ দেখতে পেলেন । পুরানো কোটটা গোল করে, তিনি সেটা টেবিলের নিচে রাখলেন। তিনি ক্ষুধার্ত। তিনি ডিম, ফ্রাই, বেকন, টোস্ট এবং কফি। তিনি পুরুষদের বাথরুমে গেলেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন পরিষ্কার করবেন না। কেউ তাকে দেখে বুঝতে পারবে না তিনি একজন ডাক্তার। যদি তিনি পরিচয় না দিতেন চান তার চেয়ে এরকম ছদ্মবেশে থাকাই ভালো।

যখন তিনি তার কফি শেষ করলেন তিনি সেই লিস্টটা আবার পেলেন।

পাঁচজন রোগীর তালিকা :

ম্যারিনো, লুকাস, কলিন্স, ম্যাকর্কাথি এবং লিভকুইস্ট।

এটা কি সম্ভব যে এই রোগীরা এবং তাদের ইতিহাস কর্তৃপক্ষের নিকট ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত? কিন্তু এমন কি, কেন তারা তাকে খুন করার চেষ্টা করছিল? এবং এই মেয়েগুলোর জীবনে কি ঘটছে? তারা কি সবাই খুন হয়েছে? এই সম্পর্কগুলো কোন উপায়ে যৌনতা এবং আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত? যদি তাই হয়, তাহলে এগুলোর ভিতর তেজস্ক্রিয়তা আসছে কিভাবে? এবং কেন এফবিআই জড়িত? হতে পারে এই ষড়যন্ত্র জাতীয়, দেশের সব হাসপাতালগুলোতে প্রভাবিত হয়েছে।

BanglaBook.org

আরো বেশি কফি নিয়ে, মার্টিন হবসন মেডিকেল সেন্টারের ধাঁধাগুলোর উত্তর খুঁজতে থাকেন। কিন্তু তিনি জানেন সেটাই একমাত্র জায়গা যেটার কর্তৃপক্ষ চান তিনি সেখানে যান। অন্য কথায়, হাসপাতালই হলো মার্টিনের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জায়গা। যদিও একমাত্র জায়গা যেখানে কি ঘটছে সেটা বের করার সুযোগ এবং সম্ভবনা আছে।

কফি রেখে ফিলিপস পে ফোনটা ব্যবহারের জন্য উঠে গেলেন। তার প্রথম কলটা হেলেনের কাছে।

'ডাক্তার ফিলিপস! আমি খুব খুশি হয়েছি যে আপনি কল করেছেন। আপনি কোথায়?' মেয়েটার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শোনায়।

'আমি হাসপাতালের বাইরে।'

'আমি সেটা অনুমান করেছি। কিন্তু কোথায়?'

'কেন?' মার্টিন জিজ্ঞেস করেন।

'শুধু জানতে চাইছি।' হেলেন বলল।

'আমাকে বল,' মার্টিন বলল, 'কেউ কি আমাকে খোঁজ করতে এসেছিল.... ধর... এফবিআই?'

'কেন এফ বি আই আপনাকে খোঁজ করে বেড়াবে?'

মার্টিন এখন বুঝতে পারছেন যে হেলেন ওদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছে। এটা হেলেনের স্বভাব নয় যে একটার প্রশ্নের উত্তরে আরেকটা প্রশ্ন করে, বিশেষত যখন এফ বি আই এর মতো অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। সাধারণ পরিস্থিতিতে সে তাকে সাধারণভাবে বলত তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। স্যানসন অথবা তার কোনো একজন এজেন্ট হেলেনের সাথে সেখানে আছে। ফিলিপস ফোনটা রেখে দেন। তিনি অন্য কোনো উপায় খুঁজতে থাকেন চার্টগুলোর পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য তথ্যগুলোও যেগুলো তিনি তার অফিস থেকে চাচ্ছেন।

মার্টিন তারপর হাসপাতালে কল করলেন ডা. ডেনিস স্যাংগারের নাম্বারে। শেষ যে জিনিসটা তিনি চাচ্ছেন তা হলো ডেনিসের গাইনী ক্লিনিকে যাওয়া। কিন্তু সে তার ফোন তুলছে না এবং মার্টিন ভয়ে ভয়ে তাকে একটা ম্যাসেজ পাঠান। ফোন ধরে রেখে তিনি একটা শেষ কল করেন ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্টের কাছে। প্রথমবার রিং হতেই ক্রিস্টিনের রুমমেট ফোন তোলে, কিন্তু যখন ফিলিপস তার পরিচয় দেয় এবং ক্রিস্টিন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন মেয়েটা বলে সে তাকে কোনোরকম কোনো তথ্য দিতে পারবে না এবং সে পছন্দ করবে যদি তিনি আর কল না করেন। তারপর সে ফোন রেখে দেয়।

তার টেবিলে ফিরে এসে, ফিলিপস তার সামনের রোগীর তালিকাটা মেলে ধরেন। একটা কলম বের করে তিনি লেখেন *শক্তিশালী রেডিওএক্টিভিটি তরুণীদের ব্রেনের ভেতর (? অন্য এরিয়ায়); পাপ স্মেয়ার রিপোর্ট অস্বাভাবিক যেখানে সেগুলো স্বাভাবিক; এবং নিউরোলজিক্যাল উপসর্গগুলো মাল্টিপল স্কেলেরোসিসের মতো।'*

ফিলিপস তিনি যেটা লিখেছেন সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, তার মন

BanglaBook.org

উত্তেজিতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর তিনি লেখেন *নিউরোলজিক্যাল-গাইনী-পুলিশ-এফ বি আই।'* এগুলো এসেছে *'ওর্য়েনারের অসুস্থ অশ্লীলতা ছবি তোলা থেকে।'* সেখানে কোনো সম্ভাব্য জিনিস নেই এই সব জিনিসগুলো সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এগুলোর মাঝখানে গাইনীকেই ধরা যায়। যদি তিনি বের করতে পারেন কেন এই পাপ স্মেয়ারের রিপোর্টগুলো অস্বাভাবিক, তাহলে হয়তো তিনি কিছু একটা পেয়ে যাবেন।

হঠাৎ করে মরিয়া হয়ে ওঠার একটা প্রবাহ তার মধ্য দিয়ে চলে যায়। এটা সুস্পষ্ট যে তিনি এমন কিছুর বিরুদ্ধে যেটা তার পক্ষে আয়ত্ব করা অসম্ভব। তার পুরানো জগতে প্রতিদিনকার মাথাব্যথা এতটা ভয়ানক হয়ে ওঠে না। তিনি যদি প্রতিদিনকার নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করতেন এবং যদি তিনি ওই রাতে ডেনিসের বিছানায় তার হাতের উপর ঘুমাতেন তাহলে এত ধকল পোহাতে হতো না। তিনি কোন ধর্মপরায়ন ব্যক্তি নন। কিন্তু তিনি খোদার সাথে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করতে থাকেন। যদি খোদায় তার এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই দেয়, মার্টিন তার জীবন নিয়ে কখনও কোনো অভিযোগ তোলেনি।

তিনি তার কাগজপত্রের দিকে নজর দেন এবং বুঝতে পারেন তার চোখ জলে ভরে গেছে। কেন পুলিশ তার পিছু লেগেছে, সমস্ত লোকজনই বা কেন? এটার কোনো অর্থ তিনি ধরতে পারছেন না।

তিনি আবার ফোনের কাছে ফিরে যান এবং আবার ডেনিসের কাছে ফোন দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ডেনিস কোনোরকম উত্তর দিচ্ছে না। তিনি অধৈর্য হয়ে গাইনী ক্লিনিকে ফোন করেন এবং রিসিপশনিস্টের সাথে কথা বলেন।

'ডেনিস স্যাংগার কি তার এপয়েন্ট মতো এসেছে?'

'এখনও আসেননি।' রিসিপশনিস্ট বলল. 'আমরা তাকে যে কোনো মুহূর্তের মধ্যে আশা করছি।'

মার্টিন কথা বলার আগে দ্রুত চিন্তা করে নিলেন, 'আমি ডা. ফিলিপস। যখন তিনি পৌছাবেন তাকে বলবেন আমি এপয়নমেন্টটা বাতিল করে দিয়েছি এবং যাতে তিনি আমার সাথে দেখা করেন।'

'আমি তাকে বলব।' রিসিপশনিস্ট বলল এবং মার্টিন বুঝতে পারছে মেয়েটা নিশ্চিত হতবুদ্ধ হয়ে গেছে।

মার্টিন ছোট পার্কটাতে আবার হেঁটে ফিরে যান এবং বেঞ্চে বসে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন কোনো রকম বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। একজন মানুষের জন্য যিনি বিশ্বাস করেন আদেশ এবং কর্তৃপক্ষের, পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে তার দিকে গুলি বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে জানাতে পারেন না।

তার বিকেলটা কেটে যায় একটা পরিপূর্ণ ঘুমে। জেগে উঠে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকেন। তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ঘাটতি নিজেই একটা সিদ্ধান্ত হয়ে দেখা দিতে পারে। ব্যস্ত সময় শুরু হয়ে যায় এবং এটার চরম সীমায় পৌছে যায়। তারপর ভিড় আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং মার্টিন ডিনারের জন্য কফি শপটাতে ফিরে যান। এটা ছয়টার কিছুটা

BanglaBook.org

পরে।

তিনি এক প্লেট মাংস-রুটি অর্ডার দেন এবং যখন এটা হতে থাকে চেষ্টা করেন ডেনিসকে পেতে। এখনও তিনি ফোন তুলছেন না। যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার এপার্টমেন্টে চেষ্টা করবেন, বিস্মিত যদি পুলিশ জানেন তার সম্বন্ধে অনেক কিছু তাহলে হয়তো তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

ডেনিস প্রথমবার রিং হতেই ফোন তোলে।

'মার্টিন?' তার কণ্ঠস্বর কিছুটা বেপরোয়া।

'হ্যাঁ, এটা আমি।'

'থ্যাঙ্ক গড! তুমি কোথায়?'

মার্টিন প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'তুমি এখন কোথায়? আমি তোমাকে সারাদিন ফোন করেছি?'

'আমি খুব একটা সুস্থ বোধ করছি না। আমি বাসাতেই রয়ে গেছি।'

'তুমি হাসপাতালের পেজ অপারেটরকে ব্যাপারটা জানাওনি।'

'আমি জানি আমি....' হঠাৎ করে স্যাংগারের গলার স্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল।

'এখানে এসো না....' ডেনিস গুঙিয়ে উঠল।

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ চেপে ধরার মতো মনে হলো এবং ফিলিপস একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন। তার হৃদপিণ্ড লাফ দিয়ে গলার কাছে চলে এল।

'ডেনিস!' তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। কফি শপের সবাই নিশ্চল হয়ে গেল। সকলের মাথা তার দিকে ঘুরে গেল।

'ফিলিপস, আমি স্যানসন।' এজেন্ট ফোনটা তুলে নিয়েছে।

মার্টিন শুনতে পেলেন এখনও ডেনিস পেছন দিক থেকে চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করছেন।

'শুধু এক মিনিট, ফিলিপস।' স্যানসন বলল।

তারপর ফোনে তিনি বললেন, 'তাকে এখান থেকে যেতে দিন এবং তাকে শান্ত রাখুন।'

লাইনে ফিরে এসে স্যানসন বলল, 'শুনুন, ফিলিপস...'

'কি জাহান্নামী কাজ হচ্ছে, স্যানসন,' ফিলিপস কেঁদে উঠলেন। 'আপনি ডেনিসের সাথে কি করছেন?'

'শান্ত হোন, ফিলিপস। উনি ভালো আছেন। আমরা তার এখানে এসেছি তাকে রক্ষা করতে। গত রাতে মঠের কাছে আপনার কি ঘটেছিল?'

'আমার কি ঘটেছিল? আপনি কি উত্তেজিত? আপনার লোকজন আমাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'সেটা হাস্যকর, ফিলিপস। আমরা জানতাম কোর্টইয়ার্ডের ওটা আপনি ছিলেন না। আমরা ভেবেছিলাম তারা আপনাকে এর মধ্যে ধরে ফেলেছে।'

'তারা কারা?' হতবুদ্ধ ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

'ফিলিপস! আমি এই বিষয়ে ফোনে কোনো কথা বলতে পারছি না।'

'শুধু আমাকে এটুকু বলুন যে এসব কি ঘটে চলেছে?'

কফি শফের মানুষগুলো এখনও নড়াচড়া বন্ধ করে তার কথা শুনছে। তারা সবাই নিউ ইয়র্কের এবং তারা অদ্ভুত সব জিনিসে অভ্যস্ত। কিন্তু তাদের এই ছোট্ট স্থানীয় কফি শপে নয়।

স্যানসন খুব ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'দুঃখিত, ফিলিপস। আপনাকে এখানে আসতে হবে এবং আপনাকে এখানে এখনই আসতে হবে। আপনি আপনার নিজের পথ থেকে সরে গিয়ে সাধারণ জিনিসগুলো জটিল করে আমাদের সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং আপনি এর মধ্যে জেনে গেছেন সেখানে কয়েকটা নিষ্পাপ প্রাণ বিপদের মুখে।'

'দুই ঘণ্টা,' ফিলিপস চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি শহর থেকে দুই ঘণ্টার পথ দূরে।

'ঠিক আছে, দুই ঘণ্টা, কিন্তু এর চেয়ে এক সেকেন্ড বেশি নয়।'

সেখানে একটা শেষ ক্লিক শব্দ এবং তার লাইন কেটে গেল।

ফিলিপস আতঙ্কিত হয়। এক সেকেন্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে তিনি তড়িঘড়ি করেন। তিনি পাঁচ ডলারের একটা বিল ছুড়ে মারেন এবং এইটথ এভিনিউয়ের সাবওয়েতে দৌড়ে চলে আসেন।

তিনি মেডিকেল সেন্টারের উদ্দেশ্যে যেতে থাকেন। তিনি জানেন না সেখানে যেয়ে তিনি কি করতে চাচ্ছেন কিন্তু তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন। তার হাতে দুই ঘণ্টা সময় আছে এবং তার কিছু উত্তর জানা দরকার। সেখানে একটা সুযোগ আছে স্যানসন হয়তো সত্য কথা বলছে। হতে পারে তারা ভেবেছিল কোনো অপরিচিত শক্তি দ্বারা তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফিলিপস সে বিষয়ে নিশ্চিত নন এবং অনিশ্চয়তা তাকে ভয়ার্ত করে তোলে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ডেনিস বিপদের মধ্যে আছে।

আপটাউন ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেছে, এমন কি যদিও ব্যস্ত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু চলাচলটা ফিলিপের জন্য ভালো হলো। এটা তার আতঙ্ককে শান্ত করল এবং তার সময়টাকে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু ভাবতে সাহায্য করল। সেই সময়ে তিনি ভেবে বের করলেন কিভাবে তিনি মেডিকেল সেন্টারের ভেতরে যাবেন এবং তিনি কি করতে যাচ্ছেন সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন।

মার্টিন লক্ষ্য করলেন ভিড় ট্রেন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে এল।

তিনি তার প্রথম গন্তব্যের জন্য এগিয়ে যান। একটা পানীয়ের দোকান। কেরানিটা মার্টিনের অভিব্যক্তির দিকে একবার তাকায়, তারপর তার লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং চেষ্টা করে ফিলিপসের দিকে মনোযোগ না দিতে। সে নরোম হয় যখন মার্টিন তার টাকা রাখে।

সে মাত্র তিরিশ সেকেন্ড সময় নেয় এক পাইন্ট হুইস্কি নিতে এবং তাব দাম দিতে। ব্রডওয়ে থেকে পাশের রাস্তায় এসে মার্টিন দেখতে পান একটা ময়লার ব্যারেল। সেখানে তিনি হুইস্কির মুখ খুলে ফেলেন, একটা বড় চুমুক নেন এবং কুলকুচি করেন। তিনি খুব কম পরিমাণ গিলে ফেলেন কিন্তু বেশিরভাগই মাটিতে ফেলে দেন। হুইস্কিটা কোলনের

BanglaBook.org

মতো করে নিয়ে তিনি সেটা তার মুখ এবং ঘাড়ে দিতে থাকেন। তারপর অর্ধখালি বোতলটা তার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখেন। ময়লার ব্যারেলগুলোর সাথে হোঁচট খেতে খেতে ফিলিপস একটা বোতল তুলে নেন। এটা বালুতে ভর্তি, সম্ভবত শীতকালে পাশে হাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনি সেটার ভেতর একটা গর্ত করেন এবং তার ওয়ালেটটা তার মধ্যে কবর দেন, তার বাকি টাকাগুলো যে পকেটে হুইস্কির বোতল আছে সেই পকেটে রেখে।

তার পরিবর্তী গন্তব্য একটা ছোট কিন্তু ব্যস্ত মুদি দোকান। লোকজন তার জন্য বেশ জায়গা ছেড়ে দেয় যখন তিনি প্রবেশ করেন। এটা কিছুটা জনাকীর্ণ এবং ফিলিপস কিছু খরিদ্দারকে ঠেলে একটা জায়গা বের করেন যেখানে রেজিস্টারে কিছু লেখা হচ্ছে।

'আহ-হ' ফিলিপস চিৎকার দিয়ে ওঠেন যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে এবং মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন একটা প্রদর্শিত বিনের ক্যানের উপর। তিনি এমনভাবে পড়েন যে বিনগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন একজন দোকানের কর্মচারী তার উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে তিনি ঠিক আছেন কিনা, মার্টিন জোরে শ্বাস নিয়ে কোনো মতে বললেন, 'ব্যথা। আমার হৃদপিণ্ডে!'

মুহূর্তের মধ্যে এ্যাম্বুলেন্স চলে আসে। মার্টিনের মুখের উপর একটা অক্সিজেন মাস্ক পরানো হয় এবং একটা ইকেজি তার বুকের উপর লাগানো হয়, যখন অল্প দূরত্বের পথ হবসন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তার প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ইকেজি প্রাথমিকভাবে রেডিও দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং এটা দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে কোন কার্ডিয়াক ড্রাগের প্রয়োজন হবে না।

যখন একজন এ্যাটেন্ডডেন্ট তাকে জরুরি বিভাগে পাঠায় মার্টিন এক পলক দেখেন যে কয়েকজন পুলিশের লোক প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা তাকে আরো বেশি কিছু দেখার সুযোগ দিল না। তাকে একটা প্রধান জরুরি বিভাগের রুমে নিয়ে যাওয়া হলো এবং একটা বেডে ট্রান্সফার করা হলো। একজন নার্স তার পকেট হাতড়ে খুঁজল কোনো আইডেন্টিফিকেশনের জন্য, যখন রেসিডেন্ট আরেকটা ইকেজি নিলেন। যখন দেখলেন ট্রেসিংটা স্বাভাবিক, কার্ডিয়াক টিমটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকে, একজন ইন্টার্নের কাছে তাকে ছেড়ে দিয়ে।

'ব্যথাটা এখন কেমন, মিস্টার?' সে বলল, ফিলিপসের উপর ঝুঁকে পড়ে।

'আমার কিছু মালোক্সের দরকার,' মার্টিন বিড়বিড় করে বললেন, 'কোনো কোনো সময় যখন আমি সস্তা মদ গিলি আমার মালোক্সের প্রয়োজন পড়ে।'

'আমার কাছে শুনতে বেশ লাগছে।' ডাক্তারটি বলল।

ফিলিপসকে ম্যালোক্স দিল একজন প্রায় বছর পয়ত্রিশ বয়সী নার্স যে সবকিছু করল। সে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিল এবং মার্টিন তার নাম দিল *হার্ভে হপকিন্স*। হপকিন্স কলেজে তার রুমমেট ছিল। নার্স তারপর বলল তারা তাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে রিলাক্স হওয়ার জন্য। কয়েক মিনিটের জন্য দেখতে যদি তার বুকের ব্যথাটা আবার ফিরে আসে। সে তার বেডের পাশের পর্দা টেনে দিল।

BanglaBook.org

ফিলিপস কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন, তারপর তিনি বেডের শেষ প্রান্ত দিয়ে উঠে পড়লেন। জরুরি বিভাগের রুমে দেয়ালের কাছে তিনি একটা রেজর পেলেন এবং একটা ছোট সাবানের বার দেখতে পেলেন। তিনি সেটা দিয়ে ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করলেন। তিনি অবশ্য কয়েকটা তোয়ালে পেলেন এবং একটা সার্জিক্যাল ক্যাপ এবং মাস্ক। সুতরাং তিনি পর্দার ভেতর থেকে বের হলেন।

রাতের সময় অন্যান্য সময়ের মতো, জরুরি বিভাগ হচ্ছে নিরাশার সাগর। প্রবেশের কাছে ইন আলোটা জ্বলছে এবং এ্যাম্বুলেন্স নিয়মিত বিরতিতে আসছে যাচ্ছে। কারো মার্টিনের দিকে তাকানোরও সময় নেই। তিনি কেন্দ্রীয় করিডোর দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং প্রধান ডেস্কের কাছের ধূসর দরজা ঠেলে তেতর ঢুকলেন। সেখানে একজন মাত্র ডাক্তার লাউঞ্জে বসে আছে এবং তিনি একটা ইকেজি নিয়ে ব্যস্ত। ফিলিপস শাওয়ারের দিকে হেটে গেলেন।

দ্রুতবেগে তিনি শাওয়ার নিলেন এবং শেভ করলেন। কাপড়চোপড়গুলো রুমের এক কোণায় রেখে দিলেন। সিঙ্কের পাশে তিনি একগাদা সার্জিক্যাল স্ক্রাবের যন্ত্রপাতি দেখতে পেলেন। জরুরি বিভাগের স্টাফদের প্রিয় জামাকাপড়। তিনি একটা শার্ট এবং প্যান্ট পরলেন এবং তার ভেজা চুল ঢেকে ফেলতে সার্জিক্যাল হ্যাট পরলেন । তিনি এমনকি মুখে মাস্ক বেঁধে নিলেন। সেখানে অনেক বার হাসপাতালের কর্মচারীরা মাস্ক পরে নেয় অপারেশন রুমের বাইরেও, বিশেষত যখন তারা মাথায় ঠাণ্ডার অনুভূতিতে ভোগে।

নিজেকে আয়নার মধ্যে দেখে, ফিলিপস অতিভূত হলেন যারা খুব বেশি চেনে এমন মানুষই শুধু তাকে চিনতে পারবে। তাকে শুধু হাসপাতালের ভেতরের লোকই মনে হচ্ছে না, তাকে দেখে মনে হচ্ছে হাসপাতালেই থাকেন। হার্ভে হপকিন্সের জন্য, জরুরি বিভাগের রোগী প্রায় সময়ই হাঁটতে বের হয়।

ফিলিপস তার ঘড়ি দেখলেন। তার হাতে এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে।

লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে, ফিলিপস জরুরি বিভাগ অতিক্রম করেন এবং দুজন পুলিশের লোকের পাশ দিয়ে দৌড়ে যান। তিনি ক্যাফেটেরিয়ার পিছন দিয়ে পেছনের সিঁড়ি ব্যবহার করেন দ্বিতীয় তলায় পৌছানোর জন্য। তিনি একটা রেডিয়েশন ডিক্টেটর চান, সিদ্ধান্ত নেন এটা খুব বিপজ্জনক কাজ ওরকম একটা জিনিস তার অফিসে নিয়ে যাওয়া এবং সেটা দিয়ে রেডিওথেরাপী বিভাগ সার্চ করা যতক্ষণ না আরেকটা পান। তারপর তিনি সিঁড়ির দিকে দৌড়ে ফিরে আসেন প্রধান ফোরের জন্য এবং তাড়াতাড়ি ক্লিনিক ব্লিডিংয়ের জন্য যান।

এলিভেটরের ওখানে একজন বৃদ্ধ লোক এবং অপারেটর, যে আজ দিনের জন্য চলে গেছে। সুতরাং মার্টিন চার তলায় উঠে গেলেন গাইনীর জন্য। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাবওয়ের জন্য, দুজন খুব অসুখী ব্যবসায়ী মানুষের মধ্যে স্যান্ডউইচ হতে হতে, রেডিয়েশন হয়তো গাইনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু এখন যখন তিনি পৌছে গেছেন, রেডিয়েশন ডিটেক্টর হাতে, তার চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। তার কোনো ধারণাই নেই তিনি কি খুঁজছেন।

BanglaBook.org

প্রধান গাইনী ওয়েটিং রুমের পাশ দিয়ে গিয়ে, ফিলিপস ঘুরে ছোট ইউনিভার্সিটি ক্লিনিকে যান। এটা এখন পরিচ্ছন্ন. কর্মীদের দখলে। এলাকাটা ছাই এবং কাগজে ভর্তি। এগুলো সব খুব সাধারণ স্বাভাবিক দেখাতে থাকে।

ফিলিপস রিসিপশনিস্টের ডেস্ক পরীক্ষা করে দেখেন কিন্তু এটা তালা বন্ধ। ডেস্কের পিছন দিকের দুই দরজা দিয়ে চেষ্টা করে তিনি দেখতে পান গোটা এলাকাটাই সিকিউর। কিন্তু তালাটা সাধারণ মানের, যেটাতে শুধু ডোরনবের চাবি ঢোকালে হবে। একটা প্লাস্টিক কার্ড রিসিপশনিস্টের ডেস্কের উপর থেকে নিয়ে সেটা খুললেন। মার্টিন ভেতরে ঢুকলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং লাইট জ্বেলে দিলেন।

তিনি একটা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ডা. হারপারের সাথে কথা বলেছিলেন। সেখানে বাম দিকে দুটো পরীক্ষা রুম এবং ল্যাব অথবা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের রুম ডান দিকে। মার্টিন প্রথমে পরীক্ষা রুমটাই নির্দিষ্ট করেন। ডিক্টেটর দিয়ে দেখে তিনি খুব সতর্কতার সাথে প্রতিটা রুমে যান, প্রতিটা ক্যাবিনেটে ডিক্টেটর দিয়ে দেখতে থাকেন এবং এমনকি পরীক্ষার টেবিলগুলোতেও দেখেন। কিছুই নেই। জায়গাটা খুব পরিচ্ছন্ন। ল্যাবের এরিয়ায় তিনি একই জিনিস করেন কাউন্টারটপ ক্যাবিনেটের উপর। ড্রয়ারগুলো খোলেন, বাক্সের মধ্যে উঁকি দেন। রুমের শেষ প্রান্তে তিনি বিশাল যন্ত্রপাতির কেবিনেটের দিকে যান। এখানে সব নৈর্ব্যক্তিক।

প্রথম সাড়াটা তিনি ময়লার বাস্কেট থেকে পান। এটা খুব দুর্বল রিডিং এবং পুরোপুরি নিরাপদ। কিন্তু এটা অন্যথায় রেডিয়েশন। ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে, ফিলিপস লক্ষ্য করেন সময় খুব দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে। ডেনিসের এপার্টমেন্টে কল করার পর থেকে দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি শুধু তখনই দেখা দেবেন যখন তিনি নিশ্চিত হবেন স্যানসন ডেনিসকে ধরে নেই।

ময়লার ঝুড়ি থেকে পজেটিভ রিডিং আসার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন আরেকবারের জন্য ল্যাবে যাবেন। তিনি কিছুই পান না যতক্ষণ না তিনি ক্লজেট পর্যন্ত যান। নিচের তাক লিনেন এবং হাসপাতালের গাউনে ভর্তি, যেখানে উপরের তাকে ল্যাবরেটরি এবং অফিস সাপ্লাইয়ের মিশ্রণ। শেলভের নিচে একটা পুরোপুরি মাটি মিশ্রিত লিনেন ভর্তি করা, যেটাতে আরেকটা পজেটিভ রিডিং আসছে যখন তিনি তিনি রেডিয়েশনের প্রোবটা মেঝেতে বুলাচ্ছিলেন।

মার্টিন সেই মার্টি মাখা লিনেন খালি করলেন এবং ডিক্টেটর নিয়ে গেলেন। কিছুই না। ডিক্টেটরের প্রোব বক্সটার ভিতর নিয়ে তিনি আবার একটা দুর্বল সাড়া পেলেন এটার নিচের দিকে। তিনি নিচে ঝুঁকলেন এবং তার হাত ভেতরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হ্যাম্পারটার দেয়াল এবং মেঝে কাঠ দিয়ে মোড়ানো এবং দেখে মনে হয় সলিড। তার হাতের মুঠি দ্বারা তিনি একবারে তলায় আঘাত করলেন এবং একটা কাঁপুনি অনুভব করলেন। তিনি সময় নিয়ে এটার চারপাশে আঘাত করতে থাকেন। যখন তিনি দূরের কোণার দিকে আঘাত করেন সেখানের বোর্ডটা একটু সরে গেল। তারপর সেই জায়গা থেকে নিচে পড়ে গেল। একই জায়গায় ধাক্কা দিয়ে মার্টিন হ্যাম্পারের মেঝে তুলে

BanglaBook.org

ফেললেন এবং নিচের দিকে তাকালেন। নিচে দুটো সিল গালা করা স্টোরেজ বক্স যেটাতে আগের মতোই রেডিয়েশন দিচ্ছে।

দুটো বক্সের গায়ে লেবেল লাগানো যেটা নির্দেশনা দিচ্ছে সেগুলো এসেছে ব্রুকহ্যাভেন ল্যাবরেটরিজ থেকে, যেটা সবরকম মেডিকেল আইসোটোপের উৎস। কেবলমাত্র একটা লেবেলের নির্দেশনা সহজপাঠ্য। এটা দেখাচ্ছে *২-[১৮এফ] ফ্লুরো-২ ডিঅক্সি- ডি-গ্লুকোজ*। অন্য লেবেলটা কিছুটা ছিড়ে গেছে তারপরও বোঝা যাচ্ছে এটাও আইসোটোপের যেটা *ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ*।

মার্টিন তাড়াতাড়ি বক্স খুলে ফেলেন। সহজপাঠ্য নির্দেশনার প্রথমটা মধ্যমমানের রেডিওএকটিভ। অন্য বাক্সটাতে সুস্পষ্টত পুরো সিলগালা লাগানো যেটা রেডিয়েশন ডিক্টেটরকে উত্তেজিত করে তুলেছে। যেটাই হোক না কেন , এটা খুবই গরম। ফিলিপস বন্ধ করে দিলেন এবং কনটেইনারগুলো আবার সিল করে দিলেন। তারপর তিনি লিনেনগুলো ওর উপরে দিয়ে দিলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মার্টিন কখনও শোনেন নি এর কোনো একটা উপাদানের কথা, কিন্তু ঘটনা হলো সেগুলো গাইনী ক্লিনিকে যেটা সন্দেহ করার খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। হাসপাতালের খুব কড়াকড়িভাবে রেডিওএকটিভ উপাদান ব্যবহার করা হয়। এগুলো রেডিওথেরাপী, কিছু ডায়াগনস্টিক কাজের জন্য এবং কিছু নিয়ন্ত্রিত গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলোর কোনো ক্যাটাগরিই গাইনী ক্লিনিকে গ্রহণযোগ্য নয়। যেটা ফিলিপসের জানার দরকার এই ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ তেজস্ক্রিয় কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়।

রেডিয়েশন ডিক্টেটর বয়ে নিয়ে ফিলিপস ক্লিনিকের সিঁড়ি দিয়ে নিচে বেসমেন্টে নেমে আসেন । টানেলের ভেতর দিয়ে তিনি তার হাঁটার গতি একটু ধীর করেন যাতে কোনো মেডিকেল স্টুডেন্টদের দল বিস্মিত না হয়। কিন্তু যখন তিনি নতুন মেডিকেল স্কুলে পৌঁছান তিনি তার চলার গতি বাড়িয়ে দেন, যখন লাইব্রেরিতে পৌঁছান তখন তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুতগতিতে পড়ছে।

'ডিঅক্সি-গ্লুকোজ,' তিনি হাঁপাতে থাকেন,''আমি এটা দেখতে চাই। কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আমি জানি না।' চমকে ওঠা লাইব্রেরিয়ান বলল।

'ধুত্তোরি!' ফিলিপস বললেন এবং ঘুরে দাঁড়ান এবং একটা কার্ড ক্যাটাগরির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'রেফারেন্স বইগুলোতে চেষ্টা করে দেখুন।' মেয়েটি তাকে ডেকে বললেন।

তার গতিপথ পরিবর্তন করে, ফিলিপস পর্যায়ক্রমিক বিভাগের দিকে গেলেন যেখানে রেফারেন্স বইয়ের ডেস্ক একটা মেয়ে পনের নাম্বার দেখছে। সে মার্টিনের দাবিটা শুনেছে এবং মার্টিনের জিনিসটা খুঁজে দেখছে।

'দ্রুত....' ফিলিপস বললেন। 'ডিঅক্সি-গ্লুকোজ। আমি এটাকে কোথায় খুঁজে দেখব?'

'জিনিসটা কি?' মেয়েটা মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলল।

BanglaBook.org

'অবশ্যই কোন ধরনের সুগার, গ্লুকোজ হতে তৈরি। দেখুন, আমি জানি না জিনিসটা কি। সেই কারণেই আমার এটা দেখা দরকার।'

'আমি ধারণা করছি আপনাকে কেমিক্যাল এবস্ট্রাক্ট দিয়ে শুরু করা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত মেডিসিনের, তারপর...'

'কেমিক্যাল এবস্ট্রাক্ট! সেগুলো কোথায়?'

মেয়েটি বুক শেলভের পিছনের লম্বা একটা টেবিলের দিকে নির্দেশ করল। ফিলিপস সেদিকে ছুটে গেলেন এবং সূচিপত্র টেনে বের করলেন। তিনি তার ঘড়ির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি রেফারেন্সটা গ্লুকোজের অধীনে পেলেন, সেখানে ভলিউম এবং পৃষ্ঠা নাম্বার দেয়া আছে। যখন তিনি আর্টিকেলটা পেলেন, তিনি এটাকে দেখে যেতে চাইলেন, কিন্তু শব্দগুলো তার কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে। তিনি জোর করে একটু ধীরে পড়ার এবং মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করেন । যখন তিনি সেটা করেন তিনি জানতে পারেন ডিঅক্সি-গ্লুকোজ গ্লুকোজের মতো প্রায় একই রকম, ব্রেনের বায়োলজিক্যাল জ্বালানি। এটা ট্রান্সপোর্ট হয় ব্লাড-ব্রেইন-বেরিয়ার দিয়ে। এবং সচল স্নায়ু কোষগুলো এগুলোকে তুলে নেয়। কিন্তু তারপর, সেই একটিভ সেলগুলোর মধ্যে এগুলো গ্লুকোজের ন্যায় মেটাবলাইজড হতে পারে না এবং মিশে যেতে পারে না। খুব ছোট্ট একটা আর্টিকেলের শেষের দিকে বলা হয়েছে। '.....*রেডিওএক্টিভিটি নিয়েছে ডিঅক্সি-গ্লুকোজকে যেটা ব্রেন গবেষণার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান দেখিয়েছে।*'

মার্টিন বইটা বন্ধ করে রাখেন এবং তার হাত কাঁপতে থাকে। গোটা ব্যাপারটাই এখন একটা কার্যকারণে আসতে শুরু করেছে। হাসপাতালের কেউ একজন ব্রেন গবেষণা নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে অসন্দেহজনক মানব উপাদান নিয়ে।

'মেনারহেইম!' মার্টিন ভাবলেন, এতটাই ক্রুদ্ধ যে যেন তিনি বিষের স্বাদ নিয়েছেন।

তিনি কোনো রসায়নবিদ নন, কিন্তু তিনি যথেষ্টই মনে করতে পারেন, যথেষ্ট বুঝতে পারছেন যদি একটা যৌগ ডিঅক্সি-গ্লুকোজের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা তৈরি করে, এটা মানুষের ইনজেকশনের মাধ্যমে দেয়া যাবে এবং ব্যবহার করা যাবে ব্রেন গবেষণায় এটার শোষণের মাধ্যমে। যদি এটা খুব বেশি রেডিওএক্টিভ যেগুলো গাইনীর বক্সের মধ্যে পাওয়া গেছে, তারপর এটা ব্রেন কোষকে ধ্বংস করে দিতে পারে শোষণের মাধ্যমে। যদি কেউ একজন ব্রেনের নার্ভ সেলগুলো পাথওয়ে নিয়ে গবেষণা করতে চায় তারা এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্টভাবে ব্রেন সেলগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এবং এটা প্রাণীর ব্রেনের নার্ভ পাথওয়ের ধ্বংসে মাধ্যম যেটা নিউরোএনাটমির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। একজন নির্দয় বিজ্ঞানীর জন্য এটা শুধু একটা পদক্ষেপ এগুলো উন্নত করে নিয়ে একই পদ্ধতি মানব মস্তিস্কে প্রয়োগ করা। ফিলিপ ভয়ে শিহরে উঠলেন। একমাত্র মেনারহেইমের মতো আত্মকেন্দ্রিক শয়তানই এই জাতীয় নীতি নৈতিকতাহীন জঘন্য কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারে।

মার্টিন এই উদঘাটনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তার কোনো ধারণা নেই কিভাবে মেনারহেইম গাইনোকলজিকে এটার মধ্যে অংশীদার করে নিলেন। কিন্তু তারা এগুলোর

BanglaBook.org

গবেষণা সম্বন্ধে জানে। এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও এই ব্যাপারে কিছু জানে। কেন পরিচালক ড্রেক মেনারহেইমকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, একজন নিউরোসার্জনকে, হাসপাতালের ডেমিগডকে, দেবতাকে। মার্টিন তার চিন্তাভাবনা সেদিকে প্রসারিত করেন।

তিনি জানেন মেনারহেইম বিশালভাবেই সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জনগণের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তার গবেষণা কাজের জন্য ব্যয়িত হয়। সেটাই কি তাহলে এফ বি আইয়ের মতো গোয়েন্দা সংস্থার জড়িয়ে পড়ার কারণ? মার্টিন কি তাহলে একটা বিশাল আবিষ্কারের পথে দোষী হয়ে সরকারের প্রতিষ্ঠিত জিনিসে নাক গলাচ্ছে? এফ বি আইয়ের হয়তো কোনো ধারণাই নেই যে বিশাল এই আবিষ্কারটার সাথে মানুষের পরীক্ষা জড়িত। মার্টিন এরকম একটা অর্গানাইজেশনের সংগে জড়িয়ে পড়েছে যাদের ডান হাত কি করে বাম হাত তা জানতে পারে না। কিন্তু এটা দুঃখজনক মানুষকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য উৎসর্গ করা। এবং এটা অবশ্যই সরকার কর্তৃক বাধা দেয়া উচিত।

ধীরে ধীরে মার্টিন তার হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির মুখ দেখতে সাহসী হয়। পাঁচ মিনিট চলে গেছে তার যখন ডেনিসের কাছে পৌছানোর কথা। তিনি নিশ্চিত নন যদি সেই এজেন্ট ডেনিসের কোনো ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু সেই ভবঘুরের ভয়াবহ পরিণতির পর তিনি কোনো রকম সুযোগ নিতে প্রস্তুত নন। তিনি বিস্মিত এখন তিনি কি করবেন। তিনি এখানে যেটা ঘটছে সেটা সম্বন্ধে কিছু একটা জানেন.... পুরোপুরি সব কিছু নয়, কিন্তু কিছু কিছু। তিনি জানেন যথেষ্ট যদি তিনি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে পেয়ে যান জড়ানোর কাছে, গোটা ষড়যন্ত্র হতে পারে জট খুলে গেছে। কিন্তু কে? এটা হতে পারে হাসপাতালের বাইরের কেউ একজন শক্তিশালী। কিন্তু হাসপাতাল এবং এর গঠন সমন্ধে বেশ জ্ঞান রাখেন। স্বাস্থ্য মহাধ্যক্ষ হতে পারে কি? মেয়র অফিসের কেউ? পুলিশ কমিশনার? মার্টিন ভীত যে এই সকল লোকের কাছে এর মধ্যে হয়তো তার সম্বন্ধে এত বেশি মিথ্যে বলা হয়ে গেছে যে তার এই সতর্কতা উদঘাটন তাদের কানে কখনই প্রবেশ করবে না।

হঠাৎ করে ফিলিপসের মিখাইলের কথা মনে পড়ে। ছেলেটা আশ্চর্যজনক। সে ইউনিভার্সিটির প্রভোস্টকে কাজে লাগাতে পারে। তার কথায় এই অনুসন্ধান চালানোর জন্য অনেক সময় যথেষ্টই হতে পারে। এটায় কাজ দিতে পারে। মার্টিন একটা ফোনের কাছে ছুটে যান এবং বাইরের লাইন পেয়ে যান। যখন তিনি ডায়াল করেন মিখাইলের নাম্বারে তিনি দোয়া করতে থাকেন যেন সে বাসায় থাকে। যখন সেই বিজ্ঞানীর পরিচিত গলা ভেসে আসে, উত্তর দেয়, মার্টিন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

'মিখাইল, আমি ভয়ানক সমস্যার মধ্যে আছি।'

'কি ঘটেছে?' মিখাইল জিজ্ঞেস করে। 'আপনি এখন কোথায়?'

'আমার ওসব ব্যাখ্যা করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। আমি এই খানে এই হাসপাতালে কিছু ব্যাপক গবেষণার ভয়াবহতা উদঘাটন করেছি, যেটা দেখে মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

এফ বি আই রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমাকে জিজ্ঞেস কর না কেন।'

'আমি এখন কি করতে পারি?'

'প্রভোস্টকে ফোন কর। তাকে বল এখানে একটা মানুষের জড়িত পরীক্ষণ নিয়ে স্ক্যান্ডাল চলছে। সেটাই যথেষ্ট হবে যদি প্রভোস্ট নিজেই জড়িত থাকেন। যদি সেটাই ঘটনা হয়ে থাকে, খোদা আমাদের সাহায্য করুন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখনকার সমস্যা হলো ডেনিস। সে তার এপার্টমেন্টে এফ বি আইয়ের হাতে আছে। প্রভোস্টকে বল ওয়াশিংটনে ফোন করতে এবং তাকে মুক্ত করতে।'

'আপনার অবস্থা কি?'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমি ঠিক আছি। আমি হাসপাতালে আছি।'

'কেন আপনি আমার এখানে আমার এপার্টমেন্টে আসছেন না?'

'আমি পারি না। আমি নিউরোসার্জিক্যাল ল্যাবে যাচ্ছি। আমি পনের মিনিটের মধ্যে তোমার কম্পিউটার ল্যাবে এসে দেখা করব। যা করার তাড়াতাড়ি কর।'

ফিলিপস ফোন ধরে রেখে ডেনিসের এপার্টমেন্টে ডায়াল করল। কেউ একজন ফোন তুলে নিল কিন্তু কথা বলল না।

'স্যানসন,' মার্টিন কেঁদে উঠলেন, 'আমি, ফিলিপস।'

'আপনি কোথায় ফিলিপস? আমার একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে যে আপনি এই ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন না।'

'কিন্তু আমি নিচ্ছি। আমি এখন শহরের উত্তরে। আমি আসছি। আমার আরো সময় দরকার। বিশ মিনিট।'

'পনের মিনিট।' স্যানসন বলল। তারপর সে রেখে দিল।

মার্টিন লাইব্রেরি থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে বের হলো একটা ডুবন্ত মানুষের মতো অনুভূতি নিয়ে। এখন তিনি অনেক বেশি নিশ্চিত স্যানসন ডেনিসকে ধরে রাখবে তার এপার্টমেন্টে, যাতে তিনি যেয়ে ধরা দেন। তারা তাকে হত্যা করতে চায় এবং সম্ভবত তারা তাকে পেলে ডেনিসকেও হত্যা করবে। এখন সবকিছু মিখাইলের উপর নির্ভর করছে। তাকে এখন জড়িত নয় এমন কর্তৃপক্ষকে পেতে হবে। কিন্তু মার্টিন জানেন তার এই উদঘাটনের পক্ষে তার আরো অধিক তথ্য দরকার। মেনারহেইম সন্দেহাতীতভাবে কোন ধরনের আত্মরক্ষামূলক কভার স্টোরি তৈরি করে রেখেছে। মার্টিন দেখতে চান কতগুলো ব্রেন স্পেসিমেন নিউরোসার্জারিতে তেজস্ক্রিয় করা হয়েছে।

মার্টিন একটা ফাঁকা এলিভেটরে উঠে পড়েন নিউরোসার্জিক্যাল ফ্লোরের রিসার্চ ভবনে যাওয়ার জন্য। তিনি সার্জিকাল হ্যাট মাথার থেকে খুলে নিলেন এবং দুর্বলভাবে তার আঙুল নাড়াচ্ছেন তার মাথার লেপটানো চুলে হাত বুলাতে থাকেন। ডেনিসের এপার্টমেন্টে কল করার জন্য তার হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে।

মেনারহেইমের ল্যাবের দরজা তালাবন্ধ এবং মার্টিন চারদিকে তাকালেন এমন কিছুর জন্য যা দিয়ে কাচ ভাঙা যায়। একটা ছোট ফায়ার এক্সটিংগুইশার তার নজরে আসে। এটা দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে, তিনি এটাকে কাচের দরজা দিয়ে ছুড়ে মারেন।

BanglaBook.org

তার পা দিয়ে তিনি কিছু ভাঙা রয়ে যাওয়া কাচে আঘাত করেন এবং তারপর ভেতরে ঢুকে যান এবং হ্যান্ডেল ঘোরান।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হলের শেষ মাথার দরজা দড়াম করে খুলে যায় এবং দুজন মানুষ করিডোরে এসে পড়ে, দুজনের হাতেই পিস্তল তাক করা। তারা হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মী নয়। তারা পলিস্টারের বিজনেস সুট পরে আছে।

একজন মানুষ মেঝের উপর শুয়ে পড়ে এবং তার পিস্তল দুই হাতে দিয়ে ধরে তার দিকে তাক করে রাখে।

অন্যজন চিৎকার করে, 'ফ্রিজ, ফিলিপস!'

মার্টিন ল্যাবের ভেতর ভাঙা কাচের উপর পড়ে যান এবং হল থেকে দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। তিনি শুনতে পেলেন একটা ভোতা থ্যাপ শব্দ। সাইলেন্সেরের একটা গুলি দরজায় ধাতব ফ্রেমের উপর লাগে। তিনি তার পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন, আরো কয়েকটা কাচের টুকরো ভাঙা জায়গা থেকে নিচে পড়ল।

ল্যাবের দিকে ঘুরে মার্টিন শুনতে পেলেন খুব ভারী পায়ের শব্দ হলের ভেতর দিয়ে আসছে। রুমটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু তিনি এর গঠনটা মনে করতে পারছেন এবং দৌড়ে কাউন্টার-টপ রুম বিভাজকের মধ্যে চলে গেলেন। তিনি প্রাণী রুমের দরজা পেয়ে গেলেন যখন তার অনুসরণকারী বাইরের দরজার কাছে পৌঁছেছে। একজন মানুষ লাইটের সুইচে আঘাত করল, গোটা ল্যাবটাই নিয়ন আলোয় ভরে গেল।

মার্টিন কিছুটা উন্মত্ত হয়ে পড়লেন। প্রাণী রুমের ভেতর, তিনি সেই খাঁচাটা আকড়ে ধরলেন, সেই বানরের খাঁচা, যেটার ব্রেনের সাথের ইলেকট্রোডগুলো সেটা একটা রাগী দৈত্যে পরিণত করে তুলেছে। প্রাণীটা চেষ্টা করল মার্টিনের হাত আকড়ে ধরার এবং তারের জালির ফাক দিয়ে তাকে কামড়ে দিতে। তার সকল শক্তি দিয়ে ঠেলে মার্টিন খাঁচাটা ল্যাবের দরজার ওপাশে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। তিনি দেখতে পান তার অনুসরণকারীরা কাছের একটা কাউন্টার-টপের কাছে চলে এসেছে। নিশ্বাস চেপে মার্টিন খাঁচার কাছে যেয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে প্রাণীটাকে ছেড়ে দিলেন।

তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ল্যাবরেটরির কাচের গায়ে ঝনঝন শব্দ তুলে বানরটা এটার বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসে। একটা ছোট লাফ দিয়ে এটা কাউন্টার-টপের শেলভের কাছে যায়, যন্ত্রপাতিগুলো সব দিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। মাথায় তারের ইলেকট্রোড জড়ানো রাগী উন্মত্ত এই প্রাণীটার ভাবভঙ্গি দেখে মানুষ দুজন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এটাই প্রানীটির দরকার ছিল। বানরটা এর সকল রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে, লাফ দিয়ে শেলফটা কাঁধে তুলে নেয় মার্টিনের কাছের অনুসরণকারীর কাঁধে ঝাপিয়ে পড়ে। এটা তার শক্তিশালী আঙুল দিয়ে লোকটার মাংস তুলে নেয় এবং লোকটার গলায় তার দাত বসিয়ে দেয়। অন্য লোকটা চেষ্টা করে সাহায্য করার কিন্তু বানরটা অনেক বেশি দ্রুতগামী।

মার্টিন এটার ফলাফল লক্ষ্য করার জন্য দেরি করেন না। পরিবর্তে তিনি প্রাণী রুম অতিক্রম করেন, ব্রেন সংরক্ষণের বিশাল সারিটার পাশ দিয়ে যান এবং তারপর সিঁড়ি

BanglaBook.org

ঘরে ঢুকে পড়েন। নিচে নেমে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়িতে নেমে পড়েন, তারপর নিচে নেমে, ঘুরে আবার এগিয়ে যেতে থাকেন।

যখন তিনি শোনেন সিঁড়ি ঘরের দরজা ভেঙে খুলে ফেলা হচ্ছে তার উপরে তিনি দেয়ালটা জড়িয়ে ধরলেন কিন্তু তার পড়ে যাওয়া ধীর করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত নন যদি তিনি দেখা যান কিন্তু তিনি সেটা পরীক্ষা করে না দেখে পারলেন না। তার জানা উচিত ছিল যে মেনারহেইমের নিউরোসার্জিক্যাল ল্যাব অবশ্যই সতর্ক প্রহরায় থাকবে। মার্টিন শুনতে পেলেন জোরালো দৌড়ানোর শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে কিন্তু তারা অনেক তলা দূরে। এবং তিনি বেসমেন্টে পৌছে গেছেন এবং টানেলে ঢুকে গেছেন আর কোন পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে না পেয়েই।

প্রাচীন ধাঁচের দুই-পথ ওয়ালা দরজা পুরানো মেডিকেল স্কুল বিল্ডিংয়ের কঁকিয়ে উঠল যখন ফিলিপস তার উপর লাফ দিয়ে নামলেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্যাঁচানো মার্বেল সিঁড়ির, ফিলিপস নির্দিষ্ট করিডোর দিয়ে দৌড়াতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি পুরানো এম্পিথিয়েটারে প্রবেশ না করছেন। তারপর তিনি হঠাৎ করে থেমে গেলেন। এটা গাঢ় অন্ধকার, যার অর্থ এখনও এসে পৌছায়নি। তার পিছনে সেখানে নিরবতা। তিনি তার অনুসরণকারীদের দিকে ঘুরে দাড়ান। কিন্তু এখন তার কর্তৃপক্ষ জানে তিনি মেডিকেল সেন্টার কমপ্লেক্সে এবং এটা এখন তাকে আবিষ্কার করা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র ।

মার্টিন জোর করে শ্বাস নিলেন। যদি মিখাইল কিছুক্ষণের মধ্যে না এসে পৌছায় তাকে ডেনিসের এপার্টমেন্টে যেতে হবে, সেটা কোনো ব্যাপার নয় তিনি নিজেকে কতটা অসহায় বোধ করেন। উদ্বিগ্নতার সাথে তিনি এম্পিথিয়েটারের দরজা ধাক্কা দেন। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে এটা খোলা। তিনি ভেতরে পা বাড়ান এবং একটা ঠাণ্ডা অন্ধকার তাকে জেকে ধরে।

নিঃশব্দতা ভেঙে যায় নিম্ন শব্দের ইলেকট্রিক্যাল শব্দ যেটা ফিলিপসের পরিচিত যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই। এটা আলো জ্বলার পূর্বের শব্দ। এবং ঠিক পূর্বের দিনগুলোর মতো, রুমটা আলোয় আলোয় ভরে যায়। কোণার দিকের একটা নড়াচড়া তার নজরে আসে। মার্টিন সেদিকে তাকিয়ে থাকেন।

মিখাইল তার দিকে এগিয়ে আসে, 'মার্টিন, আপনাকে দেখে কি যে স্বস্তি পেলাম।'

ফিলিপস তার সামনের একটা হাতল ধরে রাখেন নিজেকে সামলাতে। মিখাইল নিজে সিঁড়ির গোড়া থেকে নেমে এলেন এবং তিনি ফিলিপস নিচে নেমে আসতে বললেন।

'তুমি কি প্রভোস্টকে পেয়েছো?' ফিলিপস চিৎকার দিয়ে উঠল, মিখাইলকে দেখে প্রথমবারের মতো আশার আলো দেখতে পান যেটা কয়েক ঘণ্টা যাবৎ খুঁজছিলেন।

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে,' মিখাইল চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে নিচে নেমে আসুন।'

মার্টিন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকে যেটা সরু এবং তার দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখা। মিখাইলের সাথে তিনজন মানুষ অপেক্ষা করছিল। সেই সময় তিনি এর মধ্যে সাহায্য চাওয়া শুরু করেছেন। 'আমাদের এক্ষুণি ডেনিসের ব্যাপারে কিছু করা দরকার

BanglaBook.org

তারা...'

'তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।' মিখাইল বলল।

'সে কি ঠিক আছে?' মার্টিন জিজ্ঞেস করলেন, এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে।

'তিনি ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন। শুধু এখানে নিচে চলে আসুন।'

মার্টিন যত তাদের কাছাকাছি হচ্ছে তত যন্ত্রপাতি তিনি দেখতে পাচ্ছেন এবং ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে তারের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে।

'আমি একটু আগে দুজন লোক থেকে পালিয়ে এসেছি যারা আমাকে নিউরোসার্জারি ল্যাবে গুলি করেছিল।' তিনি এখনও বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন এবং তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'আপনি এখানে নিরাপদ।' মিখাইল বলল, লক্ষ্য করছেন তার বন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

যখন তিনি নেমে একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় আসলেন, মার্টিন তার চোখ তুলে তার জড়ানো সিঁড়িটা দেখলেন এবং মিখাইলের মুখের দিকে তাকালেন, 'আমি নিউরোসার্জারিতে কিছু দেখে পাওয়ার মতো কোনো সময় পায়নি।' মার্টিন বললেন। তিনি এখন অন্য তিনজন লোককে দেখতে পাচ্ছেন। একজন খুব তরুণ ছাত্র, কার্ল রুডম্যান, যার সাথে তিনি প্রথমবার এখানে এসে দেখা পেয়েছিলেন। অন্য দুজনকে তিনি চিনতে পারলেন না। তারা দুজনেই কালো জ্যাম্পার এবং স্যুট পরে আছে।

মার্টিনের শেষ মন্তব্যকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে, মিখাইল একজন অপরিচিতের দিকে তাকালেন, 'আপনি কি এখন সন্তুষ্ট? আমি আপনাকে বলেছিলাম আমি তাকে এখানে পেয়ে যাব।'

যে মানুষটা ফিলিপসের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না বলল, 'আপনি তাকে এখানে পেয়ে গেলেন, কিন্তু আপনি কি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম?'

'আমি সেরকমই মনে করি।' মিখাইল বলল।

মার্টিন তার অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন, তার চোখ মিখাইল থেকে জ্যাম্পসুট পরিহিত লোকটার দিকে ঘুরে গেল। হঠাৎ করে তিনি সেই মুখটাকে চিনতে পারলেন। এটাই সেই মানুষ যে ওর্য়েনারকে হত্যা করে ফেলেছে।

'মার্টিন,' মিখাইল নরোম স্বরে বলল, কিছুটা কর্তৃত্বপরায়ণ বয়োজ্যেষ্ঠের সুরে, 'আমার কিছু জিনিস আপনাকে দেখানোর আছে।'

অপরিচিত লোকটা কথার মাঝখানে কথা বলল, 'ডা. মিখাইল, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি এফ বি আই তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারিনি। কিন্তু সিআইএ কি করল সেটা আমার অধীন নয়। আমি আশা করছি আপনি বুঝতে পারছেন ডা. মিখাইল।'

মিখাইল সেদিকে ঘুরে গেল, 'মি. স্যানসন, আমি সতর্ক যে সিআইএ আপনার কর্তৃত্বের অধীনে নয়। আমার আরো কিছু সময় ডা. ফিলিপসের সাথে দরকার।'

ফিলিপসের দিকে ঘুরে সে বলল, 'মার্টিন, আমি আপনাকে কিছু জিনিস দেখাতে চাই। এদিকে আসুন।'

BanglaBook.org

সে একটা পদক্ষেপ দরজার দিকে নিল যেটা অন্য আরেকটা দরজার পাশাপাশি এম্পিথিয়েটারে চলে গেছে।

মার্টিন যেন বোধশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তার হাত রেলিং আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাকে দাঁড়িয়ে রাখার জন্য। স্বস্তিটা এখন হতবুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এবং এই হতবুদ্ধিটা এসেছে গভীর নতুন ভয় থেকে।

'এখানে এসব কি হচ্ছে?' তিনি যেন একজন ডুবন্ত মানুষ এভাবে প্রশ্নটা করলেন। তিনি খুব আস্তে আস্তে কথা বললেন, প্রতিটি শব্দ চর্বণ করে।

'সেটাই আমি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি।' মিখাইল বলল, 'এদিকে আসুন।'

'ডেনিস কোথায়?' ফিলিপস তার একটা মাংসপেশীও নাড়ালেন না।

'তিনি পুরোপুরি নিরাপদ। বিশ্বাস করুন। এদিকে আসুন।' মিখাইল ফিলিপসের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার হাতের কব্জি ধরলেন তাকে সামনে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহ দিতে।

'এখন আমাকে কিছু দেখাতে দিন। শান্ত হোন। আপনি কয়েক মিনিট পর ডেনিসকে দেখতে পাবেন।'

ফিলিপস স্যানসনের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং তারপর পরবর্তী এম্পিথিয়েটারে। তরুণ ছাত্রটা তাদের আগে আগেই সেখানে চলে গেছে। এবং লাইটগুলো জ্বেলে দিয়েছে। মার্টিন আরেকটা এম্পিথিয়েটার দেখতে পায়, যেটার সমস্ত বসার আসন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে একটা বিশাল স্ক্রিন যেটা লক্ষ লক্ষ আলো-সংবেদী ফটোরিসেপ্টর সেল তার থেকে তার বেরিয়ে একটা প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করেছে। প্রথম প্রসেসরে কয়েকটা নির্দিষ্ট অল্প সংখ্যক তার বেরিয়ে আছে, যেটা দুটো ট্রাংকের সাথে সংযুক্ত, যেটা আবার দুটো কম্পিউটারের সাথে। এই কম্পিউটারগুলো থেকে তার আরেকটা কম্পিউটারে চলে গেছে যেটা ক্রসকানেকটেড। এই রকম সেট-আপে গোটা রুম ভর্তি।

'আপনার কি কোনো ধারণা আছে আপনি এখন এগুলো কি দেখছেন?" মিখাইল বলল।

মার্টিন দুদিকে মাথা নাড়লেন।

'আপনি এখন দেখছেন মানুষের দৃশ্যমানতার প্রথম কম্পিউটারাইজড মডেল। এটা বিশাল। আদিম, আমাদের বর্তমান মানের তুলনায়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে কার্যকর। প্রতিচ্ছবিগুলো কম্পিউটারের স্ক্রিনের উপর যেয়ে পড়ে এবং কম্পিউটার আপনি এখানে যেগুলো দেখছেন তথ্য সংগ্রহ করে।' মিখাইল তার হাত দিয়ে ঝাড়ু দেয়ার মতো একটা ভঙ্গি করল। 'আপনি এখানে যেটা দেখছেন, মার্টিন, এটা প্রথম বংশজাত পারমাণবিক পাইল যেটা দিয়ে প্রিন্সটন তৈরি। এটা ইতিহাসের একটা অন্যতম বৃহৎ বৈজ্ঞানিক ব্রেকথ্রু , আবিষ্কার।'

মার্টিন মিখাইলের দিকে তাকালেন। হতে পারে এই মানুষটা উন্মত্ত।

'আমরা চতুর্থ প্রজেন্মের কম্পিউটার আবিষ্কার করেছি!' মিখাইল বলল, এবং সে

BanglaBook.org

ফিলিপসের পিঠ চাপড়ে দিল।

'শুনন, প্রথম প্রজেন্মের কম্পিউটারটা ছিল প্রথম কম্পিউটার যেটা একটা ক্যালকুলেটারের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে আসে ট্রান্সজিস্টার। তৃতীয় প্রজন্মে মাইক্রোচিপস। আমরা এখানে চতুর্থ জেনারেশন জন্ম দিচ্ছি। এবং আপনার অফিসে যে ছোট একটা প্রসেসর দিয়েছি সেটা আমাদের প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ। আপনি জানেন আমরা কি করেছি?'

ফিলিপস দুদিকে মাথা নাড়লেন।

মিখাইল এখন এ ব্যাপারে উত্তেজিত।

'আমরা সত্যিকারের *আর্টেফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা* সৃষ্টি করেছি। তারা শিখতে চায় এবং তারা বুঝতে পারে। এটা আসছে এবং আমাদের অপেক্ষা করতে হবে!'

মিখাইল মার্টিনের হাত আঁকড়ে ধরে এবং তাকে টেনে একটা হলে নিয়ে আসে যেটা দুটো পুরানো এম্পিথিয়েটার একত্রে সংযুক্ত। সেখানে দুটো লেকচার রুমও আছে যেটা পুরানো মাইক্রোবায়োলজি এবং ফিজিওলজির জন্য ব্যবহৃত হতো। যখন মিখাইল এটা খুলে দেয়, মার্টিন দেখতে পান ভেতরে স্টিলের কাজ কারবার। এটার পিছনে দ্বিতীয় একটা দরজা আছে। এটাও জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ এবং নিরাপত্তা দেয়া। মিখাইল একটা বিশেষ চাবি দিয়ে এটার তালা খোলে এবং এটা টেনে খুলে ফেলে। এটা এরকম যেন কোনো ভল্ট বা খিলান।

মার্টিন টলমল করতে থাকেন তিনি যেটা দেখেছেন সেটার বাস্তবতা বুঝে। পুরানো ল্যাবটা ছোট ছোট রুমে ভাগ করা এবং পরীক্ষা টেবিলগুলো সরানো হয়েছে। পরিবর্তে ফিলিপস দেখতে পান একটা একশ ফুট লম্বা রুম যেটাতে কোনো জানালা নেই। সেটার কেন্দ্রে এক সারি বিশাল আকৃতির কাচের সিলিন্ডার যেটা স্বচ্ছ তরলে পরিপূর্ণ।

'এটাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান এবং উৎপাদনশীল প্রস্তুতি।' মিখাইল বলল, প্রথম সিলিন্ডারের গায়ে মৃদু চাপড় দিয়ে। 'এখন আমি জানি আপনার প্রথম অনুভূতি হবে আবেগপ্রবণ। এটা আমাদের সবার জন্যই একই রকম। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন। এর পুরস্কারটা এই উৎসর্গের চেয়ে অনেক মূল্যবান।'

মার্টিন ধীরে ধীরে পাত্রগুলোর চারদিকে ঘুরতে থাকেন। এটা কমপক্ষে ছয় ফুট উচ্চ এবং তিন ফুট ব্যাস। এটার ভেতরে, যে জিনিসটা ভুরানো মার্টিন পরে জেনেছে এটা সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, সেখানে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ক্যাথেরিন কলিন্স। সে ভেসে চলেছে বসার ভঙ্গিতে, তার দুই হাত মাথার উপরে উঠে আছে। একটা শ্বাসযন্ত্রের ইউনিট কাজ করছে, নির্দেশ করছে যে মেয়েটা জীবিত আছে। কিন্তু তার ব্রেন বা মস্তিস্ক পুরোপুরি বের করে নেয়া হয়েছে। সেখানে কোনো মাথার খুলি নেই। মুখের অধিকাংশই চলে গেছে শুধু চোখ দুটো ছাড়া, যেগুলো ছড়িয়ে নেয়া এবং ঢাকা কন্টাক্ট লেন্সের দ্বারা। একটা এনডোট্রাকিয়াল টিউব তার গলার কাছ থেকে চলছে।

মেয়েটার বাহু খুব সতর্কতার সহিত শরীর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সেনসরী

BanglaBook.org

নার্ভের শেষ পর্যন্ত। এই স্নায়ুর প্রান্তগুলো এভাবে আছে একটা মাকড়সার জালের মতো ইলেকট্রোডগুলোর সাথে সংযুক্ত যেটা ব্রেনের সাথে দেয়া আছে।

ফিলিপস খুব ধীরে সিলিন্ডারের চারধার দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে আসেন। একটা ভয়ানক দুর্বলতা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার পা জোড়া আর যেন তাকে বহন করতে পারে না।

'আপনি সম্ভবত জানেন,' মিখাইল বলল, 'এই তাৎপর্যপূর্ণ জিনিসটা কম্পিউটার সায়েন্সের অগ্রগতি। যেমন ফিডব্যাক, আসছে পরীক্ষামূলক জৈবিক জিনিস থেকে। এটাই প্রকৃত পক্ষে যেটা সাইবারনেটিক্স সম্বন্ধে বলা হয়। বেশ, আমরা নিয়েছি কিছু প্রাকৃতিক পদক্ষেপ এবং এটা মানব মস্তিস্ক নিজেই, এটা আমরা ফিজিওলজির মতো পরীক্ষা করছি না, যারা ভাবে মস্তিস্ক একটা রহস্যময় অন্ধকার বাক্স।'

হঠাৎ, ফিলিপস মনে করতে পারেন মিখাইল ব্যবহার করেছিল প্রহেলিকাময় টার্ম যেদিন সে মার্টিনকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এখন তিনি বুঝতে পারছেন।

'আমরা এটা নিয়ে গবেষণা করেছি যেন যে কোনো রকম একটা বিশাল জটিল যন্ত্র। এবং আমরা সফল হতে চলেছি, আমাদের স্বপ্নের সফলতা। আমরা আবিষ্কার করেছি কিভাবে ব্রেন তথ্য জমা রাখে, কিভাবে এটা সম্পাদন করে সমান্তরালভাবে তথ্যকে পরিচালনা করতে বিগত দিনের ধারাবাহিক কম্পিউটারের মতো। এবং কিভাবে ব্রেন একত্রিত করে কার্যগতভাবে এই পদ্ধতিগুলো। সর্বোপরি, আমরা শিখেছি কিভাবে পরিকল্পনা করতে হয় এবং গঠন করতে হয় একটা যান্ত্রিক সিস্টেম যেটা মস্তিস্কের প্রতিবিম্ব হয়ে ধরা দেবে। এবং একই রকম কাজ করবে। এবং এটা কাজ করছে, মার্টিন! এটা কাজ করছে আপনার সর্বোপ্রকার বন্য কল্পনাকে ছাড়িয়ে।'

মিখাইল সিলিন্ডারের সারির মধ্যে ফিলিপসের দিকে তাকালেন, দেখলেন তিনি দেখছেন একটা খোলা ব্রেন একটা তরুণীর, সবগুলোই বিভিন্ন ভাগে ভাগ ভাগ করা।

একেবারে শেষ সিলিন্ডারে ফিলিপস থেমে গেলেন। এই সাবজেক্টটা সর্বশেষ প্রস্তুতি। ফিলিপস সেই মুখটা চিনতে পারে।

এটা ক্রিস্টিন লিন্ডকুইয়িস্ট!

'এখন, শুনুন,' মিখাইল বলল, 'আমি জানি এটা খুবই শকিং যখন আপনি প্রথম এটা দেখছেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এতটাই বড় যে এটা ধারণাতীত গভীরভাবে চিন্তা করলে তাৎক্ষণিক লাভ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে, এটা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত করবে। আপনি এর মধ্যেই দেখেছেন আমাদের প্রাথমিক প্রোগ্রামটা কেমন যেটা আপনি আপনার মাথার খুলির এক্স-রের ক্ষেত্রে। ফিলিপস, আমি চাই না আপনি হঠাৎ করে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেন, আপনি বুঝতে পারছেন?'

তারা রুমের ভেতরে তাদের ভ্রমণটা শেষ করে। যেটা হাসপাতাল এবং কম্পিউটারগুলোর মধ্যে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক। কোণার দিকে দেখে মনে হয় একটা পুরোপুরি জীবন সাপোর্ট দেয়া গঠন। যেন একটা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। মনিটরের সামনে বসে আছে একজন মানুষ লম্বা সাদা কোট পরনে। মিখাইল এবং ফিলিপসের

BanglaBook.org

আগমনে সেই মানুষটার মনোযোগে কোনো বিঘ্ন ঘটায় না।

আবার ক্যাথেরিন কলিন্সের সামনে দাঁড়িয়ে, ফিলিপস প্রথমবারের মতো কথা বলার সুযোগ পান, 'এই মেয়েটার ব্রেনের ব্যাপারে কি হতে চলেছে?" তার কণ্ঠস্বর শান্ত, আবেগহীন।

'ওইগুলো সেনসরী নার্ভ।' মিখাইল আগ্রহের সাথে বলল। 'যখন থেকেই মস্তিষ্ক শ্লেষাত্বকভাবে এটার নিজস্ব অবস্থানে ইনসেনসেটিভ, আমরা ক্যাথেরিনের পেরিফেরাল সেনসরী নার্ভের সাথে ইলেকট্রোড জুড়ে দিয়েছি যাতে সে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের বলতে পারে ব্রেনের কোন অংশ কাজ করছে । আমরা ব্রেনের জন্য একটা সুগঠিত ফিডব্যাক সিস্টেম তৈরি করেছি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ এই প্রস্তুতিমূলক জিনিসটা তোমার সাথে যোগাযোগ করে?' ফিলিপস সত্যিকারের বিস্মিত।

'অবশ্যই। সেটাই এই গোটা সিস্টেমের সবচেয়ে সুন্দর দিক। আমরা মানব মস্তিস্ক ব্যবহার করছি এটা যাতে নিজেই এটার স্টাডি করতে পাবে। আমি আপনাকে সেটা দেখাব।'

ক্যাথেরিন কলিন্সের সিলিন্ডারের বাইরে কিন্তু মেয়েটার চোখ একটা ইউনিটের মতো যেটা কম্পিউটার টার্মিনালের মতো। এটার আছে একটা বিশাল স্ক্রিন এবং একটা কিবোর্ড, যেটা যান্ত্রিক ভাবে সিলিন্ডারের সাথে সংযুক্ত সেই সাথে সেন্ট্রাল কম্পিউটারের সাথে যেটা রুমের এক পাশে। মিখাইল একটা প্রশ্ন কিবোর্ডে লেখে এবং এটা স্ক্রিনে ভেসে ওঠে।

তোমার অনুভূতি এখন কেমন, ক্যাথেরিন?

প্রশ্নটা উবে গেল এবং এটার জায়গায় এল :

ফাইন। আমি কাজ শুরু করতে উৎসুক। দয়া করে স্টিমুলেট করুন।

মিখাইল হাসল এবং মার্টিনের দিকে তাকাল। 'এই মেয়েটা পর্যাপ্ত পাচ্ছে না। সেজন্যই সে এত ভালো।'

'সে 'স্টিমুলেট করুন' বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছে?'

'আমরা একটা ইলেকট্রোড রোপিত করেছি তার আনন্দের কেন্দ্রে। সেভাবেই আমরা তাকে পুরস্কৃত করি এবং তাকে উৎসাহ দেই আমাদের সাথে সহযোগীতা করতে। যখন আমরা তাকে উত্তেজিত করি তার ভেতরে একশবারের সহবাসের আনন্দ এসে ভর করে। এটা অবশ্যই যৌন উত্তেজক কারণ সে এটা একাধারে চাইতে থাকে।'

মিখাইল ইউনিট টাইপ করে লিখল :

'মাত্র একবার। ক্যাথেরিন। তোমার অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে।'

তারপর তিনি একটা লাল বোতাম কিবোর্ডের এক পাশের টিপে দেন। ফিলিপস দেখতে পান ক্যাথেরিনের শরীর কিছুটা ঘুরে গেল এবং কম্পিত হতে থাকে।

'আপনি জানেন,' মিখাইল বলল, 'যেটা আপনাকে এখন দেখানো হচ্ছে ব্রেনের পুরস্কারের ব্যবস্থা সবচেয়ে শক্তিশালী মোটিভেটিং শক্তি, এমনকি এটা আত্ম-সংরক্ষণের

BanglaBook.org

চেয়ে বেশি। আমরা এমনকি পেয়েছি একটা পথ এটা আমাদের নতুন প্রসেসরে ব্যবহার করার। এটা যন্ত্রটাকে আরো বেশি কার্যকর করে তুলবে।'

'কে এই সব উৎপাদন ঘটিয়ে যাচ্ছে?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন যদিও তিনি বিশ্বাস করছেন না যা কিছু দেখছেন।

'কোনো একজন ব্যক্তি দোষ অথবা ক্রেডিট নিতে পারে না।' মিখাইল বলল। 'এই সব কিছুই ঘটেছে ধাপে ধাপে। একটা জিনিস আরেকটাকে পথ দেখিয়ে সামনে নিয়ে গেছে। কিন্তু দুজন মানুষ এর পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী। আপনি এবং আমি।'

'আমি!' মার্টিন বলল। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন কেউ একজন তাকে চড় মেরেছে।

'হ্যাঁ,' মিখাইল বলল। 'আপনি জানেন আমি সবসময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আগ্রহী ছিলাম। সেজন্যই প্রথম দিকে আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী হই। আপনার সমস্যাটা হলো এক্সরের রিডিং নিয়ে। যেটা গোটা কেন্দ্রীয় ইসুটাকে বলে, 'পাটার্ন পরিচিতি'। মানুষ পাটার্ন চিনতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান উন্নত মানের কম্পিউটার এটা পারে না। আপনার সতর্ক বিশ্লেষনের মেথডলজিক্যাল পদ্ধতিতে আপনি চেয়েছেন এক্স-রেগুলোকে নির্ণয় করা। আপনি এবং আমি, আমরা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে করলাম যেটা ইলেকট্রিক্যালি সমস্যা সমাধান করতে পারে। যদি আমরা আপনার কাজকে নকল করি। এটা বেশ জটিল শোনায়, কিন্তু সেটা নয়। আমাদের জানা দরকার কিছু জিনিস সম্বন্ধে একটা মানব মস্তিষ্ক কিভাবে পরিচিত বস্তুগুলোকে চেনে। আমি কয়েকজন ফিজিওলজিস্টের সাথে একটা দল গঠন করলাম যারা নিউরোসায়েন্স নিয়ে আগ্রহী এবং আমরা শুরুতেই একটা খুব উপযুক্ত তেজস্ক্রিয় ডিঅক্সি-গ্লুকোজ নিয়ে শুরু করলাম, যেটা রোগীর গায়ে ইনজেকশনের মধ্যে দেয়া যাবে তারপর একটা নির্দিষ্ট পাটার্ন দেখতে। আমরা ব্যবহার করি E চার্ট ব্যাপকভাবে যেটা অপথ্যালমলজিস্ট বা চক্ষুবিদরা ব্যবহার করে। এই তেজস্ক্রিয় গ্লুকোজ তখন সাবজেক্টের মস্তিষ্কে একটা মাইক্রোস্কোপিক ক্ষত সৃষ্টি করে কোষ গুলোকে ধ্বংস করে যেগুলো পরিচিতি এবং E পার্টার্নের সাথে সংযুক্ত। তারপর এটা শুধু সময়ের ব্যাপার যে কিভাবে মস্তিষ্ক কাজ করছে সেটা দেখা। এই কৌশলটা নির্দিষ্ট ধ্বংসের ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে কয়েক বছর ধরে প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্যবহার হয়। পার্থক্যটা হলো, এটা মানুষের উপর প্রয়োগ করা। আমরা শিখছিলাম এত বেশি এত তাড়াতাড়ি যে এটা আমাদের প্রবল শক্তি জোগাতে থাকে।'

'কেন তরুণীরা?' মার্টিন জিজ্ঞেস করলেন। দুঃস্বপ্নটা এখন যে বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে।

'পুরোপুরি নিষ্পাপভাবে, শুধু সহজের জন্য। আমাদের দরকার এমন একটা জনসংখ্যা যারা স্বাস্থ্যবতী, যাদের আমাদের যখন দরকার তখন যেন ডাকলেই চলে আসে। গাইনীকলজির ওরা আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত। তারা খুব কমই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাদের যা করা হচ্ছে সে বিষয়ে। এবং খুব কমই দেখা যায় পাপ স্মেয়ারের ক্ষেত্রে। আমরা তাদের যখন দরকার হয় তখনই ফেরত নিয়ে আসতে

BanglaBook.org

পারি। আমার স্ত্রী ইউনিভার্সিটি গাইনী ক্লিনিকে কয়েক বছর যাবৎ দায়িত্বে আছে। সে রোগীগুলোকে নির্ধারিত করে এবং তারপর তাদের রক্তস্রোতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইনজেকটেড করে দেয় যখন সে তাদের নিয়মিত ল্যাবরেটরি কাজের জন্য রক্ত নেয়। এটা খুবই সহজ কাজ।'

মার্টিনের হঠাৎ করে দৃষ্টি খুলে যায়, গাইনী ক্লিনিকের কালো চুলো মহিলা। তিনি সমস্যা সৃষ্টি হয় মিখাইলের সাথে তার যোগাযোগে। কিন্তু তারপর তিনি বুঝতে পারেন সেটাই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য আর যে কোনো কিছুর চেয়ে।

ক্যাথেরিন কলিন্সের সামনের স্ক্রিণ আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে :

আমাকে উত্তেজিত কর। প্লিজ।

মিখাইল কিবোর্ডে টাইপ করে :

তুমি নিয়মকানুন জানো। পরে, যখন এক্সপেরিমেন্ট শুরু হবে।

মার্টিনের দিকে ঘুরে, সে বলল, 'এই প্রোগ্রামটা এত সহজ এবং এতটাই সফল যে এটা আমাদেরকে উৎসাহীত করছে আমাদের গবেষণার লক্ষ্যকে আরো প্রসারিত করার। কিন্ত এটা ঘটবে ধীরে ধীরে, কয়েক বছর ধরে। আমরা উৎসাহী ব্যাপক পরিমাণে তেজস্ক্রিয় ব্রেনের শেষ সহায়ক এরিয়ায় দেয়ার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত, এগুলোর কারণ কিছুটা উপসর্গের মতো কয়েকটা রোগীর ক্ষেত্রে দেখা দেয়, বিশেষত যখন আমরা টেমপোরাল লোব নিয়ে কাজ শুরু করি। কাজের এই অংশটা খুব কৌশলী কারণ আমাদের ধ্বংসের জিনিসটার ভারসাম্য রাখতে হবে, যাতে সহ্যক্ষমতার মধ্যে উপসর্গগুলো থাকে। যদি রোগীর অনেক বেশি উপসর্গ দেখা দেয় আমরা তাকে এখানে নিয়ে আসি, যেটা এই গবেষণার কাজ।' মিখাইলের ভাবভঙ্গি সারিবাঁধা কাচের সিলিন্ডারের দিকে। 'এবং এই রুমে সকল বড় ধরনের আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু অবশ্যই আমরা কখনও অতটা দেখি নি যখন আমরা শুরু করেছিলাম।'

'সম্প্রতি কালের রোগীগুলোর ঘটনা কি, যেমন ম্যারিনো, লুকাস এবং লিন্ডকুইয়িস্ট?'

'ওহ, হ্যাঁ। তারা জল ঘোলা করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা সেই সব রোগী যাদের উচ্চ মাত্রায় তেজস্ক্রিয় করা হয়েছিল। এবং তাদের উপসর্গ এত দ্রুত ধরা পড়ে যে কেউ কেউ চিকিৎসকের কাছে যায় তাদেরকে আমরা পাওয়ার আগেই। কিন্তু সেই সব চিকিৎসকরা কখনও এই ডায়াগনসিসের এতটা কাছাকাছি আসেন নাই, বিশেষত মেনারহেইম।'

'তুমি বোঝাতে চাচ্ছ তার মানে তিনি জড়িত নন?' মার্টিন বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'মেনারহেইম? আপনি কি মজা করছেন? এই উচ্চতার এই মাপের একটা প্রজেক্টে তার মতো আত্মকেন্দ্রিক হারামজাদাকে আমরা জড়িত করব? সে প্রতিটি ছোট ছোট আবিষ্কারে পর্যন্ত নিজের সাফল্য নিতে চায়।'

ফিলিপস রুমের চারদিকে দেখেন। তিনি আতঙ্কিত এবং বিস্মিত। এটা সম্ভব নয়

BanglaBook.org

মনে হয় এটা কখনও হতে পারে, বিশেষত ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের প্রাণকেন্দ্রে।

'যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করছে,' মার্টিন বললেন, 'এটা কি তুমি যে এখন থেকে বেরিয়ে যেতে পার। আমি বোঝাতে চাইছি, কিছু শয়তান হারামজাদা ফার্মাকোলজির অসুদপায়ে কাজ করেছে একটা ইদুরের উপর এবং তারপর প্রাণীর দল তার পিছনে ছিল।'

'আমাদের চতুর্দিক থেকে নানান সাহায্য আছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন বাইরে যে মানুষগুলো আছে তারা এফ বি আইয়ের।'

ফিলিপস মিখাইলের দিকে তাকালেন। 'তুমি আমাকে সেটা মনে করিয়ে দিও না। তারা আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।'

'আমি সেজন্য দুঃখিত। আমার কোনো ধারণা নেই আপনার প্রতি কি হতে চলেছিল যতক্ষণ না আপনি কল করেছেন। আপনি এক বছর ধরে তাদের অধীনে পর্যবেক্ষণের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তারা আমাকে বলেছে এটা আপনার রক্ষার স্বার্থে।'

'আমি পর্যবেক্ষণের অধীনে ছিলাম?' মার্টিন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'আমরা সকলেই। ফিলিপস, আমার আপনাকে কিছু বলতে দিন। এই গবেষণার ফলাফল গোটা সমাজের চেহারা পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। আমি কোনো নাটকীয় কিছু বলছি না। যখন আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম, এটা ছিল একটা ছোট্ট প্রজেক্ট। কিন্তু আমাদের কিছু খুব প্রাথমিক ফলাফল পাই, যেটা আমরাই স্বত্বাধিকারী। সেই কারণে বৃহৎ কম্পিউটার কোম্পানিগুলো আমাদেরকে তাদের অর্থ এবং সাহায্যের ঝর্ণার নিচে নিয়ে আসে। তারা কোনোরকম তোয়াক্কা করে না কিভাবে আমরা আমাদের আবিষ্কার সফল করব। তারা যেটা চায় সেটা ফলাফল। এবং তারা আমাদের পক্ষে নেয়ার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতা করতে থাকে। কিন্তু তারপর তারা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রথম প্রধান বা বৃহৎ প্রয়োগ আমাদের চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার প্রতিরক্ষা বিভাগে। এটা গোটা অস্ত্রের ব্যাপারে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে। একটা ছোট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তারা একটা হলোগ্রাফিক আণবিক স্মৃতি-সংরক্ষণ সিস্টেম তৈরি করতে পারবে, আমরাই নকশা করে দেব এবং তৈরি করে দেব প্রথম সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মিসাইল গাইডেড সিস্টেম। তখন সেনাবাহিনীর থাকবে একটা বুদ্ধিদীপ্ত মিসাইল। এটা হবে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিশাল ব্রেকথ্রু যখন থেকে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার হয়েছে। এবং সরকারও খুব কমই আগ্রহী আমাদের আবিষ্কারের উৎপত্তি সম্পর্কে যেরকমভাবে কম্পিউটার কোম্পানিগুলোও। তাই আমরা এটা পছন্দ করি বা না করি। তারা আমাদের উচ্চ মাত্রার নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। এমন কি ম্যানহ্যাটন প্রজেক্টের চেয়ে বেশি যেখানে পারমাণবিক বোমা সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি প্রেসিডেন্ট এখানে এসে দেখে গেছেন। সুতরাং আমরা সকলেই তাদের পর্যবেক্ষণের আওতায়। এবং এই লোকগুলো বেশি মাত্রায় প্যারানয়েড। প্রতিদিন তারা ভাবে যে রাশিয়ানরা এই জায়গাটা ঝড়ের মতো ধ্বংস করে দিচ্ছে। এবং গত রাতে তারা বলেছিল

BanglaBook.org

আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং নিরাপত্তার ঝুঁকিতে আছেন। কিন্তু আমি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম, একটা ক্ষেত্রে। অনেক কিছুই আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'কোন ধরনের সিদ্ধান্ত?' মার্টিন ক্লান্ত স্বরে বললেন।

'আপনাকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি আপনি এই গোটা ব্যাপারটার সাথে বাস করতে চান। আমি জানি এটা আপনার জন্য একটা ধাক্কা। আমি স্বীকার করছি আমি আপনার কাছে বলতে যাচ্ছি না কিভাবে আমরা আমাদের আবিষ্কার সফল করছি। কিন্তু যখন থেকে আপনি অনেক কিছু শিখে গেছেন, আপনাকে জানতে হবে। শুনুন, মার্টিন, আমি সচেতন যে মানুষকে তাদের না জানিয়ে এই যে পরীক্ষার কৌশলটা, বিশেষত যখন তাদেরকে অবশ্যই উৎসর্গ করা হবে, এটা প্রচলিত চিকিৎসা আইনের বিপরীতে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ফলাফল মেথডকে বিচার করবে। সতেরজন তরুণী অজ্ঞাতসারে তাদের জীবন আমাদের কাজে উৎসর্গ করেছে। এটা সত্য। কিন্তু এটা সমাজের আরো ভালোর জন্য এবং ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রতিরক্ষার নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, প্রতিটি মৃত্যু একটা মহৎ উৎসর্গ। দুইশত মিলিয়ন আমেরিকানের দৃষ্টি থেকে, এটা খুব কম উৎসর্গ। চিন্তা করে দেখুন কতগুলো তরুণী প্রতিবছর ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জীবন দিয়ে দেয় অথবা কত লোক প্রতিবছর হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং শেষ পর্যন্ত কি হয়? এখানে এই সতেরজন তরুণী সমাজের জন্য কিছু যোগ করল। এবং তাদেরকে তাদের সহানুভূতির সাথে দেখা হবে। তাদেরকে খুব ভালোভাবেই যত্ন নেয়া হবে এবং কোনো ব্যথা দেয়া হবে না। এগুলোর বিপরীতে তারা সত্যিকারের আনন্দ, উত্তেজনা, যৌনতার অনুভূতি ভোগ করবে।'

'আমি এটা গ্রহণ করতে পারছি না। কেন তুমি তাদেরকে শুধু আমাকে হত্যা করতে বলনি।' ফিলিপস খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'তাহলে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তা থাকত না।'

'আমি আপনাকে পছন্দ করি, ফিলিপস। আমরা গত চার বছর ধরে একসাথে কাজ করছি। আপনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। আপনার অবদান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন কল্পে ছিল এবং হতে পারে ব্যাপক। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োগ, বিশেষত রেডিওলজির ক্ষেত্রে, এটা গোটা অপারেশনকে কভার দিতে পারবে। আপনাকে আমাদের দরকার, ফিলিপস। এটার অর্থ এই নয় যে আমরা আপনাকে ছাড়া কাজ করতে পারব না। আমাদের এখানে কেউ অপরিহার্য নয়, কিন্তু আমাদের আপনাকে দরকার।'

'তোমার আমাকে দরকার নেই।' ফিলিপস বললেন।

'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না। ঘটনা হলো, আমাদের আপনাকে দরকার। আমাকে অন্য আরেকটা বিষয়ে জোর দিতে দিন। আর কোনো মানব সাবজেক্ট আমাদের দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে এই প্রজেক্টের বায়োলজিক্যাল দিকটা খুব তাড়াতাড়িই বন্ধ করে দেয়া হবে। আমাদের যে তথ্যগুলোর দরকার সেটা আমরা পেয়ে গেছি। এবং এখন এই ধারণাগুলোকে ইলেকট্রোনিক্যালি রূপ দেয়ার সময়। মানুষ নিয়ে

BanglaBook.org

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে।'

'কতজন গবেষক এখানে এই কাজের সাথে জড়িত?' ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন।

'সেটা,' মিখাইল গর্বের সাথে বলল, 'আমাদের গোটা প্রোগ্রামের এটা একটা সুন্দর দিক। এই প্রোটোকলটা বিভিন্ন দিগন্তের লোক নিয়ে গঠিত, এখানে কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। আমাদের একটা ফিজিওলজির টিম আছে, একটা দল আছে কম্পিউটার প্রোগ্রামের এবং কয়েকজন নার্স ও প্রাকটিশনার।'

'কোনো চিকিৎসক নেই?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করল।

'না।' মিখাইল হাসি দিয়ে বলল। 'অপেক্ষা করুন! সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমাদের একজন নিউরোসায়েন্স ফিজিওলজিস্ট এম ডি, পি এইচ ডি।'

সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিরবতা দুজন মানুষের মধ্যে।

'অন্য আরেকটা জিনিস।' মিখাইল বলল। 'আপনি, সুস্পষ্টত এবং যোগ্যতম ব্যক্তি, পুরো ক্রেডিটই আপনি নিতে পারবেন মেডিকেলের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে তৎক্ষণাৎ বুঝতে নতুন কম্পিউটার টেকনোলজি বসানোর ক্ষেত্রে।'

'এটা কি কোনো ঘুষ?' ফিলিপস জিজ্ঞেস করলেন।

'না। এটাই সত্য। কিন্তু এটাই আপনাকে আমেরিকার অন্যতম সবচেয়ে জনপ্রিয় মেডিকেল গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। আপনি সমর্থ হবেন রেডিওলজির সকল ক্ষেত্রে, যাতে কম্পিউটার একশত ভাগ দক্ষতার সাথে রেডিওলজির সকল ডায়াগনস্টিক কাজ করে দেবে। সেটা মানুষের উপকারে বিশাল একটা কাজ হবে। আপনি নিজেই আমাকে একদিন বলেছিলেন, একজন রেডিওলজিস্ট, সবচেয়ে দক্ষ যিনি, কেবলমাত্র পচাত্তর ভাগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। এবং একটা শেষ বিষয়...' মিখাইল নিচের দিকে তাকাল এবং তার পায়ের ভঙ্গি পরিবর্তন করল যেন সে কিছুটা বিব্রত। 'আমি যেমন বললাম, আমি এই এজেন্টকে একটা দিক দিয়েই শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যদি তারা দেখে যে কারোর জন্য তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, সেটা আমার হাতের নাগালের বাইরে। দুর্ভাগ্যবশত ডেনিস স্যাংগার এখন জড়িত। তিনি এই গবেষণা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যথেষ্টই জানেন যা এই প্রজেক্টের বিপদ ঘটনার মতো। অন্য কথায়, যদি আপনি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, শুধু আপনিই নন, কিন্তু ডেনিসও, হতে পারে শেষ করে দেয়া হবে। আমার সেগুলোর উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।'

যখন সে ডেনিসের জীবনের উপর থ্রেট করল, অন্য আবেগ ফিলিপসের নৈতিকতাকে ছাপিয়ে উঠল। ভেতর থেকে অনেক ঘৃণার বাষ্প জমে উঠছে। শুধুমাত্র কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি নিজেকে ধরে রাখলেন অন্ধ রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো থেকে। তিনি ক্লান্ত এবং প্রতিটি স্নায়ু তার শক্তি হারাতে শুরু করেছে। এটা খুব ধকল যাচ্ছে মনের উপর দিয়ে তার বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ভাবনাকে এড়াতে। যখন তিনি সেটা করলেন, তিনি একটা অনুভূতির উদ্রেক করলেন যেটা এই বিশাল শক্তি এবং বিশাল প্রজেক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া নিয়ে। তিনি হয়তো নিজেকে এটার বিরুদ্ধে উৎসর্গীকৃত করতে পারেন

BanglaBook.org

কিন্তু তিনি ডেনিসকে উৎসর্গ করতে পারেন না। একটা দুঃখজনক অনুভূতি তার হাল ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই যুক্ত হলো।

মিখাইল ফিলিপসের কাঁধে হাত রাখল, 'বেশ, মার্টিন? আমি মনে করি আমি সবকিছু আপনাকে বলেছি। আপনি কি বলেন?'

'আমি মনে করি না আমার কোনো পছন্দ আছে।' মার্টিন খুব আস্তে আস্তে বলল।

'হ্যাঁ আপনি পারেন,' মিখাইল বলল, 'কিন্তু এটা খুব সরু রাস্তা। সুস্পষ্টত আপনি এবং ডেনিস দুজনেই খুব কাছের থেকে পর্যবেক্ষণের শিকার হবেন। আপনি কোনো সুযোগই দেবেন না এই ঘটনা কংগ্রেস অথবা প্রেসকে বলার। সেখানে সাম্ভাব্যক্ষেত্রে সব কিছুরই পরিকল্পনা আছে। আপনার পছন্দটা হবে খুবই কম আপনার এবং ডেনিসে জীবনের মাঝে অথবা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর চেয়ে মূল্যহীন। আমি ঘৃণা করি অতটা নীরস হতে। যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে পথে আমি চিন্তা করছি, ডেনিসই একমাত্র আমাদের গবেষণার কথা প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রয়োগের কথা বলতে পারে, যেটা সম্বন্ধে আপনি জানেন না এবং তখন আপনি ভুলক্রমে কোনো নিরাপত্তা রক্ষীর কবলে পড়ে যাবেন। তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে গোপনীয়তার ব্যাপারে এবং সেটাই তাহলে সবকিছুর শেষ হবে। এটা আপনার দায়িত্ব তাকে বায়োলজিক্যাল গবেষণা থেকে জানানো থেকে দূরে রাখা।'

ফিলিপস একটা গভীর শ্বাস নিলেন, নিজেকে কাচের সিলিন্ডারের সারি থেকে ঘুরিয়ে আনলেন, 'ডেনিস কোথায়?'

মিখাইল হাসল, 'আমাকে অনুসরণ করুন।'

দুই দরজা এক সাথের দরজার দিকে যেতে থাকে এবং এম্পিথিয়েটারকে পাশ কাটায়, মানুষ দুজন করিডোর দিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে, পুরানো মেডিকেল স্কুলের প্রশাসনিক অফিসের দিকে যায়।

'মার্টিন!' ডেনিস চিৎকার দিয়ে ওঠেন। তিনি একটা ফোল্ডিং চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে ওঠেন এবং দুজন এজেন্টের মাঝখান দিয়ে ছুটে আসেন।

তিনি নিজেকে ফিলিপসের মাঝে ছেড়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। 'কি ঘটেছিল?' তিনি ফোঁপাতে থাকেন।

মার্টিন কোনো কথা বলেন না। তার আবেগ ডেনিসকে দেখে অতিমাত্রায় প্রবাহিত হচ্ছে। ডেনিস বেঁচে আছে এবং নিরাপদ! কিভাবে তিনি তার মৃত্যুর দায়িত্ব নিতে পারেন?

'এফ বি আই আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল তুমি একজন ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক।' ডেনিস বললেন। 'আমি এক মুহূর্তের জন্যও তা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমাকে বল এটা সত্য নয়। আমাকে বল এই সব কিছু একটা বাজে স্বপ্ন।'

ফিলিপস তার চোখ বন্ধ করলেন। যখন তিনি চোখ খুললেন তার গলার স্বর ফিরে পেলেন। তিনি আস্তে আস্তে কথা বলতে থাকেন, তার প্রতিটি শব্দ খুব সতর্কতার সাথে বাছাই করে, কারণ তিনি জানেন ডেনিসের জীবন এখন তার হাতে। তারা কয়েক

BanglaBook.org

মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। তিনি একটা পথ খুঁজে পান তাদের সারাদিনের নিরবতা ভাঙার। যেন মনে হয় একটা বছর পরে কথা বলছেন।

'হ্যাঁ' ফিলিপস বললেন, 'এর সবটাই বাজে স্বপ্ন। এটা একটা ভয়ানক ভুল। কিন্তু এটা এখন চলে গেছে।'

মার্টিন ডেনিসের মুখ উঁচুতে তুলে ধরলেন এবং তার মুখে চুমু খেলেন। ডেনিসও প্রতি উত্তরে চুমু খেল, নিশ্চিত হতে যে তার অনুভূতি তার সম্বন্ধে ঠিক আছে, সেটা এত দীর্ঘ যে তিনি নিরাপদ। এক মুহূর্তের জন্য তিনি তার মুখ ডেনিসের চুলের মধ্যে গুঁজে দিলেন। যদি কোনো একক ব্যক্তির জীবন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তো তেমনি ডেনিসের। তার কাছে অন্য যে কারো চেয়ে।

'এটা এখন চলে গেছে।' ডেনিস রিপিট করলেন।

ফিলিপস ডেনিসের কাঁধের উপর দিকে চকিতে মিখাইলের দিকে তাকালেন।

কম্পিউটার দক্ষ সেই লোকটা সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা উপর নিচ করে।

কিন্তু মার্টিন জানেন এটা কখনওই শেষ হবে না.....

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG